দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য-২

দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য-২

স ম্পা দ না

অর্ণব সাহা



সপ্তর্ষি প্রকাশন

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০

গ্রন্থস্বত্ব : অর্ণব সাহা

প্রচ্ছদ : রাজীব চক্রবর্তী

সপ্তর্ষি প্রকাশন-এর পক্ষে স্বাতী রায়চৌধুরী কর্তৃক
৪৪এ, চক্রবর্তী লেন, শ্রীরামপুর, হুগলি থেকে প্রকাশিত,
এবং অ্যালবাট্রস ৩১১এ বি বি চ্যাটার্জি রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪২ থেকে মুদ্রিত

শব্দগ্রন্থন : পিকাসো, ৯৮৭৪৩৬১০০০

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট কলকাতা ০৯ চলভাষ ৯৮৩০৩ ৭১৪৬৭
ই-মেল saptarshiprakashan@hotmail com

সপ্তর্ষি-র বই পাবেন
দে'জ, দে বুক স্টোর, বুক ফ্রেন্ড, চক্রবর্তী অ্যান্ড চ্যাটার্জি (কলেজস্ট্রিট
বুক ওয়ার্ম (উত্তরপাড়া, ৪১ বি টি রোড), বুকস্ (শিলিগুড়ি),
পুস্তকমহল (ভুবনডাঙা, শান্তিনিকেতন)

সংকলনপ্রসঙ্গে

উনিশ ও বিশ শতকের গোড়ার সাহিত্য ও সামাজিক ইতিহাসের আলোচনায় আজ সুপরিচিত 'এলিট' সাহিত্যের পাশাপাশি বিপুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তথাকথিত 'বটতলা' থেকে ছাপা, ততটা পরিচিত নয় এমন লেখক অথবা অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত অসংখ্য বইপত্র, যেগুলি প্রথাগত বিদ্যায়তনিক পাঠ্যক্রমের কাছে এতদিন ব্রাত্য বলে বিবেচিত ছিল। অথচ এইসব বই সে যুগের জনসমাজে প্রচলিত সাহিত্য হিসেবে আমপাঠকের চাহিদা পূরণে সহায়তা করেছিল। এলিট সাহিত্য তথাকথিত শিষ্ট রুচি ও এনলাইটেন্ড দৃষ্টিকোণের সাপেক্ষে যেসব সামাজিক সমস্যার ততটা গভীরে প্রবেশ করতে চায়নি, এইসব বই অনায়াসেই ঢুকে পড়েছে সেইসব সমস্যার অন্দরমহলে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব লেখকরাও যেহেতু উচ্চবর্ণীয়, কম-বেশি ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কিছুটা পিছিয়ে-পড়া অংশ, তাই উচ্চবর্ণীয় সামাজিক ডিসকোর্সেরই সম্প্রসারণ বা ভিন্নমাত্রিক উপস্থাপনা এইসব বইতেও লভ্য। সাম্প্রতিক গবেষণায় এই বইগুলি যথেষ্টই ব্যবহৃত হচ্ছে, অথচ সাধারণ পাঠকের হাতের নাগালে অনেক ক্ষেত্রেই এগুলি সহজলভ্য নয়। সেই প্রয়োজন কিছুটা মেটানোর তাগিদেই এই সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ড, যেখানে ঠাঁই পেয়েছে ১৮৭৪ থেকে ১৯১৩-র ভিতর প্রকাশিত এরকম চারটি বই, যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক বিষয়বস্তুকে ধরতে চেয়েছে। বইগুলির টেক্সট প্রমাণ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের সূচনায় ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার আন্তঃসম্পর্ক এবং 'আধুনিকতা' বিকশিত হবার প্রক্রিয়ার জটিলতা, যেখানে একই ডিসকোর্সের ভিতর ঢুকে পড়েছে বহুমাত্রিক স্বর, যেগুলি কখনো পরস্পরবিরোধী, কখনো পারস্পরিক আপসনির্ভর। প্রয়োজনীয় ভূমিকাসহ, আলোচ্য চারটি টেক্সট সংকলন ও সম্পাদনার কাজটি করেছেন তরুণ গবেষক অর্ণব সাহা। আশা করি এই সংকলনের প্রথম খণ্ডের মতোই সাধারণ পাঠকের কাছে গৃহীত হবে দ্বিতীয় খণ্ডটিও।

বি ষ য় সূ চি

'আধুনিকতা'র স্থান-কাল-পাত্র

আজি বলিতেছ "বসে থাকো, বাপু,
ছিল যাহা তাই ভালো
যা হবার তাহা আপনি হইবে
কাজ কি এতই আলো।"....
তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।[১]

যে সময়পর্বকে 'উজান স্রোতের কাল' হিসেবে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপোক্তি, সামাজিক ইতিহাসের প্রচলিত পরিভাষায় তাকে 'অন্ত্য-উনিশ শতকীয় হিন্দু পুনরভ্যুদয়' বলা হয়েছে। এক ধরনের যান্ত্রিক 'ইতিহাসবাদী' দৃষ্টিকোণের সাপেক্ষে মনে করা হয়, ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে. উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাঙালি মণীষার যে 'প্রগতিশীল অগ্রগতি', ঐ শতকের শেষ চতুর্থাংশে পৌঁছে তা এক রক্ষণশীল পশ্চাৎগতি হিসেবে অধঃপতিত হয়। এমনকি সমকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে একধরনের গোঁড়া 'হিন্দুত্বে'র বশবর্তী হয়ে পড়েন।[২] এই 'হিন্দু বিশ্ববীক্ষা' ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনড় ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করে, নতুন যুগের প্রয়োজন অনুসারে স্থানু ঐতিহ্যের স্থায়ী গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করতে চায় এবং প্রায় সব ধরনের গতিশীল সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করে। বিশেষত, স্ত্রীশিক্ষা, নারীর অবস্থার উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে উনিশ শতকের শুরু থেকেই যে সমাজসংস্কারমূলক লেখালেখির বিস্তার ঘটেছিল, শতাব্দীর শেষলগ্নে পৌঁছে তা আকস্মিকভাবেই হ্রাস পায়। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা এই বাহ্যিক লক্ষণগুলির সাপেক্ষে কোনো অতিসরলীকৃত সিদ্ধান্তের বদলে আরো গভীর অভিনিবেশসহ বিষয়টিকে দেখতে চায়।

খুঁটিয়ে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, যে তথাকথিত 'রক্ষণশীল' উপাদানগুলির সাপেক্ষে অন্ত্য-উনিশ শতকের এই বিশেষ চিহ্নিতকরণ, শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিভিন্ন 'সমাজসংস্কার'মূলক ডিসকোর্সের ভিতরেও তাদের বহমান উপস্থিতি।[৩] আসলে শতকসূচনা থেকেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীর লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্য

'আধুনিকতা'র ক্যাটেগরিগুলো দেশজ ঔপনিবেশিক জাতিসত্তার সাপেক্ষে বদলে নেওয়া, হুবহু অনুকরণের পরিবর্তে এক পৃথক নিজস্ব 'আধুনিকতা'র জন্ম দেওয়া। ১৭৮৪ সালে প্রকাশিত ইমানুয়েল কান্টের 'এনলাইটেনমেন্ট' বিষয়ক প্রবন্ধের উপর আলোচনায় যেমন ফুকো দেখান, বাক্‌স্বাধীনতা, মুক্ত যুক্তি, সর্বজনীন মুক্তচিন্তার প্রসারের মধ্য দিয়ে 'আধুনিক' সমাজে পাবলিক/প্রাইভেট সংক্রান্ত আলোচনার বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও আলোচনায় অংশ নেবার ক্ষেত্রে অধিকারের পার্থক্য, বিশেষজ্ঞের সার্বিক কর্তৃত্ব এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক 'ক্ষমতা' ব্যবহারের কলাকৌশলগুলিও আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।[৪] পাশ্চাত্য 'আধুনিকতা' সম্পর্কে গোড়া থেকেই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সংশয়ী হবার প্রধান কারণও হল এই যে, ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় ঐ 'আধুনিকতা'র সাপেক্ষে তাঁদের একমাত্র ভূমিকা হতে পারত 'গ্রহীতা' হবার; 'উন্নত', 'সভ্য' পাশ্চাত্য যদি অগ্রবর্তী 'আধুনিক' মানুষের আবির্ভাব সম্ভব করে, অন্ধ বাছবিচারহীন পাশ্চাত্যের অনুকরণ তবে জন্ম দেবে এক ধরনের খর্বিত, খণ্ডিত 'মিমিক্রি'র, যা পাশ্চাত্যের প্রায়-অনুরূপ অথচ কখনোই পুরোপুরি 'আইডেন্টিকাল' নয়। যা হোমি ভাভা-র ভাষায় 'mimicry'।[৫] অন্ত্য উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিকশিত হতে শুরু করলে 'আধুনিকতা'র এই দেশজ নিজস্বতার পরিসরের খোঁজ শুরু হয়, ঘটতে থাকে 'আধুনিক জ্ঞানচর্চার জাতীয়করণ', যেখানে ডিসকোর্সের চরিত্র দাঁড়াবে 'আধুনিক, অথচ জাতীয়'।[৬] অন্ত্য-উনিশ শতকের এ হল 'জাতীয়তাবাদী আধিপত্যমূলক বাচন' (nationalist hegemonic discourse) যা হিন্দুত্ব, জাতি, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ সব মিলিয়ে এক নিজস্ব 'বিশ্ববীক্ষা'র জন্ম দিয়েছিল। এক বিশেষ 'হিন্দু ঐতিহ্যে'র পুনরাবিষ্কার সেই বিশ্ববীক্ষার মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

এই বিশ্ববীক্ষার একটি প্রধান সূত্রই হল ব্যক্তিগত/সামাজিক জীবনযাপনের পরিসরগুলিকে 'বস্তুগত' ও 'আধ্যাত্মিক'—এই দুই 'ক্ষেত্রে'র ভিতর পৃথগীভূত করা। বস্তুগত, পার্থিব প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইউরোপ আমাদের তুলনায় সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ হলেও আধ্যাত্মিক সম্পদে ইউরোপের চেয়ে আমরা বহুলাংশে অগ্রসর। এই আধ্যাত্মিক সম্পদ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় হিন্দু রমণীর চরিত্রে। অন্ত্য-উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ন্যারেটিভে ঘর, পবিবার, দাম্পত্য, সংসারে নারীর ভূমিকা—সবই এক বিস্তৃত ডিসকার্সিভ আলোচনার অন্তর্গত হয়ে পড়ে। বস্তুগত পৃথিবীতে ইউরোপের অনুকরণ একধরনের অনিবার্য দায়, কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভাবনায় গৃহের অভ্যন্তর, যে ভিতরমহলের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিন্দু বাঙালি রমণী—তা যেন পাশ্চাত্য প্রভাবের বাইরে থাকে। এর ফলে গৃহাভ্যন্তরে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও স্বরাটত্বের আপেক্ষিক চরিত্রটি বজায় রাখতে পারব। আপাতদৃষ্টিতে

একে অনড় রক্ষণশীলতায় ফিরে যাওয়া বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে পরিবার, দাম্পত্য, সন্তানপালনে মায়ের ভূমিকা, গৃহের অন্দরমহলের নকশা, ধাত্রীবিদ্যা, শিক্ষার উন্নতি প্রভৃতি সবকটি ক্ষেত্রেই হিন্দু 'ভদ্রলোক' চৈতন্য পাশ্চাত্য 'ভিক্টোরিয়ান' মডেলকেই অন্তত বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করেছে। তবে এক্ষেত্রে গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়াটি সাধিত হয়েছে পাশ্চাত্যের সঙ্গে বাধ্যতামূলক পার্থক্যগুলিকে চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে।[৭] এই পর্যায়ের গার্হস্থ্যবিজ্ঞান এবং মেয়েদের আচরণীয় কর্তব্য বিষয়ক বইপত্র লক্ষ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর লেখা 'গৃহলক্ষ্মী' (১৮৮৪) এবং জয়কৃষ্ণ মিত্র রচিত 'রমণীর কর্তব্য' (১৮৯০) বইদুটির কথা ধরা যাক। সর্বগুণান্বিত হিন্দু সাধ্বী পত্নী এবং সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবন ও অন্তঃপুর নির্মাণই বইদুটির লক্ষ্য। প্রথম বইতে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে দাম্পত্যসম্পর্ক, বিশেষত দাম্পত্যপ্রণয় বিষয়ে। অথচ বারবার বলা হয়েছে নরনারীর একান্ত নিজস্ব, সমাজবিচ্ছিন্ন, পারিবারিক বন্ধনচ্যুত দাম্পত্যপ্রণয় পাশ্চাত্যরীতির অনুগামী, তা আমাদের পাবিবারিক জীবনে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ পাশ্চাত্য 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র' বা 'ইন্ডিভিজুয়ালিজম্' আমাদের দেশজ পরিকাঠামোয় খাপ খায় না। দ্বিতীয় বইটি যেন ভিক্টোরীয় well-ordered home-এর দেশীয় সংস্করণকেই তুলে ধরতে চায়। এর আলোচ্য শয়নকক্ষ, ভাঁড়ারঘর, পাকশালা, গোশালা, সন্তানপালনের উপযোগী দক্ষতা, পীড়িতের সেবা প্রভৃতি। লক্ষণীয়, দুটি বইতেই স্ত্রীশিক্ষা, পরিবারে নারীর অবস্থার মানোন্নয়ন, নতুন যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী মেয়েদের সীমিত আলোকপ্রাপ্তি— প্রভৃতির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ একইসঙ্গে সেই উন্নয়ন ও আলোকপ্রাপ্তিও যাতে হিন্দু পরিবারের অটুট থাকবন্দের কাঠামোকে টলাতে না পারে—সে বিষয়ে লেখকেরা ছিলেন একশো ভাগ সচেতন।[৮] মোটের উপর, পারিবারিক অন্তঃপুরের আদর্শায়িত ভিক্টোরীয় ছবিটি বহুলাংশে অনুসরণ করেছেন অন্ত্য-উনিশ শতকের লেখকেরা, কেবল ঐ আদর্শের ভিতর নিজস্ব দেশজ উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাকে এক পরিবর্তিত স্থানাঙ্কে নিয়ে আসাই ছিল লক্ষ্য। সমকালীন একটি পত্রিকায় আদর্শ পরিবারে বাবা-মা-শিশুসন্তানের একত্র সময়যাপনের একটি ছবি ছাপা হয় এবং ছবিটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেবার পর মন্তব্য করা হয়; "কেমন সুখী পরিবার। এই রূপ পরিবারে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন"—বাঙালি ভিক্টোরিয়ানার এ এক আদর্শ উপস্থাপনা।[৯]

নব্য জাতীয়তাবোধের আদর্শ পাশ্চাত্য নৈতিকতার সঙ্গে যে পাথর্ক্যের সূত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল, তার একটি, আগেই বলা হয়েছে, 'বস্তুতান্ত্রিকতা'/ 'আধ্যাত্মিকতা'র বৈপরীত্য। দাবি করা হতে থাকে, আমাদের প্রাচ্যের সভ্যতা

অনেক বেশি 'আধ্যাত্মিক' ও মানবিক গুণসম্পন্ন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' বইয়ের একটি রচনা 'লজ্জাশীলতা'। এই বিশেষ পার্থক্যের সূত্রটি এই প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ভূদেব। তিনি আরো বলেছেন, ঐ আধ্যাত্মিক চরিত্রগুণ পুরুষের চেয়েও অনেক বেশি প্রকট হয় হিন্দু রমণীর আচরণে। ভূদেবের ভাষায়:

> লজ্জাশীলতা মনুষ্যের ধর্ম্ম—পশুর ধর্ম্ম নয়।... মনুষ্যের প্রকৃতিতে পশুধর্ম্মের অস্তিত্ব অনুভূত হইলেই লজ্জার উদ্রেক হয়।... যদি কোন নর-নারীর নয়নে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, তবে শুদ্ধাত্মার চিত্তে লজ্জার আবির্ভাব হইয়া থাকে।... যে মনুষ্যসমাজ যত দিব্যভাবসম্পন্ন এবং সুশীল ও সভ্য হইবার জন্য যত্নশীল, সেই সমাজের মধ্যে লজ্জার তত আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।... ইউবোপীয় ছোটলোকেরাও অত্যন্ত পশুধর্ম্মপ্রবণ।

এর পর ভূদেব নারীচরিত্রের, বিশেষত হিন্দু নারীর উন্নত চারিত্রিক মহিমার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যও চিহ্নিত করেছেন:

> নিসর্গতঃ স্ত্রীলোকদিগের মনে পশুভাব অপেক্ষা দিব্যভাবের আধিক্য।....যদি কেহ ...তাহার বিপরীতাচরণ করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের দিব্য প্রকৃতির বিকৃতি এবং অধঃপতনের সূচনা হয় মাত্র। যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের একত্র সমাবেশ, সকল সময়ই একত্র বসিয়া বাক্যালাপ, একত্র পান ভোজন, একত্র পর্য্যটন, সে সমাজে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র কিছু অকোমল কিছু দিব্যভাববর্জিত এবং অধিকতর পরিমাণে পশুভাবসংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।....আমাদের শাস্ত্রকারেরা এইরূপ পশুধর্মের অন্তর্গূঢ় ব্রহ্মভাবের আবিষ্কৃতি করিয়া পাশব কার্যগুলির পাশবত্ব মোচন করিযা গিয়াছেন। ইউরোপখণ্ডে এরূপ হয় নাই। সেখানকার লোকদিগের ধর্ম্মচর্য্যা এবং জীবনচর্য্যা পরস্পর পৃথগ্‌ভূত। তাঁহারা ধর্ম্মভাবের অধীন হইয়া সকল কাজ করিতে চাহেন না—ওরূপ করাকে যাজকতন্ত্রতা বলিয়া ঘৃণা করেন। ...ফল কথা, আর্য্যপ্রণালীতে ধর্ম্মভাবের আধিক্য, ইউরোপীয় প্রণালীতে ভোগসুখের আধিক্য, আর্য্য প্রণালীতে স্ত্রী, দেবী। ইউরোপীয় প্রণালীতে স্ত্রী, সাথী সহচরী।[১০]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হল এ কারণেই যে, এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে একটি উপন্যাস, 'অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব'। লেখক বীরেশ্বর পাঁড়ে। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১২৯৫ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৮৮৮ খ্রি.। অন্ত্য-উনিশ শতকে নব্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী লেখকগোষ্ঠী বলতে যাঁদের বোঝানো হয়, সেই চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুদেরই বৃত্তে ছিল এই লেখকের অবস্থান। সেযুগে সামান্য হলেও কিছুটা নামও হয়েছিল বীরেশ্বর পাঁড়ের। আদতে ইনি ছিলেন ব্যবসায়ী। ১৮৯৩ সালে এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় 'পাঁড়ে ব্রাদার্স'-এর মনোমোহন পাঁড়ে বিজ্ঞাপন দেন, তাঁদের দোকানে প্রায় সবধরনের দেশি বিদেশি পুস্তক, সেইসঙ্গে 'দেশীকাপড়'ও বিক্রি হয়, বিজ্ঞাপনে পুজ্যপাদ বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত বিস্তৃত গ্রন্থ তালিকাও ছাপা হয়েছে।[১১] এ পর্যন্ত নব্য জাতীয়তাবাদের যে 'দেশীয় আধুনিকতা'র নিজস্ব স্বরূপ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে, বীরেশ্বর পাঁড়ের অবস্থান তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়, তাঁর নিজের সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকার (১৮৮৫ খ্রি.) সূচনা অংশটি পড়লে। বীরেশ্বর এখানে সরাসরি জানাচ্ছেন পাশ্চাত্য এনলাইটেনমেন্ট-জাত আধুনিকতা ও প্রগতির ধারনার সঙ্গে তিনি সহমত নন। চূড়ান্ত বস্তুসর্বস্ব, সর্বসংস্কার মুক্ত আধ্যাত্মিকতাবিহীন ইউরোপীয় গরিমাকে 'উন্নতি' বলে মানতে তিনি রাজি নন...

> আজ ঊনবিংশ শতাব্দী। পৃথিবীর আজি উন্নতির দিন। ...পশ্চিম ভূমির মানবগণের প্রতাপে আজি পৃথিবী কম্পিত। ...কিন্তু বাস্তবিক কি মানব এইরূপ উন্নত হইয়াছে? ...সত্য সত্যই কি মানব আজি পৃথিবীকে স্বর্গ ও আপনাকে দেবতুল্য করিয়াছে? আমাদের বোধ হয় একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ...কেন না আজি মানবের দুঃখ দেখিলে পাষাণও আর্দ্র হয়, মানবের আচরণে পশুরও মনে ঘৃণা জন্মে।...
>
> ঊনবিংশ শতাব্দীতে—এই উন্নতির সুবর্ণযুগে মানবের এরূপ দুরবস্থার কারণ কি? ...ধর্ম্মভাবের শিথিলতা এবং বাহ্যিক চাকচিক্যময় অন্তঃসারশূন্য পাশ্চাত্য সভ্যতানুকরণপ্রিয়তাই ইহার কারণ। পাশ্চাত্য গুরুর নিকট আজি মানব শিখিয়াছে ধর্ম্ম একটি সকের (শখের) জিনিস—এই শিক্ষা পাইয়াই মানব দিশাহারা হইয়াছে ...মানব মানবত্ব হারাইয়া স্বাধীনপশু হইয়াছে—পতিত হইযাছে।[১২]

এই সূচনাংশ থেকে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বীরেশ্বরের বিশ্ববীক্ষা সম্পূর্ণ পশ্চাৎপদ, রক্ষণশীল 'হিন্দুত্বের' অনুসারী, তবে ভুল হবে। কারণ 'জাহ্নবী' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় চন্দ্রনাথ বসুর একটি প্রবন্ধ : 'হিন্দুধর্ম বিষয়ক আন্দোলন।' চন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে যুগ পরিবর্তনের সাপেক্ষে হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণের পক্ষপাতী। হিন্দুধর্মের সংস্কার প্রসঙ্গে দুটি পরস্পরবিরোধী মতের ভিতর পরিবর্তনপন্থী মতটিকেই সমর্থন করেন চন্দ্রনাথ :

> এক পক্ষ বলিতেছেন যে বিপুল আচার ব্যবহার ইত্যাদি যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল সেইগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া লইলেই চলিবে। আর এক পক্ষ

> প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিয়া এবং বাদ সাদ দিয়া লইতে চান। এই দুই পক্ষের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় পক্ষের প্রণালী অনুমোদন করি। ...মনুষ্যের পরিবর্তন হইলে মানবধর্ম্মনীতিরও পরিবর্তন আবশ্যক। ...আজিকার বিজ্ঞান যদি মনুর বিজ্ঞানকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে তাহা হইলেও কি মনুর ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না?...যাহারা পরিবর্তনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত বন্ধু, তাঁহাদের দ্বারাই হিন্দুধর্ম পুনর্জীবিত হইবে।[১৩]

আর এই বিতর্কে খোদ সম্পাদকের অবস্থান কী? 'হিন্দুধর্মের আন্দোলন বিষয়ে কয়েকটি কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বীরেশ্বর 'আধুনিক' যুক্তিপূর্ণ তর্কবিচার পদ্ধতিকে সমর্থন করে বলেছেন:

> উভয়দল পরস্পর এইরূপ মনে করিয়া মিলিত হউন—শত্রুতা পরিত্যাগ করুন। আমরা উভয়দলকেই আপনার মনে করিয়া থাকি। এইজন্য আমরা উভয়পক্ষীয় মত ও যুক্তিসকল আমাদের পত্রিকায় স্থান দিব। বিদ্বেষশূন্য হইয়া একপক্ষের মত আর এক পক্ষ খণ্ডন করুন।[১৪]

—এ কেবল কট্টর রক্ষণশীলতার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উদার রক্ষণশীলতার দ্বৈরথ নয়, এ হল 'আধুনিকতা'র বিশ্বজনীন উপাদনগুলিকে আত্মস্থ করে এক সম্পূর্ণ নিজস্ব 'আধুনিকতা'র প্রকল্প গড়ে তোলা, 'আধুনিকতা'র নিজস্ব স্থানাঙ্ক নির্ণয়। এই তথাকথিত 'হিন্দু পুনরভ্যুদয়' আন্দোলনকে ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে পরাজিত, আহত হিন্দু পৌরুষের প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সাম্প্রতিক গবেষক।[১৫] নতুন ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে, অচেনা 'আধুনিক' উপাদানগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই সে নতুনভাবে সাজিয়ে নিতে চেয়েছিল বহমান পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে। ব্রিটিশ প্রভুর কাছে আনুগত্য এবং দেশীয় জনসমাজের উপর আধিপত্যের অবস্থানগত দোলাচলের ভিতরেই হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণি সেদিন উন্মুক্ত করেছিল নিজের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা।[১৬] তাই একদিকে হিন্দু 'পরিবার' ও 'অন্তঃপুরের' উন্নয়ন-পরিশীলন-আধুনিকীকরণ যেমন তার আশু এজেন্ডার অন্তর্গত ছিল, তেমনই, পরিবারে নারীর অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোগত ধারাবাহিকতায় সে কোনো আকস্মিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল না। ১৮৭০-এর গোড়ায় 'সিভিল বিবাহ আইন' থেকে শুরু করে ১৮৯১-এর 'এজ অব কনসেন্ট' বিতর্কে দেশীয় ভদ্রলোকের অবস্থান সেই নব্য পুরুষতন্ত্রেরই অভিব্যক্তি। কোঁত-এর দর্শনে দ্বিতীয় বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকে তারা যেমন ব্যবহার করেছে বিধবাবিবাহবিরোধী যুক্তি হিসেবে, তেমনই 'গর্ভাধান' সংক্রান্ত বিতর্কের যুক্তিগুলিও দাঁড় করিয়েছে প্রাচীন শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং সমকালীন প্রেক্ষিতে অধিকবয়স্কা

অবিবাহিতা মেয়েদের যৌনচাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং একটি সুস্থিত বৈবাহিক সম্পর্কের ভিতর সেই যৌনতাকে আবদ্ধ রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। সমকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নারী-পরিবার-দাম্পত্য-স্ত্রীপুরুষ সম্পর্ক সংক্রান্ত লেখালেখির সঙ্গে বীরেশ্বর পাঁড়ের আলোচ্য উপন্যাসটি মিলিয়ে পড়লে এই নব্যপুরুষতান্ত্রিক 'হেজিমনি' এবং 'আধুনিক' হিন্দু 'বিশ্ববীক্ষার' উপাদানগুলি খুঁজে পাওয়া যায়।

২

উপন্যাসের শিরোনাম 'অদ্ভুত স্বপ্ন অথবা স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব' হলেও এটি আদতে একটি কাল্পনিক দুঃস্বপ্নের আখ্যান। পূর্বোক্ত হিন্দু বিশ্ববীক্ষার সাপেক্ষে কাঙিক্ষত সামাজিক অবস্থা বা পরিস্থিতির চূড়ান্ত ব্যত্যয় ঘটেছে এই দুঃস্বপ্নে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৭৬) বইয়ের নামকরণের ভিতরেই কাল্পনিক বাস্তবতাকে স্বপ্নের আধারে পরিবেশন করার রীতিটি ছিল। বীরেশ্বর পাঁড়ের উপন্যাসও শুরু হচ্ছে তেমনই এক অদ্ভুত স্বপ্নদৃশ্যের বর্ণনায়। "আহা! কি স্বপ্ন দেখিলাম... কোন নির্জ্জন গৃহমধ্যে একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী যুবতী রমণী নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছে," এমন সময় "দ্বা'র দিয়া একটি ভুবনমোহন যুবা পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন"। দ্বন্দ্ব এই স্বপ্নদৃষ্ট নারী-পুরুষের মধ্যেই। দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে সমাজে নারী-পুরুষের অসম সামাজিক অবস্থান, পুরুষকর্তৃক নারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে শৃঙ্খলিত করে রাখা, বিশেষত 'স্ত্রীস্বাধীনতা' ও সর্বোপরি 'স্বাধীনতা' নামক ধারণাটি সম্পর্কে নারী ও পুরুষের কাল্পনিক কথোপকথন, পুরুষকর্তৃক নারীর একের পর এক অভিযোগ খণ্ডনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। স্ত্রীস্বাধীনতা ও সমাজের পুরুষতান্ত্রিক হায়ারার্কি-সংক্রান্ত সমকালীন 'ডিসকার্সিভ' আলোচনার এক স্বাদু উপস্থাপনা এই রম্যগদ্যে পাওয়া যায়। রমণীর অভিযোগ তাঁর পঠিত একাধিক বইপত্রের সূত্রে একথা প্রমাণিত, সমাজে নারীর যাবতীয় অবদমনের মূলে পুরুষজাতি :

> ...পুরুষ পশ্বাচরণে রমণীর দেবতা হইয়াছে। বাস্তবিক তোমরা নিতান্ত নিষ্ঠুর—নিতান্ত স্বার্থপর—নিতান্ত অধার্ম্মিক।... বাল্যবিবাহ, স্ত্রীজাতির অস্বাতন্ত্র্য এবং স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ নিষেধই তার প্রমাণ... এক্ষণে বিদূষী রমণীগণ আর অন্তঃপুরে বাস করেন না। ছিঃ। পুরুষজাতি এমন স্বার্থপর![১৭]

এরকম একরাশ অভিযোগ শুনে পুরুষের মন্তব্য:

> উপদেশ পাত্র অনুসারে সঞ্চারিত হয়।... তোমাকে যখন আমি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছি, তখন তোমারও ঐরূপ শিক্ষা হইবে তাহা আশ্চর্য্য নয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই স্ত্রীস্বাধীনতাসহ অন্যান্য নারী-পুরুষ সাম্য জাতীয় দাবি তৈরি হয়েছে, এই বক্তব্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবনার চালু উপাদান। যে নারী পুরুষের ছবি এই উপন্যাসের সূচনায় রয়েছে, তা আমাদের একান্নবর্তী পরিবারবেষ্টিত প্রথাগত নারী-পুরুষের চেহারা নয়, তা যেন অনেক বেশি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যনারীর আর্কেটাইপের কাছাকাছি। সমকালীন পত্রপত্রিকায়, প্রহসনে, নাটকে, নভেলপড়া, পরিবারবিচ্ছিন্ন উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষী যে নাবীকে বিদ্রূপ করা হয়েছে 'অদ্ভুত স্বপ্ন'-র নারীচরিত্রটিও যেন কতকটা তারই প্রতিরূপ। সমকালীন প্রখ্যাত কবির কবিতায় পাই এই কৃত্রিম, অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক শিক্ষায় অহংকারী নারীর উপস্থাপনা.

নগরের স্ত্রীশিক্ষা হয়
তায় কিবা ফলোদয়!—
সৌধ শিরে দীপ কিন্তু ভিতরে আন্ধার—
...নারী বেশভূষা পরা
ভিতরে বিকার ভরা
কবরের পরে চারু প্রাসাদ প্রকার!—
অন্বেষিয়া পাই শব অভ্যন্তরে তার।[১৮]

লেখকের বক্তব্যের মূল কেন্দ্রে রয়েছে এক সহজাত নারী-পুরুষ বৈষম্যের ধারনা, যা পাশ্চাত্য 'সাম্য-স্বাধীনতার' তৎকালীন আলোকায়িত মূল্যবোধকে নাকচ করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পুরুষের যুক্তিপ্রয়োগ পদ্ধতি বহুলাংশে পাশ্চাত্য reason-এর আদলে গড়ে উঠেছে, পুরুষ বলেছে "তোমার মূল সূত্র (Axioum) ভুল হইতেছে।" বৈষম্যের স্বপক্ষে পুরুষের অভিমত:

> যদি...দেখাইতে পার এক কালে স্ত্রীজাতি পুরুষের পদবীতে ও পুরুষ স্ত্রীজাতির পদবীতে আরূঢ় ছিল তাহা হইলে আমি কখনই স্ত্রীদিগকে অবলা বলিতে পারিব না। যদি 'ঈশ্বর সকলকেই সমান করিয়াছেন' এই কল্পিত মতের উপর বিশ্বাস মাত্র করিয়া স্ত্রীকে পুরুষের সহিত সমান বল তাহা হইলে ছাগ মেষকে সিংহ ব্যাঘ্রের সমান বলিতে হয়...তুমি কিসে বুঝিলে যে ইতরপ্রাণী রাজ্যে বৈষম্য প্রচার করিলে পরমেশ্বরের সমদর্শী নামের কলঙ্ক হয় না? ..স্পষ্ট দেখা যইতেছে জগৎ বৈষম্যময়, যে দিন জগতে পূর্ণ সাম্য বিরাজিত হইবে সে দিন সৃষ্টির লোপ হইবে—সকলই আকাশময় হইবে।

'সাম্য'-'স্ত্রীস্বাধীনতা'-বিষয়ক সমকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখালেখিতেও পাই একই যুক্তিক্রম। বরং 'স্ত্রী' ও 'পুরুষ' এই দুটি পৃথক 'ক্ষেত্র'কে পরস্পরবিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখানোর চেষ্টাই প্রকট। একটি সমকালীন লেখায় বলা হয়েছে:

> দেখিতে পাই, নব্যযুবকেরা সকলেই স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীস্বাধীনতা করিয়া মহা

ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা যে কী তাহা একবারও বিবেচনা করেন এরূপ আমাদের মনে হয় না। তাঁহারা মনে করেন সকল স্ত্রীপুরুষের সমভাবে মিশামিশি হইলেই বুঝি স্ত্রীস্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। স্ত্রীস্বাধীনতা নাই কেন? আছেই ত? পুরুষ যেমন পুরুষের নিকট স্বাধীন, স্ত্রীও তেমনি স্ত্রীসমাজে স্বাধীন। স্ত্রী সমাজ যেমন পুম্ সমাজে যাইতে পারে না, আসিতে পারে না, পুরুষের সহিত বসিতে, কথা কহিতে ও কৌতুকালাপ করিতে পারে না, পুম্-সমাজও তেমনি স্ত্রীসমাজে যাইতে, বসিতে, অসঙ্কোচে কথা কহিতে ও কৌতুকালাপ করিতে পারে না...স্ত্রী-পুরুষে মিশামিশি হয় না, সেই দুঃখে যদি স্ত্রীকে স্বাধীন করিতে চাও—তবে তাহা স্বাধীনতা নহে—তাহা স্বৈরাচাব। সেরূপ স্বৈরাচারকে আমরা সমাজ মধ্যে প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক।[১৯]

'অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব'-য় এহেন যুক্তিক্রম পুনরাবৃত্ত হয়েছে। একইসঙ্গে হিন্দু সমাজব্যবস্থায় যে কেবল নারীই পুরুষের বশ নয়, পুরুষও একইভাবে, যেন কিছুটা বেশি মাত্রায় স্ত্রীজাতির বশ—একথাও বোঝানো হয়েছে। অন্ত্য-উনিশ শতকের বিপুল জনপ্রিয় সাহিত্যে স্ত্রীবশ্য পুরুষের এহ effiminate চরিত্রধর্মিতা নিয়ে প্রচুর ব্যঙ্গকৌতুক করা হয়েছে, কারণ জাতীয়তাবাদী 'সবল পৌরুষে'ব (masculinity) ডিসকোর্স পুরুষের দুর্বলতাকে পরাধীন জাতির চারিত্রিক দুর্বলতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল। 'ঘর'/'বাহির' দ্বন্দ্বে বাঙালির আপেক্ষিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি যদি হয় 'পরিবার' ও 'অন্তঃপুর', তবে বাঙালি পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একমাত্রিক 'ক্ষেত্র' হয়ে দাঁড়াবে অন্দরমহলের নারীসমাজ। তনিকা সরকার একেই বলেছেন 'politics of relationship within the family'।[২০] বীরেশ্বর পাঁড়ের উপন্যাসেও পুরুষটি বলে:

তোমার চরণে মস্তকার্পণ করিয়াছি।... বেতনভোগী বা ক্রীতদাসের প্রতি হুকুমেরও সীমা আছে—কিন্তু পুরুষ দাস বেচারীর উপর নারীজাতির হুকুমের কিছুমাত্র সীমা দেখিতে পাওয়া যায় না।

আবার পূর্ববর্তী উদ্ধৃতির সঙ্গে সমতাবিধান করেই যেন পুরুষ 'অন্দর'/'বাহির'-এর সাপেক্ষে নারী/পুরুষের অধিকারভেদ প্রকাশ করে: "আমরা যেমন স্ত্রীমহলে যাইতে পারিনা, তোমরাও সেইরূপ পুরুষমহলে যাইতে পার না।" এমনকি বাইরের জগতে যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ এবং চাকরির 'দাসত্ব' যে পুরুষকেই করতে হয়, বিপরীতে মেয়েরা "তাহাদের ছায়ায় বসিয়া সংসারের সকল যন্ত্রণার দায় এড়াইয়া উপভোগ-সুখ সম্ভোগ" করছে—এমন কথাও বলে পুরুষটি। আর 'স্বাধীনতা'/'পরাধীনতা' দ্বন্দ্বে পুরুষের বক্তব্য হল হিন্দু পারিবারিক কাঠামোয়

"অধীনতার প্রধান কারণই প্রণয়। প্রণয়ই পিতামাতাকে শিশুসন্তানের অধীন করে...প্রণয়ই স্ত্রীপুরুষকে স্ত্রীপুরুষের অধীন করে।"[২১] সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখাতেও অনুরূপ যুক্তিক্রম খুঁজে পাওয়া যায় : 'আমাদের পরিবারের মূলগত ভাবটা কি? ... অনুরাগের স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা প্রিয় কার্য্য। অনুরাগে স্বার্থ বিসর্জন দিতেছি মনেই হয় না'। অবশেষে নারীর প্রতিযুক্তিতে বীতশ্রদ্ধ পুরুষ নারীকে স্বাধীন করে দেয়, বলে : "অদ্য হইতে তোমরা স্বাধীন হও অর্থাৎ তোমরা পুরুষের পদ গ্রহণ কর ও আমরা স্ত্রীর পদ গ্রহণ করি।" এবং যুবক অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ও নারী বহির্দ্বার ভেদ করে বাইরের পৃথিবীতে পদার্পণ করে।

কাল্পনিক দুঃস্বপ্নের বাস্তব চেহারা প্রকট হতে শুরু করে এইবার। কারণ নব্য জাতীয়তাবাদ 'অন্দর'/'বাহির' সূত্রায়ণের সাপেক্ষে যে মান্য world-order গড়ে তুলতে চেয়েছে. লেখক তার বিপ্রতীপ চেহারার এক ভয়ানক ছবি এঁকেছেন। বলাই বাহুল্য এ হল বাস্তবতার উৎকট ব্যতিক্রমী রূপ, কিন্তু জনগ্রাহ্য টেক্সটের সূত্র মেনে এই রং-চড়ানো, কৃত্রিম 'উদ্ভট স্বপ্ন'কেই এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃস্বপ্নের চেহারা দেওয়া হয়েছে। লেখক এমন এক পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন যেখানে পুরুষেরা অন্দরমহলে বন্দী, তারা 'স্ত্রীসুলভ' কাজকর্মের অক্ষম চেষ্টায় রত আর 'পুরুষসুলভ' বর্হিজগতের যাবতীয় কাজকর্মের দাবি মেটাতে গিয়ে নারীদের হতোদ্যম অবস্থা, এর ফলে তারা তাদের 'স্বাভাবিক' সৌন্দর্য ও অন্যান্য গুণ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে:

> সকল কার্যই রমণীদ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। হলকর্ষণ, ধান্যচ্ছেদন ও রোপণ প্রভৃতি সমস্ত কার্যই নারীগণ সম্পাদিত করিতেছে। যে সকল যুবতী অন্তঃকরণ আলোকিত করিত, যাহাদের শরীর অতি কোমল ছিল, যাহাদের লাবণ্য অনুপমেয় ছিল তাহারা এক্ষণে রৌদ্র-তাপে ক্লিষ্ট বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, দৃঢ় হলমুষ্টি ধারণ ও কঠিন মৃত্তিকায় নিয়ত ভ্রমণ করিয়া কঠিনাঙ্গী হইয়াছে। তাহাদের সে রূপ নাই, সে কোমলতা নাই, সে কমনীয়তা নাই। যে দয়া ও স্নেহগুণে নারীজাতি স্বর্গীয় জীব ছিল সে দয়াময়তা আর তাহাদের কিছুমাত্র নাই।

গর্ভযন্ত্রণায় কাতর যুবতীরা হলচালনা করছে, সদ্যজাগ্রত শিশুসন্তানের দেহের উপর দিয়ে ঐ 'বলীবর্দ্দয়যুক্ত হল অনবধানতাবশত' পরিচালিত হয়ে শিশুর প্রাণবধ করল—এহেন ভয়াবহ দৃশ্যের সাক্ষী থাকার পর খোদ কলকাতা শহরে পদার্পণ করে লেখক আরো অনেক বিচিত্র দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। 'গবর্ণমেন্ট আপিসে' কর্মরত স্ত্রীলোকেরা, মাতৃত্বকালীন ছুটির আবেদন জানাচ্ছে। কিন্তু সরকার সেকথা শুনল না, কারণ ব্যবস্থাপক সভায় এই সিদ্ধান্ত পাশ না হওয়া

পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়। চিৎপুর রোডে পৌঁছে লেখক দেখলেন সারি সারি পুরুষ বেশ্যারূপিণী পোষাক পরিহিত অবস্থায় ভ্রূভঙ্গি করছে। 'বীডন গার্ডেনে' শ্রোতাশূন্য হিন্দু প্রচারক, বিংশতিপুল শ্রোতৃবর্গ সমভিব্যাহারে উদ্দীপ্ত ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টান প্রচারকেরা প্রচারে রত। লেখক এখানে কোঁতের বক্তব্যকে খানিকটা বিদ্রূপাত্মকভাবে ব্যবহার করেছেন: 'ফরাসি দার্শনিক কমটি সেই কথা শুনিয়া স্ত্রীকে প্রকৃত দেবতা বলিয়াছিলেন। এখন সত্য সত্যিই স্ত্রী পুরুষের প্রভু ও দেবতা হইয়াছে। অতএব হিন্দু ধর্মকে অসত্য বলা নিতান্ত অন্যায়।' এমনকি লেখক দেখতে পেলেন একাধিক রমণীকর্তৃক অসহায় পুরুষের বলাৎকার, সম্পন্ন স্ত্রীলোকেরা বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে পুরুষসম্ভোগে রত। 'মানবের মানবত্ব' ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির এই বৈপরীত্য যে বিষম ফলাফল এনে দিল তা নারী-পুরুষ কারো পক্ষেই গ্রহণযোগ্য নয়। হতোদ্যম, অনুতপ্তা নারীটি এবার বলে ওঠে "বুঝিবার দোষে অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া আমরা ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছি।" সে একথাও বলে, নারীকে স্বাধীন করে দেবার অর্থ এই নয়, পুরুষকে পরাধীনতা স্বীকারে বাধ্য করা। যুবক তখন বলে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বোঝেনি বলেই রমণীরা এই কাঙিক্ষত স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েও তা রক্ষা করতে অক্ষম থেকেছে, এমনকি সে এও বলে পুরুষ কখনোই নারীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না, সে স্ত্রীকে "রক্ষা করে ও উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করে মাত্র"। স্ত্রী যখন বলে "স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পরস্পর স্বাধীন থাকা উচিত", উত্তরে পুরুষের উক্তি :

> স্ত্রীপুরুষ কি নিয়ত একত্রিত থাকিবে, ও পরস্পর সমান কার্য্য করিবে? কিন্তু তা যেমন অসম্ভব তেমনি অকল্যাণকর। স্ত্রী পুরুষের সহিত সমান কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া স্ত্রী যাহা পারে তাহা স্ত্রী করে এবং পুরুষ যাহা পারে তাহা পুরুষে করে।...উহা বাস্তবিক অধীনতা নহে।

এই অধিকারভেদ, নারী-পুরুষের পৃথক ক্ষেত্রনির্মাণের বিচিত্র যুক্তি দেওয়া হয়েছে এই টেকসটে। পূর্বোক্ত 'পারিবারিক উন্নতি' প্রবন্ধে এমনকি এও বলা হয়েছিল: "যাহারা স্বাধীনতা লাভের উপযুক্তা পাত্রী, তাঁহারা তাহা লাভ করুন, ক্ষতি নাই। কিন্তু সমস্ত নারীজাতির নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে যাহারা চিরপরাধীনতায় হতবীর্য্য, হতমান, হতপ্রতিপত্তি... তাহাদের নিকট তোমরা স্বাধীনতা চাহিও না...ক্রীতদাসের নিকট হইতে ঝুটা স্বাধীনতার অলঙ্কার পরিবার ইচ্ছা করিও না।... এ স্থানে পুরুষদিগকেও বলি, তোমরাও এ দুরবস্থার সময় দুর্ব্বলা মহিলাদিগকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিও না, করিলে মহান অনিষ্ট হইবে। পিঞ্জরবদ্ধ পাখীকে ছাড়িয়া দিলে সে কখনও অন্যান্য পাখীর ন্যায় উড়িতে পারে না, প্রত্যুত সে অপরাপর পাখীর দ্বারা উৎপীড়িত হয়। তোমরা আগে নিজে

মুক্ত হও নিজে স্বাধীন হও, নিজ কুপ্রবৃত্তির নিকট ও দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের নিকট আত্মক্ষমতা বিস্তার করো, পরস্ত্রী পবিত্র চক্ষে দেখিতে শিক্ষা করো, অভ্যাস করো... পশ্চাৎ তোমরা অন্যকে মুক্ত করিও এবং স্বাধীন করিয়া সুখী হইও।"[২২] জাতীয়তাবাদী বক্তব্যের একটি বিশেষ দিক এখানে প্রকট হচ্ছে, নৈতিক পৌরুষের বিশিষ্ট গুণই এখানে অন্তর্গত স্বাধীনতার আপেক্ষিক স্বতঃস্ফূর্ত দিকটিকে বিকশিত করতে চাইছে, আগে অন্তর থেকে স্বাধীনতা লাভ, অতঃপর প্রকৃত 'স্বাধীন' ও 'মুক্ত' পুরুষের উপযোগী 'মুক্ত' স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক আবির্ভাব ঘটবে।

আলোচ্য টেক্‌সটের শেষাংশে পৌঁছে লেখকের কাল্পনিক দুঃস্বপ্ন আরো ভয়ংকর চেহারায় ধরা দিয়েছে। এই অংশে লেখক নিছক দেশীয় সমাজের অধঃপতিত ছবি না এঁকে বিস্তৃত 'বিশ্ববীক্ষা'র পরিচয় দিয়েছেন এবং সরাসরি পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাকে আক্রমণ করেছেন। এ এমন এক জগৎ যেখানে 'নারী-পুরুষের প্রভেদ নাই', 'কোন গৃহেরই আর খণ্ডান্তর নাই' অর্থাৎ অন্তঃপুর ও বহির্জগৎ মিলেমিশে গেছে। চাকুরিজীবী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অর্থনৈতিক উপার্জনের প্রতিযোগিতা দৃষ্টিকটু জায়গায় পৌঁছেছে। গৃহের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, উত্তরাধিকারী প্রথা বিনষ্ট হয়ে ব্যক্তিজীবনের পাবলিক/প্রাইভেট—সবকটি পরিসরেই রাষ্ট্রশক্তির চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি অথচ চাকরির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা ও হাহাকার, বিশেষত স্ত্রী-পুরুষের অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যুবক যুবতীর অবাধ মেলামেশার ফলে 'ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কুকার্য্যরত' মানুষের মধ্যে 'যথেচ্ছাচারের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি'. পারিবারিক ঐক্য, পারস্পরিক সহানুভূতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, এমনকি পারিবারিক গৃহকাঠামো ভেঙে পড়ায় নিঃসঙ্গ মানুষ ক্রমশ হোটেলবাসী হতে শুরু করেছে। পাশ্চাত্য কুপ্রভাবে মানুষ কেবল অর্থনৈতিক প্রগতির দিকে ছুটতে গিয়ে দেশজ সদাচার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাই নয়, বিবাহবিচ্ছেদের মাত্রাধিক্য, আত্মীয়বন্ধুর প্রতি কর্তব্য থেকে অব্যাহতি গ্রহণ, চূড়ান্ত পোষাকি ভদ্রতাবোধের জন্ম হয়েছে, অথচ "এইরূপ হৃদয়শূন্য সম্ভ্রম ও আত্মীয়তাতেই মানব মুগ্ধ। প্রকৃত হিত কেহ কাহারও করে না। যিনি সেরূপ আশা করেন তিনি একান্ত অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হবেন।" সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধাঁচে জাতিরাষ্ট্রের উন্নতি, প্রগতির পরাকাষ্ঠা বণিকসভ্যতা, কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজ ভেঙে সম্পূর্ণ অন্তঃসারহীন অতিউন্নত নাগরিক সমাজের বিকাশ এবং মনুষ্যত্বের অবলুপ্তিতেই দুঃস্বপ্নের চরম স্তর পৌঁছে গেছে। এ হল পাশ্চাত্য বুর্জোয়া 'ইন্ডিভিজুয়ালিজম্'কে প্রত্যাখ্যান করা, যদিও যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে এই প্রত্যাখ্যান গড়ে উঠেছে, তার ভিতর এক ধরনের অমার্জিত, কিছু

উদ্ভট, প্রায়-অবিশ্বাস্য যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। কারণ, অন্ত্য-উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের কোনো সামাজিক স্তরেই পাশ্চাত্য আধুনিকতার ঐ উৎকট রূপ প্রকাশিত হয়নি। নিছক স্ত্রী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য 'আধুনিকতা'র ক্যাটেগরিগুলো বর্জন করতে গিয়ে লেখক আসলে এক বিশেষ হিন্দু 'বিশ্ববীক্ষা' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ও সেই মতের স্বপক্ষে নিজের কল্পনাকে সাজিয়েছেন।

উপন্যাসের অন্তিম অংশে সৃষ্টির রসাতলে যাওয়া ও অবলুপ্তির ছবি অনেকাংশে হিন্দু পৌরাণিক কলিযুগ কল্পনার সঙ্গে মিলে যায়। সেই বিলয়ের মুহূর্তটির বর্ণনা এইরূপ :

> ক্রমে সকল পদার্থেরই লয় হইল। তখন সমগ্র বিশ্ব আকাশময় হইল। এইবার সমস্ত গোল মিটিয়া গেল। আর কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ করিবার নাই— আর বিশ্বে কিঞ্চিন্মাত্রও বৈষম্য নাই। বিশ্ব এক্ষণে সাম্যভাবে পরিপূর্ণ। কেন না এক্ষণে আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাপ, আলোক পর্যন্ত নাই। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড কেবলমাত্র গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সুতরাং কে কাহার সহিত বিবাদ করিবে? দুই নাই— ছোটবড় ভেদও নাই।

সম্পূর্ণ দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে, আত্ম অবলুপ্তি ঘটার পর লেখক আকস্মিকভাবে দেখতে পেলেন এক 'আলোক গঠিত ভুবনমোহিনী মূর্তি'। এ যেন চূড়ান্ত প্রলয় ঘটে যাবার পর নতুন যুগচক্রের সূচনায় এক দেবীমূর্তির আবির্ভাব। এভাবেই সমকাল এবং পৌরাণিক শরীরের একাঙ্গীকরণ ঘটানোর মধ্য দিয়ে লেখক বীরেশ্বর পাঁড়ে যেন বোঝাতে চান সমকালকে ইন্টারপ্রেট করার ক্ষেত্রে কোনো নির্বিশেষ, সর্বজনীন 'আধুনিকতা'কে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। 'আধুনিকতা'র একমাত্রিক ইউরোপীয় চেহারাটির বদলে তিনি দেশজ, স্থানিক পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পক্ষপাতী। আপাতদৃষ্টিতে একে হিন্দু পুনরভ্যুদয়, স্থূল পশ্চাদপসরণ মনে হলেও অন্ত্য-উনিশ শতকীয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের এ এক সম্পূর্ণ নিজস্ব অবস্থানের রাজনীতি, যার ভিতর কাজ করে গেছে আমাদের অবলুপ্ত আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের তাগিদ, পরাধীন জাতির চৈতন্যে যার রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। পরাধীন জাতীয়তাবাদ মহিলা সংক্রান্ত প্রশ্নে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ চায়নি, বিপরীতে পাশ্চাত্য পুরুষতন্ত্রের ছাঁচে আমাদের নারী-ঘর-পরিবারকে গড়ে তুলতেও পরাঙ্মুখ থেকেছে—বীরেশ্বর পাঁড়ের টেক্‌সটের এখানেই গুরুত্ব।[২৩]

৩

১৮৮৬ সাল নাগাদ স্বর্গের বিশিষ্ট দেবতারা সদলবলে নেমে এসেছিলেন ঔপনিবেশিক 'আধুনিকতা'র পীঠস্থান কলকাতায়। দুর্গাচরণ রায়ের লেখা

'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' বইতে সেই ভ্রমণকাহিনির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বস্তুত, অন্ত্য-উনিশ শতকে লেখা অনেক টেক্সটেই স্বর্গ-মর্ত্যের এই আশ্চর্য সমাপতনের ছবি পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ১৮৭৫ এবং ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হরনাথ ভঞ্জ রচিত 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের কথা বলা যায়। এই বিশেষ ঘরানারই বিশ শতকীয় সম্প্রসারণ এই সংকলনের 'দেবগণের অভিনব-ভারত-দর্শন' বইটি, লেখক কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশকাল ১৯১৩। কাল্পনিক দেবতারা যে বিশ শতকের গোড়ার দিকেও একইভাবে বঙ্গভূমে পদার্পণ করতেন ও সামাজিক অবস্থার সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করতেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই বইটি।

স্বর্গ-মর্ত্যের যোগসূত্র নির্মাণ, নরলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে অমরাবতীর বাসিন্দাদের মিলিয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়া অবশ্য প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলাসাহিত্যেই ব্যাপক আকারে আছে। সবকটি মঙ্গলকাব্যই স্বর্গ থেকে শাপভ্রষ্ট দেব-দেবীর মর্ত্যলোকে নবরূপে জন্মগ্রহণ করার কাহিনি। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে সখী পদ্মাবতীর সঙ্গে পাশাখেলায় রত গৌরীর সঙ্গে মাতা মেনকার কলহ দেবলোকের পটভূমিকে মর্ত্যলোকের চেনা পরিসরে উপস্থাপনার দৃষ্টান্ত : "হাথে পাষ্টী করি গৌরী ডাকে দশ দশ। হেনকালে মেনা আসি পাতিল বিরস।। তেমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিবিয়াল। ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কতকাল।।[২৪] নিদয়াব প্রসব-বেদনাকালে ছদ্মবেশী চণ্ডী তার গর্ভযন্ত্রণা লাঘব করান ছদ্মবেশী জবতীর ভূমিকা গ্রহণ করে।[২৫] অথবা আনুমানিক ১৫৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দে লেখা কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, যেখানে স্বয়ং কলি ও অধর্ম আশঙ্কা প্রকাশ করছে : "নবদ্বীপে পুরন্দর মিশ্র উপাধিক জগন্নাথ থেকে শচীর গর্ভে এক কুমার (চৈতন্যদেব) জন্মিয়াছে, সেই বালক আমার সমস্ত কর্মই নষ্ট করিতেছে।"[২৬] উভয় ক্ষেত্রেই মর্ত্যলোকের বাস্তবতা কল্পিত দেবলোকের সঙ্গে সংগতির সাযুজ্যে গ্রথিত।

কিন্তু প্রাক্-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের এই স্বর্গ-মর্ত্য যোগসূত্রের সঙ্গে অন্ত্য-উনিশ বা বিশ শতকের প্রাথমিক পর্যায়ের পূর্বোক্ত টেক্সটগুলির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত মঙ্গলকাব্য বা সমকালীন সাহিত্যে এই উভয় লোকের সহাবস্থানের কোনো সুনির্দিষ্ট 'স্থানিক উপস্থাপনা' (Spatial representation) নেই। অথবা থাকলেও সেই স্থানিকতা আধুনিক মানচিত্রের (Cartography) অবস্থানগত নির্দিষ্টকরণের বাইরে। কিন্তু 'আধুনিক' পর্যায়ের আলোচ্য টেক্সটগুলিতে দেবতাদের পরিক্রমা ও উপস্থাপনা ঔপনিবেশিক কলকাতার নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রের আধারে প্রকাশিত। 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' বইতে দেবলোকের সভায়

মৃত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মজলিসে হাজির রয়েছেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ। ''নানাবিধ সদালাপের পর প্রিন্স জিজ্ঞাসিলেন, আমার দেহান্ত হইলে বঙ্গভূমি কীদৃশ বেশবিন্যাসে ও কীদৃশ ব্যক্তিবৃন্দে বিভূষিত হইয়াছে, সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে আমার যৎপরোনাস্তি ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে।'' ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুপরবর্তী ১৮৭৫-১৮৭৭ খ্রি. পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বছরের বাংলাদেশের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাহিত্যিক অবস্থা গ্রন্থের দুই খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। দুর্গাচরণ রায়ের বইতেও দেবতারা কলকাতার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থানগুলি পায়ে হেঁটে পরিক্রমণ করছেন, স্বচক্ষে দেখছেন চিৎপুর, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, পার্কস্ট্রিট, অসংখ্য পাড়া, বাজার, বেশ্যাপট্টি, প্রায় সবকটি প্রধান প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দপ্তর, বর্ণনা দিচ্ছেন কলকাতা বিশিষ্ট কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কাজকর্মের, ঠগ-জোচ্চোর-দালালদের খপ্পর থেকে বাঁচবার পন্থানির্দেশও রয়েছে এই বইতে। অর্থাৎ এ হল সমকালীন বাংলাসাহিত্যের 'কলকাতা গাইড' (যেমন রমানাথ দাস রচিত 'কলিকাতার মানচিত্র', ১৮৮৪ অথবা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা দর্শক', ১৮৯০) ধরনের বই। ঔপনিবেশিক কলকাতার নতুন ডিসিপ্লিনারি ব্যবস্থার মুখোমুখি যুগপৎ বিস্মিত ও উৎফুল্ল, একইসঙ্গে কিঞ্চিৎ হতাশ দেবকুলের অভিব্যক্তি এই বইয়ে দেবতাদের কলকাতা-ভ্রমণের ছত্রে ছত্রে। ঔপনিবেশিক নজরদারি ও তথ্যসংগ্রহের আর্কাইভ হিসেবে ব্রিটিশ অঙ্কিত কলকাতার নতুন কার্টোগ্রাফিক ম্যাপ, দেশীয় উদ্যোগে সেই ডিসিপ্লিনকে আত্মস্থ করার প্রয়াস হিসেবে দেশজ ব্যক্তিদের উদ্যোগে আঁকা ও প্রকাশিত ম্যাপবই এবং 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' জাতীয় বইয়ের বিষয়বস্তুকে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছেন সাম্প্রতিক গবেষক।[২৭] ১৮৭৪ সালে তৈরি হাওড়া ব্রিজ গঙ্গানদীর স্রোতোধারাকে শৃঙ্খলিত করেছে, স্বয়ং গঙ্গার এই কাতরোক্তি শুনে দেবাদিদেব ব্রহ্মার বিমর্ষতা ঔপনিবেশিক ডিসিপ্লিনের আওতায় দেশীয় প্রাত্যহিক জীবনের অনুপ্রবেশের বাস্তবতাকেই প্রকট করে।

কিন্তু কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেবগণের অভিনব-ভারত-দর্শন' বইয়ের স্থানিক অভিমুখ বাংলার গ্রামজীবন। যদিও কলকাতার শহরচিত্রও এখানে ধরা পড়েছে। নন্দীগ্রামের ভোগসুখসর্বস্ব জমিদার হলধরবাবুর কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি তীব্র আসক্তি, ধর্মশূন্যতা, কদাচার, নারায়ণের মোহিনীমূর্তি কর্তৃক স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে হলধরবাবুর আত্মগ্লানির উদ্রেক, গ্রামবাংলার একটি প্রতিনিধিস্থানীয়

পল্লীচিত্র, ঘোষালদের বাড়ির 'কালভুজঙ্গী' বউ বিমলার আচরণে সাংসারিক জীবন ছারখার হয়ে যাওয়া, 'স্ত্রৈণ পুরুষ ও শাশুড়ীদ্বেষিনী' বধূর কারণে পারিবারিক অশান্তি, স্বৈরিণী গ্রাম্যগৃহবধূ, স্ত্রীসমিতিতে স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিনী ও স্বামীর দুঃখ-সুখে উদাসীন স্ত্রীর পার্থক্য, গ্রামীণ দলাদলি, মোকদ্দমা, পরানিষ্ট সাধন, ব্যভিচার ও মিথ্যা সাক্ষ্য, পিতামাতার প্রতি বিদ্বেষ, ধর্মালোচনা পরিত্যাগ—এই বিস্তৃত গ্রামজীবনের পরিক্রমা সেরে দেবতারা তাদের সংক্ষিপ্ত শহরদর্শনে নাগরিক জীবনের বিলাসিতা, বারবনিতাপল্লী, দুর্ভাগ্যপীড়িত কেরানিদের জীবন, কালীঘাট, বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের কদাচার ও বিলাসিনী বধূর চারিত্রিক দূষণ প্রত্যক্ষ করেছেন। কেদারেশ্বরের লেখায় স্থানিক উপস্থাপন মুখ্য নয়, আমাদের অভ্যন্তরীণ অন্তরঙ্গ পরিবারজীবনের 'প্রাইভেট' ক্ষেত্রটিকে উন্মোচিত করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এখানেই পূর্বোক্ত দুই গ্রন্থকারের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য।

হরনাথ ভঞ্জ, দুর্গাচরণ রায় অথবা কেদারেশ্বরের লেখার ভিতর মিল একটিমাত্র মৌলিক জায়গাতেই। তিনজনের লেখাতেই স্বর্গ-মর্ত্যের যোগসূত্র একটাই বিশেষ প্যাটার্নের ভিতর ফেলা হয়েছে, সেটি হল সমকালীন সমাজদর্শনের ফলে স্বর্গত অথবা দেবচরিত্রগুলির গভীর হতাশা ও আক্ষেপ প্রকাশ। কোনো এক কাল্পনিক ঐশ্বর্যময় অতীত অথবা কাম্য নৈতিক আদর্শ থেকে দেশীয় জনসমাজের অধঃপতন এই হতাশার মুখ্য কারণ। কিন্তু এই অধঃপতনের বিবরণে যখন মিশে যায় ঔপনিবেশিক শাসন, নতুন ডিসিপ্লিনারি ব্যবস্থার চাপ এবং নব্য ইংরেজ-শাসিত 'কলিযুগে' নিত্যনতুন সামাজিক খামতি বা বিচ্যুতির উদ্ভব, তখন এই সমবেত আক্ষেপোক্তির ভিতর থেকে জাতীয়তাবাদী বক্তব্যের একটি নিজস্ব ধরন বেরিয়ে আসে। আসলে দেবতারা এখানে একধরনের এজেন্সি, যার দোহাই পেড়ে বা যাকে সাক্ষী রেখে সামাজিক জীবনের অনাকাঙিক্ষত পরিবর্তনগুলি রোধ করে কাম্য জাতিগঠনের উপযোগী মান্য চেহারা গড়ে তোলা যায়। 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' বইতে প্রিন্স দ্বারকানাথের আক্ষেপ:

> বঙ্গের উন্নতি হইতেছে—বঙ্গের উন্নতি হইতেছে! এ উনবিংশ শতাব্দী,—এ অদ্ভুত উন্নতির সময়! ইত্যাকার চীৎকার বহুদিনাবধি আকাশ ভেদ করিয়া সুরলোকে উত্থিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি ইউরোপ খণ্ডে হইতেছে, বঙ্গের সহিত তাহার কোন সংস্রবই দেখিতে পাই না। আপনাদের নিকট বঙ্গের যৎকিঞ্চিৎ উন্নতির পরিচয় পাইলাম, তদ্ভিন্ন সকলই তো তাহার অবনতির চিহ্ন, ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহা উন্নতি বলিয়া মানিতেছেন তাহা উন্নতি নহে। তাঁহারা বারিভ্রমে মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ করিতেছেন।[২৮]

এই অধঃপতনের বক্তব্য আরো একবার পরিস্ফুট হয় 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন'

বইতে। কালীঘাটের মাতৃমূর্তির সামনে হাজির ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা—"দেবগণ দ্বারে পয়সা দিয়া অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া মার নিকট যাইয়া দেখেন, তিনি কাঁদিতেছেন। ব্রহ্মা তদ্দৃষ্টে কহিলেন, মা! তুমি কাঁদছো?" এরপর,

কালী। বাবা, আমার কান্না বৈ আর কি আছে? আমার যে চুষে চুষে রক্ত খাচ্ছে।...

ব্রহ্মা। হালদারেরা তোমার সহিত কেমন ব্যবহার করেন?

কালী। আমি হইয়াছি তাঁদের পয়সা উপার্জনের পুতুল। যেমন লোকে একটা গরুর পাঁচটা সিং, একজন মানুষের পাঁচখানা মাথা দেখিয়ে পয়সা নেয়, এরা তেমনি আমার দ্বারায় পয়সা রোজগার করচে। শীতে কেঁপে মরচি দেখে যদি কেহ আমার গাত্রে একখানি ভাল কাপড় দেয়, 'আমার পালা' 'আমার পালা' বলে, খুলে নিয়ে পালায়। আমার হাত নাই দেখে যদি কেহ চারিখানি সোনার হাত বা মাথার মুকুট গড়িয়ে দেয়, তৎক্ষণাৎ খুলে নিয়ে গিয়ে পরিবারের গহনা গড়ায়।[২১]

এ হল এক বিশেষ অধঃপতনের ডিসকোর্স, জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষের প্রেক্ষিতে এর চরিত্রও রাজনৈতিক। 'দেবগণের অভিনব-ভারত-দর্শন' বইয়ের শুরুতেই বিষণ্ণ নারায়ণ ভারতবর্ষের উদ্ধারে ব্রতী হতে চান, কারণ, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, আমার চিরপ্রিয় ভারতভূমির কথা মনে পড়িল! হায! কি বলিব! দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়! সে দেশ আর নাই! সে সমাজ নাই! সে রীতি-নাতি, শিক্ষা, দান, ধ্যান, জপ, যজ্ঞ আর নাই! সে মানুষ নাই, সে মনুষ্যত্ব নাই! সে স্বামী নাই, সে স্ত্রী নাই! ...গৃহস্থ অন্নহীন, চারিদিকে অভাবের অনল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে!" সমগ্র টেক্সটে দেবতাদের নজর মূলত গৃহাভ্যন্তরে, সেখানে ক্ষয়ের চিহ্নগুলি সবচেয়ে বেশি প্রকট। অন্ত্য-উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদী ভাবনায় ঘর/বাহির—এই দ্বান্দ্বিক 'ক্ষেত্রে'র ভিতর 'ঘরের পুনর্গঠন'ই অধিকতর কাম্য মনে হয়েছিল। কেদারেশ্বরের বইয়ের অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ব্রিটিশ শাসনের উৎকর্ষে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন, কোনোরকম স্বাধীনতার আকাঙক্ষার অনুল্লেখ, ব্রিটিশের অনুগত প্রজা হিসেবেই আত্মোন্নয়নের প্রচেষ্টা। ব্রিটিশ রাজপরিবারের পূর্ণাবয়ব ফোটোগ্রাফ তাই যেমন বইতে ঠাঁই পেয়েছে, তেমনই স্বর্গে স্বয়ং পার্বতী বলেছেন "সান্ত্বনা এই—আমার শক্তিমূর্ত্তির সর্ব্বপ্রধান উপাসক, কর্মবীর ও উদারচেতা ইংরেজ, এখন ভারতের অধিপতি। আশা হয়, আমার দুঃখ, অচিরেই দূরীভূত হইবে।" পণপ্রথার ভয়াবহতা বোঝাতে সমকালীন সময়ে, আত্মহত্যাকারিণী স্নেহলতা দেবীর ফোটোগ্রাফ এই বইতে সংযোজিত, আবার সুশীলা, গৃহকর্মনিপুণা পুরুষতন্ত্রের ছাঁচে ঢালা স্ত্রীশিক্ষার মডেল হিসেবে হাজির করা হয়েছে 'জাপানের স্ত্রী-শিক্ষানীতি' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ ম্যানুয়াল। অন্ত্য-উনিশ শতক থেকেই 'আধুনিক' ভাবধারায় জাপানের নবজাগরণ হয়তো কোথাও ঔপনিবেশিক ভারতের বাস্তবতায় দৃষ্টান্তযোগ্য বলে মনে হয়েছিল লেখকের।

এই প্রশ্ন জাগতেই পারে, সমকালীন সামাজিক প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে সমস্যার অনুসন্ধান ও নিরসনের তাগিদে আলোচ্য লেখকেরা দেবায়তনের মতো পৌরাণিক কল্পনার অবতারণা ঘটাচ্ছেন কেন। আমাদের ঔপনিবেশিক 'জাতিনির্মাণ' এবং 'জাতীয়তাবাদী' ভাবনায় imagination বা 'কল্পনা'র ব্যবহার আজ বিস্তারিত গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন যেমন দেখিয়েছিলেন এ ক্ষেত্রে 'কল্পনা'-র অর্থ মিথ্যার নির্মাণ নয়, বরং বৃহত্তর ইতিহাস ও সামাজিক প্রেক্ষিতে imagination শব্দটির ভিতর মিশে রয়েছে image, vision, visualisation-এর ধারণা, আপাতদৃষ্টিতে যা অদৃশ্য, তাকে দেখার উপযোগী অন্তর্দৃষ্টি এই 'কল্পনা'র অন্তর্গত, দেশকে 'দেশমাতৃকা' বা দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করার ভিতরেও এই বোধই নিহিত। 'জাতি'-র ভাবনা কখনোই কার্যকবী হতে পারে না এক বৃহত্তর কল্পনার পটভূমি ব্যতীত।[৩০] সিস্টার নিবেদিতার মৃত্যুর পর স্মরণসভায় প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যখন 'জাতি'কে স্পর্শ করা বোঝাতে 'বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্মস্থানে'' পৌঁছানোর কথা বলেন, তখন দেশ কেবল ইতিহাসের বাস্তব নথিনির্ভর ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ না থেকে কল্পনা ও আবেগের দ্বারা নির্মিত হয়ে ওঠে।[৩১] ইতিহাসেব নিছক তথ্যবাদী ধারণার সীমাবদ্ধতা ও ভঙ্গুরতাই প্রকট হয় মর্ত্যভূমে দেবলোকের অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত টেক্সটগুলি পড়লে।[৩২]

৪

১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। পরবর্তী দীর্ঘ দুই দশক ব্যাপী এই কৃশ নাটিকা দুটি বাংলা সামাজিক প্রহসনের ক্ষেত্রে এক ধারাবাহিক ট্রেন্ড তৈবি করে। দেশীয় সমকালীন সমাজের বিবিধ অসংগতি প্রদর্শনের একটি ব্যবহারযোগ্য আদরা গড়ে ওঠে এই নাটিকা দুটির মধ্য দিয়ে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় স্বল্প ইংরেজিশিক্ষিত, তীব্র মদ্যপানে আসক্ত, উচ্ছৃঙ্খল তরুণ সম্প্রদায়ের যে ছবি আঁকা হয়, তা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ইংরেজি শিক্ষার বিকৃত প্রভাব সংক্রান্ত একধরনের চালু ডিসকার্সিভ প্যাটার্নের অংশ। এই প্রচলিত ডিসকার্সিভ প্রকরণেরই ছবি পাই গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪) নাটকে। শিবপুরনিবাসী জমিদার কমলাকান্ত রায়ের ভাইপো সামান্য ইংরেজিজানা বরদাকান্ত এবং তার পানাসক্ত বন্ধুদল গোরাচাঁদ, উড়ম্বর, বিধুভূষণ, তাদের লাম্পট্য, পরস্ত্রীগমনের আকাঙ্ক্ষা, অন্দরমহলের সতীসাধ্বী রমণীর চরম দুঃখভোগের পর স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন, উনিশ শতকীয় চালু

সামাজিক প্রহসনের চেনা বিষয়গুলিই এখানে চিত্রিত। ঔপনিবেশিক সমাজে ইংরেজিপ্রভাবের কুফল বিষয়ক লেখালেখির ক্ষেত্রে প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা রাজনারায়ণ বসু-র 'সে কাল আর এ-কাল'(১৮৭৩)। রাজনারায়ণের বক্তব্য উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে উনিশ শতকীয় মনন কীভাবে ইংরেজ-প্রভাবিত 'আধুনিকতা'কে আমাদের দেশীয় বাস্তবতায় গঠনমূলক চেহারায় প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থান্তর বোঝানোর ক্ষেত্রে যে সাতটি 'ক্ষেত্র'কে বেছে নেন রাজনারাযণ, তার মধ্যে একটি অন্যতম দিক 'চরিত্র'। বঙ্গীয় নব্যসম্প্রদায়ের চরিত্রিক অবনতির লক্ষণ হিসেবে রাজনারায়ণ যে দিকগুলিকে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি হল পিতৃভক্তির হ্রাস, পানাসক্তি ও বেশ্যাসক্তির বৃদ্ধি, খলতা ও কপটতার বৃদ্ধি, প্রতারণা, স্বার্থপরতা, অতিথিসেবা, বদান্যতা ও কৃতজ্ঞতার হ্রাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসব্যসনের প্রাবল্য, সর্ব্বোপরি যুবসম্প্রদায়ের অশিষ্ট ব্যবহার ও উচ্ছৃঙ্খলতার বাড়বৃদ্ধি। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই সবকটি লক্ষণই সমকালীন অধিকাংশ প্রহসনেও বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হয়েছে। রাজনারায়ণ এক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব 'আধুনিকতা'র স্থানাঙ্ক নির্ধারণ করতে চেয়েছেন এইভাবে :

> চরিত্র বিষয়ে আমাদিগের সমাজ ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আমাদের পুরাতন গুণগুলি হারাইতেছি, অথচ ইংরাজদিগের সদ্‌গুণ সকল অনুকরণ করিতেছি না।.. যদি হিন্দু সমাজ আপনাতে আপনি থাকিয়া অর্থাৎ আপনার মর্য্যাদা না হারাইয়া স্বীয় আচার ব্যবহার সকলকে পাশ্চাত্য আলোক স্বাভাবিক ক্রমে সেবন করায় তাহা হইলে তাহা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া উহা আপনাতে আপনি থাকিয়া ঐ সকল আচার ব্যবহারকে ঐ আলোক অস্বাভাবিক আতিশয্যের সহিত সেবন করাইতেছে, ইহাতে এই ফল হইতেছে যে উক্ত সমাজ গাঁজিয়া উঠিয়া ভ্রষ্টাচাররূপ জঘন্য তাড়ি উৎপন্ন করিতেছে। আবার যাহারা এই জঘন্য তাড়ি পান করেন, তাঁহাদের মত্ততাই বা কত![৩৩]

পাশ্চাত্য 'আধুনিকতা', 'সভ্যতা', 'প্রগতি'-র চেহারা আমাদের দেশজ বাস্তবতায় ঠিক কীরকম হওয়া উচিত সে সম্পর্কে মতামত ও দৃষ্টিকোণের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত উদাহরণ এই সময়ের প্রহসনগুলি। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে' প্রহসনে প্রমীলা নিজের স্বামী সম্পর্কে মন্তব্য করে, "আগে ওঁরা যথার্থ সাহেব হোন, তারপর যেন আমাদিগকে বিবি করে তোলেন। আপনারা সাহেবদের মত এমন কি কাজ করচেন? বলে কাজের মধ্যে দুই খাই আর শুই—কেবল পাতী সাহেবদের মত মদ খাচ্চেন, আর বেরেল্লামো করে ফিরচেন।"[৩৪] সমকালীন অপর একটি প্রহসন 'কলির সঙ বা দুই গোলাপ'; এখানে স্বল্প ইংরেজিশিক্ষিত বড়োলোকের বখাটে ছেলে গোপাল সম্পর্কে পাড়ার অন্য দুই ব্যক্তির সংলাপ:

১ম। মুখে রাজা উজীর মারেন, পাঁচশো টাকার শআঁব খান, হাজার টাকা দামের ঘড়ি ঝোলান, গণ্ডারের মত একগোঁয়ে চলেন। ওপোরে চকচকে হয়ে লোকের কাছে এই সাউঘুড়ি করে বেড়ান, আর বাড়ীতে বাজার খরচের দুপয়সা বরাত, আবার কোন কোন দিন ও দুপয়সা জমায় আসে, ভেতরে এই, ওপোরে ঐসব কাণ্ড ।...

২য়। পশুদের যে সকল গুণ আছে, তবে সে সকলি প্রায় তাদের দেহে বর্ত্তমান?

১ম। তা বিলক্ষণ রূপ।...পাড়ায় অনেকে তাকে ইংরেজপুষ্যি ও বহুরূপী বলে উপহাস করে থাকে।"[৩৫]

মাইকেলের প্রহসনের নাম অনুকরণে ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়-এর লেখা নাটক 'একেই কি বলে বাবুগিরি?'। কিন্তু ১৮৭৫ সালের গিরিগোবর্দ্ধন (অবশ্যই ছদ্মনাম) প্রণীত 'একেই বলে বাঙালি সাহেব' প্রহসনটি নামের দিক থেকে মাইকেলের বিখ্যাত প্রহসন অনুসারী হলেও বিষয়গত দিক থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন। এই প্রহসনটিতে সমকালীন অন্যান্য নাটকের মতো দেশজ রক্ষণশীলতা বজায় রেখে পাশ্চাত্য প্রভাবকে গ্রহণ করার দৃষ্টিকোণ ততটা গুরুত্ব পায়নি। বরং পাশ্চাত্য প্রভাবকে আত্মস্থ করে দেশীয় সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা, পশ্চাৎপদতাকে সংস্কার করে নেবার মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে এখানে। বড়ুলগ্রামের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক গোলোক বসুর পুত্র গদাধর বসু বিলেত থেকে সিভিল সার্ভিস পাস করে দেশে ফিরে উচ্চপদে চাকুরিতে যোগদান করে, নিজের পরিবার ও সমাজ থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে চৌরঙ্গির সাহেবপাড়ায় ঘর ভাড়া নেয়, নিজের স্ত্রী-কন্যাদের ইংরেজি শিক্ষা দেয়, কেশব সেনের 'ব্রাহ্ম ভক্তিবাদে'র বিরোধিতা করে এবং জীবনের সবক্ষেত্রেই প্রকৃত ইউরোপীয় আদশ অনুসরণের কথা বলে। অথচ সে পিতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল, দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করে, 'আলোকপ্রাপ্তি'র উচ্চমর্যাদাকে নিজের জীবনে গ্রহণ করতে চায়। এমনকি Mysteries of the court of London জাতীয় জনপ্রিয় সমকালীন ইংরেজি ফিকশনে (যার অনুকরণে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর 'লণ্ডন রহস্য' লেখা) বর্ণিত ইংরেজ সমাজের কদাচার যে ব্রিটিশ জাতির সামগ্রিক পরিচয় নয়, বরং ঐ নীচ মানসিকতা ও ব্যভিচার যে উচ্চবর্গীয়, আলোকপ্রাপ্ত ব্রিটিশ চরিত্রের খণ্ডিত ব্যতিক্রম, সেকথাই বোঝাতে চায় গদাধর। দলাদলি, জাতপাতের বিভাজন, সংস্কার, প্রায়শ্চিত্তসর্বস্ব গ্রামীণ সমাজকে রিফরমেশনের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা বন্ধুস্থানীয় ডাক্তার বসুকে বোঝায় গদাধর। রাজনারায়ণের পূর্বোক্ত লেখায় অনুসরণযোগ্য প্রকৃত 'ভদ্র' ইংরেজচরিত্রের প্রশংসা করে বলা হয়েছিল "বিলাতের অনেক ভদ্র ইংরেজরা চরিত্র বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণস্থল হইতে পারেন।...তাহাদের স্বাথপরতা অল্প,

আতিথেয়তা বিলক্ষণ আছে, সরলতা বিলক্ষণ আছে, কৃতজ্ঞতাও বিলক্ষণ আছে। কৈ, বিলাতের ভদ্র ইংরাজদিগের এই সকল ভদ্র গুণ ত আমরা অনুকরণ করি না?"[৩৬] শ্রীগিরিগোবৰ্দ্ধন প্রণীত 'একেই বলে বাঙালি সাহেব' প্রহসনের বিলেতফেরত গদাধর সেই 'আলোকপ্রাপ্ত' ইংরেজের অনুসারী বাঙালি চরিত্র। বোঝা যায়, আমাদের নিজস্ব 'আধুনিকতা' নির্মাণের প্রক্রিয়ায় এই বিশেষ অবস্থানটির স্বপক্ষেও কেউ কেউ ছিলেন।

'দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য' সংকলনের এই দ্বিতীয় খণ্ডে চারটি টেক্সট 'বিধবার দাঁতে মিশি', 'একেই বলে বাঙালি সাহেব, 'অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব' এবং 'দেবগণের অভিনব-ভারত-দর্শন' কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়েছে। কিন্তু ভূমিকায় আমরা আলোচনা সাজিয়েছি মূলত অন্ত্য-উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের গোড়ায় ঔপনিবেশিক বাঙালি জনসমাজে 'আধুনিকতা'র স্থানাঙ্ক কীভাবে নির্ণীত হচ্ছিল, সেই কেন্দ্রীয় বিষয়টি আলোচ্য টেক্সটগুলিতে কীভাবে ধরা পড়েছে---তার সাপেক্ষে। তাই ভূমিকার আলোচনায় কালানুক্রম মানা হয়নি। আমাদের উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে 'আধুনিকতা'-র সে চেহারা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব, পিছুটান, পরিবর্তন-প্রতিসরণ, নিজস্বতার সূত্রটি খুঁজতে হলে ঔপনিবেশিক জনসমাজে প্রচলিত ধরণের টেক্সটগুলির দিকে নতুন করে ফিরে তাকাতেই হবে। এ হল আমাদের নিজস্ব শিকড়ের সন্ধান। আশা করি, প্রথম খণ্ডের মতোই 'দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য'-র দ্বিতীয় খণ্ডও পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে।

উল্লেখপঞ্জি

১. পরিত্যক্ত, মানসী; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৭৮-১৭৯
২. এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার তালিকা সুদীর্ঘ। দ্র. *উনিশের শতকে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক*, সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী, কলকাতা ১৯৮১; অথবা অপেক্ষাকৃত নামী গবেষকের লেখা, *নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*; গোলাম মুরশিদ, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০১, বইটি লেখকের *Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905* গ্রন্থের অনুবাদ। এই বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে, দেখানো হয়েছে, "জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ফলে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে কেমন করে ভাঁটা পড়ে এবং পরোক্ষভাবে মহিলাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে..."; পূর্বোক্ত, পৃ.১৭
৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সুমিত সরকার। তিনি দেখিয়েছেন শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই সমাজসংস্কার আন্দোলন কখনোই পাশ্চাত্যের জ্ঞান-যুক্তি-আলোকায়নকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করেনি, বিশেষত জাতিগত বৈষম্য, পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্যবাহী হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য—সবই পূর্ববর্তী সমাজ আন্দোলনের ভিতর লুকিয়ে ছিল। দ্র. *A Critique of Colonial Reason; Sumit Sarkar*, Kolkata, 2000; এই বইয়ের The Radicalism of intellectuals A Case Study of Nineteenth Century Bengal অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। p 71- p 83
4 দ্র. What is Enlightenment? , Michel Foucault, The Faucault Reader, ed Paul Rainbow, New York, 1984, p 32- p 50
৫. এই 'মিমিক্রির' ধারণাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন হোমি ভাভা, তাঁর ভাষায় : Colonial mimicry is the desire for a reformed, recognizable other, as a subject of a difference that is almost the same, but not quite, Which is to say, that the discourse of mimicry constructed around an ambivalence; in order to be effective, mimicry must continually produce its slippage, its excess, its difference. .mimicry is therefore stricken by an indeterminacy . mimicry emerges as the representation of a difference that is itself a process of disavowal.. a complex strategy of reform, regulation and discipline, which 'appropriates' the other as it visualizes power. Mimicry is also the sign of the inappropriate, however, a difference of recalcitrance which coheres the dominant strategic function of colonial power, intensifies surveillance, and poses an immanent threat to both 'normalized' knowledges and disciplinary powers." ^. of mimicry and man : The ambivalance of Colonial discourse; Homi k Vava; *The Location of Culture*, New York, 1994; p.86
৬. "Naturalist writings therefore subsume the question of difference

within a search for essences, origins, authenticities, which, however, have to be ammenable to global-European constructions of modernity so that the quintessentially nationalist claim of being 'different but modern' can be validated." মন্তব্যটি দীপেশ চক্রবর্তীর। দ্র. The Difference-Deferral of a Colonial Modernity : public Debates on Domesticity in British Bengal, Dipesh Chakraborty, *Subaltern Studies : I VII*, ed. David Arnold and David Hardiman, New Delhi, 2003; p.51

৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় : "আমাদের আধুনিক হওয়ার প্রক্রিয়ার ভেতরেই তাহলে এমন একটা কিছু কাজ করছিল যার দরুন আধুনিকতাকে গ্রহণ করেও তার মূল্য অথবা ফলাফল সম্বন্ধে বরাবর আমাদের সংশয় থেকে গিয়েছে।...জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক প্রকল্পটাই তাই—একটি বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, জাতীয় আধুনিকতার জন্ম দেওয়া।" দ্র. আমাদের আধুনিকতা; *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*; পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ২০০০, পৃ. ১৭৯-১৮০, ১৮২

৮. এই দুটি বই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. The Virtuous and the well-ordered Home: The Re-conceptualization of Bengali women and their worlds, Judith Walsh; *Mind, Body and society : Life and mentality in Colonial Bengal*, ed. Rajat K. ray, New Delhi, 1995; p. 331-359; রোম্যান্টিক প্রণয়ের কল্পনা এবং একান্নবর্তী পরিবারের ভিতর সেই প্রণয়কে ধারণ না করতে পারা সম্পর্কে লেখকের বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ : "the author of Grha Lakshmi fails to reconcile the demands of family duty with a fantasy of romantic love it may also be because he could not imagine life outside of the old family structures. Attracted in certain contexts to western-style love relationships, living in a world which demanded adaptation to a new cultural order, he, and others like him could still fear a future cut off form the world of extended family." p 347

৯. সুখী পরিবার; জ্যোতিরিঙ্গণ, এপ্রিল ১৮৭৩, এই সচিত্র প্রতিবেদনটি সংকলিত হয়েছে: *সাময়িকী : দ্বিতীয় খণ্ড*, সম্পা, প্রদীপ বসু; কলকাতা, ২০০৯, পৃ.৪০-৪১

১০. লজ্জাশীলতা, পারিবারিক প্রবন্ধ, *ভূদেব রচনাসম্ভার*, সম্পা, প্রমথনাথ বিশী; কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৪৫৩-৪৫৬

১১. দ্র. *উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন*, গৌতম ভদ্র: সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা ১৯৯৯; পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত পুস্তিকা।

১২. দ্র, *জাহ্নবী*, মাসিক পত্রিকা, শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে কর্তৃক সম্পাদিত, প্রথম ভাগ ১২৯১-৯২, কলিকাতা, সিমুলিয়া সুকিয়া ষ্ট্রীট নং ২০, বিজ্ঞান যন্ত্রে শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৯২ সাল। 'সূচনা' অংশ।

১৩. দ্র. হিন্দুধর্ম বিষয়ক আন্দোলন, শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, *জাহ্নবী পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৬

১৪. দ্র. হিন্দুধর্মের আন্দোলন বিষয়ে কয়েকটী কথা, *জাহ্নবী পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭০

১৫. অমিয় সেন এই আন্দোলনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে : "the legitimate outburst of an injured Hindu masculinity or pride which had to come to terms simultaneously with political subordination and threats to cultural survival" *Hindu Revivalism in Bengal (1872-1905)*; Amiya P. Sen, Delhi, 1993, p.4

১৬. উনিশ শতকীয় ইংরেজি শিক্ষিত এলিটের এই অবস্থানগত মধ্যবর্তী দোলাচলকেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন 'subalternity of an elite'. *The Nation and its Fragments : Colonial and Post Colonial Histories*; New Delhi 1999, p.36-37

১৭. *অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব*; শ্রী বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত; কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০ নং সুকিয়াস স্ট্রীট বিজ্ঞানযন্ত্রে শ্রী ক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ, ১৮৮৮ খ্রি.। লেখায় ব্যবহৃত প্রতিটি উদ্ধৃতিই এই একমাত্র সংস্করণ থেকে গৃহীত।

১৮. *মহিলা*, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ.৭১

১৯. দ্র. পারিবারিক উন্নতি; বেদব্যাস, শ্রাবণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ (১৮৮৬); উদ্ধৃত, সাময়িকী, (২, খণ্ড), সম্পা. প্রদীপ বসু, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৪-৩৫

২০. তনিকা সরকারের মতে, 'Apart from compensatory functions, the strategic pleacement of the home assumes other functions as well. The management of household relations becomes a political and administrative capability, providing training in governance that one no longer attains in the political sphere. The intention is to establish a claim to a share of power in the world. a political role that the Hindu is entitled to, via successful governance of the household. A possibly intended consiquence, however, is that in the process this renders household relations into political ones.' *Hindu wife, Hindu Nation : Community. Religion and Cultural Nationalism*; New Delhi, 2003, p.38

২১. দ্র. পারিবারিক দাসত্ব, ভারতী, চৈত্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দ (১৮৮০); উদ্ধৃত; *সাময়িকী* (২য় খণ্ড) সম্পা. প্রদীপ বসু, কলকাতা, ২০০৯, পৃ.২১-২২

২২. দ্র. পারিবারিক উন্নতি; বেদব্যাস, শ্রাবণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ (১৮৮৬); উদ্ধৃত, *সাময়িকী*, (২, খণ্ড), সম্পা. প্রদীপ বসু, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৫-৩৬

২৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায় একেই বলেছেন "not on the identity but rather on a difference with the 'Modular' forms of the national society propageted by the modern west. In fact, here nationalism launches it more powerful, creative and historically significant project : to fashion a 'modern' national culture that is nevertheless not western." *The Nation and Its Fragments : Colonial and post Colonial Histories*; Partha Chatterjee, New Delhi, 1999; p.5-p.6

২৪. দ্র. *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (প্রথম খণ্ড)*; সম্পা. ড. ক্ষুদিরাম দাস, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ.৯৪
২৫. দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ.১২৬-পৃ.১২৮
২৬. সমগ্র মূল সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধৃত, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)*; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ.৩
২৭. দ্র. A City Away from Home: The Mapping of Calcutta; Keya Dasgupta, *Texts of Power: Emerging Disciplines in Colonial Bengal*, Ed. Partha Chatterjee, Kolkata, 1996, p. 145-166
২৭. দ্র. *সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়*, সম্পা. অলোক রায়, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ.৭১
২৯. দ্র. *দেবগণের মর্ত্তে আগমন*; শ্রীদুর্গাচরণ রায়; কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪১৭
৩০. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. *Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of Nationalism*; Benediet Anderson, New York, 2002; জাতি নির্মাণের প্রক্রিয়ায় আবেগ, সমষ্টিগত কল্পনার ব্যবহার খুবই উপযোগী। অ্যান্ডারসনের ভাষায়: "nationality...nation-ness as well as Nationalism, are cultural artefacts of a perticular kind. To understand them properly we need to consider carefully how they come into historical beings, in what ways their meanings have changed over time, and why, today, they command such profound emotional legitimacy." p.4
৩১. রবীন্দ্রনাথের ভাষণটির লিখিত রূপ 'ভগিনী নিবেদিতা', দ্র.*রবীন্দ্ররচনাবলী*, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৬১, পৃ.১৯৮; রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধটির সাপেক্ষে 'জাতীয়তাবাদী' ভাবনায় কল্পনার ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা: Nation and Imagination; Dipesh Chakraborty; *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*; New Delhi; 2001, p. 148-p. 179
৩২. এ সংক্রান্ত একটি অনবদ্য আলোচনা; কল্পনার কাজ: ঔপনিবেশিক বাংলায় সময় ও ইতিহাস-চেতনা; প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায়; সংকলিত হয়েছে: *নিবন্ধ বৈচিত্রের তিন দশক*; সম্পা. অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০১০; পৃ. ২৪৯- পৃ.২৬২
৩৩. সে কাল আর এ কাল; রাজনারায়ণ বসু, সংকলিত, *দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড)*; সম্পা. কাঞ্চন বসু, কলকাতা, ১৯৯৭; পৃ. ১৬২
৩৪. দ্র. *ঘর থাকে বাবুই ভেজে*; ১৮৬৩, পৃ.১১
৩৫. দ্র. *কলির সঙ বা দুই গোলাপ*, প্রকাশকাল আনুমানিক ১৮৬০-৭০-এর মধ্যে; পৃ.৯
৩৬. সে কাল আর এ কাল; রাজনারায়ণ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬১

বিধবার দাঁতে মিশি।

(দৃশ্য কাব্য)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

BIDHOBAR DANTE MISEE.

BY

GOPAL CHUNDRA MUKHOPADHYAYA

CALCUTTA

Printed by G. C. Parial. at the Local Press,

No 38 Sooryparah Lane, Simlah.

1874

বিধবার দাঁতে মিশি।

(দৃশ্যকাব্য)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

BIDHOBAR DANTE MISEE

BY

GOPAL CHUNDRA MUKHOPADHYAY

CALCUTTA

Printed by G C Parial, at the Local Press

No 38 Sooryparah Lane, Simlah

1874

দৃশ্যকাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

কমলাকান্ত রায় ... শিবপুরস্থ জমীদার।
বরদাকান্ত রায় .... কমলাকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র।
সূর্যকুমার কবিরত্ন ... কমলাকান্তের বন্ধু।
গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ... কমলাকান্তের বন্ধু।
উড়ুম্বর চট্টোপাধ্যায় ... বরদাকান্তের বন্ধু।
বিধুভূষণ মল্লিক ... ঐ।
বাণেশ্বর বিদ্যাভূষণ ... ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... বরদাকান্তের দেওয়ান।
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ঐ মোক্তার।
বিশু } ...ভৃত্যদ্বয়।
ভগা
নীলকমল } ...মাতাল পথিকদ্বয়।
রামপ্রসন্ন পাগল
সদানন্দ } ...সন্ন্যাসীদ্বয়।
বনয়ারীলাল
ডাক্তার, দ্বারবান, জমাদার এবং কনস্টেবল দ্বয়।

স্ত্রীগণ।

সৌদামিনী ... বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়া।
হেমাঙ্গিনী ... বরদাকান্তের স্ত্রী।
যামিনী ... গোরাচাঁদের স্ত্রী।
বিরাজ মোহিনী ... দাসী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক— শিবপুর বরদাকান্তের বৈঠকখানা।
বরদাকান্ত এবং গোরার্চাঁদের প্রবেশ।

বরদাকান্ত। শুনেছ?

গোরাচাঁদ। কি?

বরদা। ও বাড়ীর মেজজ্যাটা আর আমাদের ছোট-খুড়ো দুই বুড়োতে কাল বলাবলি কোচ্ছিল যে, "আমাদের বরদাটা একেবারে বয়ে যাচ্চে, যত মাতাল বাবুদের সঙ্গে মিশে বিষয়টা অবহেলে খোয়াচ্চে।"

গোরা। নেভারমাইণ্ড, ও সব ওল্‌ডফুলের কথায় কি কান দিতে আছে? ব্যাটারা এক এক জন আদত ভগবতী, ঘটে কিছু থাকলে কি আর ও কথা বলে? ও ব্যাটারাই বা পৈতৃক বিষয়টা কি সৎকার্য্যে ব্যয় কোচ্চে? গাঁয়ের মাঝে কতকগুলো পুকুর কেটেছে, আর কতকগুলো মন্দির তৈরি কোরে, তার ভেতরে কতকগুলো পাথরের চাঁই বসিয়েছে, ও বার মাসে তেরটা মাটীর ঢিপি পূজো কোচ্চে বৈত নয়, এইত ওদের সদ্ব্যয়! আর তুমি স্বদেশের হিতের জন্যে— পরিণামযুবতী মনমোহিনীদের জন্যে— যাদের কটাক্ষে ত্রিজগৎ ভস্ম হয়— তাঁদের জন্যে স্কুল স্থাপন কোরেছ, চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারি করেছ, ব্রাহ্মসমাজ কোরেছ; আর ডারটিরিভার সুরধুনীর পরিবর্ত্তে সুরাধনীর আরাধনা কোচ্চো এগুলো কি অসদ্ব্যয় হোচ্চে? কি বোলব বরদা বাবু! ব্যাটাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, নইলে এখনই কিচক বধ কোত্তেম।

বরদা। মিথ্যে নয়, বাবা মরেছে, দাদা মরেছে, হাড়টা জুড়িয়েছে, এখন এই ক-ব্যাটা মলেই বাঁচি?

গোরা। ওরা যা বলে বলুক না, দেশের লোকে ত তোমাকে এক জন রিফরমার বোলে জান্‌ছে, তা হলেই হল।

(উডুম্বর বাবুর প্রবেশ)

উডুম্বব। গুডনাইট বরদা বাবু!

গোরা। আইয়ে ইণ্ডিয়ান সার ওয়ালটার স্কট!

উড়। কেন আর জ্বালাও বাবা?

গোরা। আর একবার বল, দোহাই ইণ্ডিয়ান স্কট!

উড়। আমি তোমার কি করেছি, তা একশবারি তামাসা কোচ্চ?

গোরা। আজ কাল তুমি কল্পনা, কামিনীর সঙ্গে প্রেম কোরে, বঙ্গভাষারূপ বীর্য্য দ্বারা যে সব ছেলে মেয়ে উৎপাদন কোচ্চো, তাতে আমি কেন?—ইণ্ডিয়ার সকলেই ত তোমারে ইণ্ডিয়ান ওয়ালটার স্কট বোলে সম্ভাষণ কোচ্চে, কেবল আমার ওপর ঝাল ঝাড়লে কি হবে? হয় কল্পনা বারবিলাসিনীর প্রেমে বিসর্জ্জন দাও, নয় সকলে তোমাকে "ইণ্ডিয়ান ওয়ালটার স্কট" বলে ডাকুক, তাতে তুমি ন্যাজ ফুলিও না!

বরদা। কেন ভাই! উড়ুম্বর বাবু যে কখানি পুস্তক রচনা কোরেছেন, সব গুলিই ত উত্তম।

গোরা। উত্তম? উত্তমের উত্তম, অত্যুৎকৃষ্ণ, রাম, দুর্গা, মহাভারত।

বরদা। বিশে—

(নেপথ্যে আজ্ঞা যাই)

বরদা। তুমি যাই বল, আজ কাল যে কজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালা ভাষার উন্নতী সাধন কোচ্চেন, তার মধ্যে কেউই এ পর্য্যন্ত উড়ুম্বর বাবুর সমকক্ষ হতে পারেন নাই। বিশেষ রহস্য রচনা বিষয়ে উড়ুম্বর বাবু অদ্বিতীয়।

গোরা। আমিওত সেই জন্যে ওঁকে ইণ্ডিয়ান ওয়ালটারস্কট বলি। আর উড়ুম্বর বাবুর রসবোধ বিষয়ে তোমারে বলে জানাতে হবে কেন?
বাঙ্গালার সকলেই ত বলে যে, উড়ুম্বর বাবুর রচনা ঠিক ঢাকার সদর রাস্তার মত।

(ডিকেন্টর প্রভৃতি লইয়া বিশুর প্রবেশ ও বাবুদের নিকট রাখিয়া প্রস্থান)

বরদা। (মদ্যপান) সে কি রকম গোরাচাঁদ বাবু?

গোরা। তাও বুঝতে পাল্লে না, ঢাকার সদর রাস্তার মধ্যে যেমন এক একটী বাড়ীর অন্তরে কোথাও বা বাড়ীর গায়ে গায়ে এক একটী সুরামন্দির আছেই আছে, সেই রূপ উড়ুম্বর বাবুর প্রত্যেক পুস্তকের—প্রত্যেক পরিচ্ছদের মধ্যে একটী না একটী রস কুণ্ড আছেই আছে।

(মুখের কাছে হাত নাড়িয়া)

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
উড়ুম্বরের রসকুণ্ড রাসভরঞ্জন।

উড়্। কবি হয়েছ যে? (মদ্যপান)

গোরা। হব না কেন?— আজ কাল রামা মুর্দ্দফরাস থেকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পর্য্যন্ত সকলেই যখন কবি হচ্চে, তখন আমিই বা কেন বাকি থাকি?

উড়ু। নিজের ঘট থেকে কিছু বার কোর্ত্তে পার, তবে বলি যে, হাঁ একজন কবি বট।

গোরা। (হাস্য) বড় কথাটাই মনে কোরে দিলে; অক্ষয় বাবুর তৃতীয় ভাগ চারু পাঠের ধর্ম্মবিষয়ক স্বপ্নটী যদি সত্য হত, তাহলে এত দিনে ধর্ম্মপুরুষের ধর্ম্মদণ্ডের জ্যোতিঃ তোমার কালীর আঁকর গুলি সব জ্বালিয়ে দিয়ে বাহাদুরী বের করে কোরে দিত। (মদ্যপান)

বরদা। কেন আর উড়ুম্বর বাবুকে রাগাচ্চ? উনি নাকি আমাদের ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড তাই কিছু বলচেন না, অন্য হলে টের পেতে। (মদ্যপান)

গোরা। তুমি ত কিছু বোঝ না, হক কথা বল্লে, বিধিরও সাধ্য নাই যে, কোন কথা বলে, মিথ্যে কথা হলে উড়ুম্বর এতক্ষণ ন্যাজ ফোলাতে কসুর কোর্ত্তেন না।

বরদা। ও সব কথা এখন রেখে দাও। উড়ুম্বর বাবু নাও। (মদের গেলাস দান)

উড়ু। (গেলাস ধরিয়া) নীচ যদি উচ্চ ভাষে, শুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। (হাস্য ও মদ্যপান)

গোরা। ব্রেভো ইণ্ডিয়ান স্কট! (করতালী দান) ও সুবুদ্ধি মশায়! প্রাতঃ প্রণাম। ন্যাজটা ভাল কোরে গুটীয়ে বসুন, সব বুদ্ধি বেরিয়ে গেলে, রচনা কর্‌বার মুস্কিল হবে।

(বিধুবাবুর প্রবেশ)

বিধু। হেল্লো! গুড নাইট জেন্টেলমেন।

(সকলে—গুড নাইট।)

গোরা। বীরভদ্দর যে? ভাল আছত?

বিধু। জাঁকরে।

গোরা। এদিকে কি মনে কোরে?

বিধু। বাগানে এসেছি, তাই একবার দেখা কোর্ত্তে এলেম্।

বরদা। একা নাকি? (মদের গেলাস দান)।

বিধু। (মদ্যপান) একটী ফ্রেণ্ডকে এনেছি।

বরদা। তাকে এখানে আস্তে ক্ষতি ছিল কি?

গোরা। ফ্রেণ্ডটী কে, তা জান? বিধুবাবুর ঘরের মালক্ষী। (মদ্যপান)

বিধু। ছি বাবা! ও কথাও বলে।

বরদা। তাহলেই বা আস্তে ক্ষতি ছিল কি? আমরা ত আর কামড়ে খেতেম না। (মদ্যপান)

গোরা। পণ্ডিত বাহাদুরের ছেলের মত অনেক বার ঠেকে শিখেছেন, কাযেই আর বিবিকে বাবু সাজিয়ে বাবুদের কাছে নে যান না।

উড়ু। পণ্ডিত বাহাদুরটা কে? (মদ্যপান)

গোরা। আমাদের চেয়ারম্যান রাজা বাহাদুর।

উড়ু। পণ্ডিত বাহাদুর নাম হল কেন?

গোরা। তা জান না, তিনি নীলরতন হালদারের একখানি কবিতারত্নাকর তাকিয়ার বাঁ দিকে রেখে, তার সংস্কৃত শ্লোকগুলি মুখস্থ কোর্ত্তেন, কি ভটচায, কি বাবু, কি সাহেব, কি চাকর, কি মুর্দ্দাফরাস যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্ত্তে আসতো, তিনি অমনি কবিতারত্নাকরের এক একটী শ্লোক, রদনহীন বদনে উচ্চারণ কোরে সম্ভাষণ কোর্ত্তেন, শেযে যত টীকিওয়ালারা কমিটী কোরে, নবদ্বীপ থেকে মত এনে তাঁরে পণ্ডিত বাহাদুর টাইটেল দেছে। (মদ্যপান)

বরদা। তাঁর ছেলে জব্দ হল কিসে?

গোরা। বছর কতক হল, একদিন কুমারবাহাদুর স্ত্রীকে মোগল সাজিয়ে মেলকেটীনে চড়ে বাগানে বেড়াতে গিছলেন। দৈবক্রমে তাঁর অনেক গুলি ফ্রেণ্ড সেই সময় বাগানে এসে পড়ে বিধুবাবুও সেই সঙ্গে ছিলেন।

বরদা। তার পর? (মদ্যপান)

গোরা। বাবুরা সকলেই তয়েরি ছিলেন; বাগানে গিয়েই সকলে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড কচ্চেন, এমন সময়ে বামনলাল বাবু মোগল সাহেবের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড কোর্ত্তে কোর্ত্তে লাফিয়ে উঠ্লেন।

উড়ু। কেন? (মদ্যপান)

গোরা। দেখলেন যে "কামিনীর কোমল কর কমল" কাযেই আত্মারাম আহ্লাদে তের হাত লাফিয়ে উঠ্লেন। শেযে ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত, কুমার বাহাদুর অপ্রস্তুত হয়ে, বিবিকে নে দৌড়। (মদ্যপান)

বরদা। বামন লাল বাবুর সবি ভাল, কেবল ঐ এক দোযেই ওঁর মাথা খেয়েছে।

বিধু। বামন লাল বাবু এই বুড়োবয়সে কচি মেয়েটাকে নিয়ে কি ঢলানটাই ঢলালে, এক রাত এক দিন ফাটকে বাস, দেশের লোকের কাছে অপমানের শেষ, তবু ও রোগ গেল না।

গোরা। বাঁড়ুর্য্যে মশায় থাকলে, সে সময় রোগের মত অসুধ দিতেন।

উড়ু। না মলে মানুষের স্বভাব যায় না। স্বভাবো যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশিং।

গোরা। হুরে ইণ্ডিয়ান স্কট! সংস্কিড় মিড়ও জান যে। এই বিদ্যেতে তুমি বেদকে ব্রহ্মার দাড়ী বল?

বিধু। ইনিই কি ইণ্ডিয়ান স্কট?

গোরা। হাঁ। (মদ্যপান)

বিধু। প্রণাম মশায়! এখানে এসে কি বলতে কি বলেছি কিছু অপরাধ নেবেন না।

গোরা। উড়ুম্বর বাবু তেমন দরের লোক নন।

বিধু। কি বাবু বল্লে? (মদ্যপান)

গোরা। উড়ুম্বর বাবু।

বিধু। বেদে, কোরাণে, বাইবেলে কোথাও ত এমন নাম শুনিনি।

বরদা। মদ খেয়ে কোর্টের বেঞ্চ থেকে উড়তে গিছলেন বলে, নাম হয়েছে উড়ুম্বর।

(জনৈক দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বারবান। এক আদমী এই চিঠী দোঠো দেগেয়া।

বরদা। দেও।

দ্বার (পত্র দান) (স্বগত) বিরাণ্ডি আউর রেণ্ডিমে বাঙ্গালা মুলুক জ্বল যাতা হায়। বাবুলোক বিরাণ্ডি ঢালতা আওর পিতা, রাম রাম। (প্রস্থান)

গোরা। কার চিঠী পড় দেখি।

বরদা। তুমি পড়, শুনি।

গোরা। (পত্র পাঠ)

Premanundo Dass, presents his respectful compliments to Baboo Barodakant Ray and solicits the favour of his company to a pleasure party at his gerden-house Buranagore, on saturday the 13th December current —ও খানা কি চিঠী?

বরদা। এখানায় তোমাকে ইনভাইট করেছে। (মদ্যপান)

গোরা। কালত স্যাটারডে, তুমি যাবে ত?

বরদা। আমার বড় অসুখ, আজ সকালে পোটাক রক্ত উঠেছে, আমি যেতে পার্ব্বোনা, তুমি যেও।

বিধু। প্রেমানন্দটা কে? (মদ্যপান)

গোরা। কলকেতার বাঙ্গালটোলায় থাকে, চেন না?

বিধু। ওঃ আজ কাল যার মেলফেটীন চড়া বন্দ হয়েছে বটে?

গোরা। হাঁ।

উড়ু। কারণ কি? (মদ্যপান)

গোরা। সুন্দ উপসুন্দ যাতে সর্ব্বস্ব হারায়।

উড়ু। ভ্রাতৃবিচ্ছেদে?

গোরা। খালি ভ্রাতৃ নয়, মাতৃবিচ্ছেদও আছে।

বিধু। প্রেমানন্দর দুটো মোসাহেব আছে না? নাম কি ভুলে গেলেম।

গোরা। ভূপাল ঘোষ আর রমেশ সেন। (মদ্যপান)

বিধু। যেটা নবাবের হাতির মত বুক ফুলিয়ে হেলে দুলে চলে, সেটার নাম বুঝি রমেশ?

গোরা। হাঁ, বোসেদের বড় বাবু তার নাম রেখেছেন ডেয়ো পিঁপড়ে। তার আবার নবাবী কত, অচেনা লোকের কাছে বলা হয়, আমার পাঁচ খানা গাড়ী আছে, ১২ টা ঘোড়া আছে, ৪টা ওয়াচ আছে, কিন্তু এদিকে হাঁড়ী ঠন্ ঠন।

বিধু। যাই বলুক, চলন দেখলে হাসি থামান কঠিন।

গোরা। চেহারাও তেমনি।

বিধু। যেন ফটীক চাঁদ। (মদ্যপান)

গোরা। কলকেতার এক চোকো বাবুর জামাই চটকদাসও— ঐ দলের লোক।

বিধু। সে, রোজ বৈকালে চিৎপুররোড়ে যখন বগি হুঁকিয়ে বেড়ায়, তখন দুধারের বেশ্যারা তার বাপন্ত না কোরে ছাড়ে না।

গোরা। দেওয়ান বাহাদুরের ছেলেকেও নাকি ঐ রোগে ধরেছে?

বিধু। শুন্তে পাচ্চিত।

উড়ু। ওসব কথা থাক, একটু মদ দেও।

গোরা। খাও মাণিক চাঁদ। (গেলাস দান)

উড়ু। (মদ্যপান) ধর বিধু বাবু! (ঐ)

বিধু। (মদ্যপান এবং গীত) বাংলাতে কি লেগেছে আগুন, দেশের আচার দেখে হলেম খুন।

(সকলে—হুরে)

গোরা। উডুম্বর বাবু! তুমিত এক জন পাকাপোয়েট, ঐটের আর এক লাইন বাড়িয়ে দেও দেখি।

উডু। এক গেলাস দেও আগে। মদ না খেলে আমি রচনা কোর্ত্তে পারিনে। বিশেষ, কবিতা রচনাটা আমি করিই না।

বরদা। আচ্ছা বাবা! তুমি যে কখানা বই ছাপিয়েছ, ওগুলো রচনা কোর্ত্তে কটা মামার বাড়ী ফেল কোরেছ? (মদ্যপান)

উডু। কে অত মনে করে রেখেছে? (মদ্যপান) বিধু বাবু! আর এক বার গান দেখি।

বিধু। বাংলাতে কি লেগেছে আগুন।

দেশের আচার দেখে হলেম খুন।

উডু। তা না না না না না না না কাটা ঘায়ে নুন।

(সকলে হুরে, ব্রেভো এবং করতালী দান)

গোরা। তুমি যাতে Grand Commander Starof of the India Title পাও, আমি সে চেষ্টা কোর্ব্বো। কাল আমি Editor দের বলে পাঠাব যে, এমন গুণী, মানী, জ্ঞানিকে, একটা বড় গোচ টাইটেল না দিলে বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল হয় না, কি বল? (মদ্যপান)

উডু। Independent রাজা নইলে ও Title দেয় না; আমি এক ইণ্ডিয়ানস্কট টাইটেলেই মেরে রেখেছি।

বরদা। (শয়ন) আমি ঘুমুই।

গোরা। এক কর্ম্ম করি এস বাবা! বুড়ো ব্যাটা আমাদের বড় গালাগাল দেছে!

বিধু। কোন্ বুড়ো বাবা?

গোরা। বরদার খুড়ো, আমার খুড় শ্বশুর শালা। চল বাবা তাকে ঘাটে নেগে জেয়ান্ত পোড়াইগে।

বিধু। I second your regulation. এখনি চল বাবা।

গোরা। উডুম্বর বাবু কি বল?

উডু। এখনি!

গোরা। Thank you, দাঁড়া বাবা! আগে একটু মদ খাই। (মদ্যপান) বরদা বাবু! ওঠনা বাবা! তোর খুড়োকে গঙ্গাযাত্রা করিগে।

বরদা। আমার বড় নেশা হয়েছে বাবা! তোরা তাকে ঘাটে নে যা, আমি শেষে মুখোগ্নি কোরে আসবো।

বিধু। ছি চাঁদ—একটু খেয়েই কুপোকাৎ।

গোরা। ও না যায়— নেই যাবে, আমরা যাই চল।

উড়ু। চল বাবা।

(গোরাচাঁদ, উড়ুম্বর এবং বিধুর প্রস্থান)

(বিশুর প্রবেশ।)

বিশু। (স্বগত) বাবুরা যে কি সুখে কুকুরের মুতগুলো খান, তা বল্‌তে পারিনে। (প্রকাশ্যে) বাবু উঠুন, বাড়ির ভেতর চলুন।

বরদা। তুমি কে মা?

বিশু। আমি বিশু—বিশ্বেশ্বর।

বরদা। কি ব্যাটা একি কাশী? তা তুই ব্যাটা বিশ্বেশ্বর এখানে এয়েচিস?

বিশু। (স্বগত) বাবুত দেখচি আজ ভারি তয়েরি হয়েছেন, আজ যদি বাড়ির ভেতর শোয়াতে পারি, তা হলে পাঁচ টাকা বক্‌সিস্ পাব, দেখি কি হয়। (প্রকাশ্যে) বাবু উঠুন—রাত ঢের হয়েছে।

বরদা। কামড়াবো বাবা! তুই বিশ্বেশ্বর, এখানে কেন? কাশী যা— নইলে কামড়াবো।

বিশু। আমি আপনার চাকর বিশ্বেশ্বর।

বরদা। কি? তুই ব্যাটা বিশ্বেশ্বর সকল দেবতার রাজা, তুই ব্যাটা আমার চাকর হলি। আচ্ছা বাবা তোকে কামড়াবো না; তুই আমাকে তোর কৈলাশ পর্ব্বতে নে চ। আমি আর এখানে থাক্‌তে চাই না। তুই ব্যাটা ত খালি ধুতরো, গাঁজা, আর সিদ্ধি খাস, আমা'কে সেখানে নে গেলে মদ দিতে পারবি ত?

বিশু। (স্বগত) মদ খাওয়ার এই মজা। (প্রকাশ্যে) সেখানে সব আছে।

বরদা। পাহারাওলা, নর্দ্দমা, ঝোলা, আর-আর আছে ত বাবা?

বিশু। সব আছে।

বরদা। তবে গোরা চাঁদকে ডাক, সে না গেলে মজা হবেনা!

বিশু। সে তোমার আগে, কৈলাশে গেছে।

বরদা। তবে আমায় ধরে নে চ, আমি উঠতে পারিনে।

(বরদাকান্তকে লইয়া বিশুর প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবপুর—কমলাকান্তের শয়ন ঘর।

কমলাকান্ত শয্যায় নিদ্রিত, বিধু, উড়ুম্বর, এবং গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরা। কেউ গোল কোরোনা বাবা! আস্তে আস্তে খাট ধরে তোল; ও ব্যাটা জেগে উঠ্‌লে মজা হবে না। উড়ুম্বর বাবু! তুমি বাবা পায়ের দিক্‌টে ধর, আমরা দুজনে মাথার দিক্‌টে ধরি।

উড়ু। আমি একলা কি একদিক তুল্‌তে পারবো বাবা?

বিধু। কেন পারবে না বাবা? গন্ধমাদন পাহাড়টা কেমন কোরে এনেছিলে বাবা? না হয় এখন একবার তোমার রাম বাবাকে স্মরণ কর।

গোরা। ওকি বাবা? গোল কোরোনা, আস্তে আস্তে তোল।

(সকলে খাট ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তোলন।)

গোরা। দেখো বাবা! নড়িওনা আস্তে আস্তে নে— চল।

উড়ু। বল হরি, হরি বোল।

কমলাকান্ত। (জাগরিত হইয়া) আমোলো—কেরে তোরা? আমায় কোথা নে যাস? খাট নাবা, নাবা, নাবা।

উড়ু। স্বর্গে নে যাচ্চি বাবা! ভয় নেই, ঘুমোও বাবা!

(সকলে। বল হরি, হরি বোল।)

কম। (শয্যা হইতে উঠিয়া) তবে রে হতভাগা পাজী মাতাল ব্যাটারা! আমি বুড়ো মানুষ, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? (বিধুর বক্ষে পদাঘাত, বিধুর পতন ও উড়ুম্বর এবং গোরাচাঁদের প্রস্থান।) মদ খেতে এসেছিস, বাপের পিণ্ডি খেতে এসেছিস তাই খেগে, আমার সঙ্গে মর্ত্তে ইয়ারকি দিতে এলি কেন?

(বিধুর পৃষ্ঠে পদাঘাত)

বিধু। আর মেরো না বাবা! ঢের হয়েছে বাবা! আজ তোমাকে ওরা জেয়ান্ত পোড়াত বাবা, আমি হরিবোল দে জাগিয়ে দিয়েছি বাবা! আমায় কি মার্ত্তে হয় বাবা? তুমি বড় বদ রসিক বাবা!

কম। দেখছি তুমি একজন ভদ্রলোকের ছেলে, তোমার কি এই কায? তোমার কি একটু লজ্জা হয় না?

বিধু। আমিত এ কায করিনি বাবা! মদে করেছে বাবা! মদই আমাকে এই কায কোর্ত্তে বলেছে বাবা! আমার দোষ নেই বাবা!

কম। এমন গু—না খেলেই নয়? দেখ দেখি, তুমি এক জন ভদ্র লোক হয়ে, ছোট লোকের মত ব্যাভার কল্লে! ছি! ছি! ছি! কোন্ মুখে সুঁড়িরও গু খাও?

বিধু। আমি একা খাইনে বাবা! আজ কাল দেশ শুদ্ধ লোকে খাচ্চে বাবা!

কম। তোমার মাথা খাচ্চে, উঠে যা এখান থেকে। (পদাঘাত)

বিধু। আর মেরোনা বাবা! যাচ্চি বাবা! ঐ খাটের নীচে আর এক জন আছে বাবা! ওকে উঠিয়ে দেও।

কম। (খাটের নীচে মস্তক দিয়া অন্বেষণ।)

বিধু। এই নে বাবা—সুঁড়ির গুগুলো তুই খা,— আমি চল্লেম। (কমলাকান্তের পৃষ্ঠে বমিকরণ) (প্রস্থান)

কম। আ মোলো, বেরো ব্যাটা বেরো। ও ভগা— ও কান্তে— ও রামা! ও বিশে! ও দারোয়ান! ওরে তোরা কে আছিসরে শিগ্‌গির আয়। মর ব্যাটারা উত্তর দেয় না, সব মোলো নাকি?

(ভগার প্রবেশ)

ভগা। কি হয়েছে? বাবু! কি হয়েছে?

কম। এই দেখ, হতভাগা বরদার মাতাল ইয়ারগুলো ঘরে এসে, গাময় বমি করে দে গেল, রাম! রাম! শিগ্‌গির জল নে আয়। (ভগার প্রস্থান)

কম। (ওয়াক্) ব্যাটারা কি সুখে এ গু গুলো খায়? রাম! রাম!

(জল লইয়া ভগার প্রবেশ)

ভগা। (গা ধুইয়া দিতে দিতে) ওমা! বমির গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠে যায় যে— রাম! রাম!।

কম। কি বিপদ! হতভাগারা দেখছি আমাকে আর এখানে থাক্‌তে দিলে না। বরদা দেখ্‌ছি আমাকে তাড়ালে। এ নির্ম্মল কুলে এমন কুষ্মাণ্ডও জন্মেছিল! যম! তুই শারদাকান্তকে না নে, বরদাকে নিলিনে কেন?

(সূর্য্যকুমারের প্রবেশ)

সূর্য্য। চৌধুরী মহাশয়! হয়েছে কি?

কম। আমার মাথা আর মুণ্ডু, বরদার কতকগুলো বিদ্‌কুটে মাতাল ইয়ার, আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে মশায়! আমি এক বুড়ো মানুষ, তাতে আজ তিনদিন অনাহারী, ঘুমুচ্ছিলেম, ব্যাটারা এসে আমায় খাট শুদ্ধ তুলে নেয়া যাচ্ছিলো!

সূর্য্য। অ্যাঁ—বঁলেন কি?— তারপর?

কম। তারপর রেগে উঠ্তে কব্যাটা পালাল; আর এক ব্যাটাকে লাথি মারতে পড়ে গেল, পড়ে যেতেই আবার ঘা কতক মারলেম, শেষে ব্যাটা উঠে, গা ময় বমি করে দে গেল। ভগা তামাক দে।

(ভগার প্রস্থান)

সূর্য্য। আমি বাড়ী যাচ্ছিলেম, দেখি যে গোরাচাঁদ বাবু দৌড়চ্চেন, আমি জিজ্ঞাসা করলেম, গোরাচাঁদ বাবু কোথায় যান? তিনি বল্লেন কি না, ছোট কর্ত্তার নাভিশ্বাস হয়েছে, তাই ঘাটে নে যাবার যোগাড় কচ্চি, এ কথা শুনেইত আমার প্রাণ চম্‌কে গিছলো।

কম। ও ব্যাটাদের এমনি ইচ্ছেই বটে, আমি মলে ওরা বাঁচে, আমি আর এখানে থাক্‌তে চাই না। আমি কাশী যাব, সেইখানেই থাক্‌ব।

(ভগার তামাক লইয়া প্রবেশ)

কম। আর একটা কল্‌কে কবিরত্ন মশায়কে এনে দে।

(ভগার প্রস্থান)

কম। শারদাকান্ত মোলো (তামাক পান ও কাশন) শারদাকান্ত (কাশন) মোলো, মনে কল্লেম (তামাকু পান কাশন) বরদাই শারদার মত আমাদের মুখোজ্জ্বল কোর্ব্বে, (কাশন) এখন সেই বরদা (তামাকু পান ও কাশন) কুলাঙ্গার হয়ে নির্ম্মল কুলে কালী দিচ্চে। (কাশন)

সূর্য্য। শারদা বাবুর কি আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না?

(ভগার প্রবেশ ও সূর্য্যকুমারকে তামাকু দিয়া প্রস্থান)

কম। মৃত্যুসংবাদ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে, আর কি সংবাদ (তামাকু পান ও কাশন) পাব বলুন? (কাশন)

সূর্য্য। শারদাবাবুর পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ দিলে কে?

কম। আমার জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধী শ্যামবাবু কানপুরের কেল্লায় (কাশন) কায কর্ত্তেন; বছর ২/৩ হল তিনি বাড়ী আসছিলেন; (কাশন) পথে ডাকাতদের দেখ্‌তে পেয়ে, একটা মাঠে পালিয়ে যান, সেই মাঠে (কাশন) সেই মাঠেতেই (কাশন)

সূর্য্য। এঃ কাশীটে অত্যন্ত প্রবল হয়েছে দেখ্‌ছি।

কম। আর বেস্তর দিন বাঁচবোনা—হয়ে এয়েছে।

সূর্য্য। তারপর কি হল?

কম। সেই মাঠেতেই তিনি ঠিক শারদার মত একটী মড়া পড়ে রয়েছে দেখ্‌তে পান, তারপর এখানে এসে, আমাদের (কাশন) খবর দেন।

সূর্য্য। শারদা বাবুর অদৃশ্যের কারণ ত অনেক রকম বলে; কিন্তু প্রকৃত বৃত্তান্ত কি, তা আমি এপর্য্যন্ত জাণ্তে পাল্লেম না।

কম। আমরাও অনেক রকম শুনেছি, কিন্তু প্রকৃত কারণ বোলে কোনটীকেই বোধ হয় না। গোরাচাঁদ আবার এই কথা লোকের কাছে কত রকম কোরে বলে বেড়ায়।

সূর্য্য। গোরাচাঁদের হৃদয় কি পাযাণে গাঁথা?

কম। ওর কথা কন কেন? আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাল্লে, পুলিসের ইনেস্পেক্‌টারি কায কোরে দিলেম; মনে কল্লেম, এইবার সৎ হবে, শেষে কি না তদারকে গিয়ে একটা গেরস্থের মেয়েকে বের কোরে এনে, আমার অপমানের শেষ কোল্লে!

সূর্য্য। রাম রাম। সমুদয় পৈতৃক বিষয়টা মদের জন্যে খুইয়ে, শ্বশুড়বাড়ী এসে রয়েছে, তাতেও ওর লজ্জা হয় না?

কম। আজ কাল ও আমার সঙ্গে যেমন ব্যাভার কোচ্চে, তাতে এখানে থাকা আমার পক্ষে আর কোন মতেই উচিত নয়, আমি কালই কাশী যাব।

সূর্য্য। তা হলে সংসারের বড় দুর্দ্দশা হবে।

কম। তা কি কোর্ব্ব বলুন? এই বুড় বয়সে কি গোঁয়ার মাতাল গুলোর হাতে প্রাণটা খোয়াব?

সূর্য্য। বরদা বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাতালদের সঙ্গ ত্যাগ করান। আপনি গেলে কি আর সোনার সংসার থাক্‌বে?

কম। কবিরত্ন মশায়! এখন কি আর সে বরদা আছে যে, গায়ে হাত বুলিয়ে বোঝাব? এখন একটা ভাল কথা বল্‌তে গেলেই তেরিয়া হয়ে মারতে আসে, এখনকার বাবুরা মা বাপকেই মানে না— তা, আমি খুড়ো।

সূর্য্য। বরদা বাবুকে সকলেই ভাল বোলত, উনি যে এমন হবেন, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনে।

কম। ঐ গোরা চাঁদইত ওর মাথা খাচ্চে। যাহোক কবিরত্ন মশায়, ওদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে, আমি কিন্তু কালই কাশী যাব, রাত ঢের হয়েছে, আপনি বাড়ী যান।

সূর্য্য। এ ঘরে আর শোবেন না।

কম। না।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—শিবপুর—হেমাঙ্গিনীর শয়ন ঘর।
কারপেট হস্তে হেমাঙ্গিনী আসীনা।

হেমাঙ্গিনী। (স্বগত) স্বামির মন যোগাবার জন্যে এত কোরে লেখাপড়া শিখ্‌লেম— কারপেট বুন্‌তে শিখ্‌লেম—তবুও ওঁর মন উঠ্‌ল না! (কারপেট ফেলিয়া) আর, কার পেট ভরাবার জন্যে কারপেট বুনবো?— উনি দিন রাত্তির মদ খাবেন— যত মাতালকে নিয়ে সমস্ত রাত্তির হর্‌রা কর্ব্বেন— আর আমি একাকিনী শুয়ে শুয়ে কড়িকাট গুনবো! বিয়ের পর, তিন বছর ঘরে শুলেন না। বল্লেন— মাগটা মূর্খ, ওর সঙ্গে আমার বন্‌বে না, তাই শুনে যতদূর সাধ্য লেখাপড়া শিখ্‌লেম, তবে এখন ঘরে আসেন না কেন?— বলেন— মদ খাও! আমি কুলের বৌ— আমি মদ খাব কি করে?— বল্‌তে একটু লজ্জাও হয় না? বলেন, অনেক বড় মানুষের মাগ আজ কাল মদ খায়! তারা খায়, খাগ— আমি কেন খেতে যাব? যক্ষ্মাকাশ হয়েছে, মুখদে রক্ত উঠ্‌ছে, মদ খাওয়ার কত সুখ, তা নিজে ভুগচেন, তবুও বলেন মদ খাও! ছি! ছি!

(যামিনীর প্রবেশ)

যামিনী। একলা বোসে কি ভাবছ সই?

হেমা। আজ সই! হব জলসই।

যামি। যমরাজ দিয়েছে কি সই?

হেমা। নাই বা দিলে ক্ষতি তাতে কই?

যামি। তবে আমিও কেন রই কাটা কই?

হেমা। কেন, তুমি ত হয়েছ ভাতার জই।

যামি। ওলো আমার প্রাণের রসময়ী!

হেমা। শোন সই! দুঃখের কথা কই।

যামি। কি বল।

হেমা। তোমার দাদা ত কাল রাত্তিরে সুধা পান কোরে খুব তৈরি হয়েছিলেন, বিশেকে পাঁচ টাকা সন্দেশ খেতে দেব বোল্‌তে, সে ত তাঁকে ধরে ঘরে এনে দিলে। বাবু তখন জেয়ান্ত কি, কি, তা ঠাওরাতে পারলেম না। মনে কল্লেম, বুঝি এই রকম আগলেই আজ রাত কাটাতে হবে। খানিক রাত্তিরে উঠে বলেন যে, 'তোকে মদ খেতে হবে'! এই কথা শুনেইত আমার পেটের

পিলে চম্‌কে গেল। হাতে পায়ে ধরে কত মিনতি কল্লেম— কত বোঝালেম— কিছুতেই শান্ত হল না, কেবল মদ খাওয়াবার জন্যে জেদ কোর্ত্তে লাগলো আমি ত কোন মতেই স্বীকার পেলেম না, শেষে রেগে মেগে উঠে, টল্‌তে টল্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমারো ঘাম দিয়ে জ্বর গেল।

যামি। তোর ত তবু কপাল ফিরেছিল, ঘরে পেয়েছিলি, যা নমাসে ছমাসে হয় না, তা হয়েছিল। আমার তিনি যে, কাল কোথায় ভেসেছিলেন, তা যমেও টের পায়নি।

হেমা। সই! আমাদের কি পোড়াকপাল! কি কুক্ষণেই আমরা এ পৃথিবীতে এসেছিলেম! পূর্ব্বজন্মে আমরা কি মহাপাপই করেছিলেম।

যামি। সই! বিধির ত বিবেচনা নাই— বঙ্গরমণীদের প্রতি বিধির ত বিবেচনা নাই— দেখ দেখি, বিধি আমাদের সকলি দিয়েছে, রূপ— যৌবন— পতি — সকলি আমরা পেয়েছি। কিন্তু, পেয়েও এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সুখিনী হতে পাচ্চি না, কেবল দুঃখানলে দগ্ধ হচ্চি। রাক্ষসী সুরা সতিন হয়ে সকল সুখ হতে আমাদের বঞ্চিত কচ্চে। (বিরাজমোহিনীর প্রবেশ)

বিরাজ। দিদি ঠাকুরণ! একখানা কি কাগজ কুড়িয়ে পেলেম দেখ ত গা।

যামি। কোথা পেলি?

বিরা। বড় বৌঠাকুরণের পড়্‌বার ঘরের দরজার কাছে কুড়িয়ে পেলেম।

হেমা। চিঠী খানি কিসের? - পড় দেখি।

যামি। এ যে আমার তাঁর লেখা!

হেমা। কি লিখেছে পড় না?

যামি। (পত্র পাঠ।)

প্রাণপ্রিয়ে সৌদামিণী!

গো, লাব ধরণী ধনী নবীনা মুঞ্জরী!

বা, খ রাখ রাঙা পায় নৈলে প্রাণে মরি।।

চা, দ মুখি! কত কাল থাকিব আশায়?

দ, ছিল জীবন বন বাঁচা হল দায়!

হ, ব হত যদি নাহি করলো করুণা।

ত, ব পদ বিনে নাহি জীবনে বাসনা।।

ভা, বিয়ে ভাবিয়ে তনু তনু হল সার।

গা, হিব দুঃখের গীত কত কাল আর?

বিশু। কর্ত্তামশায় উঠে তাকে আচ্ছা কোরে বার কতক নাতি মারতে, সে রেগে কর্ত্তামশায়ের গায়ে বমি করে দিয়ে পালিয়ে গেল; তাই কর্ত্তামশায় আর এখানে থাক্‌বেন না, আজই কাশী যাবেন।

যামি। বলিস কিরে বিশু?

বিশু। আমি কি তামাশা কোচ্চি দিদি ঠাক্‌রুণ?

যামি। হা জগদীশ্বর! দুঃখিনির কপালে একি লিখেছ?—(রোদন) মাগো! তুমি এখন কোথা?— বাবা!— একবার এইসময় এসে দেখে যাও— তোমার আদরের ধন যামিনীর দুর্গতি দেখে যাও। বাবা!—তুমি আমায় কার হাতে সমর্পণ কোরে গেছ? মা! তোমরা সরল ভেবে যার হাতে আমায় সম্প্রদান কোরে গেছ, একবার দেখে যাও, সেই সরল গরল হয়ে, আমার কি দুর্দ্দশা কোচ্চে। বাবা!— তুমি আমায় কেন আগুনে সঁপে গেলে না? বিধিরে! তুই কেন আমায় বৈধব্যবেদনা দিলিনে? মা, বাপের সঙ্গে আমার এ পাপ প্রাণকেও কেন তুই হরণ কোল্লিনে?

হেমা। সই! আর কাঁদিসনে, তোর কান্না দেখে আমার হৃদয় ফেটে যাচ্চে, সই! আমরা হতভাগিনী— মহাপাপিনী, আমাদের অদৃষ্টে এত দুঃখ, যাতনা, না ঘটলে, আর কার অদৃষ্টে ঘটবে বল?

যামি। সই! আমার যে কি হচ্চে, তা আমিই জানছি, আর সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই জান্‌ছেন।

হেমা। তা কি আর একবার কোরে বল্‌তে?

যামি। সই! আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌বো না এখনই এ জীবন জীবনে দিয়ে সকল যাতনা হতে পার হব। সই!— এ রমণীজন্মের যে সুখ, তা এ পোড়াস্বামী নিয়ে ত হলনা— আর নিশ্চয় জানি যে, হবেও না তা—বৃথা এ দেহ ধারণ কোরে কেন মিছে যাতনার ভাগী হব?

হেমা। সই! অমন দুর্ব্বাসনা কোর না, একবার আমার অদৃষ্টের দিকে চেয়ে দেখ দেখি— তোমার মত আমার হৃদয়েও চিতার অনল জ্বলচে কিনা— আর স্বামী সোহাগিনী হয়ে কতই বা সুখ সম্ভোগ কোচ্চি, তাও একবার ভেবে দেখদেখি। আর কেঁদোনা, শান্ত হও, খুড়শ্বশুর যাতে বাড়ী ছেড়ে কাশী না যান, তাই করগে।

যামি। সই! আমি কি কোরে কাকাকে এ পোড়ামুখ দেখাব? (রোদন)

হেমা। তুমিত আর তাঁর অপমান করনি। চল—সকলে গিয়ে তাঁর পায়ে ধরিগে।

(সকলের প্রস্থান।)

বাঁ, ধিতে বাসনা সদা প্রণয় শৃঙ্খল।
চে, ষ্টা করি কত, সব করলো বিফল।
না, তি ঝাঁটা মার প্রিয়ে! পায়ে পড়ে রই।
ক, রিতে তোমারে ত্যাগ পারি আমি কই?
আ, মি তব তুমি মম জানিয়াছি সার।
র, রসিকা হইয়ে কেন এহেন ব্যাভার?

একি সর্ব্বনাশ! পোড়ার মুখো ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ডও কোরেছে!!

হেমা। তাইত ঠাকুরঝি! এ কিরকম হল? ঠাকুরজামাইয়ের চরিত্র ত এমন নয়। আর বড় দিদিকে ত কোন মতেই সন্দেহ হয় না। এ কেউ দুষ্টুমী কোরে লিখেছে। এতে ত ঠাকুরজামাইয়ের সই নেই।

যামি। এই যে সই রয়েছে, (পত্রের প্রত্যেক পংক্তির আদ্যক্ষর দেখাইয়া।) গোরা চাঁদ হতভাগা বাঁচেনাক আর। এ তারি হাতের লেখা। আঃ পোড়ার মুখো! মদ খাচ্ছিস, তাই খা, আবার পরের মেয়েকে নিয়ে টানাটানি কেন?

হেমা। আচ্ছা সই! ঠাকুরজামাই ত এমন কবিতা লিখতে পারে না।

যামি। এ উডুম্বর লিখেছে। সেও ঐ দলের লোক কিনা।

হেমা। উডুম্বর এক জন মস্ত কবি; তার এমন খারাপ রচনা; তার বইগুলো বিকোয় কিসে?

যামি। বড় লোকের নামের গুণে বিকিয়ে যায়। বিশেষ সেত আর কবিতা লেখে না।

(বিশুর প্রবেশ।)

বিশু। দিদি ঠাকরুণ! ছোটকর্ত্তা মশায় আপনাকে ডাকচেন।

যামি। কেন রে?

বিশু। তিনি এখনি কাশী চল্লেন, তাই আপনাদের সঙ্গে দেখা কোরে যাবেন বলে ডাক্‌চেন।

যামি। সেকি রে?— কাশী চল্লেন কি বল?— কেন কি হয়েছে?

বিশু। কাল রাত্তিরে জামাইবাবু যে কাণ্ড করেছেন, তাকি জানেন না?

যামি। কি করেছেরে?

বিশু। কাল রাত্তিরে বাবুরা মদ খেয়ে, ছোটকর্ত্তা ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁকে খাট শুদ্ধ তুলে নিয়ে হরিবোল দিয়ে, গঙ্গাযাত্রা কোর্ত্তে বেরিয়েছিলেন।

যামি। ওমা সেকি?— তারপর?

বিশু। হরিবোলের শব্দেতে কর্ত্তা মশায় জেগে উঠ্‌তে, বাবুরা খাট ফেলে দৌড় মাল্লেন। বিধু বাবু নাকি ভাবি মদ খেয়েছিলেন, তাই পালাতে পারেননি।

যামি। তারপর কি হল?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবপুর— গোরাচাঁদেব বৈঠকখানা।

গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরাচাঁদ। (স্বগত) কি বুদ্ধিই খাটাইচি! লোকে মনে করে যে, গোরাচাঁদ মাতাল— মূর্খ— কোন বুদ্ধিই নেই। হাঃ হাঃ হাঃ, শর্ম্মা দ্বিতীয় ফল্গু নদ! শর্ম্মার অন্তরে যে. কি বচ্চে, তা এখনও কোন ব্যাটা টের পাননি। (মদ্যপান) এই যে মদ খাচ্চি, একি ঘরের পয়সায়?— হাঃ হাঃ হাঃ এ বরদাকান্তের বাবার শ্রাদ্ধর দক্ষীণে— সব বেয়ারিং পোষ্ট! বাপের অগাধ বিষয়টা, এই বোতলের জন্যে খুইয়ে, ঠেকে শিখেচি। এখন পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গাই আমার কায। বরদাকান্তকে মদ খেতে শেখালেম কেন?— ওর লিভার হবে— যক্ষ্মাকাশ হবে— তাইতে পচে মরবে, আর শর্ম্মা পায়ের ওপর পা দিয়ে ওর অতুল বিষয়টা ভোগ কোর্ব্বেন। ওর হয়ে এসেছে, আর বেস্তর দিন দেরি কোর্ত্তে হবে না। যক্ষ্মাকাশেই প্রাণনাশ হবে। (মদ্যপান) হাঃ হাঃ হাঃ শর্ম্মার কি বুদ্ধি, বুড়োব্যাটাকে কি মজা কোরেই তাড়ান গেল! কাশী গেলে হদ্দ মাস কতক বাঁচবে। ওর বিষয়টা ত গাপ কোরে আচিই। এখন বাকী কেবল সৌদামিনী। আঃ— ছুঁড়ীর নাম কোল্লেই মুখ দে লাল পড়ে। ছুঁড়ীর কি রূপ!— কি ভঙ্গিমা! — কি নয়ন!— কি বচন!— আঃ— লেডী মেরি আপ (উরুতে করাঘাত) কিন্তু, ছুঁড়ী বড় নাছোড়বান্দা। কতক গুলো ইংরিজি, বাঙ্গালা বৈ পড়ে, ছুঁড়ী বড় চালাক হয়েছে। এই কমাস ধোরে আমার বুদ্ধির হাড়ীকাটে ফেলবার জন্যে এত চেষ্টা কচ্চি, ছুঁড়ী কিছুতেই ঘাড় নোয়াতে চায় না। এত পত্র লিখচি— এত সাধ্য সাধনা কচ্চি— কিছুতেই বসে আসচেনা। (মদ্যপান) ছুঁড়ী এমনি ছেনাল যে, কথাই কয় না। রূপের গৌববেই হক— আর বিদ্যের গৌরবেই হক— হিমালয়ের মত উঁচু হয়ে আছেই আছে। এক একবার ছুঁড়ীর ব্যাভার দেখে, রেগে মেগে উঠি, কিন্তু যেই তার মনোমোহিণী মূর্ত্তিটী হৃদয়ে উদয় হয়, আর অমনি জল— মদ আর মেয়েমানুষের কি মাহাত্ম্য! এদের কাছে সকলকেই ঘাড় নোয়াতে হয়। পরের কথা থাক, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকেও মেয়ের রূপে পাগল হতে হয়েছিল। যাহোক, এ প্রাণ থাকতে ত ছুঁড়ীকে কোনমতেই ছাড়বোনা। ভীম যেমন দুঃশাসনের রক্তপান কোর্ত্তে প্রতীজ্ঞা কোরে, শেষে সে প্রতীজ্ঞা সফল কোরেছিলেন, আমিও তেমনি প্রতীজ্ঞা কোচ্চি যে, সৌদামিনীর যৌবনকমলের মধুপান কোর্ব্বই কোর্ব্ব। (মদ্যপান) বোধ করি যামিনীর

জন্যেই সৌদামিনী চক্ষু লজ্জায় আমার মনোভিলাষ পুর্ণ কোর্ত্তে পাচ্চেনা। তা ও পাপিনী যামিনীকে আমার আর দরকার কি ? ওকে বিয়ে করেছি বলে যা একটু মায়া হয়—তা বৃথা মায়া কোল্লে কি হবে?—ওর বদলে যখন এত গুলো বিষয় পাচ্ছি—আর অমন রূপের ডালি সৌদামিনীকে পাচ্ছি—তখন্ ওকে ঘরে রাখবার কোন প্রয়োজন নাই। এখনই ওকে খুন কোর্ব্ব— না— এখন না, সময় আছে। (মদ্যপান)

(উড়ুম্বর বাবুর প্রবেশ)

উড়ুম্বর। কি গোরাচাঁদ বাবু কি হচ্চে?

গোরা। আজ অমাবস্যা, তাই বাবার শ্রাদ্ধটা কচ্চি।

উড়ু। বাপের নামটা রাখচ বটে।

গোরা। তুমি কোন্ নও?

উড়ু। অত প্রকাশ্যে নয়।

গোরা। নেপথ্যে;— এমন মদ খেলেই কি, আর না খেলেই কি?

উড়ু। তোমার ত আর মান অপমানের ভয় নাই।

গোরা। খান চার পাঁচ বই লিখেছ আর সামলা মাথায় দেওয়া নকিবের কায পেয়েচ বলে, তোমার এতই মান বেড়েচে নাকি?

উড়ু। তা নয়ত কি?

গোরা। আমিও তবে কাল অবধি বই লিখতে আরম্ভ কোর্ব্বো।

উড়ু। বইয়ের নাম দেবে কি?

গোরা। উড়ুম্বরের বাপের শ্রাদ্ধ।

উড়ু। তাতে কি কি থাকবে?

গোরা। তাতে— মার্টেল, স্যাম্পিন, ক্লারেট, রোজলিকর, পোর্ট, সেরি, ডেনিসমনি, হেনিসিস, ক্যাষ্টিলিয়ান, অরেঞ্জবিটার, বিয়ার, জীন, রম, হুইসকি, ওল্ডটম আর বরফ, কাকস্ক্রু সোডা, লেমনেড, গ্লাস, আমড়ার বোলের চাট আর তোমার মুণ্ডু থাকবে।

উড়ু। তবে সুরাধনী কাব্য নাম দিও। একটু মদ দে। (মদ্যপান)

গোরা। (মদ্যপান) আর একটু খাবে?

উড়ু। দেও, আমি ত আর পেঁচি মাতাল নই। (মদ্যপান)

(বরদাকান্তের প্রবেশ।)

গোরা। এতক্ষণ ছিলে কোথা?

বরদাকান্ত। বড় কষ্ট হচ্চে; বুক জ্বোলে যাচ্চে, নিশ্বেস ফেলতে পাচ্চিনে।

গোরা। কেন আবার কি হয়েছে?

বরদা। মুখ দে প্রায় পোটাক রক্ত উঠে গেল। (শয়ন)

গোরা। একটু মদ খাও দেখি, এখনি সব জ্বালা যাবে।

বর। না, আর মদ খাবনা। ও বাবা— বুক গেল।

গোরা। এর মধ্যেই পেচুচ্চ।

বর। আর মদ খাব না।

গোরা। তোমার মতন ত হাবা আর নাই। বিষস্য বিষ মৌষধং একটু মদ খাও, সব জ্বালা যাবে।

উড়ু। বরদা বাবু! একটু খেয়েই দেখুন না।

বর। (মদ্যপান) আরো জ্বলচে যে।

গোরা। ও জ্বালা এখনই যাবে। লিভারটা কেমন আছে?

বর। আরো বেড়েছে।

গোরা। (স্বগত) আমার মনস্কামনা সিদ্ধির যোগাড় হচ্চে। (প্রকাশ্যে) কিছু ভয় নাই, সব সেরে যাবে।

বরদা। আর একটু মদ দেও। (মদ্যপান)

গোরা। আমিত বলেছি, যে মদ খেলেই জ্বালা যাবে। (মদ্যপান)।

উড়ু। বরদা বাবু! মদের তুল্য শোক-হর দ্রব্য, জগতে আর দ্বিতীয় নাই। সুরার এমনি মাহাত্ম্য যে, পুত্রশোক পর্য্যন্ত দুরিভূত হয়। কেবল ক'ব্যাটা মূর্খতেই বলে যে, মদ খাওয়ার বড় দোষ। (মদ্যপান)

(বাণেশ্বর বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।)

গোরা। কেও?-- বিদ্যাভূষণ মশায় নাকি? প্রাতঃপ্রণাম।

বাণেশ্বর। রাধার শ্যাম আপনাদের মঙ্গল করুন।

উড়ু। দেখছেন আমরা শক্তি উপাসক, সুরাদেবীর আরাধনা কোচ্চি, আপনি কালী না বোলে, রাধাশ্যাম বল্লেন কোন হিসেবে?

বাণে। হাঃ হাঃ বাবু! যিনি কৃষ্ণ, তিনিই কালী, একবই ত আর দুই নয়।

গোরা। তা বটেইত, কৃষ্ণের আগে ক, আর কালীর আগেও ক আছে ও একই কথা। (মদ্যপান)।

বাণে। (স্বগত) বাবুরা দেখছি, সকলেই ভয়ঙ্কর মাতাল হয়েছেন। আমার এ সময় আসাই অন্যায় হয়েছে। তা আর কি কোর্ব্ব?— কাল বাদে পরশু কন্যাটীর বিবাহ; আজ কিছু আদায় না কোল্লে তো আর চলবে না। যিনি কিছু দেবেন, তিনি ত সুরাপানে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অদৃষ্টই এমনি পাতর চাপা।

গোরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি?—বস্‌তে আজ্ঞা হোক।

বাণে। না বাবু! আর বোস্‌ব না, এই প্রাতঃস্নান কোরে এলেম; এখনি আমাকে ঠাকুরদের পূজো কোর্ত্তে যেতে হবে। আপনাদের বিছানাটা অশুদ্ধ, কেমন কোরে বোসব বলুন?

গোরা। এই আমি গঙ্গাজলের ছিটে দিচ্চি, সব শুদ্ধ হবে। (বিদ্যাভূষণের গাত্রে মদের ছিটা দেওন)।

বাণে। অ্যাঁ—কল্লেন কি?— এই কি আপনাদের উচিৎ হল? ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষের গায়ে সুরাক্ষেপণ!— আপনারা লেখা পড়া শিখেছেন, বিজ্ঞমানুষ, আপনাদের এই কায?

গোরা। বিদ্যাভূষণ মশায়; রাগ কোর না বাবা! তোমার মেয়ের বিয়েতে আমি কিছু দেব।

বাণে। হাহাহাঃ আপনারা হচ্চেন, আমাদের মাথার মণি, আপনাদের ওপর কি আমরা রাগ কোর্ত্তে পারি? আপনাদের খেয়ে পরে আমরা সাতপুরুষ মানুষ হলেম। আপনারা দু'একটা পরিহাস কোল্লে, আমাদের আরো আমোদ বোধ হয়। আপনাদের তুল্য ধনবান—গুণবান—জ্ঞানবান—ন্যায়বান—বিদ্বান এ গ্রামের মধ্যে কেউ নাই, আপনাদের বাতকর্ম্ম উপলক্ষে নবৎ বাজে। আপনারা কি সামান্য লোক?

উড়ু। তা বটেইত। (মদ্যপান)

গোরা। আর দাঁড়িয়ে কষ্ট পান কেন? বসুন না। (মদ্যপান)

বাণে।(স্বগত) বসতে হল, টাকা নিয়েই বিষয়। এখানে বসলেমই বা?—আমি ত আর মদ খাইনি; আর কেইবা দেখতে আসচে। (উপবেশন)।

গোরা। আচ্ছা বিদ্যাভূষণ মশায়! আমরা যে, এই সুরাদেবীর আরাধনা কচ্চি, শাস্ত্রে এতে কি, কোন দোষ লিখেছে?

বাণে। ওটা কি জানেন— আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ঃ নিষেধ কোরে গেছে যে, প্রাণ অন্তেও সুরাপান কোর্ব্বে না। সুরাপানের অশেষ দোষ, ধনক্ষয়—মানক্ষয়—বলক্ষয়—জ্ঞানক্ষয়— শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত ক্ষয় হবার সম্ভাবনা। মনু, সুরাপানকে অশেষ দোষাকর বোলে গেছেন।

উড়ু। কি!—সুরার নিন্দা! সুরার অশেষ দোষ?— সুরা তো সুধা!— সুরার তুল্য দ্রব্য জগতে কি আছে?— যে সুরাপান কোল্লে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়— শরীরে বল হয়—সাহস হয়—বোবার মুখ ফোটে— বক্তৃতাশক্তি—রচনাশক্তি জন্মে—রণোৎসাহ জন্মে; যে সুরার বলে সমস্ত ভারতবাসীরা সভ্যতা সোপানে আরো আরোহন কোর্চ্চে— যে সুরার দ্বারা গবর্ণমেন্টের লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হচ্চে—শুঁড়ী মামারা প্রতিপালিত হচ্চে—বলরাম যে সুরা পান

কোরে যমুনা পুলীনে নৃত্য কোরে নাঙ্গল চষ্‌তেন, কালী যে সুরাপান কোরে শিবের বুকে পা দিয়ে দৈত্য দলন কোর্ত্তেন— যে সুরূপযী সুরা অশেষ মত মনমোহিনী রূপ ধারণ কোরে পাতকীদের উদ্ধার কোচ্চেন, তুমি কি না সেই সুরা দেবির— সেই জীবনরূপিণী সুরাদেবির নিন্দা কোল্লে! "শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে যে, মদ খাওয়ার অশেষ দোয।" আঃ— কি আমার শাস্ত্র! যে ব্যাটা শাস্ত্র লিখেছে সে ব্যাটা ঘোর মূর্খ-চাষা। মনু, আদত চাষা ছিল; সে মদের স্বাদ জানলে, কখনই মদের নিন্দে কোর্ত্তনা। আমি তার কথা মানিনে। মিত্তির খুড়ো দুহাজার পুঁথি খুদে দেখেছেন যে পূর্ব্বকালের মুনি ঋষিরা এমন কি শ্রীরাধা পর্য্যন্ত সুরাপান কত্তেন। মনু, মদের নিন্দে কোরেগেছে, তা তুমি কোন হিসেবে মদের নিন্দে কোল্লে? তোমার মত মূর্খ, নরাধম শিবপুরে দ্বিতীয় নাই। (মদ্যপান)

গোরা। আমি ওঁকে যা দেব বলেছি, তা কিছুই দেবনা। আমাদের সাক্ষাতে— এই মদের সাক্ষাতে— মদের নিন্দা!! এক পয়সাও—দেবনা।

বাণে। (স্বগত) গতিক বড় ভাল নয়। বাবুরা সকলেই মাতাল; এঁদের কাছে মদের সুখ্যাতী করাই উচিৎ ছিল। আবার শুনলেম যে, গোরাচাঁদ বাবু আমাকে যা দেবেন বলেছেন, তা দেবেন না, তবেই ত মজালে। (প্রকাশ্যে) আপনারা আমার ওপরে এত রাগত হচ্চেন কেন? আপনারা কি মনে করেছেন যে, আমি মদদ্বেষী? তা ভ্রমেও মনে স্থান দেবেন না। আপনারা যখন আমাকে মদের দোষ গুণের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তখন আমাকে সকল শাস্ত্রের মত প্রকাশ কোর্ত্তে হবে কি না? "বেদাবিভিন্না স্মৃতয়োর্বি ভিন্নাঃ নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নাঃ।" শাস্ত্রের মত সব ভিন্ন ভিন্ন। আমি প্রথমে যে সুরার দোষ ব্যাখ্যা কল্লেম, ও কেবল মনুর মতই ব্যাখ্যা কল্লেম বৈ ত নয়। অপরাপর মত প্রকাশ করি, শুনুন, তারপর আমার ওপর রাগ প্রকাশ কোর্ব্বেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লেখা আছে যে, মহাদেবের যখন পীত্তরোগ হয়, তখন ধন্বন্তরী মহাদেবকে বোলেছিলেন যে, "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পপাত ভূতলে। উত্থায়চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" এ শ্লোকের অর্থ হচ্চে এই যে, পীত্বা পীত্বা, কিনা, যদি কাহারও পীত্ব রোগ হয়, এবং সেই পীত্ত রোগ আরোগ্য না হয়; আর পুনঃ পীত্ব কি না উত্তরোত্তর সেই পীত্বরোগ বৃদ্ধি হয়, আরও পুনঃ পপাত ভূতলে, কি না সেই পীত্তরোগের যাতনায় অস্থির হয়ে—ভূতলে পড়ে রোগী যদি গড়াগড়ি দেয়, তাহলে, উত্থায়চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে, কি না সেই রোগীকে সুরাপান

করালে, রোগী রোগ হতে মুক্ত হয়ে দণ্ডায়মান হয়, ও সে পীত্তরোগের আর পুনর্জন্ম হয় না। মহাদেব নাকি ভিখারী ছিলেন, সমস্ত দিন লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোরে যা কিছু পেতেন, সন্ধ্যার সময় পাক কোরে আহার কোর্ত্তেন। তাঁর অবেলায় আহার হত বলে— কাযেই তাঁর পীত্তরোগ হয়েছিল। পরে, যে দিন অবধি ধন্বন্তরীর ব্যবস্থা মতে সুরা সেবন কোর্ত্তে আরম্ভ করেন, সেই দিন অবধি তাঁর পীত্তরোগ দূর হয়, শরীরও হৃষ্ট পুষ্ট হয়। তাঁর বাহন ষাঁড়টিও সময় মত খেতে পেতনা বোলে, তারও ঐ রোগ জন্মে, শেযে সেও মহাদেবের প্রসাদী সুরা খেতে আরম্ভ করায় রোগ হতে মুক্ত হয়ে মহাদেবের মত হৃষ্ট পুষ্ট হয়। অতএব দেখুন শাস্ত্রের মত সব ভিন্ন ভিন্ন। মনু যে সুরাকে অশেষ দোষাকর বোলে গেছেন, ধন্বন্তরী সেই সুরাকে উপকার জনক বলেছেন। আমি ত ধন্বন্তরীর মতকেই প্রধান বলি। আর উনি যা বল্লেন যে, সুরার তুল্য সুখদ দ্রব্য জগতে অতি বিরল, তা যথার্থ কথা। সুরাপানে কিছু মাত্র দোষ নাই। যারা অর্থশক্তি হীন, তারাই কেবল সুরাপানের নিন্দা করে। দেখুন ইংরাজ জাতিরা সুরাপান করেন বলেই, ওঁদের এত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, অতএব সুরাপান করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য।

গোরা। এবং উড়ু। (হুরে এবং করতালি দেওন)।

গোরা। এখন আপনি মানুষের মত কথা কইলেন। আপনার বক্তৃতায় আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, তা বলতে পারিনে। বক্তৃতার পারিতোষিক স্বরূপ আপনাকে এই পঞ্চাশ টাকার নোটখানি দিলেম। আপনার কন্যার বিবাহে স্বতন্ত্র সাহায্য কোরব। (নোটপ্রদান)

বাণে। (কাপড়ের কোঁচায় নোট বাঁধিতে বাঁধিতে) আপনাদের মত দাতা, মহাশয়, ধনবান, বঙ্গদেশে অতি বিরল। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনাদের ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হক।

উড়ু। বিদ্যাভূষণ মশায়! আপনার বক্তৃতাতে আমিও যে কি পর্য্যন্ত খুসি হয়েছি, তা আর বোলতে পারি না। আমার হাতে এখন কিছু নেই, নইলে আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেম। (মদ্যপান)।

গোরা। দিতে, কি না দিতে, তা মাগঙ্গাই জানেন। মাস গেলে পাঁচশ টাকা মাইনে পাও, তার এক পয়সাও উপুড় হস্তে যায় না। মাসে মাসে মামার বাড়ির বিলে যা কিছু যায়, তাও আবার ফাঁকি দিতে পাল্লে ছাড়না। তুমি আবার মানুষকে দুপয়সা দিয়ে উপকার কোর্ব্বে?

উড়ু। অমন কথা বোলনা, কত লোকের চাকরী কোরে দিইচি।

গোরা। সে কেবল আপনার শালা, ভাগনে আর জামাইদের দিয়েছ বৈ ত

নয়। তাতে আবার কত টাকা ঘুষ খেয়েছ। অন্য কেউ পাঁচ মাস তোমার ল্যাজে তেল দিলেও একটা কায দাও না। সাধে কি লোকে বলে যে, পাঁচ মাস একটা ইংরেজের তোসামোদ করা ভাল, কিন্তু এক দিন একটা বাঙ্গালীর তোসামোদ করা ভাল নয়। (মদ্যপান)

উড়ু। আচ্ছা, বিদ্যাভূষণ মশায়! এবার আপনার যেটী জামাই হবে, আমি তাকে চাকরী কোরে দেবই দেব। (মদ্যপান)।

বাণে। আপনারা অনুগ্রহ কোল্লে, আমাদের কি ভাত কাপড়ের জন্য ভাবতে হয়?

গোরা। (স্বগত) বামুন ব্যাটা মনে কোচ্চে যে, পঞ্চাশ টাকা গাপ কোল্লেম। ও গোরাচাঁদ শর্ম্মার টাকা, ও টাকা হজম করা বড় শক্ত লোকের কর্ম্ম। (প্রকাশ্যে) বিদ্যাভূষণ মশায়! আপনি ত বল্লেন যে, মদ্যপান করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। আচ্ছা, একবার চোককান বুজে, এই টুকু ঢোঁক কোরে গিলে ফেলুন দেখি, তবেই জানবো যে, আপনি মদদ্বেষী নন।

বাণে। (স্বগত) এইবার মজালে! যদি এদের কাছে মদ খাই, তাহলেই সর্ব্বনাশ। যদি না খাই, তাহলেও হস্তগত নোটখানি ত কেড়ে নেবেই; আর যে রকম মাতাল হয়েছে, তাতে যথেষ্ট অপমানও কোর্ত্তে পারে— উপায় কি?

গোরা। ভাবছেন কি?— এখানে কেউ নাই যে, দেখতে পাবে। আপনি ঢোঁক কোরে গিলে ফেলুন।

বাণে। বাবু! আজ ক্ষমা করুন, এই মাত্র প্রাতঃস্নান কোরে আসচি, এখনি আবার পূজা কোর্ত্তে যেতে হবে।

গোরা। তা বেশ ত, আপনি ত আর সমস্ত দিন মদ খাচ্চেন না। এক গ্লাশ খেতে হানি কি?

বাণে। (স্বগত) সর্ব্বনাশ উপস্থিত! গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে সকলেই আমাকে প্রধান বলে মান্য করে— আমি গ্রামের সর্ব্বে সর্ব্বা— যা মনে করি, তাই করি, আমি যদি এদের সঙ্গে মদ খাই, তাহলে আমার অপমানের কি শেষ থাকবে? প্রাণ যায় সেও স্বীকার, এদের সঙ্গে মদ খাওয়া হবে না। কিন্তু টাকা গুলোর জন্যে বড় মায়া হচ্চে, অতগুলো টাকা।

গোরা। মিছেমিছি ভাবছেন কি? আপনি যদি মদ খান তাহলে, ফি গ্লাশ পিছু আপনাকে পঞ্চাশ টাকা দেব।

উড়ু। আমার ঠেঁয়ে কিছু নেই, নইলে আমিও নগদ টাকা দিতেম। তা আপনি

যদি এক গ্ল্যাশ খান, তাহলে আমার এই ঘড়ী শুদ্ধ চেন ছড়াটা আপনাকে দেব।

বাণে। (স্বগত) তাইত, করি কি? —একটু মদ খেলে যদি অত গুলো টাকা, ঘড়ী, চেন পাওয়া যায়, তা খাই না কেন? কেই বা এখানে দেখ্‌তে আসচে? ওঁরা যে কারো কাছে বলে বেড়াবেন, তা বোধ হয় না। তাহলে আর অত টাকা দিতেন না। আর, এক গ্ল্যাশ খেলে কিছু ৩ত নেশা হবে না। মুখে গন্ধ থাকবে, তা বাড়ীতে গিয়ে চারটী কাঁচা মুসুরডাল খেলেই গন্ধ ঢেকে যাবে।

গোরা। এই নি ধরুন—আমি এখনি আবার পঞ্চাশ টাকা দেব।

বাণে। ও গেলাশটাতে কি কোরে খাব? ওটা যে এঁটো।

গোরা। (স্বগত) মদ খাবেন তা আবার এঁটো গ্ল্যাশ! ক্রমে হবে। (প্রকাশ্যে) এখানেত আর ভাল গ্ল্যাশ নেই। আপনিত কোশা কুশী এনেছেন, তা ঐ কুশী খানা কোরে আরম্ভ কোরে দিন না।

বাণে। ও পূজার জিনিস।

গোরা। হলই বা, গঙ্গাজল দে ধুয়ে নেবেন।

বাণে। আচ্ছা দিন। (কুশী করিয়া মদ্যপান) বুকটা জ্বলচে যে? কাকুইকে বল্‌বেন না বাবু! তাহলে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হবেন।

গোরা। না কাবেও বোলব না।

উড়ু। I drink the health of our new frind বিদ্যাভূষণ মহাশয়। (মদ্যপান)

বাণে। কি বল্লেন? কিছু বুঝতে পারলেম না যে? সকলকে বলে দেবেন নাকি?

গোরা। না না; উনি আপনার শারীরিক মঙ্গলের জন্যে সুরাপান কোল্লেন। আপনার উচিত ওঁর মঙ্গলের জন্যে এক গেলাশ পান করা নইলে ওঁর অপমান হবে।

বাণে। (স্বগত) এও ত বিষম বিভ্রাট দেখছি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা দিন, আর এক কুশী খাই। (মদ্যপান) উঃ বড় গা বমি বমি কচ্চে।

উড়ু। এই পেয়ারা টুকু খান, সব সেরে যাবে।

বাণে। না (স্বগত) আর মদ খাওয়া হবে না।

গোরা। good health বিদ্যাভূষণী। (মদ্যপান)

বাণে। আপনি আবার কি বলচেন?

উড়ু। উনিও আপনার স্ত্রীর শারীরিক সুস্থতার জন্যে এক গ্ল্যাশ খেলেন,

আপনার আর এক গ্ল্যাশ খাওয়া কর্ত্তব্য।

বাণে। (স্বগত) তা মিথ্যে নয়, উনিই টাকা দিয়েছেন আরো দেবেন, ওঁর মঙ্গলের জন্যে যদি না খাই, তা হলে এক হতে আর হবে। (প্রকাশ্যে) আর এক কুশী দিন। (মদ্যপান ও বমি করন।)

গোরা। আমার হেল্‌থের জন্যে মদ খেতে গিয়ে বমি কোল্লে বাবা! ও মদ খাওয়া না মঞ্জুর। তোমাকে আর এক গ্লাশ খেতে হবে।

বাণে। ক্ষমা করুন, আমি আর পারবোনা, বড় অসুখ কোচ্চে।

উড়। সেকি মশায় উনি বলেছেন খাবেন না?

বাণে। আচ্ছা দে বাবা! (মদ্যপান, স্বগত) আমার শরীর এত অবশ হচ্চে কেন? মাথাটা ঘুরচে, কিন্তু আমার মন যেন নাচচে। বাহবা, ইংরেজ বাহাদুর কি মদেরই সৃষ্টি করেছে!!

উড়। এঁটো গ্ল্যাশটাতে মদ [illegible]?

বাণে। আমার স্ত্রী বাবা! [illegible] মদ [illegible], বোধ হয় যেন চরণামৃত খাচ্চি।

বরদা। ওমা— ও বাবা [illegible]

গোরা। কি হয়েছে?

বরদা। নিশ্বেস ফেলতে পাচ্চি না, বুকে বড় ব্যথা ভরেছে। কাশতে গেলেই দম আটকে যায় (কাশন) ওমা--- প্রাণ যাব।

গোরা। একটু মদ খাও, সব সেরে যাবে।

বরদা। ওমা— দাও— মদ--- দাও (মদ্যপান) বুক গেল, মলেম।

বাণে। ভয় নেই বাবা! আমি ছাড়ি বাবা! (নিজ পদধূলি লইয়া বরদার মস্তকে দেওন) সব রোগ দূরে যাবে বাবা! কুচ পরোয়া নাই বাবা!

বরদা। যা বা সরে যা।

বাণে। ছি বাবা! রোগা কোল্লে বাবা! বিষ্ণু যিনি, তিনি নিজ বুকে এই ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন ধারণ কোরেছেন; আর তুমি এই পায়ের ধূলা ধারণ কোর্ত্তে পাল্লেনা বাবা! তুমি বড় বেরসিক বাবা! গোরাচাঁদ বাবু! মদ দে বাবা! (মদ্যপান)

গোরা। বরদা বাবু! তুমি ঘুমোও। (মদ্যপান)

উড়। বিদ্যাভূষণ মশায়! একটা গান করুন না শোনা যাক। (মদ্যপান)

বাণে। আমার চোদ্দপুরুষ চণ্ডীপাঠ কোরে মরে গেছে বাবা! আমি শালা গান জানবো কোত্থেকে? নাচতে জানি, আমি নাচি, তোমরা গাও।

উড়ু। বাই নাচবে না, খ্যামটা নাচবে?

বাণে। আমি কি মেয়ে মানুষ তা বাই, খ্যামটা নাচব? আমার বাড়ীতে একদিন বাঁনর নাচ হয়েছিল, আমি তাই শিখেছি।

গোরা। তবে ঐ নামাবলী খানা দাও, তোমার কোমরে বেঁধে ল্যাজ কোরে দি। (বিদ্যাভূষণের কোমরে নামাবলী বাঁধন)।

বাণে। তোমরা এই ল্যাজটা ধরে টান, আমি নাচি। (নৃত্য)

গোরা। (নামাবলী ধরিয়া টানিতে টানিতে) তাক্ ধিনা ধিন বাঁদর নাচে, ধেই ধেই বাঁনর নাচে, বিদ্যাভূষণ বাঁনর নাচে, ধিন্ তা ধিনা বাঁনর নাচে।

বাণে। (উড়ুম্বরের ঘাড়ে পতন) লেগেছে বাবা! আমি হাত বুলিয়ে দিচ্চি বাবা! একটু মদ খাও বাবা! গোরাচাঁদ বাপ্! মদ দাওনা বাবা!

গোরা। আর মদ নেই!

বাণে। সেকি বাবা! এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল?

গোরা। (স্বগত) ব্যাটা যেমন বামনাগিরি ফলাচ্ছিল, তেমনি হয়েছে। ব্যাটা বড় মদের নিন্দে করে, আরো জব্দ কোর্ত্তে হবে।

বাণে। মদের কি হবে?

গোরা। ঘরে আর মদ নাই; আমার কাছে খুচরা টাকাও আর নাই। তোমার ঐ কোশা কুশী যদি দাও, ও শুঁড়ির দোকানে বাঁধা দিয়ে মদ আনাই।

বাণে। মদের জন্যে আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি বাবা! মায় ব্রাহ্মণী পর্য্যন্ত-- কোশা কুশী কোন ছার? মদ কিনে আনবে কে?

গোরা। বিশে আনবে এখন।

বাণে। এখন শুই বাবা! মদ এলে উঠিও। (শয়ন)

গোরা। বিশে—(নেপথ্যে আজ্ঞা যাই।)

গোরা। কেমন মজা?

উড়ু। দুশো। (বিশুর প্রবেশ)

গোরা। মদ আছে?

বিশু। আজ্ঞে না।

গোরা। সেকিরে? পরশু তিনকেশ মদ এসেছে, আজ এক বোতলও নেই?

বিশু। (স্বগত) থাক্‌বে না কেন আছে। তা আমরা যদি দু এক বোতল চুরি কোরে শুঁড়ির বাড়ী বিক্রি না কোরব, তা হলে আমাদের চলে কৈ? পাঁচ সিকে মাইনে— তাতে কি সংসার চলে? কাযেই বাবুদের ভাল মন্দ জিনিস চুরি কোর্ত্তে হয়।

গোরা। চুপ কোরে রৈলি যে?

বিশু। (স্বগত) সেকি?— বিদ্যেভূষণ আবার কে?— এই যে কে শুয়ে। এ যে বাণেশ্বর বিদ্যেভূষণ মশায়! এমন কোরে শুয়ে কেন? — মুখ দিয়ে গ্যাজলা উঠছে যে? উঃ— মদের গন্ধ! মদ খেয়েছেন নাকি? — কি সর্ব্বনাশ! ইনি আবার মাতাল!! ইনি তিন সন্ধ্যা জপ, আহ্নিক করেন, এক বেলা হবিষ্যি করেন, গাঁয়ের মোড়ল, ইনি আবার মাতাল!!—ধন্য কলিকাল!! লোকে দেখলে শুনলে বোলবে কি? গাঁয়ের ছেলেরা মদ খায়, ঠ্যাটার করে বলে যিনি তাদের শাসন করেন, তিনিই আবার মাতাল! কলিকালে লোক চেনা ভার। বোধ করি বাবুরা এঁকে ধরে বেধে খাইয়েছে। না—তাকি হতে পারে? বোধ করি লোভ দেখিয়ে খাইয়ে ছ; এ বিট্‌লে বামুন টাকার বড় বশ; টাকা পেলে না কোর্ত্তে পারে, এর এমন কাযই নেই। পরশু এর মেয়ের বিয়ে, আজ তাই বুঝি কতকগুলো টাকা দেব বোলে বাবুরা বামুনের জাত মেরেছে। হায়রে টাকা! তোর অসাধ্য কায কিছুই নেই। তোর জন্যে লোকে সবই কোর্ত্তে পারে। "পৃথিবীটা কার বশ? পৃথিবী টাকার বশ।"

গোরা। ভাবচিস কি? কোশাকুশী চেয়ে নেনা। বিদ্যাভূষণ মশায়! কোশাকুশী দাও, মদ কিনে আনুক।

বাণে। কে বাবা? —বিশ্বেশ্বর! (উঠিয়া) তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে বাবা! একটু পায়ের ধূলো দাও বাবা! (পদধূলী লইতে অগ্রসর হওন।)

বিশু। করেন কি মশায়! আমি যে বিশু, আপনার চাকরের চাকর; করেন কি?

বাণে। তুমি আমার চোদ্দ পুরুষ বাবা! তুমি আমার ইষ্টি গুরু বাবা! তুমি চাকর কে বলে বাবা? পায়ের ধূলো দে বাবা, তরে যাই।

বিশু। অমন কথা বলবেন না, তাহলে মারা যাব। (স্বগত) অন্য দিন এই বামুনটাকে দেখলে কত ভক্তি হত, আজ একে দেখে মনে কত ঘেন্না হচ্চে। আহা! বামুনটা মদ খেয়ে এমনি অজ্ঞান হয়েছে যে, কাকে কি বলচে, তা কিছুই জানতে পাচ্চে না, ধন্য মদ! তোরে বলিহারি যাই! তোর সংসর্গে দেবতাও যে শুওরের চেয়েও অধম হয়, তা আজ প্রত্যক্ষ দেখলেম।

বাণে। পায়ের ধূলো দিবিনে বাবা! রাগ কল্লে বাবা! ছি বাবা!

গোরা। ওসব এখন রেখে দাও। (কোশাকুশী লইয়া) এইনে, বিশে! ভাল দেখে ব্রাণ্ডি নিয়ায়।

বাপে। এ ভিজে কাপড়খানা থাকে কেন বাবা? এখনাও নেযাও। শুঁড়ী মামার ঢের উপকার দেখবে।

গোরা। নেরে কাপড় খানাও নেযা।

বিন্দু। (কাপড় ও কোশাকুশী লইয়া স্বগত) মদের যে কত গুণ , তা এই বাবুদের বাড়ী থেকে বেশ জানতে পারলেম। এই বামুন, এক পয়সার কাঙ্গাল—সবে আজ একটু মদ পেটে পড়েছে, অমনি কি না, কোশাকুশী। মায় পরবার কাপড় পর্য্যন্ত পোড়া মদের জন্য বাঁধা দিতে যাচ্ছে! ছি ছি ছি! এই রকম কোরেই মাতাল বাবুদের সর্ব্বনাশ হয়। বিষয় আশয় যা কিছু থাকে, মদ খেতে শিখে এই রকম কোরেই শুঁড়ির বাড়ী চালান করেন। শেষে কেউ চিররোগী হয়ে, অনেক কষ্টে যমের বাড়ী যান, কেউ ভিখিরী হয়ে পথে পথে, কেঁদে কেঁদে বেড়ান, আর ছেলেরা ভাত কাপড়ের জন্য হাহাকার কোরে বেড়ায়। এই সব দেখে শুনেও কি পোড়া দেশের লোকেদের চৈতন্য হল না? এই বয়সে কত শত বড় মানুষকে— কত শত গেরস্থকে যে, পোড়া মদের জন্যে ফতুর হতে দেখলেম তা বলে শেষ করা যায় না। সেকেলের লোকেরা তেমন লেখা পড়াও জানতো না, মদ খেতেও জানতো না। এখনকার বাবুরা যতই গোবরঘন্টর ইস্কুলে পড়চেন ততই সর্ব্বনাশ হচ্চে। দশ বছরের ছেলে থেকে, একশ বছরের বুড়ো পর্যন্ত মদে, ভাতে এক কোরে খাচ্চেন! সাহেব হচ্চেন, মাগকে ইষ্টিগুরু কোরে, মা বনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্চেন। সমস্ত বিষয়টা শুঁড়ীর দরজায় হাজীর কোচ্চেন। দিন নেই, রাত নেই, লজ্জা নেই, শরম নেই, মদ দিয়ে বাপের শ্রাদ্ধ কচ্চেনই। কেউ পাতকো থালা সাজচেন। কেউ নর্দমায় পড়ে ছুঁচো ধরে খাচ্চেন। কেউ মড়ার মত খানায় পড়চেন, অমনি কুকুরে মুখে— দে যাচ্চে। কেউ দোলায় চড়ে শ্বশুর বাড়ী যাচ্চেন। কেউ মাথাটী ফাটাচ্চেন। কেউ বা বাগানে গিয়ে বাপের পুকুরে ডুবে মরচেন। কেউ বা মেছো বাজারের হাড়কাটা গলি আর শোনাগাজীর সিদ্ধেশ্বরীদের পদতলে হত্যা দিয়ে পড়ে রয়েচেন। ও গয়ায় বাপের পিণ্ডির কাম সারচেন! আহা! এতে বাবুদের যে কি সুখ, কি সুখ্যাতি হয়, তা আর বলতে পারিনে। যাহক, এখন বামুনের কোশাকুশী বাঁধা দিয়ে আমিত কখনই মদ আনতে পারবো না। এখন এগুলো ঘরে রেখে দিইগে পরে দিয়ে আসবো। কাল যে বোতল দুটো লুকিয়ে রেখেছি, তাই একটা

এনে দিই, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যাক। পাপের ধনই বা বলি কেমন কোরে? বড় বড় বাবুরা আফিসে যা চুরি করেন, তাকে উপরি বলেন, আর আমরা নিলেই চুরি করা হয়।

গোরা। যা না। (বিন্দুর প্রস্থান)

বরদা। ও মা —মলেম যে—ও-মা-মা-আ- (কাশন)

গোরা। বড় কষ্ট হচ্চে কি? ইঃ রক্ত যে।

বরদা। ও বাবা! —বড়—ব্যাথা—পাশ—ফিরতে —ওমা ও হো-হো।

গোরা। (স্বগত) শর্ম্মার মন্ত্র সফল হবার যোগাড় হচ্চে। এখনও ডাক্তার দেখাতে দিইনি, যদি আরাম হয়। (প্রকাশ্যে) বরদাবাবু! কিছু ভয় নেই, একটু মদ দেব?

বরদা। না—মদ—ওমা—ও—বাবা! মদ—খাব—ওগো—মলুমগো—খাব—না।

গোরা। তবে তোমার ঘরে খাটে শুয়ে থাকগে।

(মদের বোতল লইয়া বিন্দুর প্রবেশ)

গোরা। বোতলটা রেখে, বরদাবাবুকে শুইয়ে আয়।

বিন্দু। (স্বগত) হায় হায়! এই হতভাগা মাতাল বাবুটাকে দেখলে বুক ফেটে যায়। গাঁয়ের ভদ্দরলোকেরা আগে এর সঙ্গে আলাপ কোর্ত্তে কত চেষ্টা কোর্তো। কিন্তু এখন তারা এর দেখা পেলে মুখ ফিরোয়! এই বাবু, আগে দিন রাত বয়ে মুখে এক হয়ে থাকতেন, সকলে তা দেখে কত সুখী হত। যে দিন অবধি গোরাচাঁদের ফাঁদে পা দিলেন, বিষ খেতে শিখলেন, সেই দিন অবধি সর্ব্বনাশ হচ্চে। কতকগুলো মাতাল পুষচেন, বিষয়টা একে একে খোয়াচ্চেন, আর এই রোগের কষ্টে ছটফট কোচ্চেন। হায় হায়! আগে-পাছে লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয় বলে, স্ত্রীর কাছে শুতেন না, এখন কিনা স্ত্রী মদ খান না বোলে ঘরে শোন না। একি কম লজ্জার কথা! এই গোরাচাঁদই ত এর মাথা খেলে। গোরাচাঁদকে দেখতে মানুষের মত, ব্যাভার রাক্ষসের মত, জোচ্চোর ও বদমায়েসের চুড়োমণি। খালি মদ খান আর লোকের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করেন। এই বুড়োবামুন, একে কি না মদ খাইয়ে, কোশাকুশী পর্য্যন্ত শুঁড়ীর দোকানে বাঁধা দিতে দিলে! ছি ছি! কিন্তু ব্যাটা আমার কাছে মাঝে মাঝে খুব জব্দ হন। উনি মনে করেন যে, লোককে আমার মত ফাঁকি দিতে কেউ পারে না। কিন্তু শর্ম্মা যে ওঁর বাবার বাবা, তা উনি জানেন না। যে

দিন দেখি যে, বাবুর জামার বগলি ঝম্‌ঝম্‌ কোচ্চে, সে দিন নিজে গেলাশে কোরে মদ ঢেলে দিতে দিতে এক গেলাশে ফোঁটা দুই সর্ষের তেল দিয়ে খেতে দি। বাবু সে মদ খেয়ে আর নেশা হজম কোর্ত্তে পারেন না। চিৎপাত হয়ে কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা যান, শর্ম্মাও অমনি বাবুর বগলির ভেতর যা থাকে, সাৎ করেন। আবার যেদিন মদ না থাকলে মদ কিনতে দেন, সে দিন আদ বোতল মদ কিনে তাতে আদ বোতল জল মিশিয়ে দিয়ে, বাকী টাকা গাপ করি। বাবু নেশার ঝোঁকে সে জল মেশানো মদ কি, কি, তা কিছুই টের পান না। মনে হলেও হাসি পায়; এক দিন এই গোরাচাঁদ মদ খেয়ে একটা বোতলে মুতে, ঐ কোণে রেখে যান, খানিকটা পরে, ঐ উড়ুম্বর বাবু টলতে টলতে এসে, মদ খুঁজতে খুঁজতে সেই মুতের বোতলই অক্লেশে ঢকঢক কোরে গেলেন! আমি দেখেই অবাক, হাসি আর রাখতে পারলেম না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেম। তাই বলি যে, মদ খাওয়ার এও একটী প্রধান গুণ।

গোরা। দাঁড়িয়ে রৈলি যে?

বিন্দু। বাবু! উঠুন।

বরদা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—ওমা।

বিন্দু। (স্বগত) মদের আয়েষ কত হবে!

(বরদাকে লইয়া বিন্দুর প্রস্থান)

গোরা। (মদ্যপান) খাও উড়ুম্বর বাবু! (গেলাশ দান)।

উড়ু। (মদ্যপান) বামুনটাকে তোল।

গোরা। ও এখন নিমতলার মড়া। ও কি আর এখন উঠতে পার্ব্বে? ব্যাটাকে জব্দ করি এস।

উড়ু। আবার কি জব্দ?

গোরা। টিকী কেটে নিয়ে ব্যাটাকে নর্দ্দমায় ফেলে আসিগে চল।

উড়ু। টিকী কেটে নিয়ে কি হবে? (মদ্যপান)

গোরা। টেম্পারেন্স সোসাইটীতে পাঠিয়ে দেব। আর লিখে পাঠাব যে, একজনকে নূতন মদ খাওয়াতে শেখান গেছে। তার প্রমাণ স্বরূপ তার এই টিকী পাঠান গেল। (মদ্যপান)

উড়ু। বেশ বলেছ, টিকী কাটবে কি দিয়ে?

গোরা। ঐ যে পলতে কাটা কাঁচিখানা মেজের কাছে আছে, ঐ দিয়ে কাটি।

(বিদ্যাভূষণের টিকি কাটন)

উড়ু। এই বেলা নর্দ্দমায় ফেলে আসিগে, এর পর আবার জেগে উঠবে।
গোরা। দাঁড়াও বাবা! আগে আমার নোটখানা কোঁচার কাপড় থেকে খুলে নি। (নোট লইয়া) গোরাচাঁদ শর্ম্মার টাকা হজম কোরবে? ধর ব্যাটার পা ধর। বড় মদের নিন্দে করে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।
(উভয়ে বিদ্যাভূষণকে লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।
শিবপুর— সৌদামিনীর পুস্তকালয়।
পুস্তকহস্তে সৌদামিনী আসীনা।

সৌদামিনী। বিধির বিধানে আমি বিধবা—নবীন জীবনে বিধবা—পাপিনী—অভাগিনী। আমার আর এ পাপ জীবনধারণে কি প্রয়োজন? ধরাধামে আমার আর কি সুখ আছে? — আমি অনাথিনী—বঙ্গ রমণী—বঙ্গ রমণীর এক পতির চরণ কমলই সম্বল। পতিই সুখদাতা—পতিই গতি—পতিই সর্বস্ব ধন। সেই হৃদয়রাজ—জীবনরাজ পতিবিহনে আমার আর জীবনধারণে কি প্রয়োজন? — কি সুখ?? —(দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার কি দূরাদৃষ্ট! বিধির কি বিবেচনা! — পতির সঙ্গে বিমল প্রণয়কাননে প্রবেশ কোর্ত্তে না কোর্ত্তেই বিধি হৃদয়ে বিশাল বজ্রবিক্ষেপ কোল্লে! করাল কাল, বিকট ব্যাদান কোরে, মমতাবিহীন হয়ে দুঃখিনীর হৃদয়ের ধনকে হরণ কোল্লে! — আমার মত পাপিনী বিশ্বসংসারে অতি বিরল। সকলেই বলে যে, রমণীর হৃদয়—মন—দেহ সকলি কোমল। কিন্তু সে সকলি মিথ্যা। সামান্য বজ্রে পাষাণ বিদীর্ণ হয়; সে সামান্য বজ্রাপেক্ষা বিশাল বজ্রে যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হল না—প্রাণ অস্ত হল না, তখন কোমল বলি কি কোরে? জগদীশ্বরের লীলা বোঝা ভার। তিনি আমাকে রূপলাবণ্যের সহিত উচ্চবংশে জন্ম দান কোরে — বঙ্গ রমণীগণ দুর্লভ বিদ্যারত্ন দান কোরে—সর্ব্বগুণান্বিত পতিরত্ন প্রদান কোরেও আবার, সেই হৃদয়রত্ন—জীবনরত্নকে হরণ কোরে, চিরদুঃখিনী কোল্লেন কেন?—অবশ্যই আমি পূর্ব্বজন্মে মহাপাপিনী ছিলেম, এ জন্মে, সেই পাপের ফল ভোঁগ কচ্চি। জগদীশ্বর! দয়াময়! দয়া কর! —আর যাতনা সহ্য হয় না—শ্রীচরণে স্থান দাও। করাল কাল! তুই যে বিকট বদনে পাপিনীর প্রাণকান্তকে চর্ব্বন কোরেছিস, তোর চরণে সবিনয়ে প্রার্থনা কোচ্চি,

তুই সেই বদনে এ হতভাগিনী—এ মহাপাপিনীকে চর্ব্বন কর, সকল যাতনা হতে পার হই। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ) শারদাকান্ত! তুমি এখন কোথায়? একবার এসে দেখে যাও। (রোদন) তুমি যে দিন অবধি দুঃখিনীকে অনাথিনী কোরে গেছ, সেই দিন অবধি— সেই ভয়ঙ্কর দিন অবধি দুঃখিনী আঁখিনীর আহার কোরেই জীবনধারণ কোরে আছে। আজ ছয় বৎসর এ গৃহ অন্ধকার — হৃদয় অন্ধকার— জগত অন্ধকার। নাথ! যখন তোমার সেই প্রেমদূরিত সরল আচরণ—অমল বদন কমল—ললীত হাস্য — মধুর প্রকৃতি— সুধাসিক্ত বচন— হৃদয়ে উদয় হয়, তখনি ধরণীর প্রত্যেক সুখকর দ্রব্যই বিষাকর বোধ হয়—জীবন দুঃখাকর বোধ হয়—দয়াময় জগদীশ্বরকে নিদর্য় বোধ হয়; জীবনকে জীবনে দিতে, বা অনলে আপন কোর্ত্তে অভিলাষ হয়। কেবল তোমার নিকট পাঠাভ্যাস কালে শিক্ষালাভ কোরেছি, মনেও জেনেছি যে, আত্মহত্যা মহাপাপ, সেই কারণেই শোক দুঃখভরা ধরাকে পরিহার করি নাই। যেদিন পাপিনীর পাপের ফলভোগ শেষ হবে. করুণাময় সেই দিন জীবনদীপ নির্ব্বাণ কোরবেন—সেইদিন বৈধব্য সাগর হতে পার হব। নাথ! এখন সকল শোকাপেক্ষা এই শোকই প্রবল হচ্চে যে, তুমি আমাকে এত কোরে বিদ্যাশিক্ষা দিলে—মনের অন্ধকার দূর করালে—চিরকুসংস্কার হরণ কোরলে—করুণাময়, পরম পিতার অনন্ত মহিমা জ্ঞাত করালে—দীনবন্ধু, অধম তারণের চয়ণ সদনে উপনীত করালে—কিন্তু তুমি তার সুখময় ফলভাগী হতে পেলে না। না জানি কি কারণে ভবন পরিত্যাগ কোরে, বিদেশে, বিজনে জীবনে হত হলে! দুঃখিনীর হৃদয়ে বিশাল শূল বিদ্ধ হল! দুরন্ত দুঃখরাহু পাপিনীর সুখ-শান্তি গ্রাস কোল্লে। হায়!—হায়!

(বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।)

বিরাজ। বড় বৌঠাকরুণ! যদি-ই-

সৌদা। কি বিরাজ! অমন কোচ্চ কেন? কি বলবে বল?

বিরা। না---বলি---ই।

সৌদা। গেঁই গুঁই কোচ্চ কেন? —খুলে বল না?

বিরা। না—বলি—আপনি এত কাঁদচেন কেন?

সৌদা। আমি পৃথিবীতে কাঁদতে এসেছি, সেই জন্যেই কাঁদছি। তুমি আমায় কি বলতে এসেছ বল।

বিরা। এই জামাইবাব—

সৌদা। তারপর?

বিরা। তিনি আপনাকে কি একখানা খারাপ চিঠি লিখেছিলেন, দিদিঠাকরুণ সেইখানি পেয়ে এত কাঁদচেন?

সৌদা। সেকি—খারাপ চিঠি কি বল?

বিরা। (স্বগত) ন্যাকা আর কি— কিছু জানেন না।

সৌদা। বিরাজ! খারাপ চিঠি কি বল?

বিরা। আমরা কি আপনাদের মত পড়তে জানি, যে কি চিঠি বলে দেব?

সৌদা। (স্বগত) গোরাচাঁদ আমার মাথা খেয়েছে। ক মাস ধরে সে আমার সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টায় ফিরছে। না জানি সে আবার কি পত্র লিখছে, যামিনীর হাতে পড়েছে। ক্রোধে, দুঃখে তার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। আমারও সর্ব্বনাশ কোরেছে।

বিরা। ছোট বৌঠাকরুণ বোল্লেন, কি পিরিতের চিঠি।

(প্রস্থান)

সৌদা। হা জগদীশ্বর! এ কি? — দুঃখিনীর কপালে এ আবার কি লিখেছ? নাথ! তুমি নিশ্চয়ই পক্ষপাতী। তোমার বিশ্বরাজ্য বিচারবিহীন। তুমি আমার নির্ম্মল চরিত্রে কেমন কোরে কলঙ্ক অর্পণ করালে? (রোদন) না, আর এখানে থাকা হল না— হবে না। আজই আমি এখান থেকে যাব। কলঙ্কের ডালি মাথায় কোরে কারেও মুখ দেখাতে পারবো না। কোথায় যাই?—বাপের বাড়ী—না— সেখানেও না, সেখানে গেলে, সকলে ঘৃণা কোরবে। একমাত্র করুণাময় জগদীশ্বরের চরণ চিন্তা করি বোলে, তারা আমার প্রতি বড় বিরক্ত। কালী যাই—মামার কাছে থাকবো—মামী আমার বাল্য সহচরী, ঈশ্বরের কিঙ্করী, সেইখানে থাকবো। আর দয়াময় জগদীশ্বরের ও জীবনাকান্তের চরণ ধ্যান কোরব, এখানে থাকলে বৃথা কলঙ্কিনী হতে হবে। যাই কি কোরে?— একাকিনী যাব?—ভয় হয়, কারেও সঙ্গে নেবনা—একাকিনী যাব। এ বেশে যাবনা—দাসী বেশে—দুঃখিনী—অনাথিনী—দাসী বেশেই যাব। কেউ চিন্তে পারবে না, তাই ভাল, আজিই যাব। এখানে আর এক দণ্ডও থাক্‌বোনা, যে দুর্নাম—এ দুর্নামে প্রাণ দণ্ড দেওয়াই উচিত। কিন্তু এ অপকলঙ্ক যখন সর্ব্বৈব মিথ্যা, তখন আমার জীবন দণ্ড দেবার কোন প্রয়োজন নাই, যদি পরমেশ্বরের চরণে এ দাসীর রতি, মতি থাকে, তিনি যদি ন্যায়বিচারক হন, তাহলে কোন না কোন সময়ে অবশ্যই আমাকে এ অপকলঙ্ক সাগর হতে উদ্ধার কোরবেন। গোরাচাঁদ যেমন সতীর সতীত্বের প্রতি আঘাত কোর্ত্তে উদ্যত হয়েছে, জগদীশ্বর তার প্রতিফল অবশ্যই দেবেন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।—শিবপুর—যামিনীর শয়নগৃহ।

যামিনী নিদ্রিতা, বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।

বিরাজমোহিনী। (স্বগত) আহা! খাইলেন না—খেলেন না—সারাদিনটে কেবল চক্ষের জলে মাটী ভিজুলেন, এখন অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। আমাদের স্বোয়ামী অমন হলে, তার মুখও দেখতেম না। বাবুদের বাড়ির কাণ্ডই এক আলাদা। কারো বলবারও যো নেই, বল্লেই মাথা কাটা যায়। আর আমরা যদি দরোয়ান কি চাকরদের সঙ্গে একটা হেসে কথা কই, তাহলেই সর্ব্বনাশ। উঠ্তে বস্তে নারকেল মুড়ী খাওয়ান। এই বড়বৌ ঠাকরুণ—যে অবধি স্বোয়ামী মরেছে, সে অবধি কারও সঙ্গে হেসে কথা কন না, দিনরাত্তির ঘরে বসে আছেন, বই পড়্ছেন, লিখছেন আর কাঁদ্ছেন। সকলেই মনে করে ইনি স্বোয়ামীর জন্যে কেঁদে কেঁদে, ভেবে ভেবে পাগল হয়েছেন। এঁর পেটে এত বিদ্যে। লেখাপড়া শিখে এই বিদ্যে! বিবিতে দুবেলা পড়িয়ে যেতো, আবার রাত্তিরে স্বোয়ামির কাছে পড়তেন, তার ফল হল এই! যেখানে কায কোর্ত্তে যাই, সেই খানেই এই কাণ্ড। আর ওসব কথায় কায নেই, ছোট বৌঠাকরুণ বল্লেন যে, যদি দিদি ঠাকরুণ জেগে থাকেন তাহলে ডেকে নিয়ে আয়, তা ইনিত দেখছি দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। ডাকা হবে না, তাহলেই আবার মড়াকান্না কাঁদতে বসবেন। কে আসচে না?—(নেপথ্যে দৃষ্টি) তাইত, ঐ যে কে টলতে টলতে আশ্চে। জামাই বাবু না?— হাঁ জামাই বাবুই ত বটে। হাতে কাল রকম ওটা কি?— মদের বোতল বুঝি?—হাঁ—ওঃ—ঐ যাঃ— পেচ্ছাপ করবার নর্দ্দমায় জামাই বাবু পড়ে গেল!—এখনও উঠলোনা যে?—ঐ উঠেচে, পালাই, আবার কি কোর্ত্তে কি কোরবে! বাবুরা মদ খেয়ে বোনকে মাগ বলে ধরতে যান! মদ খাওয়ার এও একটি গুণ—পালাই।

(বিরাজমোহিনীর প্রস্থান ও গোরাচাঁদের প্রবেশ।)

গোরা। হুঁ ঘুমুচ্চেন। রাক্কুসী—হতভাগী—আমার নুকোন পিরিতের চিঠি পড়ে মান হয়েছে, মান ভাঙচি দাঁড়াও। (প্রকাশ্যে) ওরে, ও—আ মর—উত্তরই নেই— ও হতভাগী ওঠ না। হারামজাদী (চপেটাঘাত।) ওঠ—এত ডাকচি উত্তুরও নেই। (পুনঃ চপেটাঘাত।)

যামিনী। (রোদন)

গোরা। (স্বগত) তলোয়ারখানা গেল কোথায়?—ঐ যে ঝুলছে। (তলোয়ার লইয়া) মরচে পড়ে গেছে। খুঁচিয়ে মারবো—হতভাগী. কাঁদ, (গলা টিপিয়া খোঁচা মারণ।)

যামি। ও—ও—মা।

গোরা। (খোঁচা মারিয়া) ঘুমোও (খোঁচা মারণ) হতভাগী।

যামি। মা—মা—মা।

গোরা। মরেছ, বেশ হয়েছে।

(গোরাচাঁদের প্রস্থান এবং কিঞ্চিৎ পরে বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।)

বিরা। ওমা!— একি!—রক্ত যে! খুন করেছে নাকি?—তাইত—ও ছোট বৌঠাকরুণ গো. তোমরা শিগ্‌গির এস গো, ওগো দিদি ঠাকরুণকে কেটে ফেলেছে গো। ওগো তোমরা কে আছ এস গো।

হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।

হেমা। কিরে. কি হয়েছে?

বিরা। দিদিঠাকরুণকে কে খুন করেছে; ঐ দ্যাখ।

হেমা। অ্যাঁ—(মুর্চ্ছা)

বিরা। সর্ব্বনাশ কোল্লে! ইনি আবার মুর্চ্ছা গেলেন যে! করি কি!

বিশুর প্রবেশ।

বিশু। বিরাজ! হয়েছে কি?

বিরা। দিদি ঠাকরুণ মরে গেছে, ইনিও আবার মুর্চ্ছা গেছেন, তুই এক ঘটী জল নে আয়।

বিশুর প্রস্থান।

বিরা। ওমা, ইনি যে একেবারে মড়ার মত হয়ে গেলেন, নিশ্বেস পড়চে কি, দেখি। এই যে পড়ছে, ও বিশে—বিশেরে শিগ্‌গির আয়।

(জলের ঘটী লইয়া বিশুর প্রবেশ।)

বিশু। আমি বাবুকে খবর দিই গে।

(প্রস্থান।)

বিরা। (হেমাঙ্গিনীর মুখে জলদান) বৌঠাকরুণ! উঠুন।

হেমা। অ্যাঁ— **(রোদন)** আমার যামিনী কোথা গেল?—

যামিনী। তুই কোথা গেলি লো! (পুনঃ পতন) কে আমার **সর্ব্বনাশ কোল্লেরে!— কে আমার প্রাণের যামিনীকে খুন কোল্লেরে!—ও যামিনী— তোমার কপালেও এই ছিল!—ও সই!—আমি আর কাকে সই বোলে**

ডাকবো? কে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কোর্ব্বেরে?— সই রে!—আমার সই রে!— আমার প্রাণ যায় রে!— ওরে তুই কোথা গেলিরে! তুই যে আমায় এক দণ্ডও ছেড়ে থাকতিসনে রে! এখন তুই কেমন কোরে, আমায় একেবারে ছেড়ে গেলি রে! সই রে! (রোদন)

(বিশুর প্রবেশ।)

বিশু। বিরাজ! তুই বৌঠাকরুণকে ও ঘরে নে যা, দেওয়ানজী মশায় আসচেন।

হেমা। যামিনীরে—তুই কোথা গেলিরে।

(বিরাজমোহিনী, হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান ও ভৈরবচন্দ্র এবং হেমচন্দ্রের প্রবেশ।)

ভৈরব। ইস! রক্তের ছড়াছড়ী যে! আহাহা! হ্যাঁরে বিশে! সত্যইকি জামাইবাবু খুন কোরেছে?

বিশু। আজ্ঞা হ্যাঁ, বিরাজ যখন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, তখন আমি দৌড়ে আসছিলেম, জামাইবাবু আমার সুমুখ দিয়ে টলতে টলতে গেলেন।

হেমা। খুন কল্লেন কেন? কারণ কি? ঝকড়া হয়েছিল কি?

ভৈরব। মাতাল মানুষ, নেশার ঝোঁকে খুন কোরেছে। আহাহা! এমন সোনার পুত্তলীকাকে খুন কোল্লে কেমন কোরে? জামাই বাবুর হৃদয় কি লোহা দিয়ে গড়ান ছিল! আহা! মা আমায় কত ভাল বাসতেন! মাগো! তুমি এমন মাতাল স্বামির হাতেও পড়েছিলে। হায় হায় হায়! বিশে! বাবু কি বোল্লেন?

বিশু। তিনি বুকের জ্বালায় ছট্‌ফট্ কোচ্চেন, ওঠবার শক্তি নেই, তিনি বল্লেন দেওয়ানজীকে বল যা ভাল হয় কোর্বেন।

(বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।)

বিরা। ওগো! আমাদের বড় বৌঠাকরুণকে যে দেখতে পাচ্চিনে, তিনি আবার এ সময়ে কোথা গেলেন? বাড়ীর চার দিক খুঁজে এলেম কোথাও দেখা পেলেম না।

ভৈরব। সে আবার কি? হেমচন্দ্র! তুমি যাও তাঁর তল্লাশ করগে।

(হেমচন্দ্রের প্রস্থান।)

ভৈরব। বিরাজি! জামাইবাবু এঁকে খুন কোল্লেন কেন, বলতে পারিস?

বিরা। তা আমি জানি না, তবে আজ সকালে জামাই বাবু কি একখানা চিঠি লিখেছিলেন!

ভৈরব। কাকে?

বিরা। বড় বৌঠাকরুণকে।

ভৈরব। কি চিঠি?

বিরা। যম জানে।

ভৈরব। তার পর?

বিরা। সেই চিঠি পেয়ে দিদি ঠাকরুণ—

ভৈরব। দিদিঠাকরুণ সে চিঠি পেলেন কোথ্থেকে?

বিরা। আমি বড় বৌঠাকরুণের ঘর ঝাঁট দিতে দিতে কুড়িয়ে পাই, তাই আমি এনে দিদি ঠাকরুণকে দি।

ভৈরব। আচ্ছা তারপর?

বিরা। উনি সেই চিঠি পোড়ে, সমস্ত দিন কাঁদলেন, নাইলেন না, খেলেন না, এইখানে পড়ে ঘুমুতে লাগলেন, এই মাত্র আমি এঁকে ডাকতে এসে দেখি যে, জামাইবাবু আসচেন, তা আমি এখান থেকে চলে গেলেম, খানিকটে পরে গাঙরানির শব্দ পেয়ে, এসে দেখি যে এই কাণ্ড!

ভৈরব। আচ্ছা বিশে! তুই জানিস জামাই বাবু কি চিঠি লিখেছিল?

বিশু। কি খারাপ চিঠি।

ভৈরব। (স্বগত) হুঁঃ—দুজনে সড় কোরে খুন কোরে পালিয়েছ। (প্রকাশ্যে) তোরা এখন এক কর্ম্ম কর, দুজনে ধরে একে ঘরে থেকে বের কোরে নে চল।

বিশু। আমরা ছোঁব কেমন কোরে?

ভৈরব। এখুনী, একে কি রাস্তার লোক ডেকে বার কোর্ত্তে হবে নাকি? ধর. দুজনে ধর।

(ভৈরব, বিশু ও বিরাজমোহিনী, যামিনীর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশন সন্নিহিত রাজপথ।

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদামিনী। (স্বগত) এখনও রাত ঢের আছে। এখনও সুখ তারা উঠেনি। পথে একটীও লোক নাই। করি কি?—বাড়ী ফিরে যাব কি?—না—তা হবেনা। পথেতেই বা একাকিনী দাঁড়িয়ে থাকি কেমন কোরে? সাতটার সময় গাড়ী যাবে, এখনও ঢের বিলম্ব আছে। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে না হয় বসে

থাকিগে। আমি যে বেশে এসেছি, এতে কেউ মনে কোরবেনা যে, আমি ভদ্র ঘরের কূলবধূ। দাসীই মনে কোরবে। যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েচি, তখন অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। করুণাময় অবশ্যই কৃপা নয়নে দেখবেন। কে একজন আসচে না? (নেপথ্যে দৃষ্টি) তাইত, ঐ যে পুরুষ মানুষ। ওমা! মাতাল নাকি?—টলতে টলতে আসচে যে—করি কি?—জগদীশ্বর! তোমার চরণ কমল সম্বল কোরেই বেরিয়েছি, তুমিই রক্ষা কর্ত্তা; দেখো নাথ! আর যেন দাসীর ভাগ্যে কোন নূতন বিপদ না ঘটে। পতিরত্নকে হরণ কোরেছ, তার উপরে অপকলঙ্ককের ডালি মস্তকে ধরিয়েছ, এখন যেন আবার কোন যাতনা সহ্য কোর্ত্তে না হয়। তাহলে আর তোমায় দয়াময় বোলব না।

(গোরাচাঁদের প্রবেশ)

গোরাচাঁদ। তুমি কে বাবা? পাহারাওলা! অমন কোরে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে কেন বাবা?

সৌদা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! যার তরে দেশত্যাগী—এযে সেই কালসর্প—- গোরাচাঁদ!—করি কি?—এখন চিন্তে পারে নাই, চলে গেলে বাঁচি।

গোরা। তোমার চুঁড়ো, ধড়া বাঁশী কোথা বাবা? থান ফাঁড়া ধুতী পোরে কূটনীর মত দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ইনিস্পেকটরের কূটনীগিরি কোচ্চ বাবা! কথা কওনা যে বাবা?

সৌদা। (স্বগত) যদি দৌড়ুই, তাহলেও পেছনে পেছনে দৌড়ুবে, শেষে গোলমাল হবে, দাঁড়িয়ে থাকতেও পারিনে। জগদীশ্বর! রক্ষা কর।

গোরা। (স্বগত) না— এ মেয়ে মানুষ— পাহারাওলা নয়। (প্রকাশ্যে) তুই কে? ঠিক কোরে বল্ নইলে এখনি কামড়াবো।

সৌদা। বাবা। আমি ঘোষেদের চাকরানী, গঙ্গায় নাইতে এসেছি বাবা।

গোরা। এত রাত্তিরে নাইতে এসেছিস? তোর নাম কি বল?

সৌদা। বাবা!

গোরা। দূর শালী! তোর বাবা আবার কে? নাম কি বল?

সৌদা। আমার নাম মুক্ত।

গোরা। যা বেটী তোকে বিপদ থেকে মুক্ত কোল্লেম, অন্য হলে টের পেতিস। প্রস্থান।

সৌদা। আঃ বাঁচলেম—আবার ফিরলো যে!

গোরাচাঁদের পুনঃপ্রবেশ।

গোরা। দেখি শালী! তোর মুখ খানা কেমন দেখি।

সৌদা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ কোল্লে।

গোরা। (স্বগত) চেনা চেনা বোধ হচ্চে না?—ঠিক সৌদামিনীর মুখের মত আদল দেখছি! কে এ?—আমার সদু কি? না—তাহলে সে এমন চাকরানীর মত হবে কেন?—আর একবার জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) ও মাগী! তুই কে? ঠিক কোরে বল।

সৌদা। আমি বল্লেম যে, আমি ঘোষেদের ঝি।

গোরা। ঘোষেদের ঝি ত জানি, তুই কে তা বল? আমার সদু নস্‌ত?

সৌদা। জগদীশ্বর! রক্ষা কর, জগদীশ্বর! রক্ষা কর।

গোরা। কে বল? নইলে কামড়ালেম বলে। (সৌদামিনীর প্রতি ধাবমান।)

সৌদা। বাবা! আমি ঠিক বলছি, আমি ঘোষেদের ঝি।

গোরা। ফের মিথ্যে কথা? সত্যি বল।

(রক্তাক্ত এবং কর্দ্দমলিপ্ত ও ছিন্নবেশে নীলকমলের প্রবেশ)

নীলকমল। ও কে বাবা? ফুস্‌ ফুস্‌ কোচ্চে কে বাবা?

গোরা। তোর বাবা।

নীল। মাইরি বাবা! ওটী কে বাবা? তুমিত আমার বাবা, উটী কি আমার মা?—বাবা!

গোরা। হাঁরে ব্যাটা হাঁ, চলে যা।

নীল। একবার মায়ের মাই খেয়ে যাব বাবা!

সৌদা। জগদীশ্বর! রক্ষা কর, জগদীশ্বর! রক্ষা কর।

নীল। মা! তুমি কে মা? আমায় মাই দে মা। আমি তোর গোপাল এসেছি মা! মাই দে।

গোরা। যা ব্যাটা যা।

নীল। ছি বাবা! রাগ কোল্লে বাবা? তবে তুমি কিসের বাবা?

গোরা। চোপরাও শালা।

সৌদা। পরমেশ্বর! রক্ষা কর। বিপদভঞ্জন!

নীল। গাল দিচ্চ বাবা! তাতে ক্ষতি নেই বাবা! কিন্তু বাবা! যখন বের কোরেছ, তখন কোন্‌ একটা ভাল দেখে বের কোল্লে? পাইখানা থেকে পেত্নী ধরে আনলে কেন বাবা? ছি বাবা! তোমার বড় ছোট নজর বাবা!

গোরা। হারামজাদা কাঁহেকো (লাথি মারিয়া নীলকমলকে ভূমে ক্ষেপণ ও চার মুষ্টাঘাত।)

সৌদা। এই বেলা পালাই। (প্রস্থান)

গোরা। আমি কে জাননা? (পুনর্মুষ্ট্যাঘাত)

নীল। জানি বাবা! তুমি আমার বাবা বাবা!

গোরা। (পদাঘাত) Hold your tongue

নীল। (জিহ্বা ধারণ) জিব ধরেছি বাবা! আর কি কোর্ব্ব?

গোরা। ফের কথা কচ্চিস? শালা! (পদাঘাত)

নীল। আমি মলেম বাবা! (বমি) আর মেরনা বাবা! কিচক বধ কোরনা বাবা! দোহাই বাবা!

গোরা। (স্বগত) মাগীটে গেল কোথা? পালাল নাকি? কোনদিকে গেল? এই দিকে বুঝি? (গোরাচাঁদের প্রস্থান ও রামপ্রসন্নের প্রবেশ)

রামপ্রসন্ন। (স্বগত) শালী বড় বেইমান। গায়ের চাদর, জামা, জুতো পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়ে মদ খাওয়ালেম, তবু শালী বের কোরে দিয়ে আর একজনকে ঘরে রাখলে। কাল দেখব বাবা, কাল মাথা ভাঙ্গবো। শালী, বড় মেরেছে, উহুঃ হুঃ, পিটটে বড় জ্বলছে, খ্যাংরার কাটীগুলো ফুটে গেছে, রক্ত পড়ছে ও বাবা— কোমরটা বড় কন্ কন্ কোচ্চে—ওমা—বাপরে—মার, শালী মার, কাল টের পাবি। এ কে শুয়ে? মাতাল— পেচি মাতাল—তা নইলে কুঁপোকাৎ হবে কেন? বড় মজা হয়েছে, এক ছুটে বাড়ী যেতে হবে না, ব্যাটার চাদর টাদর কেড়ে নিয়ে গায়ে দিয়ে যাই। না বাবা! পালাই। সম্বন্ধী মশায় আসচেন, আবার শ্বশুড় বাড়ী নে যাবে।

(রামপ্রসন্নের প্রস্থান ও একজন কনস্টেবলের প্রবেশ)

কনস্টেবল। (নীলকমলের মুখের দিকে লণ্ঠন ধরিয়া স্বগত) ই এ কোন্ হ্যায়? মাতোয়ালা—বাবু—হুঁঃ ঘরমে পচাচিংড়ী খাতা, আউর রেণ্ডী বাড়ীমে বিরাণ্ডী খাতা, শালা বড় নিদ যাতা। চেহারামে বড়া আদমিকা লেড়কা মালুম হোতা। আবিত হিঁই কোই নেহি। (চারিদিকে চাহিয়া) শালাকা বগলীমে যো কুছ রূপেয়া হ্যায় ছিন্ লেই। (বগলীতে হস্ত প্রদান)

(এক জন জমাদার এবং অপর এক জন কনস্টেবলের প্রবেশ)

জমাদার। (হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা প্রথম কনস্টেবলকে ভূমে ফেলিয়া) শালা! ক্যা করতা হ্যায়? চোট্টা, বদমাস কাঁহেকো। উঠো।

প্রথম কনস্টেবল। খোদাবন্দ! উও মাতোয়ালা হ্যায়, ওনকো থানেমে নে যানেকো সুরু করতা থা।

জমা। চোপরাও বাঞ্চৎ, ঝুট মুট কাহে বোলতা? (প্রহার)

প্র-ক। নেই খোদাবন্দ! সাচ বোলতা।

জমা। ফের শালা! হাম আবি সাব কো রিপোর্ট করেঙ্গে, জুয়াচোর কাঁহেকো, বগলীমে কাহে হাত দেতা থা?

প্র-ক। খোদাবন্দ! কুছ চোরি নেই কিয়া।

দ্বিতীয় কনস্টেবল। হুজুর! ও চোরি করনেকা আদমি নেই।

জমা। চোপরাও, তোম শালা বি চোট্টা হ্যায়।

প্র-ক। খোদাবন্দ! মাফ কিজে, ইসিমাফিক কাম আউর নেহি করেঙ্গে।

জমা। ও নেই হোগা, তোম বড়া বদমাস।

প্র-ক। মাফ কিজে খোদাবন্দ! গরিব আদমি মারা যাগা। (পদ ধারণ)

জমা। আচ্ছা তোমারা হাত মে ক্যা হ্যায়, দেখলাও।

প্র-ক। দশ রূপেয়া কা নোট, আউর নগদ আড়াই রূপেয়া হ্যায়।

জমা। নোট ঠো হামকো দেও (নোটগ্রহণ) তোম ডেড় রূপেয়া লেও, ওনকো এক রূপেয়া দেও। ইএ বাৎ কৈ কো মৎ বোলো।

প্র-ক। (দ্বিতীয় কনস্টেবলকে এক টাকা দান) নেহি হুজুর! নেহি বোলেগা।

জমা। পাকড়ো শালাকো, থানেমে নে চল।

দ্বি-ক। উঠ বে শালা উঠ।

(প্রথম কনস্টেবল কর্ত্তৃক নীলকমলকে উত্তোলন।)

নীল। ছি বাবা! তোমরা বড় বদরসিক বাবা! আমি স্বর্গে ইন্দ্রের সঙ্গে সুধাপান কোচ্চিলেম বাবা! তোমরা কেন ওঠালে বাবা? আমায় কোথায় নে যাবে বাবা?

জমা। শ্বশুর বাড়ী চল, শ্বশুর বাড়ী।

নীল। তুমি কে বাবা? বড় সম্বন্ধী বাবা?

জমা। (রুলের গুঁতা মারিয়া) শালা কাঁহেকো।

নীল। সম্বন্ধী বাবা! তামাসা কোর্ব্বে বাবা! কান মল বাবা! গুঁতো মেরোনা বাবা! তাহলে মরে যাব, তোমার বন রাঢ. হবে। (জমাদারকে জড়াইয়া নাক কামড়াইয়া ধরন)

জমা। ছোঁড় ছোঁড়, বঁড়া লাঁগঁতাঁ, ছোঁড়ঁ।

দ্বি-ক। (গুঁতা মারিয়া) ছোড় শালা।

নীল। ছি বাবা! তুমি বড় বদরসিক।

জমা। শালা, নাক ছিন লিয়া। (গুঁতা মারিয়া) চল শালা চল।

নীল। আমি শ্বশুর বাড়ী যাবনা বাবা!

জমা। (গুঁতা মারন)।

নীল। ও-বা-বা। (সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।
শিবপুর—বরদাকান্তের দেওয়ান থানা।
ভৈরবচন্দ্রের প্রবেশ।

ভৈরব। (স্বগত) গতিক বড় ভাল নয়। ডাক্তার সাহেব যে রকম বলে গেলেন, তাতে বরদাবাবু যে, এ যাত্রা পার পান এমন বোধ হয় না। বরদাবাবু গেলে, সংসারটা একেবারে ছারখার হবে। উঃ!—মদ কি ভয়ঙ্কর দ্রব্য!—মাতাল মানুষের অসাধ্য কাযই নেই! গোরাচাঁদ কি কাযই না কোল্লে! উঃ! গোরাচাঁদের—পাষণ্ড গোরাচাঁদের আচরণগুলি স্মরণ কোল্লে, পাষাণও বিদীর্ণ হয়। বরদাবাবুকে মদ খাওয়াতে শিখিয়ে চিররোগী কোল্লে, এখন যে প্রাণ যায়— সেও ধরে কে? তখন কত বলে ছিলেম যে, ডাক্তার দেখাও, সেকথা গ্রাহ্যই হল না।

(বিরাজমোহিনীর প্রবেশ)

বিরা। দেওয়ানজী মশায়! এই একখানা চিঠি আবার ছোট বৌঠাকরুণের ঘরে পেলেম। (পত্রদান)

ভৈরব। দেখি—(পত্রপাঠ) "ওঁ তৎসৎ। পরমকল্যাণীয় শ্রীমান বরদাকান্ত রায় কল্যাণবরেষু। আমি গুপ্তভাবে বাটী পরিত্যাগ করায় আপনারা এমত বিবেচনা করিবেন না যে, আমি কুপথে পদার্পণ করিয়াছি। আমি নিজ মনোবেদনাতেই বাটী পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার জ্ঞাত কারণ লিখিতেছি যে, আমার মৃত স্বামী শারদাকান্ত রায় মহাশয়ের স্থাবর, অস্থাবর প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় বিভবের আমিই এক্ষণে একমাত্র অধিকারিণী। অতএব আমার পরলোকগত স্বামীর সমুদয় জমিদারী, বাগান, বাটী, এবং তাবৎ অস্থাবর দ্রব্য আমি আপনার স্ত্রী শ্রীমতি হেমাঙ্গিনীকে ও আপনার ভগিনী শ্রীমতি যামিনী সুন্দরীকে দান করিলাম, তাঁহাঁরা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিতে থাকুন। কিন্তু আমার স্বামীর যে ২৫ পঁচিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে, কেবল তাহাই আপনি সপ্তাহের মধ্যে ২২ বাইস লক্ষ টাকা গবর্ণমেন্টের নিকট জমা দিয়া লিখিবেন যে, গবর্ণমেন্ট যেন উক্ত ২২ বাইস লক্ষ টাকার মধ্যে, ১৫ পোনের লক্ষ টাকার সুদে কলিকাতায় একটী অতিথিশালা ও ৬ ছয় লক্ষ টাকার সুদে কলিকাতায় একটী অতিথিশালা ও ৬ ছয় লক্ষ টাকার সুদে কলিকাতায় একটী Boarding School (যাহাতে বিদেশীয় এবং কলিকাতাস্থ দরিদ্র, সচ্চরিত্র পাঠার্থী বালকবৃন্দ অবস্থান, আহার এবং

বিদ্যাশিক্ষা পায়) সংস্থাপন ও Bethune female Normal স্কুলের উন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন। বাকি তিন লক্ষ টাকার মধ্যে ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা আহিরীটোলার নিকটস্থ গঙ্গাতীরে কেবলমাত্র স্ত্রী লোকদিগের স্নান করিবার নিমিত্ত একটী ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার বিভাগের উন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা এবং ভারতসংস্কার সভার সুরাপান নিবারণ বিভাগের উন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা দিবেন। আর আন্দাজ ৬০,৭০ হাজার টাকার মূল্যের আমার যে হীরকের গহনা আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া, হিন্দুমেলার জন্য একটী উদ্যান ক্রয়ার্থ, উক্ত মেলার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

অতিথীশালা এবং Boarding School টী যেন আমার মৃত স্বামীর নামে সংস্থাপিত হয়।

আপনি যদ্যপি স্বয়ং উক্ত কার্য্যগুলি করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে, আমি এক মাস পরে উকিল নিযুক্ত করিয়া কার্য্য সমাপ্ত করিব। ইতি

শ্রীমতি সৌদামিনী দেবী। (বিশুর প্রবেশ)

বিশু। মশায় শিগগির আসুন, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ভৈরব। কি হয়েছে রে?

বিশু। বরদাবাবু যায় যায় হয়েছেন, কথা বন্দ।

ভৈরব। অ্যাঁ— সে কি?—

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—শিবপুর—বরদাকান্তের শয়ন গৃহ।

বরদাকান্ত শায়িত, হেমাঙ্গিনী ব্যাজন কার্য্যে নিযুক্তা এবং বিরাজমোহিনী আসীনা।

হেমাঙ্গিনী। (স্বগত) বিধি বুঝি আর আমায় সধবা রাখলেন না। (রোদন)

বিরা। বৌঠাকরুণ! কেঁদনা কেঁদনা, বাবু আরাম হবেন বৈকি, কেঁদনা। (স্বগত) আহা! স্বোয়ামী এমনি জিনিস বটে। এই বাবু এঁকে দুচক্ষের বিষ দেখতেন, একদিনের জন্যে এঁর সঙ্গে হেসে কথা কননি, কিন্তু ইনি তত দুঃখু কষ্ট পেয়ে ও ওঁর জন্যে কেঁদে মরতেন যে অবধি বাবুর এই ব্যারাম হয়েছে, সেই অবধি খাওয়া নেই, পরা নেই, নাওয়া নেই, ঘুম নেই দিন রাত্তর কেবল

চখের জলে ভাসছেন, আর কিসে বাবু আরাম হবেন তাই ভেবে ভেবেই সারা হচ্চেন, স্বোয়ামী এমনি জিনিসই বটে। (প্রকাশ্যে) পাখা খানা আমায় দিন, আমি বাতাস করি।

হেমা। বিরাজি! আমার মত হতভাগিনী আর নেই, এক দিনের জন্যেও আমি স্বামীর পদ সেবা কোর্ত্তে পাইনি। বিধি আমাকে নিধি দিয়েও বঞ্চিতা কোরে রেখেছিলেন, এখন বোধ করি আবার (রোদন) সেই নিধিকে জনমের জন্যে হরণ কোরে— এ পাপিনীর দুঃখিত হৃদয়ে বৈধব্যানল প্রজ্বলিত কোর্ব্বেন, হায়! বাবুর যে রকম রোগ হয়েছে, তাতে কোন মতেই আর জীবনাশা দেখিনা, যতক্ষণ আছেন সেবা করে নি। (রোদন)

বিরা। সেকি বৌঠাকরুণ! বাবু আরাম হবেন বৈকি। ডাক্তার সাহেব ত বলে গেলেন যে, কোন ভয় নাই।

বরদা। ও—মা—জ—জ—জ—

হেমা। জল দেব? জল দেব? জল খাবে? অমন কোচ্চো কেন? ও বিরাজি! একি হল। (রোদন)

বিরা। ভয় কি?—জল দাওনা।

হেমা। জল খাও। (জল দান)

বরদা। (বমি) ও—ও—ও—মা—ম—ম—লে—ম।

বিরা। মুখ মুছে জল দাও।

হেমা। (জলদান) ও বিরাজি! একি হল?—এমন হলেন কেন?—কি হবে? বিরাজ! (রোদন) আমার কি হবে? ডাক্তার এল কি না দেখে আয়, একি! একেবারে অজ্ঞান হলেন যে! মাথা নুইয়ে পড়লো যে! আমার সর্ব্বনাশ হলো! মাগো—বাবাগো— (ভূমে পতন) তোমরা কোথা গেলেগো—আমার সর্ব্বনাশ হলগো—তোরা কোথাগো—মাগো।

বিরা। বৌঠাকরুণ! ঐ ডাক্তার বাবু আসচেন, কেঁদোনা, ও ঘরে চল।

হেমা। মাগো— আমার কি হলো গো।

(হেমাঙ্গিনীকে লইয়া বিরাজমোহিনীর প্রস্থান ও ভৈরবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিশু এবং ডাক্তারবাবুর প্রবেশ)

ডাক্তার। ওঁকে কাঁদতে বারণ কর, ভয় কি? আরাম হবেন বৈকি।

ভৈরব। বিরাজ! ওঁকে চুপ কোর্ত্তে বল।

ডাক্তার। এরকম অবস্থা কতক্ষণ হয়েছে?

ভৈরব। ঘন্টা দেড়েক হবে, কেমন?

হেমা। আজ্ঞা হাঁ।

ডাক্তার। (হাত দেখিতে দেখিতে) ডাক্তার সাহেব যে অষুধটা দে গেছেন সেটা কৈ?

বিশু। এই। (ঔষধের শিশি প্রদান।)

ডাক্তার। (শিশি দেখিয়া) কতক্ষণ অন্তরে খেতে বলে গেছেন?

ভৈরব। আদ ঘন্টা।

ডাক্তার। ডেড় ঘন্টার মধ্যে রক্ত উঠেছে কবার?

বিশু। আমিত তিনবার দেখে গেছি।

ডাক্তার। তার পর আর উঠেছে কি না?

বিশু। বলতে পারিনা।

হেমা। জিজ্ঞাসা কোরে আয়।

(বিশুর প্রস্থান)।

ডাক্তার। (স্বগত) গতিক বড় ভাল নয়। এ অষুধটা পেটে থাকলে, উপকার দেখতো, পলস্‌টাও ভাল রকম দেখছি না।

ভৈরব। মশায়! কি রকম দেখছেন?

ডাক্তার। আরাম হলেও হতে পারেন, তবে কি জানেন, রোগের সূত্রপাত থেকেই চিকিৎসা কোল্লে, কোন ভয় থাকতোনা। আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব কখন আসবেন বোলে গেছেন?

হেমা। ঘণ্টা দুতিনের মধ্যে ফিরবেন বলে গেছেন।

(বিশুর প্রবেশ)

বিশু। তারপর ছবার বমি করেছিলেন।

ডাক্তার। বরদা বাবু! বরদা বাবু!

বরদা। অ্যাঁ—উঁ—উঁ।

ডাক্তার। কি বলছেন? জল খাবেন?

ভৈরব। কথা নেই যে, গতিকটে কি রকম?

ডাক্তার। বড় ভাল বোধ হচ্চে না।

বরদা। মা—অ্যাঁ—অ্যাঁ—উঁ—ম—ম—দ।

ডাক্তার। জল দাও।

বিশু। বাবু! বাবু! (জলদান) মুখদে জল গড়িয়ে পড়ছে যে?

ডাক্তার। (স্বগত) হয়ে এসেছে।

বরদা। ম—ম—ম—দ—ম—দ—মা—অ্যাঁ।

বিশু। (স্বগত) মদের মজা হচ্ছে! যখন মদ খেতে শিখলেন, তখন কত মজা, কত আয়েষ, কত সুখ, কত হর্‌রা, এখন সেই মজার মজা পাচ্ছেন! যে মদ তরল বোলে আদর কোরে খেতেন, সেই তরল মদ এখন গরল হয়ে কত মজা দেখাচ্ছে। দুরাত্মা গোরাচাঁদ, উডুম্বর এখন কোথায়? প্রাণের ইয়ারের মজা দেখে যাক। যাঁরা সুধা বোলে মদ খান, তাঁরাও একবার এসে, মদের মজার ছড়াছড়ি দেখে যান।

হেমা। এখন কি করা যায়? নতুন অযুধ দেবেন কি?

ডাক্তার। সাহেব যে অষুধ দে গেছেন, এ রোগের ও শেষ অষুধ। আপনারা এক কর্ম্ম করুন, সাহেব যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ ঐটে ১৫ পোনেরো মিনিট অন্তরে খাওয়ান।

ভৈরব। সেই ভাল কথা।

ডাক্তার। (হাত দেখিয়া স্বগত) গতিক ভাল নয়, নাড়ী পাচ্চিনে। (প্রকাশ্যে) এক কর্ম্ম করুন, এঘরটায় বড় দুর্গন্ধ হয়েছে, এঁকে একটা ফাঁকা জায়গায় নে চলুন, যাতে গায়ে একটু হাওয়া লাগে, এমন জায়গায় চলুন।

ভৈরব। ঐ সুমুখের হলটায় নে গেলে হয় না?

ডাক্তার। বেশ ত, তাই চলুন। কোন ভয় নেই, আরাম হবেন।

বিশু। (স্বগত) বুঝেছি, বাবু মদের সঙ্গে যেরকম প্রেম কোরেছেন, তাতে মদ আর দেখছি বাবুকে ছাড়লো না, স্বর্গে নে চল্লো।

ভৈরব। হেমচন্দ্র! সকলে ধরি এস।

(ডাক্তার ব্যতীত সকলে উত্তোলনোদ্যত)

বিশু। মাতালরা একবার দেখে যা, মদ খাওয়ার কত মজা হচ্চে, দেখে শেখ।

হেমা। ভাল কোরে ধর। (সকলে শয্যাসহ বরদাকে উত্তোলন, নেপথ্যে—মাগো—বাবাগো—আমার কি হলগো—মাগো—তোরা কোথাগে সর্ব্বনাশ হলোগো—মাগো।)

বিশু। মদের মজা গড়ালো।

(বরদাকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবপুর—যামিনীর শয়ন গৃহ।

উন্মত্তা বেশে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।

হেমাঙ্গিনী। হা বিধি! প্রাণ যায়—আমার প্রাণনাথকে তুই কোথা নে গেলি? হা নাথ! (পতন) তুমি কোথা গেলে? আমার হৃদয় অন্ধকার কোরে তুমি কোথায় গেলে? আমি আর কার মুখ দেখে এ প্রাণ রাখবো?—আমার আর কে আছে?— আর আমি এ প্রাণ রাখবোনা। সইলো—যামিনী—তুই এখন কোথা?—একবার দেখে যা, তোর প্রাণ সইয়ের কি সর্ব্বনাশ হয়েছে একবার দেখে যা। যামিনী! তুই যে পথে গেছিস, আমিও সেই পথে যাব, আর এ প্রাণ রাখবোনা—মাগো—আমার কি হলগো—(উত্থান) জগদীশ্বর!— এই কি তোমার বিবেচনা হল? তুমি আমায় জন্ম দিয়ে জগতে কি কাজ করালে? একমূহুর্ত্তের জন্যে পতিসহবাসসুখ পেলেম না—একমূহুর্ত্তের জন্যেও পতির চরণ সেবা কোর্ত্তে পেলেম না— তুমি আমায় জন্ম দিয়ে খালি কাঁদালে— তোমায় যে দয়াময় বলে, সে অতি মুর্খু, তোমার দেহে দয়া থাক্‌লে, কি তুমি আমায় এমন কোরে চোখের জলে ভাসাতে?—তুমি কি আমার হৃদয়ের নিধিকে হরণ কোর্ত্তে? কখনই না। বাবু! তুমি দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাই। পৃথিবীতে আমি তোমার সেবা কোর্ত্তে পেলেম না, তুমি যেখানে গেছ, আমি সেখানেই যাব। তুমি আমায় ত্যাগ কোরোনা। তুমি আমায় এক দিনের জন্যেও সুখী করনি বটে, তোমার জন্যে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি বটে, কিন্তু এক নিমিসের জন্যেও তোমায় অভক্তি কর্ল্লেম না। তুমি দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাই। আমি এখনি তোমার সঙ্গে চিতার আগুনে এ পাপ দেহ জ্বালিয়ে সকল জ্বালা থেকে পার পেতেম, কিন্তু রাজার আইনে আমার সে আশা সফল হতে দিলে না! তাবলে আমি এ প্রাণ আর রাখবোনা, সতীর প্রাণ পতির সঙ্গেই যাবে। (বুকের ভিতর হইতে তরবারি বাহির করিয়া) এই চল্লেম! জগদীশ্বর! তোমার চরণে এই পাপ প্রাণ বলি দিচ্চি, আমার সকল পাপ মার্জনা কর, আর জন্মে যেন আমায় পতির বিষ নয়নে পড়তে না হয়। এই তলোয়ারে যামিনীর প্রাণ গেছে, আমারো যাক। (আঘাত করিতে উদ্যত) (বিরাজমোহিনীর প্রবেশ)

বিরা। (তরবারি ধরিতে উদ্যত) বৌঠাকরুণ! করেন কি?

হেমা। (বিরাজমোহিনীকে কাটীতে উদ্যত) সরে যা—আমি প্রাণ বলি দিচ্চি, তুই সর, নইলে তোকেও খাব। আমি রাক্ষুসী, স্বামীকে খেয়েছি, সইকে খেয়েছি, তোকে খাব। (বিরাজমোহিনীর প্রস্থান)

হেমা। হতভাগী বাধা দিতে এসেছিল, তলোয়ার! তুমি এক কোপে আমার প্রাণ নাও। (গলদেশে তরবারির আঘাত) একি! তলোয়ার! আমার প্রাণ নিলে না, তোমার গায়ে কি ধার নেই? আছে বৈকি, নইলে তুমি প্রাণসই যামিনীর প্রাণ কেমন কোরে নিয়েছিলে? ওঃ তার প্রাণ আমার চেয়েও কোমল ছিল। তবে আর একবার কোপ মার, ওঃ—উল্টে ধরেছি বলে লাগচে না। (ফিরাইয়া আঘাত করিতে উদ্যত)

(বিশুর প্রবেশ)

বিশু। (তরবারি ধরিতে উদ্যত) পাগল হয়েছেন কি?—করেন কি?

হেমা। তুই সরে যা—আমার বাবুকে তুই কোথায় নে গেলি? আমার বাবুকে কে মেরে ফেল্লে? কেন মেরে ফেল্লে? মেরে ফেলেচিস। তুই মদ ঢেলে ঢেলে খাইয়েচিস, তাতেই গেছে, তোকে কাটবো। (বিশুকে কাটিতে উদ্যত)

বিশু। (তরবারি কাড়িয়া লইয়া) আপনি পাগল হয়েছেন?

হেমা। আমি পাগল? তুই পাগল— দে আমার তলোয়ার দিবিনে? তবে আমি ডুবে মরিগে।

(হেমাঙ্গিনীর বেগে প্রস্থান)

বিশু। কোথা যান? করেন কি?

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশী—মণিকর্ণিকা ঘাট সন্নিহিত শ্মশানৈক প্রদেশ।

চতুর্দ্দিকে স্তুপাকার হাঁড়ির মধ্যে জনৈক পাগল আসীন।

পাগল। আমিই পৃথিবীর রাজা, Emperor of the world. বিলিতি কৃষ্ণ, মহম্মদ, মোজেস এরা আমার friend. এই বাড়ী (হাঁড়ী গনিয়া) এক তোলা, দোতোলা, তিন তোলা, চার তোলা, পাঁচ তোলা এ আমার বাড়ী। এই কাঁথা, এ সাত রাজার ধন। (উপাসনার সুরে) হে জগদীশ্বর! তুমি আমাকে জগতের রাজা করিয়াছ, তুমি আমাকে এই বাড়ী দিয়াছ, তুমি আমাকে ত্রাণ কর— তোমার চরণে প্রণিপাত করি। সীতার সঙ্গে ওথেলর সঙ্গে বিয়ে হয়।

হ্যামলেট ঘটক হয়, সেকস্‌পিয়র বরের পুরুত, বাল্মিকী কনের পুরুত, আমি বরের পাপ। ভারত বিনা গুণে মালা গেঁথে দেয়, সেই মালা বর কনে বদল করে। বৌভাতের সময় অর্জ্জুন নেমত্তন্ন খেতে এসে জুলিয়েটকে হরণ কোরে নে যায়, ম্যাকবেথ তার পেছনে পেছনে দৌড়ায়, Mackbeth! Mackbeth! be were Mackbeth! অর্জ্জুন জুলিয়েটকে হরণ করার দরুণ সক্রেটীস ও নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। আমার বড় ছেলের সঙ্গে ডেসডীমনার বিয়ে হয়। বড়ছেলের নাম কালীদাস, কবি কালীদাস, কবিসুঃ কালীদাস শ্রেষ্ঠঃ। কালীদাস বড় ফচকে ছিল, রসকে ছিল, অমন সুন্দর ডেসডীমনাকে পেয়েও খুসি হল না, Duke of Willington যেমন রাবনকে বধ কল্লেন, অমনি কালীদাস ঈশ্বরের হুকুমে বিধবা মন্দোদরীকে বিয়ে কল্লে। তাতেও খুসি হল না, শেষে ফলারদাস বিদ্যেভুড়ীকে ঘটক কোরে সকুন্তলাকে বিয়ে কোল্লে। ঈশ্বর তা শুনে রেগে উঠলেন, ঈশ্বরের হুকুম, এক বই দুই বিয়ে করবে না, সৃষ্টি যায় যায়, বিদ্যেভুড়ভুড়ী ভয়ে তিতুমীরের কেল্লায় আশ্রয় নিলেন। ঈশ্বর রেগে এডিসনকে Commender-in-Chief কোরে fort লুটতে পাঠিয়ে দিলেন, এডিসন তিনবার কনসিভ হল, but produce nothing, সকলে হেসে গোল কোরে উঠলো, সেই গোলমালের মধ্যে ডেসডিমোনা গলায় দড়িদে মলো। Sir Walter Scot নূতন মন্ত্র পাঠ কোরে, তাকে নিমতলার ঘাটে গোর দিলেন, ধনুষ্টঙ্কার রোগে এদিক, ওদিক, সেদিক, তিন দিক বাঁকাবাবু, সেই নূতন মন্ত্রের নকল করতে লাগলেন। ডেসডিমোনার শোকে মেঘনাদ মরে গেল; সরমা কাঁদতে লাগলো, তার চখের জলে সুয়েজ ক্যানালের জন্ম হল। সুরধুনী মুনি সুয়েজ থেকে হেলতে দুলতে গোবরগঞ্জ পর্য্যন্ত হাজির হল। সাগর সুরধুনীকে দেখতে না পেয়ে রেগে খেপে উঠলো। "পচাপুকুর" ডোবা প্রভৃতি অগম্য স্থানে সাগর গমন কোর্ত্তে গেলো। পথে সেকসিপয়রের সঙ্গে দেখা—সাগর সেকসপিয়রকে চিন্তে পারলে না। ভ্রান্তি জন্মে গেল, ভ্রান্তিকে নিয়ে বিলাপ কোর্ত্তে কোর্ত্তে সাগর খেপে উঠলো, পুঙ্গির বাইরা তখন তেঁতুল প্যাক কোরে পাঠিয়ে দিলে, হালার বাই হালারা সেই ঘেও তেঁতুল সাগরে গুলতে লাগলো, সাগর ঠাণ্ডা হল। করলেম, সেই অবকাশে কলকেতার অকটারলোনী মনুমেন্টের উপর বাঁশী বাজাতে লাগলো। মিল্টন সেই বাঁশীর স্বর শুনতে শুনতে স্বর্গ থেকে ঢিপ কোরে পড়ে গেলেন, Spen-

cer, Johnson, Byron, Pope, Homer, Vergil, Dyrdon, Churchill, senger. প্রভৃতিরে অমনি Clap দিয়ে উটলো, বাল্মিকী, ভবতী শ্রীহর্ষ, মিহির বররুচি, কৃত্তীবাস, কালীদাস, ভারত মুনি হাঁটুর কাপড় তুলে, কঞ্চির কলম ও তালপাতা ফেলে নাচতে নাচতে হাত তালী দে দুয়ো দিতে লাগলো, তাই দেখে দুঃখে Milton "Paradise Lost" লিখলেন, মিল্টনের দ্যাখা দেখি কেলুয়া ভুলুয়া ওলকপি হয়ে, বড়গাছে বাসা কোরে কিচির মিচির কোর্ত্তে লাগলো, প্যাঁচা, চেগ ঠুকরে কেলুয়া দফা রফা কল্লে, শেষে কেলুয়া ভুলুয়া ভয়ে গয়লাদের গোয়াল ঘরে লুকিয়ে কেবল আপনার মুখ আপনি দেখতে লাগলো, প্যাঁচাকে সুঁড়ির কুকুরে কামড়ালে, প্যাঁচা মরে পুঁটি বাবু হল। কেলুয়া ভুলুয়াও আবার গোল ঘর থেকে বেরিয়ে যাত্রার দল বসিয়ে দিলে। রাম কে অ্যাণ্ডামান দ্বীপে পাটিয়ে দিলে, সীতাকে সুন্দরবনে পাটিয়ে দিলে। রাম অ্যাণ্ডামানে গিয়েও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্তর জমী ফের হরণ কোর্ত্তে লাগলো। নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, দরজা, কুলুঙ্গী, প্রভৃতিরে রামের হুকুম পেয়ে প্রজাদের সর্ব্বনাশ কোর্ত্তে লাগলো। প্রজারা রাজার কাছে দরখাস্ত কোল্লে, রাজার রাজা রামের চোক অন্ধ কোরে দিলেন, এখনও অন্ধ বেঁচে আছে, কিন্তু অন্ধ বোলে ডাকলেই ফোঁস কোরে উঠে। ভরত অমরাবতীর রাজা হল। গর্ব্ভবতী সীতা বুকের আড়গোড়ায় দুটো বেটো ঘোড়া প্রসব কোল্লে। ঘোড়া দুটো ডেঙ্গুজ্বরে মরে গিয়ে কেরাণী ও স্কুল পণ্ডিত হয়ে জন্মালো। মৈথিলীকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে গান্ধারী দুষ্মন্তের সঙ্গে বিলাপ কোর্ত্তে লাগলো, সুমন্ত্র অনেক বোঝালে, কিছুতেই ঠাণ্ডা হল না। Fredrick the great Bell ও কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাতে লাগলো, পৃথিবী দুফাঁক হয়ে ইউরোপ ও এশিয়া হল, সাবিত্রী তাতে প্রবেশ কল্লেন। কুলাঙ্গ াররা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ধাপায় গিয়ে, বানরদের মত সভ্যতা, ভব্যতা, নব্যতা শিখে, বানরদের মত কাটে বস্‌তে, কাটের উপর খেতে, কাটে বসে হাগতে, কটকটীয়ে চাইতে, কলা খেতে শিখে বাঁনরী বিয়ে করে, সম্পূর্ণরূপে বানর সেজে দেশে ফিরে এলেন। দেশে এসে সকলকে চিনেও চিনতে পাল্লে না। শাক ভাত খেকো মেজাজ বদলে গেছে, মুখে আর সে দেশী ভাষা বেরোয় না, দিন রাত বাঁনরী তাকায়, কিচির মিচির করেন, দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হলে নীচু যেতে বলেন। আবার বানর বলে না ডাকলে

মুখ খিঁচিয়ে কামড়াতে আসেন, ঐ এলো পালাই।

(পাগলের প্রস্থান সদানন্দ এবং বনোয়ারী লালের প্রবেশ।)

সদা। এটা কি?

বন। তাইত! এর ভেতরে আবার ছেঁড়া কাঁথা, ফল, মূল, কি রয়েছে, বোধ করি কোন ভিখারির বাসা হবে।

সদা। যা হক, এখন যার জন্যে আসা হল, সে কায ত হল না।

বন। কি একটাও ত মড়া ছেলে পাওয়া গেল না।

সদা। আরো একদিন বিশ্বেশ্বরের নিকট থাকতে হবে।

বন। কাযেই।

(পাগলের পুনঃপ্রবেশ)

পাগল। কেরে তোরা?

সদা। আমরা পথিক, সন্ন্যাসী।

পাগল। হুঁঃ, সন্ন্যাসী? মায়া সন্ন্যাসী সেজে রুক্মিণীকে হরণ কোর্ত্তে এসেছ? বেরো এখান থেকে, আমি কে তা জানিস? আমি পৃথিবীর রাজা, ঈশ্বরের দূত, ফেরেস্তা।

বন। পাগলের মত কথা কচ্চে যে?

পাগল। বসে রৈলি যে? গিন্নি এখানে নেই, ভাত দেবে কে? তাইত বলি তাইত, নাইত, নাইত, নাইত। (স্তূপাকার হাঁড়ীর মধ্যে প্রবেশ)।

বন। এটা পাগল।

সদা। পাগলই বটে।

পাগল। "ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগা পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি করদতী সশ্বনং বিপ্রবুদ্ধা
সান্তর্হণসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতবরময়ন্ কামপিত্বং ময়েতি।।"
তাই রে নারে নাইরে নারে।

বন। একি! পাগলটা সংস্কৃত জানে নাকি?

সদা। তাই ত!

পাগল। "Fashion-a word which knows and fools may use
Their knavery and foolly to excuse.

To copy beauties, for fit all pretence
To fame–to copy faults, is want of sense."
বন। আবার ইংরাজী জানেও দেখছি যে!
পাগল। "O hard–believing love! how strange it seems
Not to believe, and yet too credulous!
They weal and wo are both of them extremes,
Despair and hope make thee ridiculous!
The one doth flatter thee, in thoughts unlikely,
With likely thoughts, the other kills thee quickly."
বন। একে সামান্য লোক বলে বোধ হচ্চে না, অবশ্য কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি হবে।
সদা। পাগল বৈ ত আর কিছু নয়।
পাগল। নাদিল কর্কশনাদে বীর এক ঝুড়ী,
(ইরম্মদ গর্জ্জে যথা) নিকুম্ভিলা কুণ্ডে।
ভক্ষিয়ে উদর ভরে কদলী, কুষ্মাণ্ড,
হ্যাম, বিফ, কটলেট, কেরী, ব্র্যাণ্ডি, মোণ্ডা।
বন। আপনি এক কর্ম্ম করুন না।
সদা। কি?
বন। আপনার কাছে যে মহৌষধটি আছে, সেইটী সেবন করিয়ে ওকে আরোগ্য করিয়ে দিন না কেন।
পাগল। তারপর কালামুখী হেলিতে দুলিতে।
ভুস্ করে ঢুকে গেল পলতার কলেতে।
প্রকাণ্ড লোহার নলে করি দরশন।
জিজ্ঞাসিল কোথা হতে তব আগমন?
সাদরে লোহার নল উত্তরিল তায়।
যেখানে ময়ূর হতে কাক গুলো যায়।।
সদা। আজকের তিথিটে কি?
বন। অমাবস্যা শনিবার।
সদা। ঔষধ সেবনের উপযুক্ত দিন বটে।

বন। তবে ওকে ডেকে বাসায় নে যাওয়া যাক, ওরে ও—

পাগল। কিরে কি?

বন। ভাত খেতে যাবি?

পাগল। কোথা? কোথা? যাব, যাবনা কেন? যাব-যাব। আমি যাব, তুমি যাবে?

সদা। তোর নাম কি?

পাগল। হাহা হাহা, আমার নাম কি?— কি ত কি। My name is মহামহিম শ্রীযুক্ত Sir মৌলবী, The Emperor of the world John. নূরবকস, হায়রানজী, জুজু ভাই, নেউলপ্রসাদ ভোম্বল দাস, আর—আর কি? রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় খাঁ, রায় বাহাদুর না রাজা, না মহারাজা, বাহাদুর মহোদয় G.C.S.I.J.K.L.M.N.O.P. আর যা বলতে পার তাই।

সদা। তোর বাড়ী কোথায়?

পাগল। বাড়ী কোথায়? তোরা কি কানা? (হাঁড়ী দেখাইয়া।) ঐ যে আমার বাড়ী, দেখতে পাচ্চিস না?

সদা। আরোগ্য না হলে প্রকৃত উত্তর পাওয়া কঠিন, আমাদের সঙ্গে ভাত খাবি চল।

পাগল। ভাত খাব, ভাত খাব, খাব কোথা?

বন। আমাদের বাড়ী।

পাগল। তবে দাঁড়াও, আমি Refreshment room থেকে আসি।

বন। আরোগ্য হবে কি বোধ হয়?

সদা। সে অব্যর্থ ঔষধ, যেমন কেন পাগল হোক না, আরাম হবেই।

বন। ও ঔষধটি কোথায় পেয়েছেন, বলেছিলেন?

সদা। কামাক্ষার এক যোগিনী মৃত্যুকালে আমাকে দিয়ে যান।

পাগল। (ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিতে দিতে) আমি বাবু, কেমন বাবু? " বাবুর মধ্যে বাবু যেমন নীলমণি হালদার।
ধনির মধ্যে ধনি যেমন দুলাল সরকার।"
তেমনি আমি, হা হা হি হি।।

সদা। চল তবে।

পাগল। তোমরা আমার Body Gaurd হও, একজন পেছনে একজন সুমুখে যাও। (সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—কাশী—বাঙ্গালীটোলা।

বনয়ারীলাল ও সদানন্দের বাসা গৃহ।

বনয়ারীলাল, সদানন্দ এবং পাগল আসীন।

পাগল। আপনারা কে? আমাকে পরিচয় দিন। আপনারা আমার যে উপকার কল্লেন, জগতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাতে আপনাদের সে উপকার ঋণ পরিশোধ হয়। আপনারা যদি এ অধিনের প্রতি সদয় না হতেন, তাহলে কখনই আমি চৈতন্য প্রাপ্ত হতেম না। চিরকালই আমাকে উন্মত্ত অবস্থায় থেকে জগতের সকল সুখ হতে বঞ্চিত হতে হত।

সদা। তোমার আরোগ্য লাভ দর্শনেই আমরা পরম পুলকিত হলেম। আমরা সন্ন্যাসী, কোন দ্রব্যেরই প্রার্থী নেই। আর আমরাই বা তোমার কি উপকার কল্লেম বল? জগদীশ্বরই তোমার মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তন কল্লেন।

বন। তোমার নাম কি?

পাগল। আমার নাম শরদাকান্ত রায়, পিতার নাম জীবনকান্ত রায়।

বন। নিবাস কোথায়?

শারদাকান্ত। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শিবপুর গ্রামে।

সদা। তোমার উন্মত্ত হবার কারণ কি?

শারদা। কেন যে আমি উন্মত্ত হয়েছিলাম, তা আমি কিছুই স্মরণ কোর্ত্তে পাচ্চিনে।

সদা। এখানে এলে কেমন কোরে?

শারদা। আমার একটু একটু স্মরণ হচ্চে যে, আমি যেন উন্মত্ত হয়েই বাড়ী থেকে বেরিয়েই রেলে উঠে বরাবর এ পর্য্যন্ত আসি; পরে এখানে যখন নাবলেম, তখন গাড়ীর ভাড়া দিতে না পারায় কে যেন আমাকে প্রহার কোর্ত্তে লাগলো; তাই দেখে অপর একজন, আমাকে যে মারছিল তার হতে থেকে ছাড়িয়ে দিলে।

বন। তোমার বিবাহ হয়েছে?

শারদা। বিবাহ হয়েছে বটে, কিন্তু আমার আত্মীয়, পরিবারেরা কে কেমন আছেন, তা বলতে পারি না।

বন। কয় বৎসর তুমি এমন উন্মত্ত হয়েছিলে?

শারদা। বহু দিন হবে।

সদা। এ পর্য্যন্ত কোন আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাত হয় নাই?

শারদা। না।

সদা। সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা।

শারদা। যদি অনুমতি করেন, তা হলে একটি নিবেদন করি।

সদা। তোমার যা বাসনা থাকে, নির্ভয়ে প্রকাশ কর।

শারদা। আপনাদের সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করবার কারণ কি?

সদা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) সে দুঃখের কথা আর কি বলবো? আমার নিবাস কলিকাতা বেনেটোলা। সংসারের মধ্যে কেবল একটি মাত্র পুত্র ছিল। আমি কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যবসায় কর্ত্তেম। পুত্রটি সাবালক হলে, তাকে কলিকাতার বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ কোরে, আমি মুঙ্গেরে গিয়ে অপর একটি বাণিজ্যাগার খুলি। কিন্তু মুঙ্গেরের বাণিজ্যে তাদৃশ লাভ না হওয়াতে সে বাণিজ্যাগার উঠিয়ে দিয়ে কলিকাতায় গিয়ে দেখি যে, পুত্রটি কলিকাতার বাণিজ্যাগারটি অপর একজনকে বিক্রয় কোরে, একটী বেশ্যা ও কতকগুলি মাতাল পুষেছেন, ও দিবারাত্রি মদ খেয়ে খেয়ে যকৃত রোগে ভুগছেন। এই সব কাণ্ড দেখে আমার মনে যে তখন কি ভাবের উদয় হল, তা তুমি অনায়াসেই বুঝতে পাচ্চ।

শারদা। আজ্ঞে হাঁ।

সদা। তারপর ছেলেটীকে বাঁচাবার জন্যে অনেক চেষ্টা কল্লেম। কিছুতেই কিছু হল না, ছেলে মরে গেল, আমিও দুঃখ শোকে, সন্ন্যাসী হয়ে, আজ বিশ-বৎসর যাবৎ ভারতের নানা তীর্থস্থানে ভ্রমণ কোরে বেড়াচ্চি।

(নেপথ্যে। মাগো বাবা গো মলেম গো ও গো তোমরা আমায় বাঁচাও গো মরি গো ও গো বাবা গো।)

সদা। ও কি? স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ যে?

(নেপথ্যে মলেম গোঁ)

সদা। বনয়ারী! কি হল দেখ দেখ।

শারদা। আমিও যাই।

(বনয়ারী ও শারদাকান্তের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে মারলে গো মারলে গো **মলেম** গো)

সদা। কাণ্ড খানা কি?

(নেপথ্যে মার, মার, মার, ধর, ধর।)

সদা। এগিয়ে গিয়ে দেখি।

(প্রস্থান ও একটী স্ত্রীলোককে ধরিয়া শারদা, ও সদানন্দ এবং বনয়ারী লালের পুনঃপ্রবেশ।)

সদা। ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

বন। গিয়ে দেখি কে একজন এঁকে প্রহার কোচ্ছিল, কিন্তু আমরা যাবা মাত্রই দৌড় দিলে।

সদা। যালক স্ত্রী লোকটী ভয়ে একান্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, মুখে একটু জল দাও।

শারদা। (জল দান) এ কে? অ্যাঁ (মূর্চ্ছা)

বন। এ কি? এ আবার এমন হয়ে পড়ল কেন? এখানা কি দেখুন।

(ছবি প্রদান)

সদা। কোথায় পেলে?

বন। স্ত্রীলোকটীকে নামাবার সময় বুকের কাপড়ের ভেতর থেকে পড়ে গেল।

সদা। এ যে ঠিক শারদাকান্তের আকৃতি। নীচে আবার কি লেখা রয়েছে যে, শারদাকান্ত-চরণ-প্রার্থিণী হতভাগিনী সৌদামিনী, এ অবশ্যই শারদাকান্তের স্ত্রী বা অপর কেউ হবে।

বন। তবে এক কর্ম্ম করি আসুন। স্ত্রীলোকটীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ কোরে আমরা আড়ালে দাঁড়াই।

সদা। ঐ যে স্ত্রীলোকটীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হবার উপক্রম হচ্চে, চল যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

সৌদামিনী। এ কি! এখানে আমায় আনলে কে? —গোরাচাঁদ নাকি? জগদীশ্বর! এ ঘরে আনলে কেন?—খুন কর্ব্বে না কি? এ কে?—অ্যাঁ— এ কে? —অ্যাঁ—শারদাকান্ত না কি—অ্যাঁ—জীবনকান্ত! — (মূর্চ্ছা)

শারদা। সদু কৈ?—সদু? (ফটোগ্রাফ লইয়া) এযে সেই ফটোগ্রাফ— সেই সদুর লেখা। এ যে সেই—আমার সদু সদু! সদু!

সৌদা। অ্যাঁ অ্যাঁ (আলিঙ্গন করিয়া) নাথ! আপনার মনেও এই ছিল?— আপনি কেমন কোরে এ দুঃখিনীকে বিসর্জন দিয়ে ভুলে ছিলেন? (রোদন) আপনি কি দোষে দাসীকে এত দিন সংবাদ দেন নাই? আমি আপনার চরণে কি অপরাধ করেছিলাম?

শারদা। কেঁদনা, কেঁদনা, শান্ত হও। দেখ, সকলি জগদীশ্বরের ইচ্ছা তোমার কোন দোষ নাই, সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি এতদিন জীবিত ছিলাম বটে, কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে। আমি এত দিন উন্মত্ত হয়েছিলাম। আমার কোন জ্ঞানই ছিল না, জ্ঞান থাকলে তোমাকে কখনই এত বেদনা দিতেম না। কেঁদনা কেঁদনা—(চক্ষের জল মুছাইয়া) তুমি এখানে কি কোরে এলে বল?

সৌদা। আপনি যেদিন দাসীরে দুঃখিনীরে বিসর্জ্জন দিয়ে দৃশ্য হন, আমি সেই ভযঙ্কর দিন অবধি কেবল চক্ষের জল পান কোরেই জীবনধারণ কোরে আছি। আপনার অদৃশ্য হবার কিছুদিন পরেই বাটীর সকলে আপনার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ কোল্লে, তখন দুঃখিনীর হৃদয়ে বজ্রাঘাত হল। শোক-সাগরে পতিত হয়ে, সে অবধি এ পর্য্যন্ত যে কি কষ্টে ছিলাম, তা সর্ব্বঅন্তর্যামী জগদীশ্বরই জানেন। (রোদন)

শারদা। কেঁদো না কেঁদো না।

সৌদা। দয়াময় জগদীশ্বর সেই শোকদগ্ধ হৃদয়ে আর একটী অনল জ্বেলে দিলেন, দুরাত্মা গোরাচাঁদ—

শারদা। অ্যাঁ—তারপর?

সৌদা। আমাকে কত প্রলোভন দেখাতে লাগলো।

শারদা। কেন?

সৌদা। জগদীশ্বর জানেন।

শারদা। বুঝেছি, তারপর?

সৌদা। আমি সেই দুরাত্মার ভয়ে, সকলের অগোচরে একাকিনী বাড়ী হতে বহির্গত হলেম, পথে দুরাত্মা আক্রমণ কল্লে।

শারদা। হা দয়াময়! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

সৌদা। আমি নাকি এই অনাথিনী দাসীবেশে ছিলেম, কাযেই তখন গোরাচাঁদ আমায় চিন্তে পাল্লে না, ভাগ্যক্রমে সে যাত্রা ত্রাণ পেলেম।

শারদা। বিপদভঞ্জন! (প্রকাশ্যে) তারপর?

সৌদা। পরিত্রাণ পেয়েই রেলে চড়ে, এই কতক্ষণ মাত্র এখানে পৌছে যাচ্চি, এমন সময় ফিরে দেখি যে, সেই দুরাত্মা গোরাচাঁদ রাক্ষস বেশে আগমন কোরে প্রহার কর্ত্তে উদ্যত। আমি ভয়ে মূর্চ্ছিতা হলেম। তারপর এই আপনার চরণ দর্শন কোরে আমার সে সকল দুঃখ, যাতনা সমূলে নির্ম্মূল হল। নাথ! পুনরায় যে আপনার পদপঙ্কজের মধুপান কর্ত্তে পাব, তা ভ্রমেও ভাবি নাই।

শারদা। সদু! আমরা ঈশ্বরের চরণে অবশ্যই মহা অপরাধী হয়েছিলেম, সেই কারণেই আমাদের এত যাতনা ভোগ কর্ত্তে হল। যাহক, তুমি এখানে কার কাছে থাকবে বোলে আসছিলে?

সৌদা। এখানে আমার মামা এসে বাস কর্চ্চেন। তাঁদেরি কাছে থাকবো, আর দয়াময় জগদীশ্বরের ও আপনার চরণ চিন্তা কোরে জীবন যাপন কর্ব্বো বোলেই বেরিয়েছিলেম। কেবল মহাপুণ্য ফলেই আপনার শ্রীচরণ দর্শন পেলেম। আপনার খুড়াও এখানে আছেন।

শারদা। এখানে?

সৌদা। গোরাচাঁদের দৌরাত্ম্যে তিনি দিন কতক হল, এখানে এসে বাঙ্গালীটোলায় বাসা কোরেছেন।

শারদা। বটে? তবে চল, যে মহাপুরুষদের অনুগ্রহে আমি আরোগ্য লাভ কোরেছি, তাঁদের চরণ বন্দনা ও অনুমতি নিয়ে খুড়ার কাছে যাই।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।
কাশী—বাঙ্গালীটোলা—কমলাকান্তের বাসাবাটী।
কমলাকান্তের উপবেশন গৃহ।
কমলাকান্তের প্রবেশ।

কমলা। (স্বগত) হা বিশ্বেশ্বর! সকল জ্বালা থেকে জুড়াব বোলে তোমার কাছে এলেম; তোমার কাছে এসেও আবার জ্বলতে হল! হা ভগবান! এ নরাধম তোমার চরণে এমনকি অপরাধ কোরেছে যে, এত মনোবেদনা প্রদান কোচ্চ। আর এ পাপ প্রাণ রাখবো না। একি কম লজ্জার কথা! কম অপমানের বিষয়! ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ হরণ! রাম, রাম, মহাভারত। এ নির্ম্মল বংশে কখন যে কলঙ্ক হয় নাই—আমা হতে তাই হল! পত্রখানা আর একবার দেখি। (পত্রপাঠ)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু কমলাকান্ত রায়
জমীদার মহাশয় প্রবল প্রতাপেষু—
মহাশয়ের শিবপুর হইতে গমনাবধি এক খণ্ড ও পদ্মপাণিপ্রসূত পত্র অপ্রাপ্তে মনঃপীড়ায় অতীব পীড়িত আছি; সত্বরে কোমল করকমলাঙ্কিত আশীর্ব্বাদ লিপি প্রেরণ করত চিন্তা দূর করেন ইহাই একান্ত প্রার্থনা।
অপর আপনার বাটীর কর্ম্মচারীদিগেরও গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ বণিতা তাবতের মুখে একটি

সংবাদ শ্রবনে অতীব লজ্জিত, দুঃখিত এবং বিস্মিত হইতেছি যে, আপনি শারদাকান্তের স্ত্রীকে গোপনভাবে বাটী লইতে হইয়া গিয়াছেন! ইহাতে গ্রামের তাবতে আপনার নির্ম্মল চরিত্রের প্রতি কলঙ্ক অর্পণ ও নানাবিধ নিন্দা করিতেছি। আপনি যে এরূপ চরিত্রের লোক নহেন তাহা আমি বিশেষ মত অবগত আছি। কিন্তু শারদাকান্তের স্ত্রী যদি যথার্থই আপনার নিকট যাইয়া থাকে তাহা হইলে আপনার কর্ত্তব্য যে, তাঁহাকে লইয়া বারেক সত্বরে এ মোকামে আসিয়া, বৃথা কলঙ্ক অপনোদন ও বিষয় বিভবাদির বন্দোবস্ত করেন। অত্রত্য সমস্ত মঙ্গল, তথাকার মঙ্গলাদি সংবাদ জ্ঞাত করিয়া চিন্তা দূর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইতি— অনুগত, শ্রী সূর্যকুমার কবিরত্ন।

সূর্য্যকুমার বাবু আমার একান্ত হিতসাধক বন্ধু, তিনি কখনই মিথ্যা লেখেন নাই। সৌদামিনী অবশ্যই ভ্রষ্টা হয়ে অদৃশ্য হয়েছে। আমার কোন শত্রু সেই সুযোগে আমার শিরে এই কলঙ্ক ভার দিয়েছে! যাহক এ প্রাণ আর রাখা উচিত নয়। যখন বংশে একজনও বাতী দিতে রৈল না, শারদা মোলো, বরদা মোলো, বরদার স্ত্রী মোলো, শারদার স্ত্রী ভ্রষ্টা হলো, আর এই বৃদ্ধ বয়সে এ কলঙ্ক-বাণের আঘাতী হতে হল, তখন আর এ প্রাণ রেখে প্রয়োজন কি?— এই যে বিষ আনিয়েছি, এই বিষ পানেই প্রাণত্যাগ কর্ব্বো। ভগা—ও ভগা—

(নেপথ্যে আজ্ঞা)

কম। আমার খাবার নি আয়। (স্বগত) দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাব।

(নানাবিধ ফল, মূল ও দুগ্ধ লইয়া ভগার প্রবেশ ও রাখিয়া প্রস্থান)

কম। (ভোজনে উপবেশন ও দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করত পান করনোদ্যত) না, এ সময়ে— এই অন্তিম সময়ে একবার গঙ্গাস্নান কোরে আসি।

(প্রস্থান। ভগার প্রবেশ)

ভগা। বাবু গেলেন কোথা? ও ঘরে বুঝি। যাই আমিও এই সময় একবার বিশ্বেশ্বরকে দেখে আসিগে।

(গোবাচাঁদের প্রবেশ)

ভগা। একে? জামাইবাবু নাকি? আসুন আসুন, কোত্থেকে এলেন?

গোরা। সুঁড়ীর বাড়ী থেকে। তোর বাবু কোথা?

ভগা। তিনি এই আমাকে খাবার দিতে বলে কোথ গেলেন। বাড়ীর সব ভাল আছেন?

গোরা। সে কথা চুলোয় যাক, তুই এখন আমাকে মদ দিতে পারিস কি না বল?

ভগা। এখানে মদ পাব কোথায়?

গোরা। দূর ব্যাটা ওগুলো কি?

ভগা। বাবুর খাবার।

গোরা। আমি খাই।

ভগা। আজ্ঞে ও বাবুর খা—

গোরা। চোপরাও

ভগা। (স্বগত) ব্যাটা সেখানে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে, আবার এখানে জ্বালাতে এল, ব্যাটাকে যমেও নেয় না।

গোরা। বাহবা! কাঁচা মিটে আঁব, চাটের বড় সুবিধা হবে। (আম্রভক্ষণ) সদু শালী পালাল। কোথা পালাবে চম্পা বড় ধানু ছেলে, যেখানে যাবে, সেইখানে গিয়ে ধোরব।

ভগা। কাকে ধরবেন?

গোরা। তোর বাবাকে।

ভগা। আমার বাবা যমের বাড়ী।

গোরা। এখনি যমের বাড়ী গিয়ে তোর বাপকে ধরে আনব।

ভগা। ঈশ্বর করুন শিগগিরিই যেন সেখানে যেতে হয়।

গোরা। সদুকে প্রাণ থাকতে ছাড়বো না। এটা কি দুধ? দুধটা আগে খাই। (দুগ্ধ পান) বুক গেল, বুক গেল, প্রাণ গেল—মলে—মলেম।

ভগা। এ কি হল?

গোরা। মদ দে—সদু কেথা? প্রাণ যায়—বাবা গো মদ দে মদ—বুক গেল—মরি—মদ—মদ—মদ—প্রাণ ত্যাগ

ভগা। (স্বগত) একি সর্ব্বনাশ হল! একেবারে মরে গেল যে! কি হবে? করি কি? দুধ খেয়ে মরে গেল! দুধে ছিল কি? এখন করি কি? বাবু এখনি এলেই সর্ব্বনাশ হবে। আমি খুন করেছি বলে, আমায় পুলিশে ধরিয়ে দেবে। সর্বনাশ হল, পালাই, পালাব কোথা? যেখানে যাব সেখান থেকে ধরে এনে ফাঁসি দেবে। একে এখন পাইখানার ভেতর ফেলে দিইগে, তারপর বাবু এলে ছুটী নিয়ে বাড়ী যাবার নাম কোরে পালাব। তাহলে আর টের পাবে না। (গোরাচাঁদের পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া ভগার প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবপুর—সৌদামিনীর পুস্তকালয়।

দর্পন হস্তে সৌদামিনীর প্রবেশ

সৌদামিনী। (দর্পনে মুখ দেখিয়া) বিধবার দাঁতে মিশি। জগদীশ্বরের লীলা বোঝা ভার। দয়াময় এতদিন আমারে বিধবা রেখেছিলেন, আজ আবার আমায় সধবা করলেন! আজ আবার আমার দাঁতে মিশি পড়ল! দুঃখ জলধি

থেকে উদ্ধার পেয়ে আজ সুখ মন্দাকিনীতে সঞ্চরণ কচ্চি। এই সেই ভয়ঙ্কর তমোময়, বিষময় গৃহ, আজ আলোময়! জগত আনন্দময় হৃদয় প্রমোদময়!

(শারদাকান্তের প্রবেশ)

সৌদা। আসুন, আসুন।

শারদা। বস, বস, প্রিয়ে! এই গৃহে বসে পুনরায় যে তোমার মধুর বচন শ্রবণ কোরব, সে আশা আমার ছিল না।

সৌদা। এ দাসীও যে পুণরায় এই গৃহে আপনার বামে বসে, আপনার চরণ কমল দর্শন কোরে, জীবনকে চরিতার্থ কোচ্চে, তা ভ্রমেও ভাবে নি।

শারদা। সকলি সেই অনন্ত শক্তিমান জগদীশ্বরের লীলা। তিনি মনুষ্যকে কখন দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করেন, কখন সুখ-সৌরভে আমোদিত করেন। কিন্তু প্রিয়ে! মঙ্গলের জন্যই তিনি দুঃখ দান করেন। যা হক এখন এস, একবার যে করুণাময়ের করুণাময় আমরা এ বিকট দুঃখ-সাগর হতে উদ্ধার পেলেম তাঁর সুধামাখা নাম গান কোরে জীবনকে চরিতার্থ করি।

(উভয়ে ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন)

"বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম।
হল দুঃখ অবসান, পিতা আপনি কল্লেন বিধান,
দিয়ে ভক্তিদান; আর ভয় নাই ভয় নাই পরিনাম।
দুঃখী তাপী যে থাক, বদন ভরে সেই পিতায় ডাক,
ডাকিয়ে দেখ; সিদ্ধ হবে হবে মনষ্কাম।
পিতা পরম দয়াল, নামে আপনি কাটে মায়াজাল,
ভবের জঞ্জাল; হবে সুখ শান্তি অবিরাম।
দয়ার নিধি পিতা আমার, পাপী সন্তানে অধিক তাঁর
করুণা বিস্তার; তিনি কভু কারও নহেন বাম।"

একেই বলে বাঙ্গালি সাহেব

(প্রহসন)

শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন প্রণীত



শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

কলিকাতা—শোভাবাজার রাজা কালীকৃষ্ণের লেন নং ৩০।

সম্বৎ—১৯৩৩।

☞ এই পুস্তক এই যন্ত্রালয়ে, সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং
ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

একেই বলে বাঙ্গালি সাহেব।

(প্রহসন)

শ্রী গিরি-গোবর্দ্ধন প্রণীত।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ও প্রকাশিত।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

কলিকাতা - শোভাবাজার রাজা কালীকৃষ্ণের লেন নং ৩০

সম্বৎ ১৯৩৩

এই পুস্তক এই যন্ত্রালয়ে, সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং

ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়

ভূমিকা।

পাঠকবর্গ! এই প্রহসন কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আপনাদিগকে প্রদত্ত হয় নাই। ইহার উদ্দেশ্য ভিন্ন। প্রহসনচ্ছলে সামাজিক নিয়মাবলির আদর্শ আপনাদিগের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। যদ্যপি জ্ঞানচক্ষু থাকে, তবে আপনাদের প্রতিমূর্ত্তি ইহাতে দেখিয়া লউন; এবং নিজের ও দেশের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হউন। অহঙ্কার ও আত্মাভিমান আমাদের দেশ-উৎসন্নের মূল। ইহাদিগের পরবশ হইয়া আমরা অন্যের হিতোপদেশ কিম্বা উদাহরণকে মনে স্থান দিতে বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। আমাদিগের বিলাত হইতে প্রত্যাগত ভায়ারা আমাদিগের বিষ-নয়নে পতিত হইয়াছেন। কেবল আমাদের জাতীয় হিংসা আর তাঁহাদের উন্নত অবস্থা ভিন্ন তাহার আর কিছুই কারণ আমি উপলব্ধি করিতে সমর্থ নই। যাঁহাদের লইয়া সমাজের মুখ উজ্জ্বল হয়, আমরা তাঁহাদিগকে পদে নিক্ষেপ করিয়া কতিপয় কাপুরুষ স্বার্থপর নরাধম ব্যক্তির কুপ্রবৃত্তির অনুমোদন করি। এই প্রহসন পাঠ করিয়া যদি আপনাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়, তবে দেশের পরম সৌভাগ্য। আমি পাঁচালিদল-ভুক্ত ব্যক্তি নহি যে, অন্যের সহিত বাগবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইব। অনেকেই এই পুস্তকের নাম পাঠ করিয়া মনে করিতে পারেন যে, ইহা ইহার সদৃশ অপর এক প্রহসনের উত্তর স্বরূপ। আমি তাঁহাদিগকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, কোন প্রকার জনরঞ্জনকারী পুস্তক পাঠে ইহা লিখিত হয় নাই। আমি সে পুস্তক কি প্রকার এবং তাহার বিষয় কি, অদ্যপি অবগত নহি। এ প্রহসনের উদ্দেশ্য কেবল দেশের হিত-সাধন।

শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন।

প্রহসনোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

লোক বসু...বড়লগ্রামের একজন ভদ্রলোক।
গদাধর বসু ...তাঁহার সন্তান-বিলাত প্রত্যাগত সিবিল সারভান্ট।
নিধুরাম মণ্ডল...বড়লগ্রামের প্রধান ব্যক্তি।
কাশীকিঙ্কর তর্কবাগীশ
রামলাল ন্যায়রত্ন
রাধাগোবিন্দ দত্ত
ভোলারাম দাস
} ...বড়লগ্রামের বাসিন্দা।
গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য... ঐ ব্রাহ্ম।
কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য...গ্রামের পূজারি ব্রাহ্মণ।
মাধব গুঁই...পাঁচালির দলের ঢোল বাজনওয়ালা।
নবীন তাঁতী...বড়লগ্রামের ইস্কুলের মাস্টার।
হরকালী দত্ত....
কৃষ্ণদাস তলাপাত্র
} ...উকীল।
গৌরদাস মিত্র...ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।
দ্বারকানাথ বাচস্পতি...ইস্কুলের পণ্ডিত।
হরু গোঁসাই...কলিকাতার হৌসের মুৎসুদ্দি।
চুণিলাল দত্ত. ..কেরাণী।
রামপদ নাজির...গদাধরের নাজির।
মোক্তার, চাটুকার, জমাদার, কনস্টেবল, সরকার, প্রতিবাসী ইত্যাদি।
সদরআলা।
নব...সদরআলার সন্তান।
ডাক্তার বসু...সিবিল সার্জন।
মনোমোহিনী...গদাধরের স্ত্রী।
নলিনী ..গদাধরের কন্যা।
গদাধরের মা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

গুলির আড্ড়া।—ঘরের মেঝেয় একটা ছেঁড়া মাদুর বিছান।— এক কোণে মাল্সা করিয়া আগুন।— রামচাঁদ নিদ্রায় অভিভূত; নবীন মাস্টার হাঁটুর উপর মস্তক রেখে ঝিমুচ্ছেন।— পাঁচালীর দলের মাধব গুলি তয়ের কোচ্চেন; এমন সময়ে কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।— শরীরে তেলমাখা, কাঁদে গাম্ছা।

কালাচাঁদ। — আরে শুনেছ? বোসেদের গদা নাকি বিলেত থেকে কর্ম্ম নিয়ে ফিরে আস্ছে? গোলোক বোসের বাড়ীর নিকট দিয়ে এলাম, বাড়ীর আড়ম্বর দেখে জিজ্ঞাসা কর্লাম বোস্জা মশাই খবরটা কি? দু-চারবার জিজ্ঞাসা কর্বার পর থতমত খেয়ে বল্লে, অ্যাঁ অ্যাঁ এই আমার গদাধরের জন্য ভাব্ছিলাম। তারে খবর পাঠায়েছে দু-তিন দিনের মধ্যে বাড়ী আস্বে।

মাধব। বল কি? এর মধ্যেই পাশ হয়ে এল? সে যে সেদিন বিলেতে পালিয়ে গেল, গোলোকের বাড়ী হুলস্থূল কান্না পড়ে গেল যে গদা নিউদ্দেশ হয়েছে। দেখ্ছি বিলেতে গেলেই পাশ হয়। সাহেবদের মত বাঙ্গালীর ত মোটা বুদ্ধি নয়। আমরা যদি পাঁচালীর দলে না ঢুক্তাম, তা হলে বিলেত গিয়ে এতদিন জজ্ মেজেষ্টর হয়ে আস্তাম।

কালাচাঁদ। সত্য না কি? তা হলে বল আমি আমার ছেলে মাণিককে আর পূজার মন্ত্র সাধ্তে শিখাব না। পূজুরি বামুন হয়ে দুঃখু কত দিনে ঘুচ্বে। যাগ ও বিলাত যাগ। মাস্টার মশাই কি বল?

নবীন। বাবা! বিলাত যাওয়া কি অম্নি মুখের কথা? আমরা গাঁজায় দম মেরে কখন স্বর্গে যাই, কখন বিলেত যাই। তোমার ছেলের কপালে সেই রকম বিলেত হবে।

মাধব। কেন, শক্তটা কি? বাহাদুরী কিসে? হাজার দুই টাকা হলে, ওতে ত লেখা পড়ার দরকার নাই। গেলেই পাশ। আমরা মনে কর্লে অনায়াসেই যেতে পারি।

নবীন। তবে কেন পাঁচালীর দলে ঢোল বাজিয়ে মর? পর্‌বার কাপড় জোটে না। চেটায় বসে ধরা খানা শরা দেখ্‌লে ত হয় না। হাতে কলমে হলে বোঝা যায়। গদা তখন ইস্কুলে পড়্‌তো, তখন আমি মনে কর্‌তাম ও ছোঁড়া বড় হলে একজন হবে।

মাধব। তোমার পোড়ো বলে তাই তুমি এত তারে বাড়াচ্ছ। তা নৈলে গদার মত আমাদের পাড়ায় ১০০ ছেলে বের করে দিতে পারি।

নবীন। বটে! বলি গদার নামে একখানা পাঁচালীর বই তৈয়ারি করে ফেল না কেন। তার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?

মাধব। এমন বিশেষ নয়, একদিন রাস্তায় দেখেছিলাম।

কালাচাঁদ।— আমার সঙ্গে খুব আলাপ। যা হোক এলে আমাদের এক রকম ভাল হবে।

মাধব। কিসে?

কালাচাঁদ। বিলেত থেকে কি আর সায়েব শুবর সঙ্গে আলাপ করে আসেনি? গিয়ে ধর্‌লে পর আমার ছেলের কি জামাইয়ের একটা কর্ম্ম করে দিতে পার্‌বে না? নিদান চক্ষু লজ্জায় পড়ে নিজের সেরেস্তাদারীটে ত দিতে পারে। আমার জামাই অতি সুবুদ্ধি ছোকরা। এন্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়ে ছিল, এবার প্রথমবার বলে পাশ কর্‌তে পারে নি। তা নৈলে অতি বুদ্ধিমান্।

মাধব। মন্দ ঠাওরাওনি। কিন্তু ওর সঙ্গে আলাপটা ভাল করে কর্‌তে হবে। মাস্টার! ও ত তোমার সাক্‌রেদ, একদিন সঙ্গে করে আড্ডায় আন্‌তে পার? আর বুঝি, আমাদের রামচাঁদের সঙ্গেও আলাপ আছে। পাঠশালায় দু জনে একসঙ্গে পড়তো।

কালাচাঁদ। বাবা! সে কি গুলির আড্ডায় আস্‌বে? তারা বিলেত গিয়ে শুঁড়ীর ঘর চিনেছে। এখন বোতল্ বোতল্ ব্রাণ্ডী পার কর্‌বে তাদের কি এতে শানাবে। যা হোক পরামর্শ মন্দ নয়, চেষ্টা কর্‌লে হানি কি? যত দলে ভারী হয় ততই ভাল। ওর বাপের সঙ্গেও আমার খুব আত্মীয়তা আছে।

নবীন। তোমাকে তবে পায় কে? তোমার পাতরে পাঁচ কিল। আমার বোধ হয় সে এখন আর সে গদা নাই। সে এখন মথুরার রাজা হয়েছে। এখন চস্‌মা চোকে দিয়ে চিন্তে পার্‌লে বাঁচি।

কালাচাঁদ। দেখ, কিন্তু ওকে খবরদার চটানো হবে না। ও পাড়ার নিধু মণ্ডল এর মধ্যে দলাদলির ঘোঁট কর্‌চে। আমি বাবা গোলোক বোসের দলে: এখনকার কালের আবার জাত। "বলে টাকা আছে যার জাত আছে তার।"

জাননা? রামগোপাল ঘোষ বলেছিল "বাক্সোর ভিতর জাত তুলে রেখেছি।"

মাধব। উত্তম পরামর্শ। আমারও দাদার মতে মত। এই বেলা থাক্‌তে তার উদ্যোগ কর্‌লে গোলোক বোস খুশি হতে পারে। চল, আজ তাকে এ বিষয়ে জানান যাগ।

নবীন। তোমরা যাও। আমি এইখানে বসে বসে আমার বিলাত দেখি।

কালাচাঁদ। দেও বাবা এক্‌বার কল্‌কেটা, জলে নাব্‌বার আগে একবার গাটা গরম করে নি। (কালাচাঁদের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ত্তাঙ্ক।

নিধুমণ্ডলের চণ্ডিমণ্ডপ।— কাশীকিঙ্কর তর্কবাগীশ, রামলাল ন্যায়রত্ন, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ভোলারাম দাস, রাধাগোবিন্দ দত্ত আসীন। নিধু মণ্ডল একটা টুলে বসে পা ধুচ্চেন আর চণ্ডিমণ্ডপের এক পার্শ্বে রামলাল ও রাধাগোবিন্দ দাবা খেলায় মত্ত।

তর্ক। অবশ্য আমাদের সকলকে মনোযোগ করে এ বিষয়ের প্রতীকার কর্‌তে হবে। যথার্থ এখন ত কলি সম্পূর্ণ হয় নাই, যে সাংসারিক ক্রিয়া কর্ম্মে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হবে। সমাজ আর কত পাপ ভার সহ্য করবে? এ কি সামান্য কথা! যাবনিক আচার আশ্রয় করে আবার হিন্দুসমাজ ভুক্ত হবার চেষ্টা! ইংরাজদের সঙ্গে আহার, ইংরাজদের সহিত দিবারাত্র সহবাস, অভক্ষ্য ভক্ষণ; অপেয় পান করেও যদি লোকে পতিত না হয়, তবে কেন আমি আমার পৈতা নিয়ে জলে ফেলে দি না।

নিধ। ভট্‌চায্যি মশাই! আমিও ত ঐ বলি। আপনাদের মতন মহাপুরুষ থাক্‌তে কি হিন্দুধর্ম্ম উচ্ছন্ন যাবে? আপনার পিতা ঠাকুর কি তেজী পুরুষ ছিলেন। যখন রাজা নরসিংহকে নিয়ে দলাদলি হল, তখন আমার মনে পড়ে যে সহস্র লোক রাজাকে জেতে নেবার জন্যে এক দিক্, আর আপনার পিতা ঠাকুর এক দিক্। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি বাড়ী বাড়ী ফিরেছেন। কিনা রাজা নরসিংহ পূজার সময় ইংরাজদের নিমন্ত্রণ করে খানা ও নাচ দিয়েছিলেন। যদি রাজা প্রায়শ্চিত্ত না কর্‌তো, আর তাঁকে ১ তোলা সোনা দান না কর্‌তো, তা হলে কি সহজে উদ্ধার হতো। তাতে আর এতে কতদূর ভিন্ন বিবেচনা করুন দেখি।

তর্ক। আ! তাঁরা স্বর্গীয় লোক ছিলেন। তাঁরা থাক্‌লে পর গোলোক বোসকে এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাব উত্থাপন কর্‌তে হতো না।

গৌরী। প্রস্তাবটা অসঙ্গত কিসে? শাস্ত্রে ত বিদ্যা-শিক্ষা, ধনোপার্জ্জন আর রাজকর্ম্মসাধনে বিদেশ যাবার বিধি আছে। তবে গোলোক বোসের ছেলেকে ঘরে নেওয়ার বাধা কি?

ন্যায়। এই বোড়ের কিস্তি।

রাধা। আমি এক পদ নেবে বস্‌লাম।

তর্ক। তুমি যে দেখি হে দিনকত সংস্কৃত কালেজে পড়ে একবারে খ্রীষ্টান হয়ে পড়েছ। এমন পাপাচারে বাধা কি? যে "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" তোমারও বুঝি গোপনে গেলাশটা আশটা হয়ে থাকে! তা নৈলে শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল হবে কেন।

গৌরী। একবারে রেগে উঠে গালাগালি কর্‌তে লাগলেন কেন? বিবেচনা করে দেখুন দেখি, যে দেশের কতদূর মুখোজ্জ্বল কর্ম্ম। অনেকে যে ঘরে বসে ঐ সকল ভক্ষণ দিবারাত্র গোপনে কর্‌ছে। তাদের দ্বারা কেবল দেশের হতমান হচ্ছে, তবুও তাদের নিয়ে দেশের গৌরব কর্‌তে চাই। আর গদাধরবাবুর মতন লোককে পায়ে করে ঠেল্‌তে চাই। এতে আর সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হবে কোথা থেকে। যদ্যপি এই সকল উচ্চপদ যুক্ত উন্নত লোককে সমাজ হতে বহিষ্কৃত করে দিই, তবে কি ১০ টাকা মাইনের সরকার আর কেরাণী লয়ে সমাজ কর্‌তে হবে?

নিধু। (রাগত ভাবে) ওর টাকা ওর পদ হলে আমাদের কি? তাই বলে কি টাকার জন্যে জাত দিতে হবে না কি?

গৌরী। তাই বা নয় কেন? ঐ যে নরসিংহ রাজার কথাটা উল্লেখ কল্লেন, উনিও তো টাকা দিয়ে উদ্ধার হয়ে গেলেন।

নিধু। তার সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হল।

গৌরী। আচ্ছা, আমাদের প্রতিবাসীর মধ্যে যে অনেকে রাত্রিকালে এই সকল হিন্দু বিরুদ্ধাচার কর্ম্ম করেন। গরু ভিন্ন যাদের গতি হয় না, পরস্ত্রী গমন আর লাম্পট্য যাদের ব্যবসা, চুরি, জালখত যাদের বাহুবল, কৈ তাদের নিয়ে ত এক দিনের জন্যে সমাজ হয় না। বিলেত হতে যাঁরা আসেন তাঁরা কি এদের হতে দোষী— এদের হতে নীচ? এদের চেয়ে কি আর কেউ পতিত হতে পারে!

নিধু। গোপনে কে কি করে তা কে জান্‌তে গিয়েছে।

গৌরী। আচ্ছা নিধুবাবু! আপনি ত দলাদলীর প্রধান উদ্যোগী পুরুষ. বলুন দেখি আপনার বড়ছেলে যে কল্‌কাতায় রাস্তায় মদ খেয়ে গড়াগড়ি দেয় সে কি গোপনে?

নিধু। (ক্রোধভরে) সে যা করে কারও বাবার খেয়ে করে না।

তর্ক। ব্যল্মীক! যত বড় মুখ তত বড় কথা। ফড়্ফড়্ করে মুখে যা আসে তাই বল্লেই ত হয় না। নিষ্কলঙ্ক বংশে দোষারোপ কর্‌তে চাও? ছেলেমানুষ বলে আর নিধুবাবু নিতান্ত মহদ্বংশ বলে কিছু বল্লেন না।

গৌরী। সত্য কথা কখন প্রিয় হয় না। আর আমার এখানে থাকা পোষায় না। করুন আপনারা যা খুশি করুন, কিন্তু গদাধরবাবু বোধ হয় আপনাদের ডবডবানিতে ভীত হবেন না। (প্রস্থান)

নিধু। বেটার কথা শুন্‌লেন। কলকাতায় থাকেন, ব্রাহ্মসমাজে যান বলে বেটা ব্রাহ্ম। বেটার ইচ্ছা যে সকল একাকার হয়ে যাক। বেটার ঢেঁকি না কুলো। হিন্দু ধর্ম থাক আর যাক, ওর ত বড় ক্ষতি। উনি আবার এর ভিতর আপনার মত চালনা কর্‌তে আসেন। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল।

রাধা। নিধুবাবু ওর কথায় আপনি রাগ কর্‌বেন না। এখন কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করা যাক।

ভোলা। বেলা গেল। আমাকে এখুনি মাঠে লাঙল নে যেতে হবে। মো'শায়দের যে মত হবে আমিও তাই কর্‌বো।

ন্যায়। এইবার গজের কিস্তি।

রাধা। বোড়ে দিয়ে ঢাক্‌লাম।

তর্ক। আমার মতে গোলোক বোসকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়া উচিত। পূজা উপস্থিত, বোধ হয় এবার তার মার পূজা সারা হবে। ঘরে প্রতিমা আন্‌তে হবে। দেখা যাক, কি রকমে তার পূজা সমাপ্ত হয়। আপাতত ত ধোপা নাপিত আর বামন বন্ধ করুন, যে তার বাড়িতে কর্ম্ম কর্‌বে তারেই জাত হতে বহিষ্কৃত করে দেওয়া যাক। তার পর লেজে পা পড়্‌লে আপনি গড়িয়ে এসে পড়্‌বে। তখন চার্ তোলা সোনার কম প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেওয়া হবে না। আর সকলের সমুখে ছেলের সহিত ফার্‌খতি লিখে দিয়ে মাপ চাইতে হবে।

রাধা। (উচ্চৈঃস্বরে) কিস্তিমাত কিস্তিমাত।

তর্ক। কি হে তোমরা যে খেলায় মত্ত। একবার এ বিষয়ে একটু মন দাও।

ন্যায়। দাদা, নিধুবাবু দলপতি আর তুমি সুগ্রীব থাক্‌তে আমাদের প্রয়োজন কি। তোমরা যা নিষ্পত্তি কর্‌বে আমরা কি তার বিপক্ষ হতে পারি। রাধাগোবিন্দ ভায়া কি বল?

রাধা। গোলোক বোসকে একঘরে করা কি আর জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়। সে দিন দুটো টাকা ধার কর্‌তে গেলাম ত বল্লে, আজ বৃহস্পতিবার টাকা দিতে

নাই। উচ্ছন্নে যাক। বড় রস হয়েছে।

তর্ক। আপাততঃ বোসজাকে একখানা পত্র লেখা যাক, দেখ না কি উত্তর দেয়।

ন্যায়। উত্তম পরামর্শ ঠাউরেচেন। তর্কবাগীশ দাদা তার মুসবিধা কর। (পত্র)

শ্রীগোলোকচন্দ্র বসু

বরাবরেষু

পরন্ত সনাতন ধর্ম্ম প্রচারক সভার সভ্যগণের এই মত যে, আপনি আপনার সন্তানের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখিলে হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়, এই জন্য আপনাকে অবগত করা যাইতেছে যে, আপনি আপনার সন্তানকে ত্যাগ করিবার একবার্‌নামা জনসমাজকে লিখিয়া দিউন এবং পুত্রবধূকে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করান। নচেৎ আপনার সহিত লোক লৌকতা সকল রহিত হইবে ইতি।

বড়াল নিবাসী সমস্ত ভদ্রলোক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোলোক বসুর বৈঠকখানা;—ফরাশ চাদর বিছান;—তাকিয়া;—বৈঠকে বসান হুঁকা।—সরকার, পুরোহিত, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, দুই জন প্রতিবাসী আসীন।

গোলো। তবে বৌবাজারের মোড়ের উপর যে বাড়ীটা দেখা হয়েছিল?

সর। আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু সেটা পশন্দসই নয়, তার অন্দরমহল নাই, আর বড় রাস্তার উপর, বৌ-মার থাক্‌বার যোগ্য নয।

গোলো। ঠন্‌ঠনে লাদের বাড়ী?

সর। আজ্ঞে, তার একটা বদনাম আছে, সকলে বলে সেটা হানাবাড়ী; অমুক দত্তর ঐ বাড়ীতে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

পুরো। রাম! রাম! অমন বাড়ীর নামেতে স্বস্ত্যয়ন কর্‌তে হয়। শুভকর্ম্মে কি অমন বাড়ী নিতে আছে।

সর।— আজ্ঞে, অনেক তল্লাসের পর হাড়কাটা গলিতে একটা বাড়ী ঠিক করেছি, বাড়ীটি তেতালা। তেতালায় একটি চিলের ছাতের ঘর আছে, আর নীচে ঘর অসংখ্য। বাড়ীটি দুই মহল, চারিদিকে ভদ্রপল্লী। ভাড়াতেও সুবিধা, ২৫৲ টাকা।

১ম প্রতি। সেটা যে বেশ্যাপল্লী। গদাধরবাবু বোধ হয় সেখানে থাকতে ভালো বাস্‌বেন না। তাঁদের বিলেত থেকে এসে এখন বিলেতি মেজাজ্ হয়ে

গিয়েছে, তাঁরা কি আর বাঙ্গালীটোলায় থাক্‌বেন? এখন চৌরঙ্গিতে একটা ১০০্ টাকা ভাড়ার বাড়ী নিলে পর মন মত হবে।

গোলো। বাড়ী ভাড়া ১০০ টাকা, বল কি! আমার যে সমস্ত সংসারের খরচ ১০০ টাকা নয়। গদা আমার তেমন ছেলে নয়, আমি যা বল্‌ব তাই কর্‌বে। হিঁদুদের আবার বেশ্যাপল্লী কি? কোন্ পাড়ায় বেশ্যা নাই। রাজা রাধাকান্তর বাড়ীর কাছে বেশ্যা আছে; তাই বলে বাস উঠিয়ে নে যেতে হবে না কি? আর তাতেই বা ক্ষতি কি? আমার বৌ-মা ত আর তাদের সঙ্গে সহবাস কর্‌তে যাবেন না? তারা মন্দ আছে আপনাদের ঘরে আছে। ভাড়াও নিতান্ত কম নয়। তবে ঐ বাড়ীটাই ঠিক কর।

সর। আজ্ঞে, আর কিছু খরিদ কর্‌বার প্রয়োজন হবে?

গোলো। গোটা কত চিক, আর দুটা তক্তাপোষ। আমিও মাঝে মাঝে সেখানে গদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে যাব।

গৌরী। আপনি গেলে পর ওপাড়ার ওরা জান্‌তে পার্‌লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে। বল্‌বে ছেলের ওখানে বোসজা গিছ্‌লেন, সেখানে কি কিছু খান নাই? নিদান তামাক ত খেয়েছেন, তবে তাঁকে একঘরে কর। একে মন্‌সা তায় ধুনোর গন্ধ।

গোলো। (ক্রোধভরে) কি, এত অত্যাচার! ভিন্ন বাড়ী, ভিন্ন অন্ন, তবুও আপত্তি! আমার গদাধর সাহেব বৈ ত আর কিছু হয় নাই। ওরা সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলে কি ওদের জাত যায়? সাহেব নিয়ে সকলেরই কাণ্ড কারখানা, ওদেরি চাকরি কর্‌ছে, ওদেরি টাকা খাচ্চে, আপনাদের বেলা জাত যায় না?

গৌরী। সে কথা কে বল্‌বে। আমি আপনার এখানে আসি বলে হয়ত আমাকে নিয়েই টানাটানি কর্‌বে। হিন্দুধর্ম্ম মানে, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, কাম।— এই সকল রিপুর পূজা কর্‌লেই ধর্ম্ম রক্ষা হল। নইলে পর কটা লোক সঙ্গত মতো কর্ম্ম করে! এ দিকে পূজর আঁটনি বাহ্যিক ভক্তি শ্রদ্ধা; ওদিকে গোপনে কিসে পরের সর্ব্বনাশ, কিসে পরের স্ত্রীর সতীত্ব নাশ কর্‌বেন, তাই ভাব্‌তে থাকেন। রাত্রিটা আমাদের দেশে যেন দুষ্কর্ম্মের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। এক এক দিগ্বিজয় পুরুষের রাত্রের কাণ্ড দেখ্‌লে পর বোধ হয়, তারা পূর্ব্ব জন্মের পশুবৃত্তি একেবারে বিস্মরণ হতে পারেনি। এরাই আমাদের দেশে দলপতি। হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষকদের মধ্যে কেউ পিরিলিদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে মানুষ, কেউ হোটেলের সরকার, আর কেউ কেউ বা বেশ্যা নিয়ে দিন রাত পড়ে আছেন। এই সকল লোক নিয়ে যদি সমাজ কর্‌তে হয়, অমন সমাজ

উচ্ছন্নে যাওয়া ভাল। কাল আমি নিধু মণ্ডলের বাড়ী দলাদলীর তর্ক বিতর্ক শুনে এসেছি। বোধ হয় আপনাকে নিয়ে পড়ে আর কি।

গোলো। হা কপাল! নিধু আবার দল করে আমাকে পতিত কর্‌বে, এও দেখ্‌তে হল! হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে মুসলমান হওয়া ভাল। দেখ, দলাদলীটে কেবল হিংসার মূল; ধর্ম্মের সঙ্গে সংস্রব নাই। অমুকের কেন শ্রীবৃদ্ধি হয়, কেন ও ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করে প্রশংসা পায়, কিসে ওর সর্ব্বনাশ কর্‌ব, এ সকল আন্দোলন ও চেষ্টা কেবল হীন কাপুরুষ ব্যক্তির কর্ম্ম, আর যারা এরূপ দুষ্ট লোকের সঙ্গে যোগ দেয়, তারা আবার এদের হতেও নীচ ও অসার। দলপতি ত নিজের স্বার্থ সম্পন্ন করে, আর দলভুক্ত ব্যক্তিদের ধোপার গাধার মত নিজের বোঝা বইয়ে লয়। নিধু মণ্ডল যে এখন দল কর্‌বে আশ্চর্য্য নয়; কারণ, যখন জাল অপরাধে দোষী হয়, তখন আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে উপরোধ করে। কি বলেই বা বিচারালয়ে অন্যায় উপরোধ রাখি। এমন পাপাচার সমাজ অবলম্বন করে থাকা অপেক্ষা, শত শত বার জাতচ্যুত হওয়া অথবা অরণ্য আশ্রয় করা শ্রেয়ঃ।

গৌরী। বোসজা মশায়! আমি আপনার স্বাধীনতাকে প্রশংসা করি, কিন্তু অবশেষে যেন ভগ্নোৎসাহ না হন। আমি সম্পূর্ণ রূপে আপনার অনুমোদন কর্‌ব। এক দিকে অসংখ্য কুরু সেনা, আর এক দিকে কতিপয় পাণ্ডব দল; তবুও পাণ্ডবেরা জয় লাভ করে। দেখা যাক, ধর্ম্মের জয়পতাকা কোন্ দিকে ওড়ে!

(কালাচাঁদ মুখুর্য্যের প্রবেশ।)

গোলো। আসুন কালাচাঁদবাবু! ভালো আছেন? কি মনে করে?

কালা। সে দিন তাড়াতাড়ি স্নান কর্‌বার সময় আপনার সহিত দেখা হল, গদাধরবাবুর বিষয় ভালো করে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌লেম না। তাই বলি যাই বোসজা মশার কাছে গিয়ে তাঁর খবরটা নিই। শুন্‌লাম তিনি না কাল বাড়ী আস্‌বেন?

গোলো। হাঁ, এইরূপ কথা আছে।

কালা। আঃ! আমার শুনে যে আহ্লাদটা হল! তাঁর সঙ্গে তিন বৎসর ছাড়াছাড়ি। সন্তান ত নয় এই যে বলে কুলতিলক। বেঁচে থাক্ আর কিছু চাই না।

গোলো। আপনার গদাধরের উপর অত্যন্ত স্নেহ। আশীর্ব্বাদ করুন বেঁচে থাক্। ওর সঙ্গে যে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হবে মনেই ছিল না।

কালা। একেবারে তিনি বাড়ী এসে উঠ্‌বেন?

গোলো। না, একটা ভিন্ন বাড়ী ভাড়া লওয়া গিয়েছে। এলে পরে বন্ধু বান্ধব দেখা কর্‌তে আস্‌বে। আমার বাড়ীতে স্থান সঙ্কীর্ণ। আর কি জানি, জ্ঞাতি কুটুম্ব যদি আপত্তি করে, এই জন্য ভিন্ন বাড়ী একটা লওয়া ভাল বোধ কর্‌লাম।

কালা। হুঁ, জ্ঞাতি কুটুম্বের আপত্তি! সে কি কখন শুন্তে আছে। রেখে দিন তাদের আপত্তি। গদাধরবাবুকে বাড়ীতে এসে থাক্‌তে হবে। দেখা যাক্ দেখি কে কি বলে। ঘরের ছেলে ঘরে আস্‌বে, তাদের এত মাথা ব্যথা কেন! আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা দুবেলা আপনার বাড়ী পাত পেড়ে জলপান করে যাব।

গোলো। আপনাদের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ। গদাধর কাল বাড়ী আস্‌বে, আপনাকে দেখ্‌লে পর সেও খুশি হবে।

কালা। (স্বগত) আমিও ঐ চাই। (প্রকাশ্যে) বিলক্ষণ! অতি অবশ্য আস্‌বো।

গোলো। তবে ভট্টাচার্য্য মশায়, আজ বেলা হল; স্নানাহারের চেষ্টা করা যাক্। (সকলের উত্থান) কাল আপনার যদি কোন কর্ম্ম না থাকে, তবে আপনিও একবার আস্‌বেন। সরকার তুমি আজ কেনা বেচা ঠিক করে ফেলো।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গদাধরবাবুর Drawing room।— সন্ধ্যার সময় বাতি জ্বল্‌ছে;— হরকালী দত্ত, গৌরদাস মিত্র, কৃষ্ণদাস তলাপাত্র কেদারায় আসীন।— দ্বারকানাথ বাচস্পতি Easy chair-এর উপর খালি পা দুটি তুলিয়া নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিচ্চেন।—পাখা টানিতেছে।

হরকালী। আচ্ছা, বিলেতে আমাদের দেশের মতো ঘাস আছে?

গদাধর। সেখানকার মাঠ আর আমাদের দেশের মাঠে ঢের ভিন্ন। গরু ভেড়া চর্‌বার জন্যে ভিন্ন মাঠ থাকে। তার যে নবীন ঘাস, দেখ্‌লে পর শুতে ইচ্ছা করে।

কৃষ্ণ। আপনি যে টৌনেব Description দিলেন, তাতে ত বোধ হয় London কল্‌কেতা অপেক্ষা Better হতে পারে কিন্তু Village কি রকম?

গদা। আমি যে সকল গ্রাম দেখেছি, সে সকল এখানকার সহরের মতন। আর নিজ বিলাত আমাদের সঙ্গে তুলনা কর্‌তে গেলে স্বর্গপুরী।

গৌর। কিন্তু বিলাতে Crimes বেশি। প্রায় ত খবরের কাগজ হাতে নিলে পর আজ এখানে Murder ২/৪ টা Divorse দেখা যায়। আমাদের দেশে কি তত শুন্‌তে পাও?

গদা। আমাদের দেশে শুনা যায় না যথার্থ বটে, কিন্তু কি কারণ জন্য, একবার বিবেচনা করুন দেখি। বিলাতে প্রত্যেক গ্রামে একখানি সংবাদপত্র আছে বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। এ জন্য প্রত্যেক গ্রামের ঘটনা সকল কাগজে প্রকাশ হয়। আমাদের দেশে যদি ঐ রূপ প্রতি গ্রামে সংবাদপত্র থাক্‌ত এবং তারা নিজ নিজ স্থানের ঘটনা প্রকাশ কর্‌ত, তা হলে কি আমাদের মধ্যে ঐ রকম হত্যা ব্যাভিচার প্রকাশ পেত না? কুলীনদের ঘরে কি না হচ্চে? গ্রামের মধ্যে ভদ্রলোকের ঘরে কি কাণ্ড হয় তা প্রকাশ পায় না। অনেক ভদ্রলোকের ঘরে দুর্নাম আছে, আমরা জেনে শুনেও নিস্তব্ধ থাকি।

গৌর। কিন্তু আপনি যা বলুন না কেন, ওদেব Females দের Purity-র উপর আমার সন্দেহ আছে।

গদা। তার কারণ কি?

গৌর। Mysterious of the court of London পড়্‌লে পরে সব জানা যায়।

গদা। ও! আমি দেখ্‌ছি, অনেকে আপনাদের মধ্যে ঐ জঘন্য পুস্তকখানা পড়ে বিলাতের সমাজের ভাব মনে করে লন। বোধ হয়, ইংরাজেরা আপনাদের মন্দ কর্ম্ম দ্বারা যত দূর তাদিগকে ঘৃণাস্পদ করুক না কেন, ঐ বৈখানাতে তাদের আরও নিন্দনীয় করেছে। আর আমাদের কেমন চরিত্র; অন্যের দোষটি দেখ্‌তে আর তার অনুকরণ কর্‌তে আমরা বিলক্ষণ পটু; তা নৈলে ইংরাজদের এত গুণ থাক্‌তে আমরা তাদের দোষগুলি নিয়েছি, আরও তো ইংরাজি ভাষায় সহস্র সহস্র Novel আছে। আমাদের কাছে ঐ খানি অত প্রিয় কেন? ইংরাজের দোষগুলি যারা অনুকরণ করে, আমাদের সমাজে তারা নিন্দাস্পদ হয় না। বরং মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকাকে অনেকে বাহাদুরী মনে করে, কিন্তু সাহেবদের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌লে আর তাদের পোষাক পর্‌লে সকলের চোখ টাটায়।

গৌর। আমাদের হিন্দু স্ত্রীলোকদের মতন কি ওরা সতী?

গদা। আমরা জোর করে সতী। যদি আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের ঐ রূপ

স্বাধীনতা দেওয়া হত, তা হলে যথার্থ পরীক্ষা আর তুলনা খাট্‌তো। আমার বোধ হয়, যত দিন আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা উপার্জ্জন না করে, তত দিন অন্তঃপুর ওদের উচিত বাসস্থান। বিলাতের নীচ সমাজ মধ্যে অনেক প্রকার দুষ্টাচার প্রবল আছে বটে, আমাদের অপেক্ষা বোধ হয় অধিক হলে হতে পারে, কিন্তু তুলনা ভদ্রলোকের মধ্যে করা উচিত। দরিদ্র লোক নিয়ে কিছু সমাজ হয় না। এ রকম তুলনা কর্‌তে গেলে কেবল এই মাত্র বিশ্বাস হবে যে, আমরা ইংরাজ জাতি হতে অনেকাংশে নীচু। সত্যবাদিতা, সাহস, দয়া, স্বাধীনতা, বুদ্ধিমত্তা এই সকল গুণ ওদের জাজ্জ্বল্যমান, আর আমাদের সব বিপরীত। মিথ্যাবাদিতা, ভীরুতা, পরাধীনতা, ধূর্ত্তবুদ্ধি, অভিমান ও স্বার্থপরতা আমাদের জাতীয় গুণ। এই যে কটি গুণ আমি প্রয়োগ কর্‌লাম সকলগুলি বিবেচনা করে বলুন দেখি যে, কোন্‌টি মিথ্যা প্রয়োগ হয়েছে। এ যে আমি কুৎসা করে বল্‌ছি তা নয়। আমারও এতে বাঙ্গালি বলে লজ্জা হয়, আর বিদেশী লোকে বল্‌লে পর রাগও হয়। আমার বল্‌বার এই মানে যে দোষগুলি দেখিয়ে দিলে পর যদি কোন সময়ে আমাদের চেতনা হয় আর চরিত্র পরিবর্ত্তন কর্‌বার চেষ্টা করি। নচেৎ, আমি কলঙ্করহিত, এই বিশ্বাসটি আমাদের উচ্ছন্নের মূল। যখন আমাদের সে বিশ্বাস গিয়ে আমাদের হীন অবস্থা প্রতিলব্ধ হবে, তখন আমাদের যথার্থ উন্নতির চিহ্ন হবে। পূর্ব্বে আমরা সভ্য ছিলাম, এ অহঙ্কারটি আমাদের অনিষ্টের কারণ, সে কালের সভ্যতা আর এ কালের সভ্যতা দিন রাত প্রভেদ। এক জন সাহেব আমাকে বিলাতে তামাশা করে বলেন যে, তোমরা আলুর গাছের মত। তোমাদের যেটুকু ভাল, গোড়াতে মাটির নীচে ঢাকা। অর্থাৎ যে সময় গত হয়েছে, এখন তার গৌরব কেন? আমাদের ধুবাদলের মধ্যে দেখেছি অনেকে সেই পূর্ব্বকালেব Nationality-র গৌরব করেন, আর এ কালের প্রতি বিমুখ ভাব দেখান। কিন্তু এঁদের Nationality-র কেবল নামটি আছে। খাওয়াতে, পরাতে, বাড়ীতে, গাড়ীতে, কথোপকথনে, লোকাচারে এখন সকলই ইংরাজী পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু তবুও আমরা প্রকাশ্যরূপে ইংরাজী আচার ব্যবহার নিন্দা করে থাকি, আর যারা প্রকাশ্যরূপে ঐ সকল পালন করে তাদের ঘৃণা করে থাকি। গল্প আছে যে, এক জন টোলের ভট্‌চায্‌ বলেছিলেন, দেখ শিরোমণি ভায়া, লোকে বলে লস্য লিলে স্বরের ব্যতিক্রম ঘটে, কিন্‌তু আমি রাবও বল্‌তে পারি গগ্‌গাও বল্‌তে পারি। আমাদের সেই দশা। এ দিকে রাবও বলি গগ্‌গাও বলি, কিন্তু আমাদের যে ব্যতিক্রম হয়েছে দেখ্‌তে পাই না।

হর। তবে কেন এখানকার ইংরাজদের চরিত্র এত বিভিন্ন?

গদা। তার অনেক কারণ আছে। আমরা নিজেই তার এক কারণ। আমরা যদি তাদের কাছে মনুষ্যত্ব দেখাতে পার্‌তাম, তা হলে ওরাই আমাদের ভিন্ন রূপ ব্যবহার কর্‌তো। আর এখানে এসে ইংরাজেরা দেখে যে, ভাল আচরণ কর্‌লে পর এদের ভয় ভেঙ্গে যায়, এ জন্যে সকলকে পায়ের নীচে দল্‌তে চায়। আর জানে যে এখানে লোকাপবাদ নাই, কাজে কাজেই যা ইচ্ছা করে। উহা যে ভাল কর্ম্ম করে আমি বলি না। বিলাতে ঐ সকল লোক এক রকম সমাজচ্যুত হয়ে থাকে। India হতে ইনি ফিরে এসেছেন শুন্‌লে পর যেন তার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনে অভক্তি উৎপাদন হয়। কিন্তু ইদানীং যাঁরা ফিরে গেছেন, তাঁদের ভিতর অনেকে মান্য লোক আছেন, এ জন্যে তাঁরা চলনসই হয়ে যাচ্চেন।

(খানসামার প্রবেশ)

খানসামা। হুজুর, খানা তৈয়ার।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, সেখানে সাহেবরা আপনার সঙ্গে মিশ্‌তো; এখানকার সাহেবরা কেন বাঙ্গালিদের সহিত মিশ্‌তে চায় না?

গদা। সেও আমাদের দোষে। আমরা তাদের রীতিনীতি জানি না, কি বল্‌তে কি বলি, কি কর্‌তে কি করি। ওদের সমাজে ওকে অসভ্যতা বলে। আর পরস্পর খানা চলন না হলে কিসে সদ্ভাব হবে? আমার স্ত্রীকে বাহির কর্‌ব না, কারণ আমার বিশ্বাস স্ত্রীজাতি মন্দ, কিন্তু তার স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ কর্‌ব, ইহা স্বার্থপরতার চিহ্ন নয়? এই জন্যে সাহেবরা সকল বাঙ্গালিকে অবিশ্বাস করে। এবং কাহারও সহিত মিশে না। এই জন্যে আমরাও অধিকাংশে ঐ পাপের ফলভোগ করি। আমাদেরও সহিত শুনেছি যে এখানকার সাহেবরা শীঘ্র মিশ্‌তে চায় না। এজন্যে অনেকে আমার মতন পোষাক পরিবর্ত্তন করেছেন।

গৌর। বাঙ্গালী-পোষাক পর্‌লে কি আর মেশা হয় না?

গদা। যথার্থ বাঙ্গালী-পোষাক অর্থাৎ ধুতি চাদব ইংরাজদের সমুখে অসভ্য দেখায়। আমাদের দেশে কাটা পোষাক পর্‌বার রীতি ছিল না। আর চাপকান ইজের মুসলমানদের পোষাক। যদি বিদেশীয় পোষাক পর্‌তে হল তবে কেন যে বিদেশীর সঙ্গে আলাপ কর্‌বার ইচ্ছা, তার পোশাক পরি না? তা হলে বেশী মিল হবার সম্ভাবনা। আরও, ইংরাজী পোষাক, চাপকান অপেক্ষা আরাম-জনক। আর পৃথিবীর সকল সুসভ্য জাতের, ইউরোপীয় কিম্বা

আমেরিকার ব্যক্তিদের, ঐ এক পোষাক। পোষাকেতে লোকের জাতীয় সভ্যতার পরিচয় দেয়। একজন বৃদ্ধ লোককে জরীর টুপী মাথায় দিতে দেখ্‌লে পর একবারে তার উপর অভক্তি হয় কেন? জরীর টুপী কি মন্দ? না ওতে জানায় ঐ লোকটার মন অসার,— ওর মার্জ্জিত বুদ্ধি নাই। সেই রকম, চাপকান পর্‌লে সাহেবরা হঠাৎ মনে করে যে, এ লোকটা এখনও বাঙ্গালী আছে, অর্থাৎ এর মনে মালিন্য যায় নি, এর সভ্যতা সম্পূর্ণরূপ হয় নাই। পোষাকের সঙ্গে মনের এইরূপ সম্বন্ধ। আরও আমাদের দেশীয় লোকের ভিতর দেখেছি যে, সাহেবী পোষাককে সকলে ঘৃণা করুক কিন্তু মান্য করে; আমি যদি চাপকান পরি, বোধ হয় তোমরাই আমাকে তাচ্ছিল্য কর্‌বে। মূর্খ লোকের ত কথা ভিন্ন। স্ত্রী নিয়ে বেরুতে হলে বাঙ্গালি পোযাকেতে হঠাৎ অপমান হবার সম্ভাবনা। এই সব কারণ ভেবে পোষাক বদ্‌লান উচিত স্থির করেছি।

গৌর। আচ্ছা বিলাতের অধিকাংশ স্ত্রীলোক ত মিস্‌। তারা কি রকমে জীবন কাটায়?

গদা। তারা ত আমাদের মত ঘরে বন্ধ থাকে না যে, কিসে সময় যাবে বলে ভাব্‌বে। গৃহকর্ম্ম করে, বৈ পড়ে, সমাজে যায়, নাট্যশালায় যায়। উহার মধ্যে উচ্চ দরের স্ত্রীলোকেরা পুস্তক রচনা করে; আর ধর্ম্ম কর্ম্মে অনেকের মন আছে। কেহ কিসে দরিদ্র লোকের দশা সংশোধিত হবে তাতেই বিব্রত, কেহ দুষ্টচরিত্র স্ত্রী কিম্বা বালকদের কিসে উন্নতি হবে সেই জন্য ব্যস্ত, আর কেহ কেহ বা পীড়িত ব্যক্তিদের সেবা শুশ্রূষায় রত; বল্‌তে কি, এই নিয়ে তাদের মধ্যে একরকম দলাদলী হয়ে থাকে। আমাদের মত দলাদলী নয় যে, কিসে পরের অনিষ্ট কর্‌বো। আমি যে বর্ণন কর্‌ছি এ কেবল ভদ্র সমাজের কথা। ইতর লোকের ভিতর অবশ্য অনেকাংশ ইতর ব্যবহার পাবে।

গৌর। আপনার নিকট আজ অনেক শিক্ষা হল। আপনারা ধন্য! কত দেশ দেখে এলেন। আজ আর আপনাকে কষ্ট দিব না। আর এক দিন আসা যাবে। (পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি) পণ্ডিত মশায়! উঠুন, আর কি নিদ্রাভঙ্গ হবে না?

পণ্ডি। (ঘুমের ঘোরে) যা আমি আজ আর খাব না।

কৃষ্ণ। (হাস্য করিয়া) আগে ত ওঠ, তার পর খাও কি না খাও।

পণ্ডি। গোবিন্দ! গোবিন্দ! কি সুখে নিদ্রাটা এসেছিল। বিলাতের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে নিদ্রায় স্বপন দেখ্‌ছিলাম যে, বিলাতে গিয়ে মুড়ি খাচ্চি।

(সকলের হাস্য)

পণ্ডি। দেখ গদাধর বাবু! আমার বিলাতের কথা শুন্‌তে বাকি রইল। আর এক দিন আস্‌বো। (সকলের প্রস্থান)

(চাপরাশির প্রবেশ)

চাপ্‌। হুজুর, একটি বামুন একটি ছেলে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, হুজুরের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাচ্চে, আর বল্‌চে হুজুরের দেশের লোক।

গদা। কাল আস্‌তে বলে দেও। আমি আজ ক্লান্ত হয়েছি।

চাপ্‌। আমি বলেছিলাম, তা শোনে না। বলে বড় দরকার।

গদা। —তবে আস্‌তে বল। (চাপ্‌রাশির প্রস্থান)

(জামাতার সহিত কালাচাঁদ মুখুয্যের প্রবেশ।)

কালা। কি গদাধরবাবু! এখন চিন্তে পার?

গদা। আপনাকে যদি আগে চিন্‌তে পার্‌তাম, তবে এখনো পার্‌বো। বোধ হয় আমার স্মরণ শক্তির বৈলক্ষণ্য হয়েছে, তা নৈলে কেন আপনাকে নিশ্চয় জানতে পাচ্চি না?

কালা। সেই তোমার বিলেত যাবার আগে একদিন গোলদীঘির মোড়ে দেখা হল। তোমার সঙ্গে বেচারাম ছিল। বড় রুদ্র দেখে আমি বল্‌লাম, বেচারাম আমাদের আড্ডায় জিরুবে এসো, আর তোমার সঙ্গীকেও নিয়ে এসো। তার পর পরিচয় পেলাম যে, তুমি আমাদের গোলোকের পুত্র। তোমাদের কলিকাতায় সদাসর্ব্বদা থাকা হত, আমাদের কিরূপে চিন্‌বে? যা হোক্ খুব বিলেতটা দেখ্‌লে।

গদা। আপনি একবারে আমার সঙ্গে এরূপ কথা কচ্চেন কেন? আমি আপনাকে একবার মাত্র দেখেছি কি না, মনে পড়ে না।

কালা। তুমি না জান তোমার বাপের সঙ্গে অত্যন্ত আত্মীয়তা আছে। এজন্য খুড়োর মত কথা কচ্চি বলে রাগ করো না। আঃ! তিনি মহাশয় মানুষ। তাঁর ছেলেও বাপের মতন হবে এতে কি সন্দেহ।

গদা। আপ্‌নার কোন বিশেষ সাক্ষাৎ কর্‌বার কারণ থাকে ত বলুন।

কালা। না, এমন কিছুই না। জামাইবাড়ী এসেছিলাম। শুন্‌লাম যে তুমি বাড়ী আছ; তাই মনে কর্‌লাম সাক্ষাৎ করে যাই; গোলোককে গিয়ে বল্‌বো। এইটি আমার জামাই। ইংরাজী লেখা পড়ায় খুব তৈয়ের। তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিব বলে এঁকে নিয়ে এলাম। কথায় বলে, বড় লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল। ও তোমার কাছেই যাতায়াত কর্‌বে।

গদা। আমার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ করেন তাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যদি

কর্ম্মের প্রার্থনা বলেন, জানেন ত আমি নিজেই অস্থির, অন্যের কিরূপে ভার লব।

কালা। ভাল এখন না হয় এর পরে।

গদা। আচ্ছা, আজ অনেক রাত্রি হয়েছে। আমার খানা প্রস্তুত, আর এক সময়ে এঁয়াকে আস্তে বল্‌বেন।

কালা। উত্তম, কিন্তু দেখো যেন খুড়োর কথাটা অমান্য হয় না। বেঁচে থাক শুধু এই চাই। তবে আমরা এখন চল্লাম।

(প্রস্থান)

গদা। (স্বগত) আঃ! দিন রাত্রের মধ্যে তিলমাত্র অবকাশ নাই। কোথায় এত ভ্রমণের পর কিছু আরাম কর্‌বো, না দিন রাত লোকের অভ্যর্থনা কর্‌তে হচ্চে। এদের ত সময় জ্ঞান নাই। কি খাবার সময়, কি শোবার সময়, কি কর্ম্মের সময়, একটু বিশ্রাম নাই। আপনারা যেমন নিষ্কর্ম্মা পুরুষ, মনে করে বুঝি সকলে ঐরূপ নিষ্কর্ম্মা। একবার এসে বস্‌লেই শিকড় গাড়া হয়। পাঁচ বৎসর পরে বাড়ী এলাম, একবার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে দু দণ্ড স্থির হয়ে আলাপ কর্‌তে পার্‌লাম না। এতদিন সহ্য কর্‌লাম, কিন্তু আর ত পারিনে। অত বকে ওদের সঙ্গে কি লাভ! এ কান দিয়ে শোনে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। হয় ত বাইরে গিয়ে রহস্য করে। যা হোক, কাল হতে একটা বিজ্ঞাপন মেরে দেব, যে ৭টা হতে ৯টা বেলা পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ কর্‌বার সময়। আর এ ছাড়া অন্য সময় এলে সাক্ষাৎ হবে না।

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

গোলোক বসুর অন্তঃপুর;— শোবার ঘর;— গোলোকবসু এবং তাহার স্ত্রী।

গোলো। আর অত্যাচার সহ্য হয় না। মানুষের চামড়া কত সইবে। কাপড়ের দুর্গন্ধে প্রাণ বেরিয়ে গেল, দু মাস হল ধোপার বাড়ী কাপড় দেওয়া হয় নি। আমিই বা কি বলে ঘাটে গিয়ে কাপড় কাচি। উঃ! দাড়ী চুল্‌কে গেলাম। আর দিন কত নাপিত না এলে মোছলমানের মতন দাড়ী হবে। সে দিন নিজে কামাতে গিয়ে এক সের রক্ত বের করে দিয়েছি। আর তুমিই বা এই রব্রুর সময় কত দিন নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে দেবে? কতকালের পুরণ ব্রাহ্মণ, এমনি নিমকহারামের জাত যে, বিপদ্‌কালে ফেলে পালালো। সকলের

এই কষ্ট দেখে সংসার ফেলে পালাতে ইচ্ছা হয়। আবার কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়ী থেকে বলে পাঠিয়েছে যে, মেয়েকে আর পাঠান হবে না। কি নিয়েই বা সংসার করি। ছেলে ত সাহেব হয়ে বেরিয়ে গেল। মনে করেছিলাম যে, এসে আমার সঙ্গে থাক্‌বে। তাই ভেবে খাসা তেতালা বাড়ী নিলাম, তাতে তার মন উঠ্‌লো না। আপনি চৌরঙ্গিতে বাড়ী ভাড়া নিলে। যে যায়, সেই ফিরে এসে বলে যে, সে বাঙ্গালির সঙ্গে মিশ্‌বে না। বাঙ্গালিকে ঘৃণা করে। আর সকলের সমুখে অখাদ্য খাওয়ার কথাটা বলে। ওটাই কি অত বাহাদুরীর কথা হল! জিজ্ঞাসা কর্‌লে পর মিথ্যা বল্‌লিই হয়, যে না, আমি ওসব জানোয়ার খাইনি; আমরা সব হিঁদু মিলে হিঁদু পাড়াতে ছিলাম, আমাদের একজন বামুন ছিল। কে বা দেখ্‌তে গিয়েছে আর কার বা বুদ্ধি আছে যে টের পায়। ঐ যে একজন ফিরে এসে বল্লেন, আমি মাংস ছোঁয়া জিনিস কিছু খেতাম না। তাঁর জন্যে কি ভিন্ন হাঁড়ী কাড়া হতো, না নদে হতে গাওয়া ঘি যেত? বেশ স্পষ্ট টের পাচ্চি যে, গদা আর হিন্দুসমাজে থাক্‌তে চায় না। তা নৈলে সকলকে এত চটাবার কারণ কি ! ওর কি, আপনি সাহেব হয়ে রৈলেন, আর আমরা প্রাণে মারা যাই। কলি কাল! আমি মরি গদা গদা করে, তার ত বড় বয়েটা গেল। নিজের সুখ হলেই হল। আর এ সংসারে থেকে সুখ নাই। এ অপমান আর সহ্য হয় না। মলিই বাঁচি। হরি পার কর!

গদার মা। সে দিন রাত্রিতে চুপি চুপি গদাধরের বাড়ী গিয়ে কেঁদে মরি। অমন সোনারচাঁদ ছেলের লেখাপড়া শিখে অমন কুবুদ্ধি হল কেন! হিঁদুর ছেলে কি কখন অমন করেছে? কোথায় ঘরের ছেলে ঘরে আস্‌বে, হাতে করে খাওয়াব পরাব, মনটা জুড়বো, না সারা দিন থেকে থেকে মনটা কেঁদে কেঁদে ওঠে। হায়! আমার কপালে এত যন্ত্রণা ছিল! আর একটুও বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছে করে না। কাল বাদে পরশু পূজ, কোথায় ছেলে আসবে, দালান আলো কর্‌বে, না সেই ছেলেকে নিয়ে হুলস্থুল পড়ে গেছে! নাপ্‌তিনী শুদ্ধ বলে যে, তোমার ছেলে মোছলমান হয়েছে! এঁকি আর প্রাণে সয়!

গোলো। আমি ত আর ভেবে কূল পাইনে। লোহারাম খুড়ো এসে বল্লেন, 'গোলোক! ছেলে নিয়ে কি আপনি ভাস্‌বে? কত লোকের ত ছেলে হচ্চে আর মরে যাচ্চে, তুমি কেন তাই ভাব না? তোমায় এখন কত দিন বেঁচে থাক্‌তে হবে, সংসারে থাক্‌তে গেলে সকলকে চাই। তোমাব মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়ী থেকে পাঠাবে না। সে কি ভাল? গদাধর ত তোমাকে চায় না,

তবে কেন তুমি তার জন্যে পাগল। একজনকে ছেড়ে দিলে যদি সকলকে পাও, তবে তাই কর্‌লে ভাল হয় না?' (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে) বোধ হয় শেষে তাই কর্‌তে হবে।

গদার মা। অ্যাঁ! তবে কি আমার গদাধরকে তুমি ত্যাগ কর্‌তে বলো? (ক্রন্দন) তুমি করগে যাও। আমি তার সঙ্গে গিয়ে থাক্‌বো।

গোলো। (বিরক্তি প্রকাশ করিয়া) তুমি পাগল হয়েছ না কি? তুমি ত বল্‌ছ যাবে, সে নিতে চায় কৈ। আর তাকে নিয়ে থাক্‌লে পরকালের দশা কি হবে? বামুণ পণ্ডিতে পূজ আচ্ছা করাবে না, আর মলে কেউ শ্রাদ্ধ কর্‌বে না, চোদ্দপুরুষ নরকে যাবে; সে কি ভাল? আর প্রতিমা ঘরে, যদি পূজ পচে যায়, তবে গো-হত্যার পাপ ভোগ কর্‌তে হবে। ত্যাগ করা ত শুধু লোক ত বৈ নয়। গদা যে রকম টাকা পাঠাচ্ছে পাঠাবে, আমরা নেব খাব, তাতে দোষ কি?

গদার মা। (অনেকক্ষণ মৌনভাবের পর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! আমার কপালে এই ছিল! তবে যা ভালো বোঝ করো। কিন্তু গদাধর যেন মনে দুঃখু করে না।

গোলো। সে কি এ সকল টের পাবে? তাকে জানাব কেন? চুপি চুপি আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো, তার কানে কিছুই উঠ্‌বে না।

(নেপথ্যে)— কৈ, কারো যে দেখা পাইনে। (উচ্চৈঃস্বরে) বোসজা মশায় ঘরে আছেন।

গোলো। কালাচাঁদবাবু না কি? এদিকে আসুন। (স্ত্রীর প্রতি) কালাচাঁদবাবুর খুব বিষয় জ্ঞান আছে। বেশ হয়েছে উনি এসেছেন। ওঁয়াকেও জিজ্ঞাসা করে দেখি কি বলেন। তবে তুমি এখন ও ঘরে যাও।

গোলো। আসুন, অনেক দিন দেখা হয় নি। এখন অনুগ্রহ কিছু কম।

কালা। বিলক্ষণ! কলকেতায় জামাইবাড়ী গিছ্‌লাম বলে আস্‌তে পারি নি। আস্‌বার সময় মনে কর্‌লাম তোমার গদাধরের সঙ্গে দেখা করে আসি, গদাধর আর সে গদাধর নাই। সে রকম ভাবও নাই, আর সে ভক্তিও নাই।

গোলো। আর কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল কি?

কালা। না, কিছুই না; বিশেষ আলাপ আছে, না গেলে পাছে রাগ করে এই জন্য যাওয়া। কিন্তু ভায়া! সে কৃষ্ণ মথুরার রাজা হয়েছে। অনেক বাক্যালাপ হলো, দেখ্‌লাম সে ত হিঁদু সমাজে থাক্‌তে চায় না। আর তার জন্যে তুমি অত চেষ্টা কর কেন? সে আমাকে স্পষ্টই বল্লে যে, বাবাকে বলো, আমার জন্যে কেন নিজে ভাসেন।

গোলো। (স্বগত) সকলেই ঐ কথা বলে। দশের কথা শুনে চলা ভাল। আগামী কল্য প্রায়শ্চিত্তের উদ্যোগ করা যাক। (প্রকাশ্যে) আমিও তাই ভাব্ছি, তুমি ভায়া যা হোগ বুদ্ধিমান্, তোমার পরামর্শই শোনা যাবে। প্রায়শ্চিত্ত করে জেতে ওঠাই ভাল। কিন্তু ভায়া তোমার উপর সব উদ্‌যোগের ভার। এ বিষয়ে কিছু কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হবে।

কালা। বিলক্ষণ! সমস্ত গ্রামের লোককে জড় করে তোমার বাড়ীতে খাইয়ে দেব। তার জন্যে তোমার কোন চিন্তা নাই। শয়ন কর, আজ আমি চল্‌লাম। কাল এসে ফর্দ্দ করে দেব।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

হরু গোঁসাইয়ের বৈঠকখানা।—শনিবার সন্ধ্যার সময়।—একটা তক্তাপোষ, তার উপর ময়লা কালী ফেলা চাদর বিছান আর একটা ময়লা তাকিয়া; চারিখান চৌকী,— কোনটার হাত ভাঙ্গা, কোনটার তলা ছেঁড়া; একটা Writing table, তার উপর তেলে ভরা একটা প্রদীপ;—
টেবিলের উপর Brandy-র বোতল আর একটা গেলাস।—
গৌরদাস, কৃষ্ণদাস, চুণিলাল ও হরু গোঁসাই আসীন।

হরু। (এক চুমুক Brandy গেলাস হইতে পান করিয়া) দেখ, সুলভ সমাচারটা আমাদের দেশেব Capital paper। আমাদের যে Civilization বাড়্ছে, ঐ সকল ওর চিহ্ন। এ রকম কাগজ খানকত হলে দেশের কত উপকার হয়। অমুকের বাড়ী দুর্গা পূজতে নাচ হয়েছিল বলে কেমন তারে কাগজে গালাগালটা দিলে। সাহেব, বাঙ্গালি, হিন্দু, বৈষ্ণব সকলকেই ওকে Fear করে চল্‌তে হয়। এ কাগজটা না থাক্‌লে কল্‌কাতায় যে যা খুশি কর্‌তো। বিশেষতঃ আমাদের বাঙ্গালি-সাহেব ভায়ারা এর ভয়ে জড়সড় আছেন। প্রায়ই ত ওঁদের নামে একটা না একটা Article বেরোয়। সে দিন খুব জুতন জুটিয়ে দিয়েছে।

চুণি। মিথ্যা নয়। এ না হলেও ত হয় না। তা নৈলে ভায়ারা হাত দিয়ে মাথা কাট্‌তেন। তাঁদের পোষাক দেখ্‌লে পর আমার সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে যায়। আবার কারু কারু ধুচুনি টুপি না পর্‌লে সানে না। সে দিন একজন আমাদের আপিষের সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলেন, তা বাঙ্গালির উপরে

এক্‌বার নজর কর্‌লেন না। আমাদের গুদাম সর্‌কার মেঘনাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছিলেন। মেঘনাদ দেখে দৌড়ে গেল, কিন্তু সাহেবের আর ফুরসদ হল না যে, একবার Shake hand করেন। অমনি গিয়ে গাড়ীতে উঠে একবারে হাঁকাও বলে হুকুম দিলেন।

হরু। (আশ্চর্য্যের সহিত) অ্যাঁ! বল কি! এ সব Expose না কর্‌লে কি চলে? মেঘনাদ কাগজে লিখ্‌লে না কেন? একবার সুলভকে টিপে দিলেই হতো। একে মন্‌সা তায় ধুনর গন্ধ। দেখ্‌তে, ভায়া কেমন জব্দ হতেন। যা বল ব্রাহ্মরা দেশের ঢের উপকার কর্‌ছে। দিন কত হিন্দু কালেজের ছোক্‌রাদের ভিতর এত বাবুয়ানা বেড়ে উঠেছিল যে, আর কিছুদিন থাক্‌লে পর, কলি উল্‌টে যেত। বেঁকা সিতি, চক্‌চকে বার্ণিস জুতো, পায়ে মোজা, ফর্‌শা পিরাণ ভিন্ন কেউ আর বাড়ী থেকে বেরুতেন না; কিন্তু ব্রাহ্মদের দৌলতে ও সব চাল এখন অনেক বদ্‌লে গিয়েছে। প্রায় অনেকে এখন দাড়ী রাখেন। চুল ফেরান দূরে যাক, মাথায় চুল আছে কিনা জানা যায় না, এত ঘেঁসে ছাঁটেন। পোষাকেরও তত গৌর নাই, একখানা ছেঁড়া ফাটা দুছুট উড়ানি হলে রাজা নবকৃষ্ণর সভা পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। আর জুত থাক না থাক বড় এসে যায় না!

গৌর। কিন্তু বাবা, আমার ও গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন ভাল লাগে না। মদ খাবো না, মাংস খাবো না, কেবল দিন রাত বসে 'প্রভু প্রভু' বল্‌লে কি সংসার চলে! তা হলে ঘরের প্রভু শান্ত হয় কৈ!

হরু। ওহে ওদের ঐ ত বাহাদুরী। খরচ না কমালে কি ও সব চলে। ওদের রোজ প্রত্যেকের তিন পয়সা খরচ হলে ভেসে যায়।

কৃষ্ণ। আবার কেউ কেউ মাটী দুথাবা খেয়ে পেট ভরিয়ে দেয়, তা বল। আর কেউ 'ব্রহ্মানন্দ' পান করে শান্ত থাকে।

গৌর। (হাস্য করিয়া) সে আমিও পারি। বল না, আমি এই এক বোতল ব্রহ্মানন্দ পান করে সমস্ত রাত না খেয়ে পড়ে থাক্‌বো।

চুণি। ওহে আজ গণেশ কর্‌লে কি! রাত আট্‌টা বেজে গেল, খিদেতে পেট চুঁয়ে গেল, তবু তার দেখা নেই। হরু, তারে না ৭টার সময় আন্‌তে Order দিয়েছিলে?

গৌর। সে কি ব্রাহ্মসমাজে যায়?

হরু। তোমার তামাশা রেখে দাও। রাত্রি বেশি না হলে কি রকম করে আন্‌বে। দালানে বসে রাত আট্‌টা পর্য্যন্ত ভট্‌চায্যি ঠন ঠন করে। কি জানি,

জান্‌তে পার্‌লে পাছে পাড়া শুদ্ধ রটিয়ে দেয়, তাই ৯টার সময় বলে দিয়েছি।

চুণি। তোমরা কেউ গদাধরের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলে?

হরু। গৌর গিয়েছিল।

গৌর। আর কেন খাবার আগে তার নাম কর। শেষ কালে আজ কিছু না হবার যো কর্‌ছো।

চুণি। বিলাতের কি গল্প শুন্‌লে বল।

গৌর। মাথা আর মুণ্ডু। কেবল বাপন্ত চোদ্দ পুরুষান্ত। শেষকালে বলি, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। কেবল বিলাতের প্রশংসা,— বিলাতের জল হাওয়া ভাল, লোক ভাল, রীতি নীতি ভাল, আচার ব্যবহার ভাল; আর আমাদের সকল ছাই।— আমরা মিথ্যাবাদী, প্রতারক, কাপুরুষ। বল্‌তে কিছু আর বাকী রাখে নাই।

চুণি। বল কি! তার চোদ্দপুরুষ যে বাঙ্গালি। নিজে বিলেত গিয়ে কি এত সাহেব হয়েছে যে, যা ইচ্ছে তাই মুখে বলে গালাগালি দেয়।

হরু। সুলভের কাছে সকলে জব্দ। এক্‌বার একটা ডাক্তার বেথুন সোসাইটিতে ঐরূপ নিন্দা করেছিল, তার পরদিন সুলভে লিখ্‌লে যে, কর্ম্ম পাবার জন্য সাহেবদের খোসামোদ করেছে।

গৌর। তা বড় মিথ্যা নয়। সকলেই আপনাদের স্বার্থ খোঁজে। বিলেত থেকে এসে সকলের সাহেব হবার বড় ইচ্ছা। এখন তাদের খোসামোদ না কর্‌লে পর নেয় কৈ! এই জন্য তাদের হয়ে ঢোল পিটিয়ে বেড়ায়। আমরা ত সাহেবদের কিছু জান্‌তে কসুর করি নে। Mysteries of the court of London পড়্‌লে তাদের গুণাগুণ সকল টের পাওয়া যায়। সে ত সাহেবের লেখা। আর স্বচক্ষে অনেক দেখাও আছে। আপিষে তাদের সঙ্গে দিন রাত একত্রে বাস। খানসামার কাছে কিছু জান্‌তে বাকী থাকে না। সাহেবেরা যে বিধাতা পুরুষ, তা কারও অবিদিত নাই। ঐ রকম আমাদের দেশে হলেই হয়েছে!

হরু। (চুপি চুপি) বল্‌ব কি! আমরা রোজ খবর পাই। আমাদের মেজ সাহেবের স্ত্রী রোজ গমিশ সাহেবের সঙ্গে হাওয়া খেতে যায়। আর গমিশ সাহেবের বড় মেয়ে প্রায় ২৪/২৫ বৎসরের হল, বিয়ে হয় নি। চাকরদের সঙ্গে হাসে। এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।— এ ত আর পুঁথি পড়া নয়।

গৌর। ওহে অমন হাজার হাজার Example দেখিয়ে দিতে পারি। ওদের আর আমাদের সতীত্ব ঢের তফাত। আমার মেয়ে বিনোদ নবৎসরের বৈ নয়, চাকরদের সঙ্গে ঐ রকম হাসুক দেখি!

হরু। সুলভ এ সব বিষয়ে অনেক লিখেছে। সে দিন গালাগাল দিয়েছিল যে, এঁরা বাপকে Father বলেন, মাকে Mother বলেন। তাই শুনে বাঙ্গালি সাহেব ভায়ারা চটে গিয়েছিলেন।

গৌর। Capital Capital! বেশ বলেছিল। দুশো বার বল্‌বে। আমি শুনে বড় খুশি হয়েছি।

চুণি। না, সুলভের লেখাগুলি বড় সরস। সে কালে গুড়্‌গুড়ে আর প্রভাকরের ঝগড়া হতো, তাতে গুড়্‌গুড়েকে অনেকে প্রশংসা করে। আমার বোধ হয়, সুলব তাদের অপেক্ষা ঢের ভাল।

গৌর। হাজার হোক, ইংরাজি পড়েছে শুনেছে, আর ব্রাহ্মরা নিজে লেখে। টোলের বিদ্যা আর College-এর বিদ্যা ঢের তফাত। ওদের যত গালাগাল দিতে পার, ততই দেশের উপকার।

হরু। যা হোক, ওদের দ্বারা দেশের কিছু ভাল হল না। আপনারা সাহেব হয়ে শেষে Andrews Pedrews-এর দলে গিয়ে মিশ্‌লো।

গৌর। বাঙ্গালি পোষাক পরে কি গরুটা আর মদটা তত মিষ্ট লাগে না? তবে কেন, সাহেব হবার কারণ কি? যা হোক্ বাবা, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালিই থাক্‌তে চাই। ঐ গনেশ এসেছে। যেটুকু Brandy আছে, এস আমরা সকলে মিলে Nationality-ব health drink করি।

(সকলের মদ্যপান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক

বড়ল গ্রামের রাস্তা।—গদাধর, সাহেবের পোষাকে, হাতে ছাতি লইয়া যাইতেছেন।—পিছনে পিছনে এক মুটের মাথায় Portmanteau আর এক জন খানসামা,—তাহারা দুজনে পেছিয়ে পড়েছে।

গদা। (স্বগত) এই ত বাল্যকালের দৃশ্য সকল মনে পড়্‌ছে। কত দিন এ রাস্তা দিয়ে ছুটোছুটী করেছি; তখন কোন ভাবনাই ছিল না; কেবল সময়ে খেতে পেলেই নিশ্চিন্ত হতাম। আহা! সে সময় কি নির্ম্মল ছিল, পাপ হিংসা তখন শরীরকে স্পর্শ করে নি। বালক যত বড় হয়, তখন কেন দুষ্প্রবৃত্তি

এসে মনকে অধিকার করে? এটা কি আমাদের মনের গতি না সমাজের দোষ? (সম্মুখে কতিপয় বালক দেখিয়া) আহা! এদের এখন কি নির্ম্মল নির্দ্দোষ স্বভাব দেখ্‌ছি। এর পর এদের কিরূপ কিরূপ পরিবর্ত্তন হবে, কে বল্‌তে পারে! এই যে সেই সরস্বতীর খাল; কত দিন এখানে এসে সাঁতার দিয়েছি। কি আশ্চর্য্য! স্বভাব শীঘ্র পরিবর্ত্তন হয় না। বোধ হয়, আমার পূর্ব্ব পুরুষেরাও এই ক্ষুদ্র নদীকে এই প্রকার বহন কর্‌তে দেখেছেন। কিন্তু মানুষ আর তাদের আশা কি ক্ষণস্থায়ী! এখানে ৫/৬ বৎসর আসি নাই, কোন বস্তুই নূতন হয় নাই, কিন্তু আমার চক্ষে সকল নূতন দেখাচ্চে।— বোধ হচ্চে যেন, প্রত্যেক গাছপালা আমার উপর আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। বোধ হয়, সকলেই তাঁদের জীবনের কোন গত সময়কে এইরূপ স্বর্ণচক্ষে দেখে থাকেন। গত অবস্থা মন্দ হলেও লোকে তাকে এক কালের সুখের সময় বলে জ্ঞান করে থাকে। বস্তুতঃ তার ভাল বাস্‌বার আর কোন কারণ নাই, কেবল সে সময় আর ফিরে আস্‌বে না,— সেই জন্যেই ভালবাসা। আমাদের ভিতর যে অনেকে সে কালের গৌরব করে থাকেন, সেও ঐ গত সূচনার মোহিনী শক্তির ফল। (চিন্তা) অনেক দিন বাবার কোন পত্র না পেয়ে মনটা বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে। কেন কোন খবর পাঠান নি, বুঝতে পারি নি। আমার পরিবর্ত্তন দেখে তাঁর কি আমার উপর অপত্যস্নেহ কম হবে! না না, অমন কুচিন্তাকে মনে স্থান দেব না, এ কি কখন সম্ভব হতে পারে! মন কেবল কুতর্কটাকেই আগে বিশ্বাস করে। সন্দিগ্ধ চিত্ত অপেক্ষা মনের আর কোন কষ্টবহ অবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে না। (দূরে দুইজন মানুষ দেখিয়া) এ দুজন কারা আস্‌চে। এক জনের মাথা কেশহীন। শুনেছি, তর্কবাগীশ এখনও দলাদলীর ঘোঁট করে বেড়াচ্চেন, বুঝি বা ইনিই তিনি। না, এ ত বাবার মত চেহারা। তবে বোধ হয়, এত দিন যে চিঠি লেখেন নি, তার কারণ এই,— সাংঘাতিক পীড়া হয়েছিল, চেহারা মলিন হয়ে গিয়েছে, মাথা ন্যাড়া করেছেন। পাছে আমাকে বেয়ারামের খবর দিলে মন উচাটন হয়, সেই জন্যেই লিখেন নি। (গোলোক বসু ও গৌরীশঙ্করের প্রবেশ)

(দ্রুতবেগে গোলোক বসুকে আলিঙ্গন করিয়া।)

বাবা! আপনার এত অসুখ হয়েছিল, এক দিনের জন্য আমাকে খবর দেন নি? আমার মন অত্যন্ত উচাটন হয়েছিল; তাই আমি নিজে দেখা করতে এলাম। আমার উপর এত নির্দ্দয় কেন? পাছে আপনার অসুখ শুনে আমি

ভাবিত হই? তা সন্তানের আর এর চেয়ে কি সুখ আছে, যে বাপ মা আমাকে বাল্যকালে যত্নে পালন করেছেন, আমি যদি তাঁদের ধার কিঞ্চিদংশে শোধ দিতে পারি, তবেই ত জন্ম সার্থক। এখন ত কিঞ্চিৎ আরাম লাভ করেছেন? এ সময় অতি মন্দ। পূজার সময় পল্লীগ্রামে জ্বর বিকারের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। আর এখানে কারও থাকা হবে না, এবার আমি সকলকে কলিকাতায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব। (পিতার মৌনভাব দেখিয়া) আপনি এমন নিস্তব্ধ রইলেন কেন? আমার মনে আবার সন্দেহ উপস্থিত হচ্চে; মা ভাল আছেন ত? আর আমাকে সন্দিগ্ধ চিত্ত রাখ্‌বেন না; বাড়ীর অন্য কার কোন অমঙ্গল ঘটে নি ত?

গৌরী। গদাধরবাবু! বোধ হয় আপ্‌নার পিতা আপনাকে অনেক দিন দেখেন নি বলে, স্নেহেতে বাক্-রহিত হয়ে রয়েছেন। আর এঁর নিস্তব্ধ থাক্‌বার আর এক কারণ আছে, বোধ হয় লজ্জায় নিজমুখে ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌ছেন না, তবে আপনার উৎকণ্ঠা দূর কর্‌বার জন্য আমাকে বল্‌তে হল। এঁর শারীরিক অসুখ করে নাই, তবে মানসিক অসুখ; আর যে ন্যাড়া হয়েছিলেন, সে জ্বর বিকার জন্য নয়, এ প্রায়শ্চিত্তের নিদর্শন; আপ্‌নার জ্ঞাতি কুটুম্বেরা এঁর ওপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে, তা ইনি আর সহ্য কর্‌তে না পেরে শেষে তাদের মতানুসারে হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করেছেন।

গদা। বাবার যে অসুখ করে নাই শুনে আমি পরমাহ্লাদিত হলাম; প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্য আর কি কি কর্‌তে হয়েছিল?

গৌরী। সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ একখানা এক্‌রারনামা লিখে দিতে হয়েছিল যে, সন্তানের সহিত আর কোন সংস্রব রাখ্‌বেন না।

গদা। অ্যাঁ! উনি আমাকে ত্যাগ কর্‌বার পত্র লিখে দিতে পার্‌লেন! বোধ হয়, স্বজ্ঞানে কখনই তাতে সম্মত হন নাই, কেউ না কেউ এঁকে যাদু করে থাক্‌বে, নৈলে যে উনি স্থির বুদ্ধিতে তাতে সই দেবেন আমার বিশ্বাস হয় না। পিতা! আপ্‌নার যে মানসিক কষ্ট হয়েছিল আমি জান্‌তে পার্‌ছি। উঃ! দুরাচাররা আপ্‌নার উপর অত্যন্ত অত্যাচার করেছিল! তাদের এত বড় স্পর্ধা যে, তারা আমার চেয়ে আপ্‌নার আত্মীয় হতে চায়! আপ্‌নার এই বৃদ্ধ দশা উপস্থিত, কেউ কি এক গণ্ডূষ জল দিয়ে আপ্‌নার সেবা কর্‌তে আস্‌বে! তবে কেন তাদের জন্য এত টান, এত যত্ন, এত নীচতা স্বীকার করেছেন? শত শত কাকের ছানা দেখে কোকিল কি নিজ শাবক ত্যাগ করে থাকে?

নরাধমরা আপ্‌নাদের ইষ্টসিদ্ধি করেছে! আপ্‌নাকে যন্ত্রণা দেবার মানে এই যে, যাতে আমার মনে কষ্ট হয় আর আমাকে অপমানিত হতে হয়। যা হোক, আর আপ্‌নাকে বাক্যযন্ত্রণা দিয়ে কি হবে, গত সূচনায় আর কি ফল! যদি আমি ঘটনাক্রমে আজ সর্ব্বস্বান্ত হতাম তবুও আমার এত দূর মনে বেদনা হত না!

গোলো। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) এস বাবা ঘরে এস, তার পর সব বল্‌বো।

গদা। এখন কোথা যাচ্ছিলেন?

গোলো। নিধু মণ্ডলের অত্যন্ত বিপদ শুনে তাকে তাকে দেখ্‌তে যাচ্চিলাম।

গদা। ঐ নিধু মণ্ডল না আপনাকে নিয়ে বড় পীড়া-পীড়ী করেছিল?

গোলো। হাঁ, ঐ দলপতি হয়ে এই সব ঘটালো।

গদা। তার, কি হয়েছে?

গোলো। তাঁর সকল প্রকার গুণ আছে। বাড়ীর কাছে যে বেণেরা থাকে, তাদের কর্ত্তা মর্‌বার সময় তার স্ত্রীপুত্রের ভার ওঁরই ওপর দিয়ে যায়। তা উনি তার সতীত্ব নাশ করেছেন, আর তার বিষয় সকল স্থানান্তরিত করেছেন, এ বিষয়ে জজ সাহেবের নিকট আবেদন পড়াতে তিনি থানার জমাদারকে ওয়ারিণ জারী কর্‌তে পাঠ্যয়েছেন। শুন্‌লাম জমাদার এসে অত্যন্ত অত্যাচার কর্‌ছে আর স্ত্রীলোকদের বে-আবরু করেছে।

গদা। অ্যাঁ! স্ত্রীলোকদের শুদ্ধ অপমান! চলুন তবে আগে সেইখানেই যাওয়া যাক, তার পর বাড়ী যাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

নিধু মণ্ডলের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা।—দরজার নিকট একদল লোক;—
তন্মধ্যে রাধাগোবিন্দ, তর্কবাগীশ ইত্যাদি।— দু জন কনষ্টেবল
নধু মণ্ডলকে পীচমোড়া করে বাঁধ্‌ছে, আর জমাদার গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্চে।—
দূরেতে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা টেনে দিয়ে পিছন ফিরে গুণ গুণ স্বরে
'ওগো আমাদের কি হল গো' বলে কাঁদ্‌ছে।

১ম কন।— শালা অন্দরমহলমে ঘুষ গিয়াথা, জ্যায়্‌সাকে হাম লোগ্‌ ভিতর নেই পাকড়নেকো শক্‌তা।

নিধু। ও জমাদার মশাই, আর কষে বেঁদো না, আমি নিজে গিয়ে হাজির হচ্চি, প্রাণ বেরিয়ে যায়, দোহাই, দোহাই!

জমা। ফের চিল্লাতা হ্যায়, লাগাও দো গুঁতা শালাকো।

নিধু। বাপ্‌রে মলাম্‌রে, ওগো আমাকে ছেড়ে দেও, আমি দশ টাকা জল খেতে দিচ্চি।

জমা। কুন্দন সিং, ওতনা কষ্‌কে মত বাঁদো। থোড়াসে রসি ঢিলা কর দেও, (আস্তে আস্তে অন্যদিকে গমন)।

২য় কন। (চুপে চুপে নিধু মণ্ডলের প্রতি) আওর হম লোগকে ওয়াস্তে কুছ হুকুম নেই! নেহিতো রেহাই নেহি মিলেগা।

নিধু। তোমাদের দু জনকে দু টাকা দিচ্চি।

রাধা। আহা ঘর্‌টা একবারে খানেখারাব হয়ে গেল! কি ইংরাজদের অত্যাচার! রাঁড়ীভুঁড়ীর মকদ্দমার জন্য এতবড় লোক্‌টার এত অপমান।

তর্ক। — কলি আর কারে বলে? অমন মহাত্মা পুরুষ, যার বাড়ী কোন পূজ আচ্চা ফাঁক যায় না, আর প্রতি অমাবস্যাতে বিদায়ের সহিত ব্রাহ্মণ ভোজন; তাঁর এই রূপ অপমান! আর আমাদের এখানে দাঁড়ান উচিত নয়। এসব দেখলে পাপ হয়। (দূর হতে গোলোক বসু ও গদাধরকে দেখিয়া) ওহে আর কিছুক্ষণ দাঁড়ায়ে তামাশাটা দেখা যাগ। ঐ গোলোক বসু কি মনে করে আস্‌চে। ও বুঝি মিথ্যা নালিশ কর্‌বার জন্য এই সময় পেয়েছে। সিংহ যখন কর্দ্দমে পড়ে, তখন গর্দ্দভেও পদাঘাত করে যায়। বেটা কি ব্যল্লীক।

রাধা। আসুন গোলোকবাবু। দেখ্‌ছেন কি, আজ আপ্‌নার পোয়াবার। নিধু মণ্ডল শ্রীঘর চোল্লো। এখন আপনি রামরাজ্য ভোগ করুন। (গদাধরকে দেখিয়া শশব্যস্তে) গদাধরবাবু ভাল আছেন? এই আশা হচ্চে? নিধু মণ্ডল আপনার পিতার ওপর অনেক অত্যাচার করেছে। আর ওর দৌরাত্ম্যতে পাড়া শুদ্ধ শশব্যস্ত। ধর্ম্ম এখনও বর্ত্তমান আছেন, তার এই প্রতিফল পাচ্চে।

তর্ক। পাপের ফল শীঘ্র ভোগ কর্‌তে হয়। যুধিষ্ঠির এক্‌বার মিথ্যা বলেছিলেন বলে তাঁকেও নরক দেখ্‌তে হয়েছিল। নিধু মণ্ডল ইদানীং বড় বাড়াবাড়ী করেছিল। গোলোকবাবুকে কি না কষ্ট দিলে! তখন কারও বারণ শুন্‌লে না। এত মানা করা গেল, দেখ নিধু, গদাধর নব্য সম্প্রদায়, যদি বিলেতে গিয়েছে— একটা দোষ করেছে, তার কি হবে। ব্রাহ্মণ ভোজন করালেই সকল পাপ ঘুচে যাবে। কেমন যে এক গোঁ ধর্‌লে কেউই তাকে ক্ষান্ত কর্‌তে পার্‌লে না। শাস্ত্রে যে বলে "অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ

কৌরবাঃ। অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিত;।।" কোন বিষয়েই আতিশয্য ভাল নয়। দশের কথা শুনে চল্‌তে হয়। যা হোক্, এখন তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি যেন চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক। এখন গদাধরবাবুর দিন কত থাকা হবে? বেশ বেশ। ঘরেই থাক্‌বেন, তার জন্য কোন চিন্তা নাই। দেখ গোলোক, আজ কাল কে না কি কর্‌চে? আর ও সকল কর্ম্ম ত শাস্ত্র অসঙ্গত নয়, অখাদ্য খাওয়া শাস্ত্রেই বিধি রয়েছে। মুনি ঋষিরা কত কত গরু খেয়েছেন। এখনও ত ভগবতীর সামনে মহিষ বলি হয়। যখন কুন্তী ঋষিভোজন করালেন, তখন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কি, একশ গরু হত্যা হয়েছে তবুও অকুলান পড়্‌লো! যখন অর্জ্জুন বরাহ বিদ্ধ কর্‌লেন, তখন মহাদেব কিরাতের বেশে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, তুমি বরাহ মার্‌লে কেন? তোমার কি পিতার শ্রাদ্ধ, না কোন মহৎ যজ্ঞ উপলক্ষে? ছেলেদের ও সব কি ধর্ত্তব্য, কে কি কর্‌লে। দেখ বাবু নিধু ত গেল। ঐ আমার প্রধান যজমান ছিল। ওরি দৌলতে ব্রাহ্মণের সংসারটা চল্‌ছিল। এখন ব্রাহ্মণীর ভারটা তোমার উপর। আমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে তোমাদের সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ কর্‌বো।

গোলো। এখন ন্যায়রত্ন মশাই, নিধুর কি হয়েছিল ঠিক বল্‌তে পারেন? আমি ওর বিপদ শুনে দৌড়াদৌড়ি আস্‌ছি।

তর্ক। আরে রেখে দেও ওর কথা। পাপিষ্ঠ নরাধম ব্যল্লীক। এত টাকা থাক্‌তে নাবালকের টাকা নষ্ট, সতীত্ব নষ্ট! পৃথিবী এ পাপভার কত দিন বহন কর্‌বেন?

গদা। চলুন আম্‌রা আগে গিয়ে জমাদারের কাছে জিজ্ঞাসা করি।

তর্ক। তোমরা যাও বাবা! আমি যাব না। আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ ও সব কলহ ফেঁসাদের ভিতর যেতে ভয় হয়। কি জানি বেটা নেড়ে যদি লাটির একটা গুঁত দেয় ত তিন দিন ঘরে বসে থাক্‌তে হবে। পূজই বা কে কর্‌বে আর হাঁড়ীতে চালাইবা কে যোগাবে।

রাধা। আমি তবে পণ্ডিত মহাশয়কে আগ্‌লে থাকি।

(গদাধর এবং গোলোকের অগ্রসর হওন।)

তর্ক। বাবা! যা শত্রু পরে পরে। কে বল ওর ভিতর গিয়ে অপমান হতে যাবে। বেটা মুছলমান যদি গায়ে হাত দেয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে। এইখানে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখা যাগ্; একে নব্য বয়স, তাতে উদ্ধত স্বভাব, আর মনে করেছে সাহেবের টুপী মাথায় দিলে পর জমাদার সাহেব ভয়

পাবে; এই দেখনা, নিধুর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই শ্রীঘর যায়।

(গদাধরকে দেখিয়া একটা গোল পড়িয়া গেল।)

জমা। কুন্দন সিং, কাহে এত্‌না গোল মাচায়া হ্যায়, লাগাও শালা লোক-কো।

কুন্দ। হুজুর এক্‌টো সাহাব আতা হ্যায়।

জমা। সুপুরিডণ্ড সাহেব ত নেই?

কুন্দ। নেহি, দোসরা কালা সাহেব হ্যায়।

(গদাধরের আগমন)

গদা। (জমাদারের প্রতি) ইয়ে কেয়া তামাশা হ্যায়, কেও উস্‌কো ইস্‌তরপর বাঁধা হ্যায়?

জমা। হুজুর! ইস্‌কা উপর হাকিমকা তলব হুয়া আর ৪ঠা তারিখ হাজির হোনেকা শমন হ্যায়। এস সবব্‌সে পান্‌শ রুপেয়াকি জামিন লেকর ছোড়দেনেকি হুকুম হ্যায়। লেকেন ইয়ে সখস দেনেকো রাজি নেহি, ইস্‌ওয়াস্তে বন্দা ইস্‌কো থানামে লে যাতা হুঁ।

গদা। আচ্ছা আব ছোড় দেও, হাম উস্‌কা জমানত লিখ দেতা হুঁ।

নিধু। দোহাই গদাধর বাবু! বাঁচাও আমাকে। তোমার বরাবর চাকর হয়ে থাক্‌বো।

গদা। এখন খালাস হয়ে যদি পালাও, তা হলে তোমার বাড়ী বিক্রী করে টাকা আদায় কর্‌বো। তুমি সত্য কি মিথ্যা অপবাদে ধরা গিয়াছ আমি জান্‌তে ইচ্ছা করি না; Magistrate-এর কাছে তার ঠিক বিচার হবে। এখন আমি তোমাকে অপমান হতে বাঁচালাম; পরে আপনার পথ দেখো; যাও এখন বাড়ী যাও; স্ত্রীলোকদের শান্ত করগে।

তর্ক। (দূর হইতে জমাদার এবং কনস্টেবলদিগকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া) তাই তো হে! গদাধরকে দেখে বেটা জমাদার শশব্যস্ত হয়ে নিধুকে যে ছেড়ে দিলে। গদাধর ত কম ছেলে নয়, তবে ওকে আগে চটান ভাল হয় নি। আমি মনে করেছিলাম, গোলোক ওর্ মন্দ কর্‌তে আস্‌ছে। ভাগ্‌গিস্ এসেছিল আর গদাধর সঙ্গে ছিল; তা নৈলে নিধুকে কে বাঁচাতো। চল্ল গিয়ে দুট মিষ্টি কথা বলা যাগ্‌। (অগ্রসর হইয়া) গদাধরবাবু, তুমি ধন্য! আজ তুমি না থাক্‌লে পর নিধুর ক্লেশ আর অপমানের সীমা থাক্‌ত না। আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, মকদ্দমা মাম্‌লা বুঝি না; এসে দেখ্‌লাম নিধুকে লয়ে দুজন কনেস্টবল ভাই টানাটানি কর্‌ছে; ভয়েতে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রাধা। একে নেড়ে তায় পুলিসের দারোগা। ওরা ছোট নবাব বল্লেই হয়।

কথায় কথায় অপমান করে বসে। ওরা জ্যেন্ত মানুষকে মরিয়ে দেয়। আমার এমন রাগ হয়েছিল, আর খানিকক্ষণ থাক্‌লে পর খুনোখুনি হয়ে যেত। আমাদের সাক্ষাতে কি নিধুকে থানায় নিয়ে যেতে দিতাম। যা হোগ ভালয় ভালয় মিটে গেল সেই ঢের।

গোলো। চল বাবা এখন ঘরে চল। নিধু একটু বিশ্রাম করুক, তার পর বৈকালে যা পরামর্শ ভাল হবে করা যাবে। তোমার আসাতে একটি ভদ্র লোকের কত উপকার হল। তবুও তোমায় নিয়ে এত ফেঁসাদ কর্‌তে চায়। বিপদের সময় কেউ এগোয়্ না।

(গোলোক ও গদাধরের প্রস্থান)

রাধা। শুন্‌লেন পণ্ডিত মশাই! গৌরবে আর মাটিতে পা পড়ে না; উনি না থাক্‌লে যেন আর কেউ কিছু কর্‌তে পার্‌ত না। আম্‌রা কি দাঁড়িয়ে ঘাস কাটছিলাম। দেখ্‌তাম কোন্ বেটার বাবার সাধ্য নিধুকে আজ থানায় নিয়ে যেত।

নিধু। আর ভাই আজ বড় কষ্ট দিয়েছে। এম্‌নি কষে বেঁধেছিল যে, হাত টাটিয়ে গিয়েছে। এসব গৌরীশঙ্করের কীর্ত্তন। ওই বেণে বৌকে উস্‌কে দিয়ে নালিশ জড়িয়েছে। বেটার ভিটে মাটি উচ্ছন্ন যদি না করি তবে আমি বাপের বেটা নই। মনে করেছে গোলোক গদাধর সহায় আছে আর ভয় কি। আচ্ছা, রাধাগোবিন্দ ভায়া আর ভট্টাচার্য্য মশাই পায়ের ধূল দিন, আপনাদের প্রসাদে মরা হাতী এখনও লাখ টাকা দাম। বেটাকে দশ দিনের মধ্যে জেলে যদি না দি, ত আমি কারেও আর মুখ দেখাব না। আজ রাত্রিতে রেমো মালীকে দিয়ে ওর বাড়ীতে এক বাক্‌সো সোণা রূপর গয়না ফেলিয়ে দি, আর কাল সকালে থানায় রেমো এজেহার দিক্ যে, ওর্ বাড়ী সিঁদ চুরী হয়েচে। গৌরীশঙ্করের নামে সন্দেহ করুক যে, খানাতল্লাসী হলে বেরুবে। আমি এ বিষয়ে যেন কিছু জানি না। কিন্তু রাধাগোবিন্দ ভায়া আর ভট্‌চার্য্য মশাই! তোমাদের দুজনকে রেমোর হয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, কাল রাত্তিরে গৌরীশঙ্কর মদ খেয়ে রেমোর বাড়ীর চারিদিকে চোরের মতন ফির্‌ছিল। তোমাদের বিদায়ের ভার আমার উপর। এ কথা যেন ফাঁস হয় না।

তর্ক। গোবিন্দ! গোবিন্দ! একি ফাঁস হবার কথা, ওতে আর আমাদের হানি কি। ও বেটা জেলে যাবার যোগ্য পাত্র। সকলের কথায় ওর্ কাণ না দিলে চলে না। বেনে বৌ কি ওর্ মা, না মাসী, যে তার্ জন্য একটা ভদ্র লোককে

অপমান কর্‌বার পন্থা করেছে। যেম্‌নি কর্ম্ম তেমনি ফল পাবে।

রাধা। ওর্ জেল না শ্বশুর বাড়ী। ওকে ঠেঙ্গিয়ে আধমরা কর্‌তে পার ত হয়।

নিধু। সে এর পর হবে। আপাততঃ এইরূপ আরম্ভ করা যাক্, তোমরা যেন সাহায্য কর্‌তে ক্রটি কোরো না।

উভয়ে। বিলক্ষণ! আমাদের যা বল্‌বে তাই কর্‌বো। আমরা কোন কালেও তোমার কথার বার নই। এখন তুমি বিশ্রাম কর গে, আমরাও আসি।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

গোলোক বসুর বৈঠকখানা।— ঘরের এক কোণে একটা চৌকী আর একটা টেবিল;— অন্য দিকে সেজপাতা পালঙ্গ।— গদাধর Night Dress পরিহিত— চিন্তায় মগ্ন।— টেবিলের উপর একটা সেজে বাতি জ্ব্‌লচে।

গদা। (স্বগত) উঃ! কি বিষম অবস্থা! সমাজ যে কারে বলে বিলাত থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত তার আস্বাদন পাই নি। এ দিকে স্বজন পরিত্যক্ত ও দিকে ইংরাজদের সঙ্গে মিল্‌বার কোন ভরসা নাই। জনসমাজের মধ্যে থেকেও যেন অরণ্যে বাস হয়েছে। বুঝি বিলেতে যেমন সমাজ সুখ লাভ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত এই। আমার জন্য কোন দুঃখ করি না— যে অনেক মিষ্টি খায়, তার পক্ষে কিছুদিন মিষ্টি হতে বিরত হলে উপকার বই অপকার নাই। যে কদিন শরীর সুস্থ আছে, সে কদিন কিছুই টের পাব না;— কাছারীর কর্ম্ম আর পড়াশুনাতেই সময় কেটে যাবে;— অন্য বিষয় ভাব্‌তে সময় নাই;— কিন্তু অসুখ হলে পর একটি বন্ধু নাই! আমার যদি অকালে মৃত্যু হয়, তবে স্ত্রীপুত্রের কি কষ্ট, ভাব্‌তে গেলে বুদ্ধি বিকল হয়!—চারিদিক্ অন্ধকারময়!— কোথায় রাজভোগ, কোথায় ভিক্ষুকের অবস্থা! এ সব মনে কর্‌তে গেলে বোধ হয় যে কি অসীম সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়েছে। উঃ! যেন বিবাহিত লোকের মধ্যে বিলেতে কেউ না যায়। পশ্চাৎ ভাবনা সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ ভেবে কর্ম্ম কর্‌বার উপায় নাই।

আত্মীয়স্বজনেরা জীবদ্দশাতেই ত পরিত্যাগ করেছে। মৃত্যুর পর যে স্ত্রী পুত্রকে পদে দলন কর্‌বে তার কি আর সন্দেহ আছে! এ সব জেনে শুনেও ত ইংরাজেরা আমাদেব Civil Service Fund থেকে বাদ দিয়েছে। এখন উপায় কি! শীঘ Life-insure করা যাক। আর স্ত্রীকে উত্তম রূপে শিক্ষা দি, তা হলে আমার অবর্ত্তমানে আপনার সন্তানের লালন পালনের জন্য পরের উপর নির্ভর কর্‌তে হবে না। আমার স্ত্রী যদি বুদ্ধিমতী হয়, তা হলে আমার ও সমাজের প্রয়াস হবে না; আমার ঘরই আমার সমাজ হবে; আর তার চেয়ে সুখ কি? সেই লোক ধন্য, যে আপনার সুখ আপনার নিকটে রাখে, আর সুখের অন্বেষণে অন্যের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ না করে । বিলেতের ইংরাজ আর এখানকার ইংরাজ কত প্রভেদ! হিংসা ও জাতিক্রোধ ইহার মূল। এ জাতিবৈরাগ্য শীঘ্র উন্মূলিত হবার উপায় নাই। প্রথম কয়জন বিলেত প্রত্যাগত ব্যক্তি, এর কষ্টভোগ কর্‌বেন। তার পর তাঁদের আচার ব্যবহার দেখে যদি এ জাতিবিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে লয় পায়, তবে তাঁরা কি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করে যাবেন! এর জন্য কষ্ট স্বীকার বোধ হয় অধিক জ্ঞান করা উচিত নয়। লোকে বলে বিলেত থেকে ফিরে এসে এঁরা দেশের কি উপকার কর্‌ছেন? সত্য বটে যে, তাঁরা সভা করে বক্তৃতা করেন না। কিন্তু যদি এ সকল কষ্ট স্বীকার করে ইংরাজ জাতির মধ্যে আপনাদের দেশের নাম প্রশংসনীয় কর্‌তে পারেন, যদি আপনাদের স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিয়ে সৎ উদাহরণ দেখাতে পারেন, যদি পৃথিবীর সভ্য জাতির রীতিনীতি বিজ্ঞান দেশ মধ্যে প্রচলন করাতে পারেন, তবে নির্ভরসার কারণ কি? দেশহিতৈষিতা আর কারে বলে? নিজের উদাহরণ শত শত বক্তৃতা অপেক্ষা ফলদায়ক। যে যা বলুক, আমি কারও কথায় বিরত হব না। পশ্চাৎ যা হবার হবে। এখন ত আমার স্ত্রীকে Boarding school-এ দি। অন্যের কথা মান্য কর্‌তে গিয়ে নিজে কেন ভদ্র সমাজে অপদস্থ হব, আর আমার চিরকালের সুখে জলাঞ্জলি দিব! কি স্বার্থপরতা! সকলে চায় যে আমি তাদের সন্তুষ্ট রাখি, কিন্তু তাতে যে নিজের সাংসারিক সুখ নষ্ট হয়, তাতে ভ্রূক্ষেপও কর্‌তে চায় না। জঘন্য সমাজ! এতে এমন কি গুড় আছে যে, তার জন্য লালায়িত হতে হবে! আমাকে যদি আত্মীয়েরা চায় না, তবে আমারও তাদের উপর মমতা রাখ্‌বার প্রয়োজন করে না। বাপ মার ভালবাসা চিরকাল অটল থাকে; তাঁদেব স্নেহ আমার উপর থাক্‌লে আর কিছুই চাই না।

(এক হাতে প্রদীপ, আর এক হাতে পানের বাটা, অর্দ্ধ ঘোমটা দেওয়া গদাধরের স্ত্রীর প্রবেশ।— পানের বাটা টেবিলের উপর স্থাপন।)

এই যে তুমি এসে উপস্থিত! বস বস (হস্ত ধারণ)—

মনো। আস্তে আস্তে কথা কও। ঠাকুরঝী দরজায় কাণ পেতে দাঁড়িয়ে আছেন। আগে দরজায় হুড়কোটা লাগিয়ে আসি।

গদা। যথার্থ না কি? কি ঘৃণাজনক প্রথা! আবার আমরা বলি সভ্য।

মনো। (নিকটে উপবিষ্ট হইয়া) আগে [illegible] একলা বসে গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌ছিলে? ঠাক্‌রণের কথা শুনে বুঝি কি কর্‌বে ঠিক করে উঠ্‌তে পার নি! কিন্তু যা কর, আমাকে এবার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমি আর বাড়ী থেকে বাক্য যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে পারি নে। ঠাকুরঝীর শ্বশুর-বাড়ী হতে আর নিতে আসে না বলে তিনি কেবল বলেন যে, নিজে সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ কর্‌বে বলে নিজের স্বামীকে বিলেত ছেড়ে দিয়ে আমাদের সকলকে ভাসালি। আমি যদি বলি আমি কি কর্‌বো, তা হলে সকলে বলেন, কি নেকী, উনি বল্লে পরে যেন সে বিলেত যেতে পার্‌তো! আমাদের ত পুরুষ আছে, আমরা যা বলি তা ভিন্ন কি সে অন্য কোন কর্ম্ম করতে পারে?

গদা। (হাস্য করিয়া) ঐ আমাদের উচ্ছন্নের মূল হয়েছে। তা নৈলে আমরা এত কাপুরুষ কেন! এটা যথার্থ, আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীর নাকে দড়ি দিয়ে চালায়। একে ত [illegible] ইনি, তাতে এখন দ্বারের বার হন নাই; কিন্তু মনে করেন যে, পৃথিবীর [illegible] সমস্ত বিষয় অবগত। ঘরের দাসী তাঁর টেলিগ্রাফের কর্ম্ম করে। এমন নির্কোধ স্ত্রীলোক দ্বারা যে সমাজের শাসন হয়, তার আর মঙ্গল কিসে? তাতে কীর্ত্তিমান পুরুষ M.A B.L. উপাধি ধারণ করেন, সমাজে গিয়ে বাল্যবিবাহ নিন্দা ইত্যাদি আস্ফালন করে আসেন; কিন্তু বাড়ী এলে যখন তাঁর স্ত্রী বলে [illegible] বছর উৎরে গেল বিবাহ দিতে হবে; অমনি স্বামী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পাত্র [illegible] বেড়ান্। অবশ্য স্বামীর উচিত যে, সকল বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ লয়ে [illegible] করেন, কিন্তু স্ত্রীরও পরামর্শ দেবার যোগ্য জ্ঞান উপার্জ্জন করা উচিত [illegible] পদে পদে বিষম বিপদ ঘটায়। তাই জন্য আমি মনে কর্‌ছিলাম যে, আমার কাছে রাখ্‌বার আগে তোমাকে একবার ইস্কুলে পাঠাই, সেখান থেকে কিছু না কিছু উপকার লাভ কর্‌বে। তা হলে ক্রমে ক্রমে আর সকল বিষয়ে আমার নিকট থেকে উন্নতি লাভ কর্‌তে পার্‌বে, আমার পরামর্শের ভাগী হতে পার্‌বে আর

আমাকেও যথার্থ সুখী কর্‌তে পার্‌বে।

মনো। কিন্তু তা হলে একবারে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হয়, আর ফিরে আস্‌বার পথ থাকে না।

গদা। তা না হলেই বা তার ভাবনা কি? বাড়ীর সুখ ত টের পাচ্চ।

মনো। তা বিলক্ষণ পাচ্চি! সমস্ত দিন আমাকে নিয়ে সকলে এম্‌নি করে, যেন আমি কত দোষী। কেবল সাবধানে থাক্‌তে হয়, পাছে কোন জিনিস ছুঁই।

গদা। আচ্ছা, মার কি কোন ভিন্ন ভাব দেখ্‌তে পাও?

মনো। অমন নয়; তবে বোধ হয়, আগেকার মত ভাল বাসেন না। আর যে পর্যন্ত্য সকলে মনে বিশ্বাস করে দিয়েছে যে, আমি বিলেত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সেই পর্যন্ত্য আমার উপর একটু মুখ ভারি করে থাকেন।

গদা। দেখ, সেটা স্বাভাবিক। কারণ যদি তাঁর বিশ্বাস এই হয় যে, তুমি আমাকে বিলেত যেতে ছেড়ে দিয়েছ, আর তাতেই তাঁদের সুখ নষ্ট হয়েছে, তবে যে এতে বিরক্তি প্রকাশ কর্‌বেন আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তুমি যেন তাঁকে কোন কথায় কষ্ট দিও না।

মনো। না, পাড়ার লোকেরা এসে আরও তাঁর মন চটিয়ে দেয়।

গদা। পরের কি? ওরা ত ঐ চায়। তাঁর তাদের কথায় মন দেওয়াই অন্যায়। আমাদের সমাজের ওটা বিষম দোষ। ঘরে স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে দেখা হলে একবারে মন খুলে যায়।— সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী কি না বিবেচনা না করে একবারে দুঃখের সুখের গল্প হতে থাকে।— বাড়ীতে মেছুনী মাছ বিক্রী কর্‌তে এসে মাসী সম্বন্ধ পাতান, নাপ্‌তিনী ত বুনের মত; ধোপানী পিসী। এতে লোকের ভারিত্ব কিসে থাক্‌বে? আমি যদি আমার খান্‌সামাকে চাচা বলে ডাকি, বাবুর্‌চিকে ফুফা বলি, চাপ্‌রাসীকে ভায়া বলি, তা হলে তাদের কাছে কি আমার মান থাক্‌বে, না তারা আমাকে সমীহ কর্‌বে! তোমাদের মাসী খুড়ী দিদী পাতানও ঐ রকম। না, আমাদের সমাজটা অতি জঘন্য। একবারে পরিত্যাগ ভিন্ন এ হতে পরিত্রাণের উপায় নাই। এ সমাজ একবারে বিকারগ্রস্ত হয়েছে, সংশোধন হওয়া কঠিন। দেখ্‌ছি পুনর্জ্জীবন আরম্ভ করাই শ্রেয়ঃ; তাহলে যদি আমাদের সন্তান সন্ততিরা এদ্বারা উপকার পায়। এখন রাত্রি হল; কাল ভোরে উঠ্‌তে হবে; চল এখন শয়ন করা যাক্।

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক।
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সদর-আলার বৈঠকখানা।— ন্যায়রত্ন, রামপদ নাজির, চাটুকার, মোক্তার উপবিষ্ট।—
নব ন্যাংটা—কোমরে ঘুন্‌সী।

চাটু। আপনার বড়ছেলে নব অতি বুদ্ধিমান্ আর সুধীর; বেঁচে থাক্‌লে ও পিতার মত এক জন লোক হবে।

ন্যায়। না হওয়াই আশ্চর্য্য। শাস্ত্রে আছে—"আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ।"

মোক্তা। ঢের ঢের ছেলে দেখেছি মশাই, কিন্তু উটি লাখের মধ্যে এক। আমাদের পেশা হল দরজায় দরজায় বেড়ান। ডেপুটি বাবুর ছেলে গোপাল আর হুজুরের নব দুটি মাণিক জোড়, কিন্তু নববাবু গোপালের চেয়ে ঢের সবস আর শান্ত।

নব। তুই শালা বাঞ্চোত।

চাটু। ছি নব বাবু, ও কথা বল্‌তে নাই।

ন্যায়। ওহে ছেলেদের ও সব ধর্ত্তব্য নয়।

মোক্তা। — না, ওপাড়ার বিশ্বাসের ছেলে তার বাপকে দিন রাত্র গালাগাল দেয়। তাই বলে কি ছেলেকে মার্‌তে হবে? কত পুণ্য করে, দেবতার পূজ করে ছেলে হয়। আর সেই ছেলে যদি নববাবুর মতন গুণবান্ হয়—

নব। তুই হনুমান। বাবা, ও আমাকে হনুমান্ বল্লে কেন? ওকে আমি মার্‌বো।

চাটু। ছেলের প্রতাপ দেখেছেন! বলে সিংহের ছানা সিংহ হয়। ও বড় হলে ওর প্রতাপে সকলে কাঁপ্‌বে। ও সব ছেলে দুষ্ট দমন কর্‌তেই পৃথিবাতে এসেছে;—

(নব রাগত হইয়া উঠিয়া গিয়া কাম্‌ড়ান)

সদর। ছি বাবা নব, কাম্‌ড়াতে কি আছে? ছেড়ে দাও।

নব। অ্যাঁ, অ্যাঁ, (ক্রন্দন) আমি ওকে মার্‌বো, আমি ওকে মার্‌বো।

মোক্তা। বুঝি দাঁতে লেগেছে তাই কাঁদ্‌ছেন। হাজার হোগ বালক, আর ওঁয়ার শক্ত কর্কশ চাম্‌ড়া।

সদর। তবে নাজির! তোমাদের দিকে খবর কি?

নাজির। হুজুর! প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। নতুন সাহেব হয়ে সব বিষয়ে কড়াক্কড় হয়েছেন। ১০ টা বাজ্‌লেই কাছারিতে এসে উপস্থিত। ভাত খেয়ে যে একটু

ঘুমব তার যে যো নাই। আবার দেরী হলে জরিমানা করে বসেন।

সদর। সত্য না কি? কি বিপদ! একি, টুপিটা মাথায় দিয়ে এরূপ আস্ফালন না কি? আমরা ত কর্ম্ম করে বুড়িয়ে গেলাম; কত আমলা কত কামাই কল্লে, এক দিনের জন্য ত কারু এক পয়সাও জরিমানা করি নাই।

চাটু। হুজুরের সঙ্গে আর অন্যের সঙ্গে তুলনা!

ন্যায়। শাস্ত্রে আছে, ভদ্র বংশের সকল ভাল।

নাজির। আমিও ত হুজুরের কাছে কর্ম্ম করেছি, সে সব দিন আর এখনকার দিন মনে কর্‌তে গেলে পর কান্না পায়। কর্ম্মে রিজাইন দেবার যো হয়েছে। যদি অনুগ্রহ করে হুজুরের দিকে টেনে নেন। চাকরী না কুকুরী।

সদর। তোমাদের ওয়েল্‌স্‌ সাহেব ত এর চেয়ে ভাল ছিল।

নাজির। তার তা প্রাণে সয়। হাজার হোগ সে হল সাহেব, রাজার জাত; হল দুট লাথি মাল্লে, আবার দুট ভাল কথা বল্লে। এ পাপ আর সয়না! আমাদের ছেকড়া গাড়ী চাপা হয়েছে। চেরেটের তলায় পড়ে মলে এত দুঃখ হয় না। এ সারাদিন খিট্‌মিট্‌ লাগিয়েছে। রোজ কর্ম্ম সায় না করে বাড়ী আস্‌বার যো নাই, ক্ষিদেই মর আর তেষ্টাতেই ছাতি ফেটে যাক। জল খেতে যেতে হলে পর বোলে যেতে হয়। আর যে জল খেতে গিয়ে মালীর ঘরে এক ঘুম ঘুমিয়ে আস্‌বো তা হয়ে ওঠে না।

সদর। বটে! বাঙ্গালি হয়ে বাঙ্গালির উপর এত অত্যাচার! আমাদের জাতের দোষ। বড় হলেই কি একবারে দয়া মায়া সব যায়!

চাটু। ও কথা হুজুর বল্‌বেন না। হুজুরের মত বড় লোক কটা আছে? হুজুর দয়া দান ধর্ম্ম কর্ম্মে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির।

নাজির। আবার বড় লোকের বড় হওয়া ভিন্ন। তাতে কি তাঁদের মাতা টলে? যারা পুঁটী মাছের প্রাণ, তারাই অল্প জলে ফড়্‌ফড় করে বেড়ায়। (হাসিতে হাসিতে) সেদিন কাছারিতে একটা বড় মজার ঘটনা হয়েছিল; আমি সেখানে ছিলাম না। সাহেবের বড় জলতৃষ্ণা পায়। সেখানে একজন নাপিত আর একজন মেথর দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন কি জাত। যখন শুন্‌লেন যে ও মেথর, তখন তাকে হুকুম দিলেন, 'টুম যাও, পানি লে আও'। (সকলের হাস্য)

সদর। আবার সাহেব না বল্লে রাগ করেন! সেদিন আমি শুন্‌লাম যে, ডেপুটিবাবু বলেছিলেন 'গদাধর বাবু'। অমনি দু চোক লাল করে বল্লেন 'হামি গডাটর বাবু নেই, হামি বিলেত যাই বাবুর জন্য না'। (সকলের হাস্য)

মোক্তা। কি আপদ! আবার শুনেছি না কি সেলাম না কর্‌লে পর বড় খাপ্পা হয়ে ওঠেন। সাহেব দেখ্‌লে পব আমরা সকলকে সেলাম করে থাকি বটে, তাই বলে ত ওঁয়াকে আর সেলাম কর্‌তে পারি নে! সেদিন পুলিশের জমাদার কাছারিতে সেলাম করে নি; অমনি তাকে ডাকিয়ে বল্লেন যে, 'টুমি কামের ডষ্টুর জানে না; সাহেব লোগের কাছে সেলাম করে বাট কর্‌বে'।

চাটু। অ্যাঁ! একবারে সত্তি সত্তি সাহেবদের সঙ্গে টক্কর!

সদর। আসল সাহেবরা ত নিতে চায় না; আপনি সাহেব হতে যায়। ওকে কেউ খাতির্ করে না; নিমন্ত্রণও করে না। সেদিন কাছারিতে চলে যাচ্চে, জজ সাহেব দেখে বল্লেন, 'বান্দরকা মাফিক চল্‌তা হ্যায়'। (সকলের হাস্য)

মোক্তা। ওঁরা হলেন জজ; মহৎ বংশে জন্ম; ওঁরা যা বলেন ঠিক।

সদর। এসে পর্যন্ত্য আমি দেখা কর্‌তে যাই নি; কিন্তু কেউ কেউ বলে যে বাঙ্গলা কৈতে পারে।

নাজির। হুজুর ওর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবেন কেন? হুজুর ত ছোট নন; ওর আলাপ কর্‌বার ইচ্ছা হয় ত হুজুরের বাড়ী আস্‌বে। জজ সাহেবের কেরাণী সিসিল সাহেব প্রায় ত হুজুরের সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে।

সদর। হ্যাঁ, আমিও মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ী গিয়ে থাকি। তাঁর মেম, আমি গেলে খুব খাতির করে। এঁয়ার না মেমসাহেব আছে?

নাজির। যেম্‌নি দেবা তেম্‌নি দেবী! তিনি আবার গাউন পরে গাড়ী করে হাওয়া খেতে বেরোন; আবার কপালে উল্কি!

ন্যায়। গোবিন্দ, গোবিন্দ! কলিকাল সম্পূর্ণ! স্ত্রী-লোকদের পর্য্যন্ত এমন কদাচার হয়ে পড়্‌লো!

মোক্তা। ভট্‌চায্যি মশাই! যদি বল্লেন তবে বলি। বেশ্যাবৃত্তি আবার কারে বলে। সেদিন মেমসাহেব ডাক্তার বসুর সঙ্গে একলা হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন।

সদর। সব উচ্ছন্নে যাবে। বাবু বাঙ্গালি আছিস, আমাদের মত খা দা থাক্। তা নয়, মনে করেছে সোলার টুপি মাথায় দিয়ে সাহেব হবে; কালামুখ ভোঁতা হবে তখন বুঝ্‌বে। সাধে কি একেই বলে বাঙ্গালিসাহেব নাটক বেরিয়েছে! বেশ হয়েছে! যত গালাগাল দিতে পার ততই ভাল; গায়ের ঝাল মেটে।

সকলে। (ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) অবশ্য অবশ্য।

সদর। এখন বেলাটা অধিক হয়ে পড়্‌লো। তবে এখন ওঠা যাক।

সকলে। যে আজ্ঞা। (সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গদাধরের Drawing Room।—

গদাধর, গদাধরের স্ত্রী, এবং কন্যা নলিনী।

গদা। আজ রবিবার,— রবিবারটি কি মধুর বার! বিষয় কর্ম্ম হতে এক্‌বার অবকাশ পেয়ে আপনার স্ত্রী পুত্রের সহিত বসে দু দণ্ড বাক্যালাপ সুখভোগ করা যায়; আর বন্ধুদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়। একটা বিশ্রামের জন্য দিন না থাক্‌লে কি অনিষ্টজনক হত! ধর্ম্মের সঙ্গে যে রবিবারের বিশেষ মিল করে দিয়েছে, তার বোধ হয় এই কারণ। আর যথার্থ, এক দিন সপ্তাহের ভিতর ধর্ম্মচর্চা করা উচিত। কেবল বিষয়েতে মত্ত হয়ে পরমেশ্বরকে বিস্মরণ হওয়া কৃতঘ্নতার কর্ম্ম। তবে সকল বিষয়ের আধিক্যও ভাল নয়; ভাল জিনিসও অধিক পরিমাণে খেলে অরুচি হয়। আগে Scotland দেশে রবিবার দিন গাড়ী ঘোড়া চড়্‌বার বারণ ছিল; উত্তম কাপড় পরে বাইরে যাওয়া নিন্দনীয় ছিল। অনেকে ঐ দিন বন্ধুবর্গের সহিত আলাপ সাক্ষাৎ কর্‌তেন না; এমন কি, গরম রান্না পর্য্যন্ত খেতেন না। আর রাস্তায় শিশ দিলে কিম্বা গান কর্‌লে পর পুলিশে ধরে লয়ে যাবার নিয়ম ছিল। কালক্রমে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। London-এ ততটা নাই। তথাপি অন্য দিনের সহিত তুলনা কর্‌তে গেলে রবিবার দিন স্থির নিস্তব্ধ বোধ হয়।— ঠিক যেন সে সহর নয়।— চারিদিকে কেবল গির্জার ঘড়ির টুং টাং রব। রাস্তাতে ছোট ছোট ছেলেরা আপনাদের উত্তম উত্তম পোষাক পরে মা বাপের আগে আগে লাফাতে লাফাতে গির্জ্জা যাচ্চে; দেখ্‌তে অত্যন্ত প্রীতিকর। রবিবার দিন অন্য খেলা বারণ; ধর্ম্মগীত ভিন্ন অন্য গীত বারণ; ধর্ম্ম পুস্তক চর্চ্চা ভিন্ন অন্য পুস্তক পাঠ বারণ। কিন্তু বোধ হয়, অনেক্‌টা সমাজের নিয়ম মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

গদা-স্ত্রী। আচ্ছা, দরিদ্র লোকেরাও কি ঐ নিয়মে রবিবার পালন করে?

গদা। তাদের ভিতর ভিন্ন। আমাদের দেশের রবিবারের সঙ্গে তাদের রবিবারের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। রবিবার দিন মদ খাবার বিশেষ ধূম। কেহ কেহ শনিবার রাত্রি হতে সোমবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মদে বিহ্বল হয়ে পড়ে থাকে। সোমবারে পুলিশের ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে বিশেষ কর্ম্ম পড়ে। Scotland-এ মদ খাওয়াটি বেশী। বলে, বজ্র আঁটন ফস্কা গেরো। যেখানে বিশেষ কঠিনতা, সেইখানে বিশেষ বিপরীতাচরণ হয়ে থাকে। আমি

একটি পরিবার জানি, তাঁদের মা অত্যন্ত ধার্ম্মিক; ছেলেদের দু বার গির্জ্জায় পাঠিয়ে দেন, কিন্তু তারা গির্জ্জা থেকে এসে বাড়ীর ওপরের ঘরে কপাট দিয়ে Billiard খেলে। বাঁশ বেশী নোয়াতে গেলে পর ভেঙ্গে যায়। আগেই বলেছি যে আধিক্য হলে পর কিছুদিন পরে তার হ্রাস হতে থাকে। যখন আমি শুনি যে, আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের সাম্বৎসরিক; একদিন প্রাতঃকাল থেকে রাত দুপুর পর্য্যন্ত উৎসব হবে, পরদিন সংকীর্ত্তন হবে, তৃতীয় দিন ভজনা হবে, ইত্যাদি সাত দিন পর্য্যন্ত; তখন আমার ঐ দলের উৎসাহ দেখে দুঃখ হয়। একদিন উৎসব করা যথেষ্ট। কোন দ্রব্য ভাল বলে কি তাহা দিন রাত্রি খাওয়া যায়?

গদা-স্ত্রী। বিলাতে গির্জ্জা যাওয়ার বিষয় আমার কিছু শুন্‌তে ইচ্ছা করে। সকলের কি খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উপর অচল ভক্তি?

গদা। তৃতীয়াংশ লোকের বোধ হয় ধর্ম্মের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এখন অনেক প্রকার দলে বিভক্ত হয়েছে। অনেকে Oriat-কে পরমেশ্বর বলে ভক্তি করেন এবং Bible পরমেশ্বর দত্ত মনে করেন। কিন্তু এ বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে হ্রাস হবার চিহ্ন দেখা যাচ্চে। অনেকের মনে ঐ বিশ্বাস নাই. কিন্তু লোকত প্রকাশ কর্‌তে তাঁরা ভয় পান। এক ঈশ্বরবাদীর দল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্চে। আর অনেক জ্ঞানী লোক ঐ দলভুক্ত। কেশববাবু বিলেতে গিয়ে এই দলের লোক দ্বারা বিশেষ সমাদৃত হন; কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেকাংশে বিভিন্ন দেখা যায়।

গদা-স্ত্রী। সকল দলের কি নিজ নিজ গির্জ্জা আছে?

গদা। হাঁ, আর সকলেই গির্জ্জায় গিয়ে আরাধনা করে। যে যে প্রকার ভিন্ন মত অবলম্বন করুক না কেন, সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হিতোপদেশ দেওয়া। এজন্য আমি সেখানে কোন না কোন গির্জ্জায় প্রতি রবিবারে যেতাম।

কন্যা। বাবা! আমাদের কেন গির্জ্জায় নিয়ে যাও না?

গদা। আমার কোন আপত্তি নাই। আমার ইচ্ছা যে তোমাকে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ Bible শিক্ষা দিই।

গদা-স্ত্রী। আচ্ছা, কেশববাবুর মন্দিরে যেতে বাধা কি?

গদা। কিছুই নাই। ও উত্তম পবিত্র স্থান; কিন্তু ওখানে স্ত্রী লয়ে বসা প্রথা নাই; আর এ পোষাকে গেলে সকলে হাস্য কর্‌বে। তবে হয় খালি গায়ে কিম্বা ঘামে সিক্ত দুর্গন্ধ পিরান্ গায়ে দিলে পর কেউ কিছু বল্‌বে না। আর শরীরের সঙ্গে মনের এই সম্বন্ধ যে, শরীরের কষ্ট হলে একাগ্রচিত্ত হওয়া

যায় না। তিন ঘণ্টাকাল কাঠের বেঞ্চীতে এক ভাবে বসা অত্যন্ত কষ্টকর; দেড় ঘণ্টাকাল ভজনা সহ্য হয়; তিন ঘণ্টা অসহ্য। আর ব্রাহ্মরা এখন সন্ন্যাস ব্রত আরম্ভ করেছে। (সহাস্যে) আমার ভয় হয় পাছে তোমরা সংসার পরিত্যাগ করে বনবাসী হয়ে যাও। (খানসামার প্রবেশ)

খান। হুজুর! ডাক্তার সাহেব এসেছেন। (প্রস্থান)

(ডাক্তার বসুর প্রবেশ)

গদা। আরে এস, আমাদের উপর আজ কাল কিছু দয়া কম। তবে ডাক্তারের দয়া কম হওয়া ভাল। এখন কোথা থেকে? Mrs. Bose ভাল আছেন?

বসু। Thanks। সকলে ভাল আছেন। কাল রাত্রে কলিকাতায় এসেছিলাম। জগদ্দল বাবু East Indian Association-এ আস্‌তে অনুরোধ করেন, সেই উদ্দেশেতেই আসা।

গদা। East Indian Association-এর অভিপ্রায় কি আমি আজ পর্য্যন্তও ঠিকানা করে উঠ্‌তে পার্‌লাম না।

বসু। অভিপ্রায় এই যে, জন কত জমীদার মিলে আপনাদের বিষয় সম্পত্তির আলোচনা করা, আর বড় বড় সাহেবদের Address দেওয়া।

গদা। Fewcett Memorial Fund-এর কি হলো?

বসু। যা হবার তাই হলো। প্রথমে দশ হাজার টাকা চাঁদা ওঠাবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের লোককে আহ্বান করা হলো। তার পর তিন হাজার উঠল কি না জানা গেল না। দশ জনে হাজার টাকা করে দিলে দশ হাজার টাকা হত। Fawcett-কে দিলে C.S.I কিম্বা রায় বাহাদুর হবার ত পথ নাই; কাজে কাজেই ও টাকা আর উঠ্‌ল না। তার দ্বারা জমীর খাজনা কম্‌বার কোন ভরসা নাই। Civil Service উঠে যাবার কথা হচ্চে, তার জন্য কোন আপত্তি জানান, কি সাধারণের কোন উপকারের জন্য কোন বিষয় তর্ক করা, সে সব কিছুই নাই; কেবল জমীদারী আর রায়ত এই লয়েই ব্যস্ত। Perliament-এ Commission বস্‌বার সময় সাক্ষ্য দেবার জন্য কেউই অগ্রসর হলেন না, তারপর যখন Government হতে টাকা মঞ্জুর হলো, তখন ভিক্ষা দান নিতে কেউই অসম্মত হলেন না। আমাদের হতে Bombay-তে অনেক Public spirit আছে। আমরা কেবল দাসত্বের যোগ্য। সে দিন Bombay-র লোকেরা Perliament-এ Representation জন্য দরখাস্ত দিয়েছে বলে আমাদের বাঙ্গালি ভায়ারা কাগজে লিখ্‌লেন যে, ঐ প্রকার Representation-এর এখনও সময় হয় নাই। ছাই আর কোন কালে হবে? Calcutta, Bombay, Ma-

dras, North-West, আব Punjab পাঁচ জায়গা হতে পাঁচ জন লোক মনোনীত করে পাঠালে কি হতে পারে না? তারা Disrali-র জন্য বুদ্ধিমান্ না হক, তবু ত উপস্থিত থাক্‌লে পর অন্যান্য Member-দের বিষয়ে খবর দিতে পারে; আর India-র অত্যাচাব Perliament-এর কর্ণগোচর কর্‌তে পারে। তা হলেই যে এখানে হুজুরদের একটা ভয় রইল। তবে কিরূপ মনোনীত করা যায়? বোধ হয় যদি এইরূপ নিয়ম করা যায় যে, কেবল University Graduate-রা আর পূর্ব্বেকার College Student-রা Vote দেবার যোগ্য, তা হলে লেখা পড়ার মান মর্য্যাদা বাড়ে, আর Selection জন্য আকাশ পাতাল ভাবতে হয় না। চাষাদের দল Vote নাই দিলে হানি কি? চাষাদের কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ জান্‌বার বুদ্ধি নাই। তাদের জন্য অন্য লোক ভাব্‌বে আর তারা নিয়ম পালন কর্‌বে। বিলাতে কি দরিদ্র লোক সকলে Vote দিতে পারে? বিলাতে যে কাগজওয়ালারা আপত্তি করে, সে কেবল স্বার্থপরতা। আমরা যদি তাদের মতে অনুমোদন করি, তা হলে আপনাদের পায়ে কুড়ুল মারা হয়। এ সব বিষয়ে East India Association ভ্রুক্ষেপ করে না; তবে কি না Roadcess tax হলে পর Deputation Muffusil appeal bill হলে পর জমীদারদের কষ্ট, এই সকল জানাবার জন্যই ব্যস্ত। লোকে বলে আমাদের দ্বারা দেশের কি উপকার হচ্চে; কিন্তু আগে যাঁদের বড় বড় পেট, তাঁদের দ্বারা কি উপকার হল জিজ্ঞাসা করি! আমরা সামান্য মনুষ্য, সামর্থ্য কম; কিন্তু আমরা কষ্ট স্বীকার করে যে Service-এ ঢুকেছি এতেই দেশের উপকার; সেটা ত একবার কেহ বিবেচনা করে না। Lecture দিয়ে বেড়ালে আব Deputation পাঠালে কি দেশের মান্ গৌরব বাড়ে? তার দরুণ উপকারটুকু কতক্ষণ স্থায়ী? হয়ত এ কাণ দিয়ে মহাপুরুষেরা Lecture শুনেন আর ও কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তবে আমাদের সন্তান সন্ততির মধ্যে যেটুকু পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে, সেইটুকু স্থায়ী হবে। নিশ্চয় যেন যে, আমাদের দলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

গদা। এ সব বিষয় ঘরে তর্ক কর্‌লে কি হবে! সমাজে গিয়ে হাত নেড়ে না বল্‌লে আমাদের দেশের লোকেরদের মনঃপূত হয় না। যদি কিছু দেশের উপকার কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, তবে তাদের অবস্থায় আপনাকে অবনত হতে হবে। এ ভিন্ন সাহেব সেজে বল্‌লে কেউই শুন্‌বে না।— (খানসামা চা লইয়া উপস্থিত)

আপনি কি এখন এক পেয়ালা চা খাবেন?

বসু। Thanks। খাব! সে দিন একটি ডাক্তারবাবু বেথুন সোসাইটিতে একালের সভ্যতার দোষ দেখিয়ে দেন; তিনি বলেন, একালে সব বিপরীত হয়েচে, হাত ডুবিয়ে চা খাওয়ার পরিবর্ত্তে চাম্‌চে করে চা খাওয়া হয়েছে! নখের কোণে যে কত ময়লা থাকে, হাত দিয়ে কত অস্পৃশ্য বস্তু ছোঁয়া যায়, আর হাত থেকে যে কত চামড়ার কণা দিন রাত বেরুচ্চে, জান্‌লে পর তিনি ওরকম লোক হাসাতে উঠ্‌তেন না। কাঁটা চাম্‌চের উপর আমাদের দেশের কেমন একটা বিদ্বেষ হয়েছে নির্ণয় করা কঠিন।

গদা। দেখ, যখন বিলাতে ছিলাম, তখন দেশের উপকার কর্‌বো বলে বড় উৎসাহ ছিল; মনে কর্‌তাম যেন আমি একজন Reformer জন্মেছি, কিন্তু দেশে এসে কিছু দিন পরে সে সকল উৎসাহ জুড়িয়ে যায়। তার দুই কারণ দেখ্‌ছি, প্রথমতঃ কেবল Reformation জন্য একজনের সমস্ত জীবন ওতে দেওয়া চাই; উপার্জ্জন নিয়ে ব্যস্ত হলে পর ও সব ঘটে ওঠে না। বিলাতে গেয়ে নতুন রকম জীবনাশা হয়েছে, সে ত আর অমনি পাওয়া যায় না। আমি ত কাছারীর কর্ম্মে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকি; যে অত্যল্প সময় পাই, নিজের স্ত্রী কন্যা কিম্বা বন্ধুদের সহিত বাক্যালাপে কেটে যায়। যাদের যথেষ্ট পৈতৃক বিষয় আছে, তাদের ঐ সব চর্চ্চা পোষায়। Reformation-এর সঙ্গে সঙ্গে খরচ চাই। আমাদের দেশে বাক্য দ্বারা Reform কর্‌তে গেলে কিছু সম্পন্ন হয়ে ওঠে না। দেখ, বিধবা বিবাহ দিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হলেন। শুধু লোকের কাছে বক্তৃতা করে আজ পর্য্যন্ত কটা লোক নিজ গৃহে বাল্য বিবাহ উঠিয়ে দিয়েছে! সকলেই ত জানে যে, স্ত্রী-লোকদের বিদ্যা শিক্ষা দান অতি কর্ত্তব্য, কিন্তু এই যে মিস্ এক্রয়েড এসে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন কর্‌লেন, তাতে ক জন হিন্দু আপনাদের কন্যাকে শিক্ষার্থ প্রেরণ কর্‌লেন! এখন সে বিদ্যালয় ছাত্রী অভাবে প্রায় লুপ্ত হচ্চে। আর কি অমন ঘটনা শীঘ্র হবে! যারা কেবল বক্তৃতা দ্বারা Reformation চেষ্টা করে, তারা নিতান্ত অন্ধ, তাদের বক্তৃতা কেবল অরণ্যে রোদন সার হয়। আর আমাদের মত সামান্য লোকের বক্তৃতা কি ফলদায়ক হবে? প্রথমে সমাজের মান্য লোক বলে গণ্য হওয়া চাই, নচেৎ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হলে কি হবে। এই জন্যে Reformation কর্‌বার আগে পদ চাই আর অর্থ চাই। এই দুটি সংগ্রহ হলে এক একটা করে দেশের কুরীতিগুলি উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত। আমি পূর্ব্বেই বলেছি আমরা বাক্যযুদ্ধে তৎপর; কিন্তু উন্নতিসাধন কেবল বক্তৃতাব কর্ম্ম নয়। যখন বিধবাবিবাহ

প্রচলিত হওয়া উত্তম, এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে, তখন দৃষ্টান্ত দ্বারা দ্বারটি উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়া উচিত। অন্যকে দিয়ে ঐ দৃষ্টান্ত দেখাবার আগে সেইটি নিজে সাধন কর্‌লে পর আরও ভাল হয়। অন্যের ঘরের বিধবার ঘটকালী কর্‌বার আগে নিজের ঘরের বিধবাদের উদ্ধার করা উচিত। নৈলে তার ওপর লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা যায়। বল্‌বে, দেখ, অমুক 'যা শত্রু পরে পরে' এইরূপ উপদেশ দিয়ে থাকেন। নিজঘরে ঐ Reformation-গুলি সম্পন্ন কর্‌লে লোকে তাঁকে বিশ্বাস কর্‌বে, আর তার সৎ উপদেশ গ্রাহ্য কর্‌বে। আজ কাল আমাদের দেশে এইরূপ Reformer পথে পথে দেখা যায়। তাঁরা বলেন এক, আর করেন এক। যথার্থ Reformation প্রথমে নিজ ঘরে আরম্ভ করা উচিত। আর তা ভিন্ন সকল বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশের লোকেরা কেবল বলেন যে, বিলাত থেকে ফিরে এসে এরা দেশের কিছু উপকার কর্‌লে না। কিন্তু এই যে আমি Reformation-এর দৃষ্টান্তগুলি দেখালাম, ঐ মতানুসারে বিচার করে দেখ্‌লে কি যথার্থ ঐ প্রতীয়মান হবে? কখনই নয়। বিবেচনা কর্‌তে গেলে এঁদের দ্বারাই যথার্থ Reformation-এর বীজ এতদিনে দেশে অঙ্কুরিত হল। বিলাতে সভ্যসমাজে এঁরা যেগুলি দেখে এয়েচেন, সেইগুলি নিজ নিজ পরিবারমধ্যে পালন কর্‌ছেন, আর অন্যান্য সকলকে ঐ দৃষ্টান্ত অনুকরণ কর্‌তে বল্‌ছেন। এ অপেক্ষা যথার্থ Reformation আর কি হতে পারে? কেউ কেউ বলে, ও নিজের ঘরে কর্‌লে পর কি উপকার। তাদের আমার এই বক্তব্য যে, তোমরাও ঐ প্রকার স্বার্থপর হয়ে আপনাদের ঘরে ঐ সকল পরিবর্ত্তন আরম্ভ কর, আর দেখ দশ বৎসরের মধ্যে India-র উন্নতিসাধন হয় কি না। টাকা দিয়ে অন্যের উন্নতিসাধন কখন হতে পারে না, আর হলে পরেও সে উন্নতি স্থায়ী হয় না।

বসু। তুমি যে আমাকে এক Lecture দিয়ে দিলে!

গদা। আমি অনেক বন্ধুদের কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি, কিন্তু তাঁরা কেউ বুঝ্‌তে পারেন না। তাঁদের বিশেষ বিদ্বেষ যে, আমরা সাহেবের মত কেন থাকি। যত দিন পর্য্যন্ত দেশের লোকের মধ্যে ঐশ্বর্য্যভোগ ইচ্ছা না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সৌভাগ্য হতে পারে না। ইচ্ছা হলে পর সেই ইচ্ছা লব্ধ হবার প্রয়াস হয়। আমাদের দেশের চাষাদের মধ্যে মোটা ভাত কাপড় হলেই তারা সন্তুষ্ট। এইজন্য তারা আপনাদের অবস্থা উন্নত কর্‌বার জন্য বিশেষ যত্ন করে না। যত অসভ্যজাতির ভিতর যাবে, দেখ্‌বে সকলের ইচ্ছা অত্যন্ত

স্বল্প। সভ্যতার সঙ্গে এই ভোগ কর্‌বার ইচ্ছা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই ইচ্ছাকে উৎসাহ না দিয়ে ব্রাহ্মরা তাকে কমাবার চেষ্টা পাচ্ছেন। উটি শীঘ্র উচ্ছন্ন যাবার লক্ষণ। বিলাতে একটি দরিদ্র মানুষের ২৫/৩০ টাকার কম খরচ চলে না। কারণ তাদের আবশ্যকীয় বস্তুর প্রয়াস অনেক বেশী। ইচ্ছা শীঘ্র সফল হয় না; তার জন্য বুদ্ধি চাই, পরিশ্রম চাই, যত্ন চাই। কাজে কাজেই তাঁরা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য স্বদেশ বিদেশ সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করে বেড়ান। সমাজে উন্নতি ইচ্ছা প্রবল না হলে সে সমাজ পশুর আচার ব্যবহার প্রাপ্ত হয়। আমরা যে সাহেবের মত থাকি, তাতে সেই ভোগেচ্ছা সাধন হয়। আমাদের ছেলেরা এর পর ঐ রকম চল্‌বার চেষ্টা পাবে, কাজে কাজেই তার জন্য তাগিদে বিশেষ চেষ্টাও পেতে হবে, আর তা হলেই তাদের অবস্থাও উন্নত হবে। আমি এ বিষয় সচরাচর প্রসঙ্গ করি বলে, সকলে রব উঠিয়ে দিয়েছে যে, আমি বাঙ্গালিকে ঘৃণা করি। এমন কি বাবারও ঐ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে। আমাদের দেশে লিখ্‌তে পড়্‌তে অনেকে শিখেছে; কিন্তু বিবেচক লোক কম। শুদ্ধ ইংরাজী লেখা পড়াকে শিক্ষা বলে না; কিন্তু আমাদের তৃতীয়াংশ লোকের ঐরূপ Education।

বসু। এ সব দেখে শুনে আমারও সমাজের উপর বিরক্তি জন্মে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের ওসব কথায় মন দেওয়া উচিত নয়। সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করা যাক; তার পর যা হবার হবে। ঘৃণিত নীচ ব্যক্তিরা নিন্দা করে নিজের মন পরিতুষ্ট করুক। Grey লিখিয়াছেন—

Think'st thou you fiery cloud raised by thy breath
Can quench the orb of day?
Tomorrow he repairs the golden flood and cheers
The nations with redoubled ray.

এখন রাত্রি অধিক হল। যাবার আগে নলীন একটি সুব Piano-তে বাজাও।

(নলিনীর পিয়ানো-বাদন)

পটক্ষেপ।

অদ্ভুত স্বপ্ন

বা

স্ত্রী পুরুষের [illegible] ।



শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে

প্রণীত ।

কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট,

বিজ্ঞান যন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।



১২৯৫ ।

অদ্ভুত স্বপ্ন

বা

স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত।

কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট

বিজ্ঞান যন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা

এই স্ত্রী পুরুষের বিবাদ স্বপ্ন ব্যাপার হইলেও এক কালে উপেক্ষণীয় নহে। কেন না সকল স্বপ্ন মিথ্যা হয় না, অনেক স্বপ্ন সত্য হইতেও দেখা যায়। বিশেষতঃ কোন কোন দর্শনকারের মতে এই বিশ্বব্যাপার সমস্তই স্বপ্ন মাত্র। অতএব ভরসা করি পাঠকগণ স্বপ্ন বলিয়া ইহাকে একেবারে উপেক্ষা করিবেন না। সহৃদয় পাঠক ভাবিয়া দেখিবেন এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সত্য কিনা—অন্ততঃ সম্ভব কি অসম্ভব বিবেচনা করিয়া দেখিলেও কৃতার্থ হইব।

সহচরী নামক মাসিক পত্রিকায় কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। জনৈক পাঠক এই অদ্ভুত স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য ইহা প্রকাশিত হইল। পূর্ব প্রকাশিত অংশ অনেক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক দোষ রহিয়াছে। পাঠকগণ ইহাকে স্বপ্ন জানিয়া ইহার যে সমস্ত দোষ মার্জনা করিবেন। ৩০শে বৈশাখ ১২৯৫ সাল।

শ্রী বীরেশ্বর পাঁড়ে

উপক্রমণিকা।

আহা! কি স্বপ্ন দেখিলাম, এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আমি কখনও দেখি নাই, যাহা দেখিয়াছি যদিও সমস্ত স্মরণ নাই; কিন্তু যাহা স্মরণ আছে, তাহা মনে করিয়াই আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। পাঠকগণের যদি কৌতূহল থাকে তবে শ্রবণ করুন।

দেখিলাম কোন নির্জ্জন গৃহ মধ্যে একটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী যুবতী রমণী নিবিষ্ট-চিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছেন। যদি সে রমণীর রূপরাশি বর্ণনা করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহার রূপ বর্ণনা করিতাম। যদি মনুষ্য এমন কোন যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারিত যে তদ্বারা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে আমি পৃথিবীর সমস্ত লোককে উন্মত্ত করিতে পারিতাম। বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিলে দৈত্যমণ্ডলীর যে দশা ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে আজি আমি সমগ্র পৃথিবীর সেই দশা ঘটাইতে পারিতাম। তাহা যখন পারিব না তখন সে অলৌকিক রূপের কিয়দংশ বর্ণনা করিয়া সেই রূপসাগরের অবমাননা করিব না।

রমণী একাগ্রচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছেন, আমি তন্ময় হইয়া যুবতীর রূপরাশি দর্শন করিতেছি, এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার উদঘাটন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। সেই শব্দ অনুসারে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে দেখিলাম ঐ দ্বার দিয়া একটী ভুবনমোহন যুবা পুরুষ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি বলিব, আমি পুরুষ, যদি কোন রমণী তাঁহাকে দেখিতেন, তাহা হইলে না জানি তাঁহার কি দশা ঘটিত। বোধ হয় সমস্ত নারী সমাজ ঐ যুবাকে দেখিয়া কুল মান ও লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া তাহার পক্ষপাতিনী হইতেন। আমি জানি না ঐ যুবতীর রূপ অধিক কি, ঐ যুবকের রূপ অধিক। আমি পুরুষ, সুতরাং আমাকে রমণী রূপের পক্ষপাতী হইতে হইবে, কিন্তু যদি কোন রমণী তাঁহাকে দেখিতেন, তাহা হইলে ঐ রমণীর সহিত আমার বিতণ্ডার শেষ হইত না। যুবা গৃহে

ধীরে যুবতীর নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু রমণী পুস্তকপাঠে এত মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন যে দ্বারোদঘাটন শব্দ বা যুবকের পদধ্বনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না। যুবক অনেকক্ষণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন এখনও যুবতী তাঁহার দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলেন না, তখন তিনি আপনার বাহুলতা দ্বারা যুবতীর বক্ষঃস্থল বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং প্রণয়-পূর্ণ ইসদ্ধাস্য মুখে কহিলেন হৃদয়েশ্বরি! পুস্তক পড়িতে যে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছ! আমি যে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি তাহা কি কিছুমাত্র জানিতে পার নাই? যুবতী তখন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া লজ্জানম্র বচনে কহিলেন হৃদয়েশ্বর অথবা সর্ব্বেশ্বর! পুস্তক পড়িতে আমি সংজ্ঞাশূন্য হই নাই। তোমাদের গুণের কথা চিন্তা করিয়া আমার অন্তরাত্মা কোথায় গিয়াছে বলিতে পারি না।

যুবক নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিতের ন্যায় কহিলেন আমার কি দোষের কথা ঐ পুস্তকে লেখা আছে? যুবতী সহাস্যে কহিলেন একা তোমার নহে, তোমার জাতির—স্বার্থপর পুরুষ জাতির। সেই সকল আলোচনা করিয়া আমি এক কালে হতবুদ্ধি হইয়াছি। তোমাদের প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। আমি জানিতাম তোমরা স্ত্রীজাতির পরম বন্ধু ও পরম সহায়, মুখেও বলিয়া থাক, "আমি তোমাগত প্রাণ, তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী"। কিন্তু সে সকল বাক্য যে কেবল আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য মুখে মাত্র বলিয়া থাক তাহা আমি একদিনও ভাবি নাই। অবলা যে বাস্তবিক অবলা নহে, তোমাদের বিষম অত্যাচারে অবলা হইয়াছে ও বন্দিনী হইয়া চিরসেবিকা হইয়াছে, তাহা আমি এতদিন জানিতাম না। হা ধিক্! পুরুষ পশ্বাচরণে রমণীর দেবতা হইয়াছে! বাস্তবিক তোমরা নিতান্ত নিষ্ঠুর—নিতান্ত স্বার্থপর—নিতান্ত অধার্ম্মিক। ঈদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার মানব নামধারী জীবের যোগ্য নয়।

যুবক একদৃষ্টে যুবতীর মুখপানে চাহিয়া অবাক হইয়া যুবতীর এই বক্তৃতা শুনিতেছিল, কিন্তু মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, প্রাণেশ্বরি! তোমার হঠাৎ এ দিব্য জ্ঞান কোথা হইতে হইল? ঐ পুস্তকপাঠে কি এই বিসদৃশ জ্ঞান জন্মিয়াছে? দেখি ওখানি কি পুস্তক!

রমণী গম্ভীরস্বরে কহিলেন "কেবল এ পুস্তক নহে, এক্ষণে অনেক পুস্তক ও পত্রিকায় তোমাদের পুরুষ-জাতির গুণের কথা প্রকাশিত হইতেছে। আর ঢাকা থাকিবার যো নাই—আর অত্যাচার করিতে পারিবে না, তোমাদের আধিপত্যের লোপ হইতে চলিল, জান না। এক্ষণে বিদূষী রমণীগণ আর অন্তঃপুরে বাস করেন না। ছি! পুরুষজাতি এমন স্বার্থপর! নারীকে অবলা করিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতে কি তোমাদের লজ্জাও হয় না?

তোমাদের কি ধর্ম্মের ভয় নাই—পরকালের ভয় নাই?

যুবক—"কেবল পুস্তক পড়িয়া পুরুষকে অত্যাচারী জানিয়াছ না পরীক্ষা দ্বারা তাহার কিছু প্রমাণ পাইয়াছ?"

রমণী—পরীক্ষা করিয়া জানিবার তত উপায় পাই নাই, কারণ আমরা সকল দিক দেখিয়া উঠি এমন শক্তি আমাদের নাই, আমাদের সে শক্তি তোমরা হরণ করিয়াছ। বিশেষতঃ তোমার মত উত্তম স্বামী পাইয়াছি বলিয়া আমি অধিক কষ্ট পাই নাই. সুতরাং বুঝিবার সেরূপ চেষ্টাও করি নাই।

যুবক—যখন তোমার পরীক্ষা-সিদ্ধ কোন জ্ঞান নাই, তখন তুমি কেবল পুস্তক-পাঠ করিয়া তাহা বিশ্বাস করিলে কেন? গ্রন্থকার যে ভ্রান্ত হয়েন নাই তাহা তুমি বুঝিলে কি প্রকারে? গ্রন্থকার যে ছেলে-ছোকরা নহেন—শিক্ষা বিভ্রাটগ্রস্ত নহেন তাহা কি তুমি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ? মুদ্রিত বর্ণ-বিশিষ্ট পুস্তকাকার পদার্থ মাত্রই কি গ্রন্থ পদ বাচ্য? বিশেষতঃ ঐ সকল পুস্তক পুরুষের লেখা; রমণীজাতি বাস্তবিক অত্যাচার-পীড়িত হইতেছে কি না তাহা পুরুষ অনুমান ভিন্ন জানিতে পারে না। অনুমান যে সত্যের মূল, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কতদূর যুক্তিবিরুদ্ধ তাহা কি একবারও বিবেচনা কর নাই? তুমি কি জাননা ঐরূপ ভ্রান্ত-বিশ্বাসে সমধিক অমঙ্গল ঘটে! বিবেচনা কর দেখি যদি ভ্রান্ত বিশ্বাস হেতু পুরুষদিগকে বৃথা নিন্দা করিয়া থাক তাহা হইলে কি তোমার অন্যায় কার্য্য করা হয় নাই ও তাহাতে কি তোমাতে পাপ অর্শে নাই?

রমণী কহিল, "কেন আমি কি না বুঝিয়া কেবল মাত্র পুস্তকের লেখায় বিশ্বাস করিয়া পুরুষদিগকে দোষী বলিয়াছি? প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলে ত তুমি স্বীকার করিবে? পুরুষেরা যে স্ত্রী জাতির প্রতি আত্মসুখের জন্য অত্যাচার করে. তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। বাল্যবিবাহ, স্ত্রীজাতির অস্বাতন্ত্র্য এবং স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ নিষেধই ইহার প্রচুর প্রমাণ। এই সকল কি স্ত্রী-জাতির প্রতি পুরুষের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে? তাহা যদি না হয়, তাবে জানি না আর কিরূপ প্রমাণের প্রয়োজন!

যুবক—জীবিতেশ্বরি! তোমার ভ্রম হইয়াছে। এই সকল দ্বারাই কি পুরুষের অত্যাচার প্রমাণিত হইবে? কখনও না। এস আমরা একটী একটী করিয়া ঐ সকলের বিচার করিয়া দেখি। তোমাকে যখন পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রদান করিয়াছি তখন তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। একটি গল্প মনে

পড়িল, সেটি এই সময় বলিয়া যাই মনে রাখিও। কোন ব্যক্তি নিজ অসচ্চরিত্র পুত্র ও কন্যার সুশিক্ষা বিধান জন্য বাটীতে মহাভারত পাঠ দিয়াছিলেন; পাঠ সমাধানান্তে পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু! ভারত পাঠ করিয়া কি শিক্ষা করিলে? পুত্র কহিলেন, পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃ-হত্যা করিয়াছিলেন। অবশেষে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলে কন্যা কহিল দ্রৌপদীর পঞ্চ-স্বামী ছিল। পুত্রকন্যার উত্তর শুনিয়া তাহাদের পিতা কপালে করাঘাত করিয়া মনে মনে কহিলেন, উপদেশ পাত্র অনুসারে সঞ্চারিত হয়। আজি কালি নব্য যুবকগণ ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে ঐরূপ বাছিয়া বাছিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। তোমাকে যখন আমি পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রদান করিয়াছি, তখন তোমারও যে ঐরূপ শিক্ষা হইবে তাহা আশ্চর্য্য নয়। যাহা হউক এক্ষণে বল দেখি বাল্যবিবাহ দ্বারা তোমাদের প্রতি কি অত্যাচার করা হইয়াছে?

যুবতী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? সামান্য চিন্তা করিলেই কি উহা বুঝা যায় না? আমাদের যে বিবাহ হইয়া থাকে তাহা কি বিবাহ পদবাচ্য? আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন কি আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম কে আমার স্বামী হইতেছে? যদি ভাগ্যবশতঃ তুমি ভাল না হইয়া মন্দ হইতে তাহা হইলে কি আমার দুঃখের সীমা থাকিত? কত কুলকামিনী অতি অধম স্বামীর যন্ত্রণায় নিয়ত দুঃখ পাইতেছে। অধিক বয়সে অর্থাৎ যখন জ্ঞান সঞ্চার হয়, তখন যদি বিবাহ হইবার নিয়ম হইত, তাহা হইলে কি আমরা নির্ব্বাচন করিয়া মনোমত স্বামী গ্রহণ করিতে পারিতাম না? এবং তাহা হইলে কি সকল রমণীর কষ্ট নিবারণ হইত না? মন্দ স্বামী হইতে রমণীগণ যে কষ্ট পায় সে কি বাল্যবিবাহের দোষে নহে? কেন পুরুষ অন্যায় করিয়া স্ত্রীজাতিকে এরূপ দুঃখ প্রদান করে?

যুবক—আচ্ছা বল দেখি আমি যখন বিবাহ করিয়াছিলাম তখন কি আমি নিজে পছন্দ করিয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম? না পিতার আদেশানুসারে তোমাকে বিবাহ করিয়াছি? আমার ভাগ্যে তোমার ন্যায় সুন্দরী ও গুণবতী স্ত্রী না জুটিয়া অতি কুৎসিতা ও দোষসম্পন্না নারী জুটিতেও ত পারিত। তবে কি আমি বলিব পুরুষ জাতি নিতান্ত অত্যাচারিত? বাল্যবিবাহের যে দোষের কথা বলা হইল তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। যদি ঐ নিয়ম অত্যচার করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি অত্যাচার করিবার জন্যই হইয়াছে। এ কথা কখন বলিতে পার না যে উহা কেবল স্ত্রীজাতির প্রতি

অত্যাচার করিবার জন্য কৃত হইয়াছে। কেননা নির্ব্বাচন করিবার শক্তি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সমান, যদি পুরুষ স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইত ও স্ত্রী স্বামী নির্ব্বাচন করিতে না পাইত, তাহা হইলে অবশ্য পুরুষকে অত্যাচারী বলা যাইত। কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন কি প্রকারে পুরুষকে অত্যাচারী বলা যায়।

রমণী—অবশ্য আমি স্বীকার করি যে উহা দ্বারা পুরুষেরও সমভাবে ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ঐ নিয়মের বিধাতা কে? ঐ নিয়ম কি একাকী পুরুষে করে নাই? যখন একাকী পুরুষ অনিষ্টকর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তখন পুরুষের দোষ নয় কি স্ত্রীর দোষ? তোমরা যদি আপন ক্ষতি আপনি কর তাহাতে আমার বা অন্যের দোষ হইতে পারে না।"

যুবক— আমি তোমাদিগের দোষ দিতেছি না, দোষ আমাদের স্কন্ধেই লইতেছি। তবে আমি বলিতেছি, যে, যদি বাল্যবিবাহ প্রথা অনিষ্টকর হয় তাহা হইলে তুমি বলিতে পার, পুরুষ বড় নির্ব্বোধ, এমন নির্ব্বোধ যে আপনার পায়ে আপনি কুড়ালি প্রহার করে। কিন্তু তুমি এমন কথা বলিতে পার না, যে পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করিবার মানসে বা আত্মসুখ সাধনোদ্দেশ্যে বাল্য-বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পুরুষ বুঝিয়া না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মনে যে কোনও কু-অভিসন্ধি নাই তাহাতে কিছু সন্দেহ থাকিতেছে না। বাল্যবিবাহ বাস্তবিক অনিষ্টকর কি না, তাহা আর এক সময় আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে তাহা দেখা আবশ্যক নয়, কেন না এখন কেবল বিচার্য্য এই যে বাস্তবিক পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করিতেছে কি না? বাল্যবিবাহ প্রথা যে সে উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রবর্ত্তিত করা হয় নাই তাহা বোধ হয় এখন তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।

রমণী—আচ্ছা, বাল্যবিবাহের কথা আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিতেছি, কেন না উহাতে পুরুষেরও অনিষ্ট আছে। কিন্তু বল দেখি পুরুষজাতি স্ত্রীজাতিকে বলপূর্ব্বক আপন অধীন করিয়া রাখিয়াছে কেন? যখন সমদর্শী পরমেশ্বর নর নারী উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তিনি তাহাদিগকে অবশ্য সমান করিয়াছেন। তবে কেন নর নারীকে অধীন করিয়া কষ্ট প্রদান করে কেন নর পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ অকার্য্য করে। ইহা কি মানবের অত্যাচার নহে? পরমপিতা সমদর্শী পরমেশ্বর স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—সকলকেই সমান স্বত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া স্ত্রী-দিগকে অধীন করিয়াছ ও তাহাদিগকে সকল স্বত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছ। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে এমত দুর্ব্বল করিয়াছ যে,

এক্ষণে স্ত্রীজাতির নাম হইয়াছে অবলা। বাস্তবিক স্ত্রীজাতি অবলা নহে। তোমরা তাহাদের বল হরণ করিয়া অবলা করিয়াছ এবং তোমরাই তাহাদিগকে এই আখ্যা প্রদান করিয়াছ।

যুবক—ঈশ্বর যে স্ত্রী ও পুরুষকে সমান শক্তি ও সমান স্বত্ব দিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? কি প্রকারে জানিলে পুরুষ অস্বাভাবিক উপায়ে নারীকে অধীন ও দুর্ব্বল করিয়াছে? একজন কি আর একজন সমশক্তিমানকে আয়ত্ত করিতে পারে? দুইজনের মধ্যে কাহার শক্তি অধিক, কাহার শক্তি অল্প ও কোন দুইজনই বা সমশক্তি সম্পন্ন তাহা বুঝিবার উপায় কি? জয় পরাজয় দেখিয়া কি আমরা উহা স্থির করি না? যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে স্ত্রী-জাতি পুরুষের অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছে তখন কি প্রকারে বলিব স্ত্রী পুরুষের তুল্য শক্তিসম্পন্ন? তাহা যদি হইত তাহা হইলে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীরাও পুরুষকে অধীন করিতে পারিত; কিন্তু তাহা যখন পারে নাই তখন অবশ্যই বলিতে হইবে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল।

রমণী—তুমি ও কিরূপ কথা বলিতেছ? প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি কি কখনও বিশিষ্ট কারণে দুর্ব্বলের অধীন হয় না? ইংরাজ ভারতবাসীকে পরাজয় করিয়াছে বলিয়া কি তুমি বলিবে পরমেশ্বর ভারতবাসীকে ইংরাজের অপেক্ষা দুর্ব্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন?

যুবক— আমি অবশ্য তাহা বলিতে পারিতাম, যদি চিরকালই ভারতবাসীকে পরের অধীন থাকিতে দেখিতাম। কিন্তু দেখা যাইতেছে এক কালে ভারতবাসী পৃথিবীর সকল জাতির উচ্চ ছিল; এই জন্য ভারতবাসীকে স্বভাবদুর্ব্বল বলিতে পারি না। তুমি যদি ঐরূপ দেখাইতে পার এক কালে স্ত্রীজাতি পুরুষের পদবীতে ও পুরুষ স্ত্রীজাতির পদবীতে আরূঢ়. ছিল তাহা হইলে আমি কখনই স্ত্রীদিগকে অবলা বলিতে পারিব না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, সর্ব্বকালে ও সকল দেশেই স্ত্রীজাতি পুরুষের আশ্রয়ে বাস করে তখন, কেন না বলিব পরমেশ্বর স্ত্রীকে পুরুষের অপেক্ষা দুর্ব্বল করিয়াছেন ও তাহাদিগকে পুরুষের আশ্রয়ে অবস্থিত থাকিতে বলিয়াছেন? তাহা যদি না বল যদি "ঈশ্বর সকলকেই সমান করিয়াছেন" এই কল্পিত মতের উপর বিশ্বাস মাত্র করিয়া স্ত্রীকে পুরুষের সহিত সমান বল তাহা হইলে, ছাগ মেষকে সিংহ ব্যাঘ্রের সমান বলিতে হয়, মৎস্যকে কুম্ভীরের সমান বলিতে হয়, ও পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলকেই সমশক্তিসম্পন্ন বলিতে হয়।

রমণী—ইতরপ্রাণীর কথা বলিতেছ কেন? ইতরপ্রাণীর সহিত মনুষ্যের তুলনাই হইতে পারে না।

যুবক—কেন? পরমেশ্বর কি কেবল মানবেরই পরমেশ্বর? ইতরপ্রাণী কি তাঁহার সৃষ্ট নহে। তুমি কিসে বুঝিলে যে পরমেশ্বর ইতরপ্রাণী সকলকে সমান করেন নাই, কেবল মানবজাতিকেই পরস্পর সমান করিয়াছেন? তুমি কিসে বুঝিলে যে ইতরপ্রাণী রাজ্যে বৈষম্য প্রচার করিলে পরমেশ্বরের সমদর্শী নামের কলঙ্ক হয় না? তোমার মূল সূত্র (Axioum) ভুল হইতেছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে জগৎ বৈষম্যময়, যে দিন জগতে পূর্ণ সাম্য বিরাজিত হইবে সে দিন সৃষ্টির লোপ হইবে—সকলই আকাশময় হইবে। এ তত্ত্ব বুঝা বড় সহজ নহে। বাস্তবিক ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাহা সহজে তুমি কি আমি নিরূপণ করিতে পারি না। তিনি সকলকেই সমান করিয়াছেন কি অসমান করিয়াছেন তাহা নিরূপণ করিতে হইলে অনেক বিতণ্ডা ও অনেক সূক্ষ্মদর্শনের প্রয়োজন। সে সকল বুঝিবার শক্তি তোমার নাই সুতরাং সে কথা এক্ষণে থাকুক। কিন্তু, বল দেখি তোমরা আমাদের অধীন, না আমরা তোমাদের অধীন? তুমি বলিতেছ তোমরা আমাদের অধীন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যখন প্রথমে অর্থাৎ পরিণয়ের পর আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, তখন তুমি আমার সাধনা করিয়াছিলে? না আমি নিতান্ত অধীন ও অনুগ্রহাকাঙক্ষীর ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছি? চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ মুখব্যাদান করিয়া অমৃত নিঃসন্দীবাক্য কথন জন্য তোমার কত সাধনা করিয়াছি, তাহা কি স্মরণ হয় না? এখনও কি তাহা স্মরণ করিলে তোমার মনে দুঃখের উদয় হয় না? সে সময় তোমার কি মনে হইত? তুমি দাসী আমি প্রভু মনে হইত? না আমি দাস তুমি প্রভু মনে হইত? পরে যখন তুমি আমার দুষ্কর আরাধনা ও নিয়ত তপশ্চর্য্যায় তুষ্ট হইয়া আমার প্রার্থনা সকল পূরণ করিতে লাগিলে, তখন কি আমি নিরতিশয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতাম না? ঐ কৃতজ্ঞতার ও দাসত্বের যদি কিঞ্চিৎ ত্রুটী হইত তাহা হইলে তুমি কিরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতে, স্মরণ করিয়া দেখ দেখি! ঐ রাগের সমতা করিতে কত রাত্রি বিনা নিদ্রায় অতিবাহিত হইয়াছে ও কত দিন অশ্রুজলে সমস্ত শয্যা আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। এমন কত দিন হইয়াছে, যখন দেখিলাম এত আরাধনাতেও তোমার ক্রোধের শান্তি করিতে পারিলাম না—তোমার তুষ্টিলাভে কৃতকার্য্য হইলাম না, তখন (দেহি পদপল্লব মুদারম্) তোমার চরণে মস্তকার্পণ করিয়াছি। সে সকল সময়ে তুমি কি ভাবিয়াছিলে? তখন কি ভাব নাই যে, আমি তোমার একান্ত অনুগত

দাস? ক্রমে যত বড় হইতে লাগিলে ও দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলে পুরুষ জাতি বিনা বেতনের গোলাম, তখন কি তোমার মেজাজ আরও গরম হইয়া উঠে নাই? তখন হইতে কি লম্বা চৌড়া ফরমাইজ আরম্ভ কর নাই? আজি বানারসি কাপড় চাই, আজি হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কার চাই, আজি ভ্রাতা-ভগিনীর জন্য অর্থ চাই ইত্যাদি হুকুম দ্বারা কি আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্রুটী করিয়াছ? অবশ্য কিছুতেই নয়। বল দেখি যখন তুমি এই সকল অনুজ্ঞা প্রচার কর, তখন কি তুমি মনে কর তুমি একজন অধীনা দাসী মাত্র? তাহা মনে করা দূরে থাকুক তুমি একবারও মনে কর না যে, এত লম্বা চৌড়া ফরমাইজ করিতেছি, অনুগত দাস বেচারা ইহা পালন করিতে সমর্থ হইবে কি না। বেতনভোগী বা ক্রীতদাসের প্রতি হুকুমেরও সীমা আছে—কিন্তু পুরুষ দাস বেচারীর উপর নারীজাতীর হুকুমের কিছুমাত্র সীমা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা ঐ বেচারাদের প্রতি দয়া করিয়া ঐ দাসত্ব কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য "চুরি করা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন"। প্রাণেশ্বরি! এ সকল কি স্ত্রীজাতির অধীনতা না অটল প্রভুতা? তোমাদিগকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া আমরা কি জন্য পর্ব্বতে, অরণ্যে, রৌদ্রে, বাতে, জলে, স্থলে, দিবা-নিশি ভয়ানক কষ্ট করিয়া বেড়াই? কিসের জন্য আমরা প্রাণ, মান থাকিবে কি না, বিচার না করিয়া অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত থাকি? এবং কাহার পূজার জন্য আমাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়িয়া গড়াইয়া যায়? সকলই কি রমণীর প্রসন্ন আননে মধুর হাস্য দেখিবার জন্য নহে? দেখ প্রেয়সি! যে ব্যক্তি রমণীর দাসত্ব স্বীকার করে নাই, সে কি নারী দাসদিগের ন্যায় অহরহ ক্লেশ স্বীকার করে? কখনই না। নিয়তই সে সতেজে কার্য্য করিয়া থাকে। সে জ্ঞানসাগর মন্থন করে, পৃথিবীর বন্ধু হয়, ঈশ্বরের উপাসক হয়, কিন্তু কিছুতেই তেজঃশূন্য হয় না; কিন্তু রমণীদাসদিগের দুরবস্থা কি স্বচক্ষে দর্শন করিতেছ না? তাহারা কেবল তোমাদের দাসত্ব করিয়া অব্যাহতি পায় না। তোমাদের জন্য তাহাদিগকে পৃথিবীর সকলের নিকটেই অধীনতা স্বীকার করিতে হয়।" যুবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জানম্র স্বরে কহিলেন, "এরূপ দাসত্ব তোমরা ইচ্ছা করিয়া কর। আমরা কথা কহি না, কহাইবার জন্য চেষ্টা কর কেন? চুপ করিয়া থাকিলেই ত হয়। তোমাদের লজ্জা ও ধৈর্য্য নাই, তাই তোমাদের প্রয়োজন সাধন জন্য আমাদের সাধনা কর। ইহার পরে রমণী আরো বলিয়াছিলেন, তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পুরুষ কিঞ্চিৎ গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"তোমাদের লজ্জা ও ধৈর্য্য আছে, প্রয়োজন নাই মানিলাম, কিন্তু তবে রমণীগণ পক্ষবৃত্তি অবলম্বন করে কেন? বিধবা-বিবাহের

জন্য এত ডামাডোল কেন? সে সব কথা যাউক—কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ত বল দ্বারা সাধন করিতে পারি। তাহা না করিয়া যখন তোমাদের আরাধনা করি ও তোমাদের সুখের জন্য এত ব্যতিব্যস্ত থাকি তখন আমরা স্বাধীন ও তোমরা পরাধীন এ কথা বল কেন?

রমণী—তুমি কি মনে করিতেছ সে কথা বলিবার কারণ নাই? তুমি আমাকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ কেন? অন্তঃপুর ভিন্ন অন্য কোন স্থানে আমাদিগকে যাইতে দেও না কেন? সুবর্ণ পিঞ্জরে সুবর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধা কি বাঁধা নয়? পোষা পাখীর সুখের জন্য তুমি যথেষ্ট চেষ্টা ও শ্রম কর বলিয়া কি পাখীকে স্বাধীন ও তোমাকে অধীন বলিতে হইবে?

যুবক—তোমাদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখি বলিলে। ইহা কি পুস্তক পাঠ করিয়া বলিলে না নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিলে? তোমরা কি ইচ্ছামত গ্রামস্থ প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গমন করিয়া থাক না? না দূরস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাও না? তোমরা কি নিমন্ত্রণ বা কোন প্রকার আত্মীয়তা রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন গ্রামে পদব্রজে আত্মীয় গমন কর না? না তীর্থ-দর্শন ও গঙ্গাস্নান করিবার জন্য দূরতর তীর্থস্থানে যাইতে পাও না? কলিকাতা বা তত্তুল্য জনাকীর্ণ সমৃদ্ধ নগরীতে সর্ব্বদা একগৃহ হইতে অন্যগৃহে যাইবার সুবিধা হয় না বলিয়া সেই সেই স্থানের স্ত্রীদিগকে নিজ আত্মীয়গৃহে থাকিতে হয় বটে কিন্তু পল্লীগ্রামের ত সেরূপ নয়। এই অনভিজ্ঞ গ্রন্থকারগণ তাহা না জানিয়া সর্ব্বত্রই ঐ কলিকাতার প্রথা কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা যে ঐ প্রত্যক্ষ বিষয় পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ ইহাই...? ইহাকেই কি 'কাকে কান লইয়া গেল শুনিয়া নিজের কানে হাত দিয়া না দেখিয়া কাকের পশ্চাৎ দৌড়ান' বলে না?

রমণী—সত্য বটে আমরা অন্য লোকের অন্তঃপুরে যাইতে পারি, কিন্তু আমরা তোমাদের মত যেখানে সেখানে যাইতে পারি না কেন? তোমরা ত যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও! তবে আমরা যাইতে পাই না কেন? আমাকে বাজারে যাইতে দিয়া থাক? কোন প্রকাশ্য স্থানে একাকী যাইতে দেও?

যুবক—যে কথা বলিতে হয় একটু বিবেচনা করিয়া বলা উচিত। তুমি বলিলে আমরা যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারি, কিন্তু এ কথা কি সত্য? আমরা কি অন্যের অন্তঃপুরে যাইতে পারি? আমরা যেমন স্ত্রীমহলে যাইতে পারি না, তোমরাও সেইরূপ পুরুষ মহলে যাইতে পার না। ইহাতে উভয়ের প্রতি ভিন্ন নিয়ম হইল কি প্রকারে? হাট-বাজার সর্ব্বত্রই পুরুষদিগের গম্য স্থান এই জন্য সে সকল স্থানে গেলে পুরুষদিগের স্থানে যাইতে হয় বলিয়া তোমাদের

সেই সেই স্থানে গমন নিষেধ। সেইরূপ যে সকল স্থানে স্ত্রীজাতি অবস্থান বা গমনাগমন করে তথায় পুরুষদিগের গমন নিষেধ। মেয়েদের ঘাটে পুরুষেরা স্নান করিতে পায় না বলিয়া কি পুরুষদিগকে আবদ্ধ বলিতে হইবে? আমি যদি স্ত্রীসমাজে নিয়ত গমন করি, তুমি আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর? আমার প্রতি কি তোমার সন্দেহ হয় না? না তাহাতে আমার চরিত্রের দোষ জন্মিবার সম্ভব হয় না? তাহা যদি হয়, তবে পুরুষ-সমাজে গেলে তোমার কি দোষ অর্শিবে না? যাহাই হউক এ নিয়মে ত পক্ষপাতিত্ব কিছু নাই। কেন না স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্য একই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি এমন বিধান হইত যে পুরুষ ইচ্ছামত স্ত্রীসমাজে যাইতে পারে অথচ স্ত্রী পুরুষ সমাজে যাইতে পায় না তাহা হইলে অবশ্যই পক্ষপাতিত্ব হইত।

রমণী—ইহাই কেবল সমতা বিধায়ক হইল? দেখ দেখি তোমাদের বিচরণ-ক্ষেত্র কত প্রশস্ত আর আমাদের বিচরণ-ক্ষেত্র কত সঙ্কীর্ণ। তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পৃথিবীর পোনের আনা তোমাদের অধিকৃত ও এক আনা মাত্র আমাদের অধিকৃত। ইহাকে যদি সমতা বলে তবে জানি না বৈষম্য কাহার নাম। যৎকিৎ স্থানে আমাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া সমস্ত স্থান আপনাদিগের অধিকারে রাখা কি নিতান্ত পক্ষপাতিতার কার্য্য নহে?

যুবক—আমার বোধ হয় সকল দিক্ দেখিয়া ও সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এ সকল কথা বলা হয় নাই। কেন না এক দিকে যেমন এই বৈষম্য রহিয়াছে অন্য দিকে ইহার বিপরীত বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই বৈষম্য হইতেই এই বৈষম্যের উৎপত্তি। সে বৈষম্য কি বুঝিয়াছ কি? মানবের যত কার্য্য আছে তাহার পোনের আনা কার্য্য পুরুষে করে, এক আনা মাত্র স্ত্রীজাতি সম্পন্ন করে। যাহা কিছু বলের কার্য্য, যাহা কিছু সাহসের কার্য্য, যাহা কিছু চিন্তার কার্য্য তৎসমস্তই পুরুষে করে। যে সকল কার্য্যে বিপদ সম্ভব, যাহাতে প্রাণ হানি হইতে পারে তৎসমস্তই পুরুষে সম্পন্ন করে। স্ত্রীজাতি কেবল বসিয়া বসিয়া ভোজন করে বলিলেই হয়। এই কার্য্য বা শ্রম বৈষম্য হইতেই অবস্থান স্থান বৈষম্য হইয়াছে। পুরুষদিগকে অধিকতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, সুতরাং তাহাদের অধিক স্থানের প্রয়োজন। শস্য বপনের জন্য মাঠ, বৃক্ষাদি রোপণ জন্য উদ্যান, ক্রয় বিক্রয় জন্য বিপণি, যুদ্ধ জন্য সমরক্ষেত্র, বাণিজ্য জন্য নদী ও সমুদ্র এবং অপরাপর নানা কার্য্যের জন্য রাজকীয় স্থান, রাজমার্গ, পর্ব্বত, অরণ্য ও অন্য বহুতর স্থান পুরুষদিগের প্রয়োজন। ঐ সকল স্থানে স্ত্রীদিগের কোন প্রয়োজন নাই [illegible] পুরুষদিগের বিচরণ স্থান অধিক ও স্ত্রীদিগের বিচরণ স্থান অল্প। আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া স্ত্রীদিগকে

কষ্ট দিবার জন্য বা আপনাদের কোন স্বার্থ সাধন করিবার জন্য পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে অল্প স্থানে আবদ্ধ করে নাই। প্রত্যতঃ ইহা দ্বারা পুরুষের কষ্ট বাড়িয়াই পড়িয়াছে। কেননা আমাদের যে কিছু চিন্তার কার্য্য, যে কিছু পরিশ্রমের কার্য্য, যে কিছু পরাধীনতার কার্য্য, যে কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা সমস্তই পুরুষের স্কন্ধে পড়িয়াছে, পুরুষ নিরন্তর শারীরিক ও মানসিক শ্রমে জর্জ্জরিত, তোমরা তাহাদের ছায়ায় বসিয়া সংসারের সকল যন্ত্রণার দায় এড়াইয়া উপভোগ-সুখ সম্ভোগ করিতেছ।

কামিনী কহিলেন, "সত্য বটে তোমরা অধিক পরিশ্রম কর ও আমরা অল্প করি, কোন-প্রকার সাহস বা চিন্তার কার্য্য আমাদের করিতে হয় না এবং তোমরা আমাদিগকে বিলক্ষণ যত্ন কর, কিন্তু তাহাতে কি প্রকৃত সুখ হয়? সুবর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী স্বাধীন হইতে সুখী অধিক, না দুঃখী অধিক? সুবর্ণ শৃঙ্খল কি শৃঙ্খল নহে? আমরা যখন তোমাদের অনভিমতে কোন কার্য্য করিতে পারি না তখন আমাদিগের সুখ কোথায়? পরাধীনের আবার সুখ কি? স্বাধীনের সহস্র-প্রকার দুঃখ দুঃখ বলিয়াই গণ্য নহে, যে স্বাধীনতা মানবের প্রধান সুখ, তাহা হইতে যখন আমরা বঞ্চিত তখন আর আমাদের সুখের সম্ভাবনা কোথায়?"

যুবক কহিলেন, "স্বাধীনতা যে মানবের প্রধান সুখ তাহা তোমাকে কে বলিল? শিক্ষা-বিভ্রাট বশঃতই তোমার এ কুসংস্কার জন্মিয়াছে। তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে নিশ্চয় জানিও মানুষের ঐ সুখে আদৌ অধিকার নাই। কেননা কোন মানবই স্বাধীন নহে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি বলবান, কি দুর্ব্বল, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মুর্খ কেহই স্বাধীন নহে। মানব যদি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে মানবের অস্তিত্বই থাকে না, যদিও থাকে তাহা হইলে পশু-পক্ষ্যাদি হইতে তাহার কিছু মাত্র প্রভেদ থাকে না। পশু-পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীগণই প্রকৃত স্বাধীন জীব। তাহারা যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করে, কেহই তাহাদের নিবারণ কর্ত্তা নাই। তাহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, প্রতিবেশী, রাজা, প্রজা, গুরু, প্রভৃতি কিছুই নাই—পরস্পরের মধ্যে কাহারও প্রাধান্য নাই, সুতরাং কেহ কাহারও অধীন নয়। তাহাদের মধ্যে এক বলবানেরই কিয়ৎপরিমাণ ইতর বিশেষ আছে, তদনুসারে দুর্ব্বলেরা বলবানের নিকট পরাজিত ও বিতাড়িত হয় বটে কিন্তু কোনরূপ অধীনতা স্বীকার করে না, দুর্ব্বলেরা অন্যত্র গমন করে ও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকে পরাজয় করে। কিন্তু মানবের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। মানব বাল্যকাল হইতেই অধীনতা শিক্ষা করে। সকল শিশুই

পিতামাতার একান্ত অধীন। যদি পিতা মাতা শিশু সন্তান প্রতিপালন না করেন তবে শিশু আদৌ বাঁচে না। শিশু পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির প্রণয় ও উপকার স্মরণ করিয়া বয়স হইলেও তাঁহাদের প্রণয়ের অধীন থাকে। অধীনতার প্রধান কারণই প্রণয়। প্রণয়ই পিতা মাতাকে শিশু সন্তানের অধীন করে, প্রণয়ই উপযুক্ত পুত্রকেও পিতা মাতার অধীন করে, প্রণয়ই ভ্রাতা ভগিনীকে ভ্রাতা ভগিনীর অধীন করে, প্রণয়ই স্ত্রী পুরুষকে স্ত্রী পুরুষের অধীন করে, প্রণয়ই বন্ধুকে বন্ধুর অধীন করে, প্রণয়ই প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর অধীন করে, প্রণয়ই সংসার ও সমাজের কারণ, প্রণয়ের অধীন হইয়া মানব না করে এমন কার্য্যই নাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা সমস্তই প্রণয়ের নামান্তর—পাত্রভেদে ভালবাসার নামান্তর। যতদিন মানব প্রণয়বান থাকিবে ততদিন মানব পরাধীন থাকিবে। আরও দেখ ইতরপ্রাণীগণ যেমন প্রাকৃতিক নিয়মবলে স্বতঃরক্ষিত হইতে পারে, মানব সেরূপ পারে না। ইতরপ্রাণীব হৃদয়ে এমত স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহা দ্বারা তাহারা স্বতঃই রক্ষিত হয়; দেখ যে দ্রব্য তাহাদের অনিষ্টকর প্রাণান্তেও তাহারা তাহা ভক্ষণ করে না। কিন্তু শিশুর নিকটে তুমি বিষ রাখ তৎক্ষণাৎ সে তাহা উদরস্থ করিবে। শিশু কেন, মহাজ্ঞানবান ব্যক্তিও অজ্ঞাত বস্তুনিচয় মধ্য হইতে আপনার খাদ্য-দ্রব্য চিনিয়া লইতে পারেন না, যে দ্রব্যের গুণ তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই তাহা ভাল কি মন্দ জানিতে হইলে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ কাহারও নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়। তাই মানব নিয়ত পরের শিক্ষাধীন—জ্ঞানী, বৃদ্ধ প্রভৃতির শিক্ষার অধীন। অতএব পরাধীনতা মাত্রই যদি দুঃখের কারণ হয় তাহা হইলে মানব জন্মকেই দুঃখের কারণ বলিতে হয়,—বাল্যাবস্থা ও অকৃত্রিম প্রণয়ীগণের অবস্থাকে অতিশয় দুঃখজনক বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ অধীনতা মানবের দুঃখের কারণ নহে—সুখেরই কারণ। তবে ইহাতেও দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনেক লোক স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া বা বুঝিবার দোষে মানবত্বের নিদান প্রণয়াদির অপব্যবহার করে। কিন্তু এ জগতের কোন নিয়ম দোষসংস্পর্শ শূন্য? বিশেষতঃ এই মানবীয় শক্তির অপব্যবহারে অধীনগণের যে দুঃখ হয়, তাহা তোমাদিগকে অধিক ভুগিতে হয় না, পুরুষেরাই সে কষ্ট অধিক পায়। কেন না তোমরা কেবল আপনাদের রক্ষক পুরুষেরই অধীন মাত্র; পুরুষ যে কত লোকের অধীন তাহার শেষ নাই। যাহারা পরের চাকরী করে তাহাদের কথা ত চির প্রসিদ্ধই আছে, কুক্কুরের সহিত তাহাদের তুলনা দিয়াও লোকে তৃপ্ত হয় না। যাঁহারা প্রসিদ্ধ

স্বাধীনবৃত্তি ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহারাও অল্প অধীনতাজনিত দুঃখভোগ করেন না। আমার মতে তাঁহারা চাকরদের অপেক্ষাও পরাধীন। কেননা চাকরদের কেবল একমাত্র প্রভুরই মন যোগাইলে চলে কিন্তু ব্যবসাদারদিগকে সহস্র সহস্র ব্যক্তির মন জোগাইয়া চলিতে হয়, সহস্র সহস্র লোকের সহিত তাঁহাদের কারবার করিতে হয়, তাঁহাদিগকে সেই সকলেরই মন যোগাইতে হয়, নহিলে তাঁহারা চটিয়া যান। আজিকালি ব্যবসাদারদিগের আস্থা দেখিলে কি ব্যবসায়ের উপর বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হয় না? চাকরেরা তবু সময়ে চাট্টি আহার করিতে পান, কিন্তু ব্যবসাদারদিগের তাহাও ঘটে না। কোন দিন তাঁহাদের একেবারে অনাহারে কাটিয়া যায়, কোন দিন সমস্ত রাত্রিই জাগরণে অতিবাহিত হয়। কত দিন কেবল পরের দ্বারে ভ্রমণ ও শত শত রূঢ়-স্বভাব ও প্রবঞ্চকের উপাসনার দুঃখসম্ভোগে দিন কাটিয়া যায়। নূতন নূতন বিজ্ঞাপনের ছড়া বাঁধিতেও তাঁহাদের কম কষ্ট হয় না। পরীক্ষা করুন, উপহার দিব, অতি সুলভ, অতি উৎকৃষ্ট, শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবে ইত্যাদি কত মিথ্যা কথা যে তাঁহাদিগকে বলিতে হয় তাহার শেষ নাই। এত করিয়াও সকলের অন্ন জুটে না, অনেকের মূলধন পর্য্যন্ত সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। পুত্র যতদিন পিতার অধীন থাকে ততদিন তাহাকে এ সকল কষ্ট পাইতে হয় না, তথাপি অনেক কুপুত্র পিতৃশাসনকে কষ্টকর বিবেচনা করিয়া স্বাধীন হয় ও পরিশেষে আপন দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করে। পিতামাতা পুত্রের অন্যায়াচরণ জন্য যেমন শাসন করেন ও যেমন তাহার হিতের জন্য নিয়ত তাহাকে আপন নির্দ্দেশবর্ত্তী করিয়া রাখেন, পুরুষও সেইরূপ অবলা স্ত্রীদিগের হিতের জন্য তাহাদিগকে আপন নির্দ্দেশবর্ত্তী করেন। উহা তোমাদের শৃঙ্খল নহে, পিঞ্জরও নহে। যদি অবস্থান বলিয়া উহাকে পিঞ্জর বল, তাহা হইলেও পিঞ্জরের মধ্যে তোমরা স্বাধীন। তথায় তোমরা আবশ্যক সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পার। পুরুষ পিঞ্জরে বদ্ধ নহে সত্য, এবং বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অবস্থিত সত্য, কিন্তু তাহার হস্ত পদ লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কোনও দিকে তাহার নড়িবার যো নাই। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ মনোমুগ্ধকর পদার্থ দর্শন করিয়া তল্লাভে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। অধিকন্তু শারীরিক ও মানসিক বিবিধ কষ্ট পাইয়া তাহাদিগকে জর্জ্জরিত হইতে হয়। তোমাদের এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা নয়। বাস্তবিক তোমরা পুরুষের ন্যায় স্বাধীন হইলে তোমাদের দুঃখের পরিমাণ বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য হইবে না। আমি—

যুবতী যখন এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখভঙ্গিতে একরূপ হাস্য-মিশ্রিত ব্যঙ্গভাব প্রকাশ হইতেছিল। যুবকের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, এ বড় মজার কথা! "ছাগল বলে আমি প্রাণে মলাম, গৃহী বলে আমি আলুনি খেলাম", আমরা বলি আমরা অধীনে থাকিয়া পুরুষদিগের অত্যাচারে জ্বালাতন হইতেছি তোমরা বল স্ত্রীজাতি সুখে আছে, পুরুষেরা স্ত্রীজাতীয় সুখ-বিধানের জন্য লালায়িত। মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া থাকি কোন কোন রাজপুরুষ বলেন ভারতবাসীর হিতের জন্যই বিদেশীয়গণ ভারতরাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। তোমার মুখেও তদনুরূপ বাক্য শুনিতেছি। কিন্তু কেন? কে সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া তোমাদের দেশে গিয়া খোসামোদ করিয়াছিল তাই তোমরা সদয়চিত্তে আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য ভারত অধিকার করিয়াছ! আর পুরুষ তোমাদিগকে বলি, কোন নারী তোমাদের ধরিয়া বলিয়াছিল যে আমরা হাটে বাজারে যাইতে পারি না, উপার্জ্জন করিতে পারি না, তোমরা আমাদিগকে ঘরে পুরিয়া রাখ ও আমাদিগকে চাট্টি করিয়া খাইতে দাও? তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি আর আমাদের হিত করিও না, আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আমরা দুঃখ পাই আমরা পাইব তোমাদের সে ভাবনা কেন? কথায় বলে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।"

যুবক গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "প্রিয়তমে! সত্য সত্যই তোমাদের স্বাধীন হইবার ইচ্ছা হইয়াছে? সত্য সত্যই মনে করিয়াছ তাহা হইলে তোমরা সুখী হইবে? তাহা যদি ভাবিয়া থাক তবে আমি বলিতেছি এই মুহূর্ত্ত হইতে তুমি স্বাধীন হও, আমি অধীন হই। সৎযুক্তি তুমি আর বুঝিবে না; পাশ্চাত্য শিক্ষার যে শ্রবণমনোহর ঝঙ্কার তোমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে ও তদবলম্বনে যে লোভনীয় মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছ কথার বিচারে তাহা তোমার নষ্ট হইবে না—যুগতৃষ্ণিকা বলিয়া তোমার বোধ হইবে না সুতরাং আর আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিব না—এরূপ অবস্থায় ঠেকে শেখার প্রয়োজন! ঈশ্বর তুমিই তোমার সৃষ্টির ভাবনা ভাবিবে। আমি একটু নিদ্রা অনুভব করি। অদ্য হইতে তোমরা স্বাধীন হও অর্থাৎ তোমরা পুরুষের পদ গ্রহণ কর ও আমরা স্ত্রীর পদ গ্রহণ করি।"

যুবতী হাস্য-গদগদ স্বরে কহিলেন—পুরুষরত্ন! সত্যই কি আমাদিগকে মুক্ত করিলে, তবে এখন আমরা বাইরে যাই?"

যুবক "তথাস্তু" বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং যুবতী বহির্দ্বার উন্মোচন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্রথম দৃশ্য।

যুবক যুবতী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলে শূন্যগৃহ আমার নয়ন সমক্ষে অতি অল্পক্ষণমাত্র প্রতিভাত হইয়াছিল। অবিলম্বেই আমি যাহা দেখিলাম তাহা অতি বিস্ময়কর। আমি যে কোথায় আছি তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না—কখনও নিবিড় অরণ্য, কখনও বিশাল সমুদ্র, কখনও উচ্চ শৈলমালা, কখনও সুবিস্তৃত প্রান্তর, কখনও জনাকীর্ণ বিপনী, কখনও সুরম্য হর্ম্ম্যপূর্ণ নগরী ও কখনও তৃণলতাশূন্য মরুভূমি আমার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। আমার বোধ হইল যেন একটী বিশ্বদর্শন যন্ত্র আমার সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে, উহার পরিচালন অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত স্থান পর্য্যায়ক্রমে আমার নয়ন পথবর্ত্তী হইতেছে। আমি এককালে পৃথিবীর নানারূপ শোভা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলাম। আরও চমৎকার এই যে, আমি যেখানে নয়ন নিক্ষেপ করি সর্ব্বত্রই অসূর্য্যম্পর্শ্যা স্ত্রীজাতিই আমার দর্শনপথবর্ত্তিনী হইল, হীনজাতীয় পুরুষ দুই চারি জন স্ত্রীদিগের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু কোন প্রকাশ্য স্থানেই ভদ্র পুরুষ নয়নগোচর হইল না। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি এককালে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম, বিশেষতঃ নারীগণকে যে অবস্থাসম্পন্ন দেখিলাম তাহাতে আমার বিস্ময় দ্বিগুণিত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে আর আমার পূর্ব্বপরিচিত নারী বলিয়াই প্রতীতি হইল না। তাহাদের যে কমনীয় কান্তি নাই, সৌন্দর্য্যের মূলাধার সে লজ্জা নাই, মহত্ত্বব্যঞ্জক সে ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া ও বিনয় নাই, শরীরের সে কোমলতা বা লাবণ্য নাই, বর্ণের সে উজ্জ্বলতা নাই, অঙ্গে সে অলঙ্কার নাই, মুখের সে প্রফুল্লতা নাই, দেখিলে বোধ হয় যেন পৃথিবীর সমস্ত নারীই আজ বিধবা হইয়াছে। বাস্তবিক অনাথার ন্যায় তাহারা পেটের দায়ে নিয়ত ভয়ানক পরিশ্রম করিতেছে। অবস্থা অনুসারে কেহ হলচালন ও কেহ শকট বাহন করিতেছে, কেহ মৃত্তিকা খনন করিতেছে, কেহ ভার বহন ও কেহ যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেছে, কেহ সমুদ্র মধ্যে অর্ণবযান ও নদীমধ্যে পোতবাহন করিতেছে, কেহ বণিক কৌশল প্রকাশ করিতেছে, কেহ বিচারাসনে বসিয়া বিচার কার্য্য করিতেছে; কেহ আফিসে বসিয়া কেরাণির কার্য্য করিতেছে, কেহ পুস্তক হস্তে লইয়া ধীরগম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছে, কেহ দেশের উন্নতি সাধন জন্য সভা গৃহে ও পথে পথে বক্তৃতা করিতেছে ও কেহ ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া মুদ্রিত নয়নে উপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিতেছে। পুরুষের সকল কার্য্যই নারীজাতি সম্পাদন করিতেছে। দেখিয়া বোধ হইল বিধাতা বুঝি পুরুষদিগের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন,

অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া পুরুষ-কুল ধ্বংস করিয়া তৎস্থানে নারী বসাইয়াছেন। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছুই স্থির হইল না। পুরুষজাতি কোথায় চলিয়া গেল, কিপ্রকারে তাহার সত্তার লোপ হইল কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার ভাবিলাম "বড় বাড়িলে ঝড়ে ভাঙ্গে" এই কথা বুঝি ঠিক হইল। পুরুষজাতি স্ত্রীজাতিকে অধীন করিয়া বড়ই পাপ করিয়াছিল ও আপনাদিগের স্বার্থসাধন জন্য তাহাদিগকে বড়ই দুঃখ দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই পাপে বুঝি বিধাতা পুরুষের উপর কুপিত হইয়া তাহার ধ্বংস করিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল এক কালে সমস্ত পুরুষের লোপ সাধন কি প্রণালীতে হইল? বিজ্ঞানশাস্ত্র কি সম্পূর্ণ মিথ্যা? স্ত্রীর লোপ না হইয়া কেবল পুরুষের লোপ হইতে পারে এমন কোন উপায় ত বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলনে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহা অসম্ভব। এক বার মনে হইল আধুনিক স্ত্রীজাতির বাড়াবাড়ি দেখিয়া বুঝি পুরুষগণ লজ্জা বা মনের দুঃখে দেশান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু কোন্ দেশে গেল? আমি ত সকল দেশই দেখিলাম, কোনও দেশেই ত পুরুষের অস্তিত্ব লক্ষিত হইল না। এই রূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সহসা অন্তঃপুরের দিকে নয়ন পতিত হইল, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ আমার নয়ন সে দিক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। পরনারীদর্শন অন্যায় বোধে আমি সে দিক হইতে নয়ন ফিরাইলাম! কিন্তু তখনই মনে হইল যে এক্ষণে অন্তঃপুর হইতে নয়নাকর্ষণ করার কারণ কি? অন্তঃপুর মধ্যে নারীগণ অসাবধানে বাস করে ও পরস্পর বিশ্রব্ধ আলাপ করে, ভদ্রলোকের পরনারীর এরূপ অবস্থা অবলোকন করা উচিত নয় বিবেচনায় অন্তঃপুর মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতাম না। কিন্তু এক্ষণে ত আর স্ত্রীজাতি অন্তঃপুরে নাই, তবে অন্তঃপুর দর্শনে দোষ কি? এই ভাবিয়া অন্তঃপুর মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিবামাত্র দেখিলাম পূর্ব্বে অন্তঃপুরের যেরূপ অবস্থা ছিল এখনও ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে। অর্থাৎ অন্তঃপুর সকল পূর্ব্ববৎ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, পশ্চাদভাগে অবস্থিত ও বিশেষরূপে সুরক্ষিত আছে। মনে করিলাম ইহার কারণ কি? কেন অন্তঃপুর সুরক্ষিত রহিয়াছে। যে রমণীদিগের কারাগার স্বরূপে অন্তঃপুরের আবশ্যক সেই রমণীগণ যখন মুক্ত ও স্বাধীন ও যখন পুরুষের অস্তিত্বমাত্র নাই তখন অন্তঃপুরের আবশ্যক কি? যখন বন্দী নাই তখন কারাগৃহের আবশ্যকতা কোথায়? কে কাহার জন্য কারাগৃহ রক্ষা করিল? এই ভাবিতে ভাবিতে অন্তঃপুর মধ্যে নয়ন নিক্ষেপ করিলাম। যাহা দেখিলাম -তাহাতে শরীর রোমাঞ্চিত হইল। দেখিলাম রমণীগণের পরিবর্ত্তে পুরুষগণ অন্তঃপুরে অবস্থিত। দেখিতে দেখিতে সমস্ত অন্তঃপুরই

আমার নয়ন সমক্ষে উপনীত হইল। দেখিলাম পুরুষগণ কেহ রন্ধন করিতেছে, কেহ গৃহমার্জ্জন করিতেছে, কেহ বসিয়া বসিয়া গোঁপে তা দিতেছে, কেহ কিরূপ অলঙ্কার পরিলে শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় তাহার চিন্তা করিতেছে ও কেহ হাত নাড়িয়া ঝগড়া করিতেছে। দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম উচিত শাস্তি হইয়াছে। যেমন প্রভুত্ব তেমনি অধীনত্ব। পুরুষ যেমন বাড়াবাড়ি করিয়াছিল তাহার উচিত শাস্তি হইয়াছে। ঐ সময় আমার মনে হইল স্ত্রীর এই বিজয় কি তাহাদের আপন ক্ষমতায় হইয়াছে? তাহা যদি হইয়া থাকে তবে যে ভাবিতাম স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক দুর্ব্বলা তাহা ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক! অথবা পুরুষ ইচ্ছা করিয়া স্ত্রীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছে? কিন্তু তাহা কি সম্ভব? সবল কি কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক দুর্ব্বলের অধীনতা স্বীকার করে? তাহা যদি হয় তথাপিও বলিতে হইবে অবশ্য পুরুষের শক্তিতে হীনতা আছে। বাস্তবিকই পুরুষের শক্তিতে হীনতা আছে, নচেৎ যখন তাহারা স্ত্রীকে আপনার সম্পূর্ণ অধীনে রাখিয়াছিল তখনও স্ত্রীর পদে মস্তকার্পণ করিত কেন এবং যাহারা স্ত্রীদিগকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিত তাহারা উন্নতিশীল (Liberal) নামই বা প্রাপ্ত হইত কেন? শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই রমণীগত প্রাণ কেন? শিশুগণ মাতৃপরায়ণ, যুবাগণ স্ত্রীপরায়ণ, বৃদ্ধগণ কন্যাপরায়ণ। রমণীর পরিচর্য্যা, রমণীর মধুর ভাষণ, রমণীর অধীনতা, পুরুষের একমাত্র অভিলষণীয়, তাই বুঝি আজি পুরুষ সর্ব্বপ্রকারে রমণীর অধীন হইয়া সম্পূর্ণ সুখ-সম্ভোগ করিতেছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সেই যুবক-যুবতীর কথোপকথন ও তাহাদের পরস্পরের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা স্মরণ হইল। তখন ভাবিলাম ঐ পুরুষ পুরুষসম্প্রদায় ব্যাপক ও ঐ স্ত্রী সমগ্র স্ত্রীসম্প্রদায় ব্যাপক হইবে। যাহাই হউক এক্ষণে পৃথিবীর কার্য্য কিরূপ চলিতেছে অর্থাৎ স্ত্রী বিষয়-কার্য্য ও পুরুষ অন্তঃপুরের কার্য্য কিরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেছে দেখা আবশ্যক। এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে যেন আমি এক বৃহৎ শস্যক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। ভাদ্র মাস, কোন স্থানে আশু ধান্য সকল পরিপক্ক হইয়া নত হইয়া পড়িয়াছে, কোন স্থানে আমন ধান্য রোপিত হইতেছে, কোন স্থানে রবিখন্দের জন্য ভূমি কর্ষিত হইতেছে ও কোনও স্থানে ধান্য ও পাটসূত্রবৃক্ষ সকল ছেদিত হইতেছে। সকল কার্য্যই রমণীদ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। হলকর্ষণ, ধান্যচ্ছেদন ও রোপণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই নারীগণ সম্পাদন করিতেছে। যে সকল যুবতী অন্তঃপুর আলোকিত করিত, যাহাদের শরীর অতি কোমল ছিল, যাহাদের লাবণ্য অনুপমেয় ছিল তাহারা এক্ষণে রৌদ্রতাপে ক্লিষ্ট হইয়া বিবর্ণ

হইয়া গিয়াছে, দৃঢ় হলমুষ্টি ধারণ ও কঠিন মৃত্তিকায় নিয়ত ভ্রমণ করিয়া কঠিনাঙ্গী হইয়াছে। তাহাদের সে রূপ নাই, সে কোমলতা নাই, সে কমনীয়তা নাই। যে দয়া ও স্নেহগুণে নারীজাতি স্বর্গীয়জীব ছিল সে দয়া মমতা আর তাহাদের কিছুমাত্র নাই। দৃঢ় পরিশ্রম সহকারে তাহারা হল-চালনা ও মৃত্তিকা খননাদি করিতেছে, নিকটে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু-সন্তানগণ স্তন্যপান করিবার জন্য ক্রন্দন করিতেছে, মাতাগণ দেখিয়াও দেখিতেছে না, শুনিয়াও শুনিতেছে না। যখন শিশুগণ মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছে তখনই এক একবার তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য দান করিতেছে এবং ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পুরুষ জাতির প্রতি গালিবর্ষণ করিতেছে। বলিতেছে, "পুরুষগণ কেবল বসিয়া বসিয়া আহার করিবেন আর আমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া দিব; ছেলেগুলোকেও শান্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। যদি কখনও ছেলেদের বাটী রাখিয়া ক্ষেত্রে আগমন করি, তখনই পাঠাইয়া দেয়, বলে স্তন্য ব্যতিরেকে শান্ত হয় না—কেন, তোমরা স্তন্যদান করিতে পার না? তবে তোমাদের কি শক্তি আছে? কেবল হুকুম চালাইবার ক্ষমতা আছে? একটু ক্রুটী হইলেই রাগে গরগরে হইবার ত শক্তি খুব আছে; থাল পুরিয়া অন্ন খাইবারও শক্তিও ত কম নয়!"

এক স্থানে দেখি একটী পূর্ণগর্ভা যুবতী হল চালন করিতেছে, এমন সময় তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। নিদারুণ গর্ভ যন্ত্রণায় তাহাকে অভিভূত ও মৃতের ন্যায় করিল। বিস্তীর্ণ মাঠের অনাবৃত স্থানে রৌদ্রের ভয়ানক উত্তাপে সেই পূর্ণগর্ভা যুবতী গর্ভ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে; ধাত্রী নাই, কোন সহায় নাই, দারুণ যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। পরিশেষে সেই ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। ক্ষেত্রস্থ ক'একজন কৃষাণী আসিয়া জল সিঞ্চন করিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলে যুবতী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল "ঈশ্বর তুমি কি জন্য নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছ নারীকে এ ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়া তোমার কি ইষ্ট সাধিত হইতেছে? অকর্ম্মা পুরুষজাতি তোদের জ্বালাতেই আমরা অস্থির হইয়াছি। তোদের যদি পুষিতে না হইত তাহা হইলে আমাদের কোন কষ্টই থাকিত না। ছেলে পিলে সংসার কোন দায়েই ঠেকিতে হইত না। এ গর্ভযন্ত্রণাও উপস্থিত হইত না। কল্য খাজনার জন্য জমীদারের পেয়াদা আসিয়া কি কষ্ট দিল তাহা মনে করিলে প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হয় না। ঘরে খাবার না থাকায় ছেলেগুলির কষ্ট দেখিতে পারা যায় না, এ দিকে ক্ষেত্রে যে শস্য হয় তাহা খাইতে গেলে রাজস্ব কুলায় না, রাজস্ব দিলে খাবার কুলায়

না। এত পরিশ্রম করিতেছি তথাপি কিছুই করিতে পারিতেছি না। এখন উপায় কি! এখন যদি প্রাণ যায় তাহা হইলে মঙ্গল, নচেৎ উপায় কি হইবে? এরূপ অবস্থায় কি আমি শীঘ্র কার্য্য করিতে পারিব? কখনই না! কিন্তু তাহা হইলে খাইব কি? ছেলেরা কোথায় যাইবে? হে জগদীশ্বর আমার প্রাণ গ্রহণ করিয়া এ কষ্টের শান্তি কর! এইরূপ বলিতে বলিতে পুনরায় মুর্চ্ছিত হইল, আর জাগিল না।

শস্যক্ষেত্রে এইরূপ যে কত দুঃখবহ ঘটনা দেখিলাম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কোনও স্থানে কোন রমণী বা বেদনায় অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, তাহার গরুগুলি ছাড়া পাইয়া পলাইতেছে; কোনও স্থানে দেখিলাম কোনও রমণী অল্পবয়স্কা শিশুকে কিঞ্চিৎ দূরে শয়ন করাইয়া নিবিষ্ট মনে হলকর্ষণ করিতেছিল ঐ শিশু জাগরিত হইয়া হামা দিয়া মাতৃ-সন্নিধানে যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, জননী তাহা জানিতে না পারায় হলের দিক-পরিবর্ত্তন কালে বলীবর্দ্দদ্বয়যুক্ত হল ঐ শিশুর উপর পরিচালিত করিয়া তাহার প্রাণ বধ করিল। এই সকল ও অন্যান্যরূপ নানাবিধ ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিতে দেখিতে আমার ইন্দ্রিয় সকল শক্তিশূন্য হইল, চক্ষু দিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অন্তরাত্মা আরও অন্তরে প্রবেশ করিল।

এরূপ নিস্পন্দ ভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। যখন জ্ঞানসঞ্চার হইল দেখিলাম আমি একটী বৃহৎ নগরে প্রবেশ করিয়ছি। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃহৎ অট্টালিকা শ্রেণী, গাড়ি পাল্কি ও মনুষ্যে রাস্তা পরিপূর্ণ। সে স্থানের শোভা বর্ণন করিবার অধিক প্রয়োজন নাই। কেন না যখন ভাল করিয়া দেখিলাম তখন জানিলাম আমি কলকাতায় আসিয়াছি। সেখানেও দেখিলাম সমস্ত কার্য্য নারীদ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। রমণীগণ কেহ মোট বহন করিতেছে, কেহ শকট চালাইতেছে, কেহ রাস্তায় জল দিতেছে, কেহ ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, কেহ আফিসে যাইতেছে। আমি একটী রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী আফিসে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সারি সারি যুবতীগণ লিখিতে বসিয়াছে; কেহ নকল করিতেছে, কেহ হিসাব করিতেছে, কেহ ভুল ধরিতেছে, এইরূপ নানা জনে নানা প্রকার কার্য্য করিতেছে। একটী যুবতী ঘরে অন্ন নাই দেখিয়া প্রাতে খাটিতে আসিয়াছিল, সে কার্য্য ফুরাণ করিয়া লইয়াছিল। সে অতি প্রত্যূষে আসিয়া বেলা ১১টা পর্যন্ত অনাহারে অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত লিখিয়াছিল, পাছে কার্য্য অল্প হয় এই আশঙ্কায় যুবতী পার্শ্ববর্ত্তী রোরুদ্যমান শিশু সন্তানকে একবারও স্তন্য প্রদান করে নাই। শিশু উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল, আছাড়ি পাছাড়ি করিল, কিছুতেই যখন দেখিল

মাতা তাহার প্রতি সদয় হইলেন না তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহার মাতাকে প্রহার করিতে লাগিল। জননীর তখন লেখা শেষ হইয়াছিল, কাগজগুলি গুছাইতেছিলেন, শিশুর প্রহারে হস্ত কম্পিত হওয়ায় কাগজগুলি হস্তস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। শিশু ঐ কাগজগুলি পড়িবামাত্র হস্তদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। একে ঘরে অন্ন নাই সেই কষ্ট, তাহাতে এত পরিশ্রম করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা এককালে নষ্ট হইল, রমণী অধীরা হইলেন, পার্শ্বে একগাছি রুল ছিল সেই রুল দ্বারা শিশুকে সজোরে আঘাত করিলেন। প্রচণ্ডাঘাতে শিশু তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই পৈশাচিক ব্যাপার দেখিয়া আর আমি তথায় থাকিতে পারিলাম না, প্রস্থান করিলাম। তথা হইতে একটী গবর্ণমেন্ট আফিসে গেলাম। সেখানে দেখিলাম কেরাণীগণ সমবেত হইয়া প্রধান কর্ম্মচারিণীর নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উৎসুক চিত্তে তাহাদের কথোপকথন শুনিলাম। তাহাতে জানিলাম তাহারা আবেদন করিয়াছিল যে, শিশু সন্তানগণ নিয়ত কার্য্যের ক্ষতি করে, বাটীতেও তাহাদের রাখিয়া আসা যায় না, কেননা তাহাদের স্তন্য-প্রদান আবশ্যক, এই জন্য তাহারা প্রার্থনা করে যে, তাহাদের এরূপ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক যে, তদ্দ্বারা তাহারা একটী করিয়া ধাত্রী রাখিতে পারে, অথবা আফিসে এমন কয়েকজন ধাত্রী ও চাকরাণী রাখা হউক যে তাহারা পর্য্যায়ক্রমে সকল শিশু সন্তানগুলির রক্ষণ ও স্তন্যদান করিতে পারে। তাহাদের আরও প্রার্থনা ছিল যে, পুর্ণ গর্ব্ভাবস্থায় রমণীগণ যেন অন্ততঃ একমাস ছুটী পায়। ঐ আবেদনের হুকুম আসিয়াছিল যে, সর্ব্বত্রই ঐরূপ করিতে হইলে এত ব্যয় বৃদ্ধি হইবে যে, তজ্জন্য নূতন টাকা ধার্য্য না করিলে কিছুতেই ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে না। অতএব ব্যবস্থাপক সভায়, সত্বর ইহার আন্দোলন করিয়া পরে প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইবে। ঐ হুকুম শুনিবার জন্য সমস্ত কেরাণিনীগণ প্রধান কর্ম্মচারিণীর আফিসে সমবেত হইয়াছিল। ঐ হুকুমে কোন রমণী সন্তুষ্ট হইল না দেখিয়া আমি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

আমি তথা হইতে এককালে চিৎপুর রোডে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম তথায় রাস্তার দুধারে বিপণীশ্রেণী শোভা পাইতেছে ও রমণীগণ তথায় ক্রয় বিক্রয় করিতেছে; কিন্তু ছেলে গুলা দ্রব্য সামগ্রী গুলীন এমন এলোমেলো ও নষ্ট করিতেছে যে, তাহাতে তাহাদের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। একটী কুম্ভকারের দোকানে হাঁড়ি কলসী সাজানো ছিল, একটী দুগ্ধপোষ্য শিশু নিচের একটী হাঁড়ি টানিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলাতে উপর হইতে সমস্ত হাঁড়ি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল ও ঐ শিশুর গাত্রোপরি আবৃত হইয়া পড়িল। একটী ময়রার

দোকানে ময়রা সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া খোলা নামাইয়া রাখিয়াছে, একটী শিশু মূত্রত্যাগ করিয়া ঐ খোলা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। একটী ঘড়ির দোকানে একটী বালক অন্যূন সহস্র মুদ্রার ঘড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এইরূপে প্রায় প্রত্যেক দোকানেই দেখিলাম শিশুর অত্যাচারে ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগে কাপড় প্রভৃতি নষ্ট করিতেছে এবং লোষ্ট্রনিক্ষেপে ও নিজে পতিত হইয়া নানাবিধ দ্রব্য ভগ্ন করিতেছে। জননীগণ এক একবার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ছেলেদিগকে বাঁধিয়া রাখিতেছেন, কিন্তু যখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে তখন আবার বন্ধন মোচন করিয়া দিতে হইতেছে। আমি এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিতে করিতে এক বার মেছুয়া বাজারের দ্বিতীয়তল গৃহে দৃষ্টিপাত করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা অতি আশ্চর্য্য। তথায় যুবকগণ বিবিধ বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া রাস্তায় যুবতীদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাদের ভাব দেখিলে বুঝা যায় যেন তাহারা কটাক্ষ নিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছে। বলিতে পারি না তাহাতে রমণীর মন ভুলিতেছে কি না, কিন্তু আমার তাহা দেখিয়া বড় হাসি পাইল। আমি উহাদের কাণ্ড দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হইতে একটু বিলম্ব আছে দেখিয়া ভাবিলাম এক বার এই সময়ে বীডন-গার্ডন ভ্রমণ করিয়া আসি।

বীডন গার্ডনে প্রবেশ করিবা মাত্র মনঃ প্রাণ জুড়াইয়া গেল, বোধ হইল যেন গোলকধামে আসিয়াছি অথবা শ্রীবৃন্দাবনের নবদৃশ্য দেখিতেছি। যদি কবি হইতাম, তাহা হইলে বলিতাম বীর্ডন পার্ক বুঝি, চাঁদের গাছে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সকল গাছেই অগণিত চন্দ্রফুল ফুটিয়াছে; অথবা যদি কবিবর শ্রীহর্ষের ন্যায় রচনাশক্তি থাকিত তাহা হইলেও বলিতাম চন্দ্রমণ্ডল আকাশ হইতে বিচ্যুত হইয়া ঐ স্থানে পতিত হইয়া শতধা হইয়াছে, ও প্রত্যেক খণ্ডই নবনিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ উদ্যানের অতি চমৎকার শোভা হইয়াছে। সহস্র সহস্র সুন্দরী রমণী নানাবিধ বেশ বিন্যাস করিয়া হাস্যবদনে ভ্রমণ করিতেছে। বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই মহানন্দে ভ্রমণ করিতেছে। প্রথমে তাহাদিগকে স্ত্রীজাতি বলিয়াই বুঝিতে পারি নাই—ভাবিলাম গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতির কথা যে, পুরাণাদিতে পাঠ করিয়াছি, তাহাই বুঝি প্রত্যক্ষ করিলাম। সকলেরই পুরুষ বেশ বটে কিন্তু সে বেশের নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য আছে। কেশদামের পারিপাট্য অতি চমৎকার। প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন রকমের তেড়ি। কেহ কেশগুচ্ছ ছেদন করিয়াছেন, কেহ কিয়দংশ কেশ দুই দিক্ দিয়া নামাইয়া দিয়া গোঁপ দাড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন, কেহ বেণীবন্ধন করিয়া মস্তকের

উপরিভাগে উষ্ণীষ প্রস্তুত করিয়াছেন, কেহ বাম ও কেহ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া চূড়া বন্ধন করিয়াছেন। কেহ বিবিধ পুষ্প ও কেহ সুবর্ণালঙ্কার দ্বারা মস্তক সুশোভিত করিয়াছেন। দেখিলাম পুরুষ সাজিয়াও তাঁহারা অলঙ্কারপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক অঙ্গুলীতে রকম রকমের অঙ্গুরীয় পরিয়াছেন, স্থূল হার গুচ্ছে ঘড়ি ঝুলাইয়াছেন। কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা সকলেরই সজ্জা সমান, বৃদ্ধাদের আরও অধিক। তাঁহারা কলপ দিয়া শ্বেত কেশ কৃষ্ণ করিয়াছেন, মলম বিশেষ দ্বারা পলিত চর্ম্ম মসৃণ করিয়াছেন ও বস্ত্রাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল যুবতীযোগ্য করিয়াছেন। অল্প বয়স্ক পুরুষের সহিত তাঁহাদের আমোদ কিছু অধিক। সকলে যে কেবল ভ্রমণ করিতেছেন এমত নহে, কেহ ক্রীড়া করিতেছেন, কেহ তর্ক করিতেছেন, কেহ বক্তৃতা শুনিতেছেন, কেহ সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতেছেন। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি উপাসকগণ আপন আপন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, সকল ধর্ম্ম প্রচারকেরই চতুর্দ্দিক বহুতর লোক ঘিরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু প্রচারকের চতুর্দ্দিকে সেরূপ লোক নাই, যে দুই চারি জন আছে তাহারা কেবল · কে বিদ্রুপই করিতেছে। কেহ বলিতেছে যে ধর্ম্মশাস্ত্র মতে "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" সে ধর্ম্মশাস্ত্র যত সত্য তাহা প্রত্যক্ষ দেখাই যাইতেছে, আবার কি আমাদিগকে ঐ মত অবলম্বনে বাঁধা দিতে হইবে না কি? ভগিনি! তোমার শাস্ত্র লইয়া তুমি ঘরে যাও। কেহ বলিতেছে কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দাও, কেহ বলিতেছে না ঐ শাস্ত্র এখনই পুড়াইয়া ফেলিয়া দাও, কি জানি যদি কাল-মাহাত্ম্যে উহার 'নব জীবন' প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে। ভাগ্যে ইংরাজগণ এ দেশে আসিয়া সাম্যতন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাই আজি আমাদের এই উন্নতি, নচেৎ হিন্দুর আশ্রয়ে থাকিলে এত দিন স্ত্রী জাতির অস্তিত্বই থাকিত কি না সন্দেহ। হিন্দু প্রচারিকা ঐ সকল কথার উত্তর দিতেছেন এবং বলিতেছেন স্ত্রীর আধিপত্যের কথা ত শাস্ত্রে লেখা আছে। ভবিষ্য-পুরাণে লিখিত আছে কলিকালে পুরুষগণ স্ত্রীর অধীন হইবে—স্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিবে, স্ত্রী যাহা বলিবে পুরুষ তাহাই করিবে, তাই আজি পুরুষ অধীন ও স্ত্রী স্বাধীন। ফরাসি দার্শনিক কমটি সেই কথা শুনিয়া স্ত্রীকে প্রকৃত দেবতা বলিয়াছেন। এখন সত্য সত্যই স্ত্রী পুরুষের প্রভু ও দেবতা হইয়াছে। অতএব হিন্দুধর্ম্মকে অসত্য বলা নিতান্ত অন্যায়। তবে যে কলিকালকে অপকৃষ্ট ও সত্যকালকে উৎকৃষ্ট বলে সে প্রকৃত শাস্ত্রের কথা নহে, উঁহা প্রবঞ্চক পুরুষদিগের কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত। হিন্দু শাস্ত্র যে সকল ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, সকল শাস্ত্রেরই মতে পরমেশ্বর

পুরুষ—যাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারাও তাঁহাকে পুরুষভাবে দেখেন, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র সে অসম্ভব কথা বলে না, হিন্দু শাস্ত্র মতে রমণী অর্থাৎ আদ্যাশক্তি কালীই বিশ্বের পরমেশ্বরী।

এক স্থানে একজন বৈজ্ঞানিক স্ত্রীজাতি যে ঈশ্বরের সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ তাহার বৈজ্ঞনিক প্রমাণ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্ত্রীজাতি সকল পদার্থের ও সকল জীবের শ্রেষ্ঠ। কেন না শ্রেষ্ঠ পদার্থের উদ্ভব প্রথমে হয় না এবং যখন তাহার প্রথম উদ্ভব হয়, তখন তাহা নিকৃষ্ট পদার্থের অধীন থাকে। দেখ আকাশ হইতে বায়ু শ্রেষ্ঠ, বায়ু হইতে জল শ্রেষ্ঠ, জল হইতে মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ, মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ শ্রেষ্ঠ, উদ্ভিদ হইতে প্রাণী শ্রেষ্ঠ, ইতর প্রাণী হইতে মানব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দেখ শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকল পরে পরে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যখন প্রথমে অল্প বায়ু ছিল, তখন বায়ু আকাশের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিত না—ঐরূপ জল বায়ুর ও মৃত্তিকা জলের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিত না। ক্রমে মানব যত উন্নত হইতে লাগিল ততই পশুগণ মানবের আয়ত্ত হইল—ভয়ানক হিংস্র ও পরাক্রান্ত জীবগণও মানবের সম্পূর্ণ অধীন হইল। ঐরূপ স্ত্রীগণ প্রথমাবস্থায় পুরুষের অধীন ছিল, কিন্তু তাহারা যখন উন্নীত হইল তখন তাহারা পুরুষকে অধীন করিতে লাগিল ও ক্রমে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। অতএব রমণীগণ। চেষ্টা কর তাহা হইলে উন্নতির শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইবে। এখন তোমাদের যে সকল কষ্ট আছে তৎসমস্তই দূরীভূত হইবে। পুরুষ কমটিই বলিয়াছেন কালে স্ত্রীজাতির গর্ভে ভিন্ন সন্তান জন্মিবে। সুতরাং তোমরা চেষ্টা কর তোমাদের গর্ভধারণ করিতে হইবে না, সন্তান পালন করিতে হইবে না, স্তন্য দান করিতে হইবে না। ঐ সকল কার্য্যই পুরুষের স্কন্ধে ফেলিতে পারিবে। মনে কর দেখি সে দিন কি সুখের দিন হইবে যে দিন পুরুষগণ গর্ব্ভধারণ করিবে, সন্তান পালন করিবে, স্তন্য দান করিবে, সংসারের কার্য্য করিবে, আর আমরা গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইব। ভগিণীগণ! গর্ভযন্ত্রণা এখন আমাদের বড় ভয়ের কারণ হইয়াছে। যখন নারী অধীন ছিল তখন সহ্য করা তাহার অভ্যাস হইয়াছিল। এখন আমরা স্বাধীন, এখন আমরা ক্লেশ সহ্য করিতে পারিব কি প্রকারে? "বেধে মারে সয় ভাল" তাই তখন নারী সহ্যগুণে বিখ্যাত ছিল। এখন আমাদিগকে নানাবিধ চিন্তা ও নানাবিধ কার্য্য করিতে হয়, এখন আমরা বৃথা যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব কেন? আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ জীব, এখন যদি আমরা কষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়া কার্য্য করিতে না পারি, যদি সন্তান পালনরূপ সামান্য কার্য্য করিতে আমাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট হয়,

তবে পৃথিবীর উন্নতি হইবে কি প্রকারে? যত আমরা সাংসারিক কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকিব ততই আমাদের শরীর ও মন সুস্থ থাকিবে, ততই জগতের কার্য্য করিতে পারিব। অচিরে মাটির জগৎ সোণার হইবে, সমগ্র পৃথিবী অট্টালিকায় পূর্ণ হইবে। তখন আর শস্য-বপনাদি করিতে হইবে না, মিঠাই মোণ্ডার ন্যায় অন্নও শিল্প কৌশলে প্রস্তুত হইবে, শিল্প কার্য্যের জন্যও আমাদিগকে তখন কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হইবে না। সমস্তই কলে তৈয়ার হইবে, এমন কি আমাদের আহার বিহারাদিও কলে সম্পন্ন হইবে। তখন আমাদের সুখের সীমা থাকিবে না। অতএব ভগিনীগণ! কায়মনোবাক্যে পৃথিবীর উন্নতি বিধানে যত্ন-ব্রতী হও, উহাই আমাদের একমাত্র কার্য্য। সর্ব্বকারণ-ভূতা পরমেশ্বরী উহারই জন্য আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। উন্নতি-সাধন করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ঐ কার্য্যের জন্য উপযোগী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের কর্ত্তব্য যাহাতে পুরুষ গর্ভধারণ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা। তাহারা কেবল ঘরে বসিয়া ভোজন করে, তাহাদেরই ঐ সকল কষ্ট সহ্য করা আবশ্যক। তাহাদের কোন কঠিন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয় না, তাহারা সন্তান প্রসব করুক, সন্তান পালন করুক, সহ্য করিতে শিখুক, লজ্জা, দয়া, স্নেহ প্রভৃতি দুর্ব্বল প্রকৃতির উপযোগী গুণে তাহারাই ভূষিত হউক। ভগিণীগণ! এ সকল অসম্ভব মনে করিও না। মানবের বুদ্ধিবলে সকলই সম্ভব। দেখ বুদ্ধিবলে মানব পক্ষী অপেক্ষাও মুখে আকাশমার্গে উড়িতেছে, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকেও বশে আনিতেছে, বুদ্ধিবলে মানব হিংস্রের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কলম করিয়া কুল গাছে আমড়া ফলাইতেছে, তবে কেন পুরুষের স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে না? অবশ্য পারিবে। অতএব যদি জগতের হিতকামনা করা কর্ত্তব্য হয় তবে সকলে কায়মনোবাক্যে যত্ন কর! সাধিলেই সিদ্ধি, মানবশক্তিই শক্তির চরমোৎকর্ষ, চেষ্টা করিলে হয় না এমন কার্য্যই নাই।

বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অনেক লোক জমিয়া ছিল, সকলেই বক্তার বাগ্‌বিতণ্ডায় মুগ্ধ হইয়া বক্তৃতা শুনিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে সজোরে করতালি প্রদান করিতেছিলেন। যখন বৈজ্ঞনিক শেষোক্ত বাক্যগুলি বলিলেন, তখন ঐ জনতার মধ্য হইতে এক জন বলিয়া উঠিল মহাশয়! আপনি জগতের হিতকামনায় যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন তাহা সম্পন্ন করা ত অতি সহজ, তাহার জন্য এত যত্ন ও এত পরিশ্রম করিতে হইবে কেন? এখনই মনে করিলে আমরা তাহা সম্পন্ন করিতে পারি। পুরুষদিগকে বাহিরে আনিয়া আপনারা গৃহে গমন করিলেই সকল কার্য্য

সাধিত হইবে যদি বলেন স্ত্রী পুরুষের মত ও পুরুষ স্ত্রীর মত হইল কৈ, তাহার উত্তরে বলি,—আপনারা অন্তঃপুরে বসিয়া আপনাদিগকে পুরুষ ও পুরুষেরা বহিরে আসিয়া আপনাদিগকে স্ত্রী ভাবিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। বিনা পরিশ্রমে কেবল মাত্র মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে। জগতের মঙ্গলের জন্য যদি এইটুকু ভাবিতে না পারিলেন তবে অসাধ্য-সাধনের কষ্ট ও পরিশ্রম কি প্রকারে করিবেন? এই কথা শুনিয়া বক্তা ও শ্রোতাগণের মনে কি একটা ধাক্কা লাগিল। সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, আমিও তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

সন্ধ্যা হইলে বীডন উদ্যান হইতে বহির্গত হইলাম। চিতপুর রাস্তা ট্রামগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ও আফিসের লোকে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বকালের ন্যায় এক্ষণে আর ৫টায় আফিস বন্ধ হয় না। সাধারণ নিয়ম ৭টা, কিন্তু অনেকের ৮টা ৯টাও হয়। রমণীগণ কাজ সারিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া এরূপ হইয়াছে। এক্ষণে প্রায় ৯টা বাজে, আফিস সমস্ত বন্ধ হইয়াছে, তাই চিতপুর রাস্তায় এত ভিড়, সকলেই ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। বেশ্যাগণও সময় বুঝিয়া সাজিয়া বসিয়াছে। তাহাদের সজ্জা দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। একরূপ স্বর্ণ ও মুক্তার থালা প্রস্তুত করিয়া তাহারা মস্তকের কেশ, গোঁপ ও দাড়ির অগ্রে ঝুলাইয়া দিয়াছে, সমগ্র বদনমণ্ডল ও হস্ত পদাদিতে বর্ণচূর্ণ মাখিয়াছে, চক্ষুদ্বয় কজ্জল দ্বারা দীর্ঘ করিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে আচ্ছাদিত করিয়াছে। উহাদের পরিচ্ছদ ও হাবভাবাদির বিষয় আর আমি বর্ণনা করিতে পারি না—আর লেখনী কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না; যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম সে সকল প্রকাশ করাই যাইতে পারে না, সকল কথা স্মরণও হয় না। প্রায় সমস্ত যুবতীই সুরাপানে মত্ত হইয়া বিবিধ প্রকার দুষ্কার্য্য করিতেছে, অনেক বৃদ্ধাও সেই সঙ্গে উন্মত্তা। অতি বৃদ্ধাগণও বেশ্যালয়ে গমন করিয়া জঘন্য ব্যবহার করিতেছে। পূর্ণগর্ভা যুবতীও প্রিয় বেশ্যের মনস্তুষ্টির জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সুরাপানে মত্ত হইয়াছে।

দেখিলাম অতি সমারোহে একটী বিবাহ যাইতেছে, আলোকমালায় রাস্তা পরিপূর্ণ হইয়াছে, বাদ্যশব্দে কর্ণকুহর বধির হইতেছে, বরযাত্রিণীগণ নানাপ্রকার আমোদ করিতে করিতে ঊর্দ্ধনেত্রে চলিয়া যাইতেছে, সর্ব্বশেষে চারি ঘোড়ার গাড়ির উপর এক ষোড়শী যুবতী বর বেশে সজ্জিতা। বিবাহ দেখিবার জন্য আমিও তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। বিবাহ-বাড়ি প্রবেশ করিয়া পুরুষাচার,

বিবাহ, বাসরঘর সমস্তই দেখিলাম। ছেলেটীর বয়স আট বৎসর মাত্র, বাসর ঘরে যাইয়াই সে নিদ্রিত হইল। যুবতী অন্তঃপুরবাসী যুবক পুরুষদিগের সহিত নানারঙ্গে রাত্রি যাপন করিলেন। স্ত্রীগণ বিবাহ করিয়া সামাজিক কলঙ্কের দায় হইতে অব্যাহতি পায়। পতির বয়ঃপ্রাপ্তি না হইতেই রমণীগণের তিন চারিটী সন্তান জন্মে। সকলে বুঝিলেও সে সকল সন্তানকে পতির ঔরসজাত বলিয়া গণ্য করে।

রজনীযোগে আমি অনেক গৃহস্থার শয়নগৃহে যুবক-যুবতীগণের কথোপকথন শুনিলাম। কোন স্থানে দেখিলাম বিংশবর্ষীয়া যুবতীর দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পতি; বালক যুবতীর সহিত ভালরূপ আলাপ করিতেছে না বলিয়া যুবতী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাল্য-বিবাহ প্রথার নিন্দা করিতেছে। কোন স্থানে দেখিলাম পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্কা যুবতীর অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক যুবতী পতি। সে যুবক বৃদ্ধাকে নাকে কাণে দড়ি দিয়া টানিতেছে। বৃদ্ধা গেলাম গেলাম শব্দে চীৎকার করিতেছে। কোন স্থানে দেখিলাম যুবক ও যুবতী উভয়েই যোগ্য বটে, কিন্তু তথায় যুবক ইচ্ছামত বস্ত্রালঙ্কার পায় নাই বলিয়া পত্নীর সহিত আলাপ করিতেছে না। সমাজে যদি নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কখনই এরূপ কষ্ট পাইতে হইত না ইত্যাদি বলিয়া তাহারা সমাজের নিন্দা করিতেছে। কোন যুবতী আপনার দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিয়া পতির দয়া আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার সে আসা বৃথা হইল, পতি তাহার ভেনভেনানি শুনিয়া কহিল যদি পরিবারকে খাওয়া পরা দিতে ও সুখেস্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিবে না তবে বিবাহ করিয়াছ কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রকারে নানা স্থানে নানা প্রকার শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টি করিলাম, কোথাও কাহাকে সুখী দেখিলাম না।

হঠাৎ দূর হইতে আগত একটী যুবকের চীৎকার শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। "সতত্ব নষ্ট করিও না, আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিও না," এই শব্দ শুনিতে পাইলাম। ঐ চীৎকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম দুই তিনটি যুবতী একটি যুবকের প্রতি বলপ্রকাশ করিতেছে, যুবকটী দুর্ব্বল ও একাকী বিধায় তাহাদিগকে পারিয়া উঠিতেছে না, পরিশেষে রমণীগণ তাহাকে পরাস্ত করিল, তখন আপনার সতত্ব নষ্ট হইবার ভয়ে যুবক চীৎকার শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। দেখিয়া বড় হাসির উদয় হইল। এইরূপে মানবের সকল অবস্থাই ক্রমে ক্রমে পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। দেখিলাম পূর্ব্বকালে পাশ্চাত্য যুবক-সমাজে [illegible] পুরুষগণ নিন্দিত হইত এক্ষণে স্ত্রী সমাজে সেই বৈষম্য

সম্পূর্ণ ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। অধিকন্তু এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অনিষ্ট ও অনেক পাপ সংঘটিত হইতেছে। সাধারণতঃ অধিক বয়স্কা নারীর সহিত অল্প বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হইতেছে। সচরাচর চৌদ্দ পোনের বৎসরের স্ত্রীর সহিত আট দশ বৎসরের বালকের বিবাহ হয়। বিবাহ যে কি ব্যাপার পুরুষে তাহা আদৌ বুঝিতে পারে না, চৌদ্দ পোনের বৎসরের স্ত্রীকে তাহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় দেখে, তাই তাহারা স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ে। যত দিন স্বামীর বয়ঃপ্রাপ্তি না হয় তত দিন প্রায়ই স্ত্রীগণ বেশ্য বাটীতে যাইয়া আপনাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। অনেক স্ত্রীরই স্বামীর পুরুষত্ব লাভের পূর্ব্বে সন্তান জন্মে; এই জন্য পুরুষদের সন্তানের প্রতি আদৌ মমতা জন্মে না। দেখিলাম পৃথিবীর কোন দেশেই পুরুষজাতির সন্তান স্নেহ নাই। উহা পুরুষগণের কার্য্যশূন্যতার আরও কারণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা কেবল চারিটি রাঁধা বাড়া ও গৃহকার্য্য করে মাত্র, আর কোন চিন্তা বা কার্য্য তাহাদের নাই। সকল প্রকার কার্য্যভারই স্ত্রীর প্রতি অর্পিত। উপার্জন, ব্যয় ও সন্তান পালন প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীরা করে। পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। কেন না তাঁহাদের পতিপ্রেম ও সন্তানস্নেহ থাকায় তাঁহারা অন্তরের সহিত স্বামীর ও সংসারের মঙ্গল চেষ্টা করিতেন। পুরুষগণের সে বন্ধন না থাকায় তাহারা এক প্রকার সন্ন্যাসী বিশেষ হইয়াছে। স্ত্রীজাতি সংসারের সকল কার্য্য করিয়া এমনই দুর্ব্বলা ও মলিনা হইয়াছে যে, দেখিলে তাহাদিগকে প্রেতিনী ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। তাহাদের শরীরে লাবণ্য মাত্র নাই। অল্প বয়সে ইন্দ্রিয়গণ পরিস্ফুট হয়, সেই জন্য তাহাদিগের অল্প বয়সের মধ্যে পাঠ সমাপ্ত করা আবশ্যক হয়, সুতরাং দুই বৎসর বয়স হইতে তাহাদিগকে স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া নিয়ত পরিশ্রমের সহিত বিদ্যা শিখিতে হয়। রাত্রি জাগরণ ও পরিশ্রমে অনেক স্ত্রীর অকাল মৃত্যু ঘটে, যাহারা বাঁচিয়া উঠে তাহারা নিতান্ত শীর্ণা ও চক্ষুহীনা হয়। প্রায় সকল স্ত্রীরই গাত্রে ফানেলের জামা ও চক্ষে চসমা দেখিতে পাওয়া যায়। গণ্ডস্থল গরম থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে ভাবিয়া প্রায় সকলেই মস্তকের কেশগুলি গলদেশে বদ্ধ করিয়া রাখে। প্রথম বয়সের ত এই অবস্থা। তাহার পরেই সংসারের সমস্ত ভাবনা, গর্ভযন্ত্রণা, সন্তানপালন প্রভৃতি সমূহ দুঃখভার এক কালে স্কন্ধে পতিত হওয়ায়, স্ত্রীজাতির কষ্টের সীমা থাকে না। যে রমণী পূর্ব্বে নিতান্ত গৌরবর্ণা ছিল এক্ষণে সে ঘোর কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছে। দুই একটী সন্তান জন্মের পর স্ত্রীজাতির এমন আকৃতি হয় যে, তাহাকে দেখিলে মানবী বলিয়া কিছুতেই চেনা যায় না। কিন্তু পুরুষগণ দেখিতে তাদৃশ সুন্দর হয় নাই। তাহারা নিষ্কর্ম্মে ছায়ায় বসিয়া থাকিতে

পাওয়াতে তাহাদের শরীর অপেক্ষাকৃত কোমল ও খর্ব্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু যে পুরুষত্ব পুরুষের শোভার কারণ, তাহার অভাবে তাহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্যের লোপ হইয়াছে। শক্তিসম্পন্ন বন্য জীব বদ্ধ থাকিলে যাদৃশ অবস্থাপন্ন হয় পুরুষগণ ঠিক সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। সকল সময়েই তাহারা ম্রিয়মাণ থাকায় স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও তেজের অভাবে এবং কার্য্যের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না থাকাতে তাহারা নিতান্ত জড় ভাবাপন্ন হইয়াছে। তাহাদের বদনমণ্ডল যেন ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে যে, প্রকৃতিবিরুদ্ধাচরণ মঙ্গলদায়ক নহে। বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইলেও অধীনতা পুরুষগণের নিগড় বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বকালে যখন স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন ছিল, তখন স্ত্রীদিগকে ম্রিয়মাণ দেখা যাইত না, সকল রমণীই সহাস্য আস্যে অধীনতার সুখ সম্ভোগ করিত, পতি পুত্র প্রভৃতিকে ভক্তি স্নেহ সহকারে সেবা ও পালন করিয়া তাহারা সুখ বোধ করিত। কিন্তু এক্ষণকার অধীন পুরুষদের সে ভাব নাই। পুত্রস্নেহ ত তাহাদের মনে কিঞ্চিৎ মাত্রই নাই, পত্নীপ্রেমও যে কিছু আছে তাহাও বোধ হয় না; সুতরাং তাহারা কোন্ সুখে সুখী হইবে? কোন্ বন্ধন তাহাদিগকে বদ্ধ রাখিবে? বস্তুতঃ এই সকল কারণে পুরুষগণের মধ্যে মানবীয় কোনও গুণই লক্ষিত হয় না। না তাৎকালিক স্ত্রীজনোচিত লজ্জা, তিতিক্ষা, দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি দৈবীগুণ না পুরুষজনোচিত বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি মানবীয় গুণরাশি ইহার কিছুই পুরুষে লক্ষিত হয় না। উহাদিগকে জড়পিণ্ডবৎ বলিলেও দোষ হয় না। স্ত্রীজাতিকে দেখিলে বোধ হয় যেন জগতের সমস্ত দুর্ভাগ্যের পরিণাম বিশেষ স্ত্রীজাতিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলে এত দুঃখ উপস্থিত হয় যে, করুণাময় পরমেশ্বরের প্রতি আস্থা থাকে না। মনে হয় এই মুহূর্ত্তেই মানবজাতির বিনাশ হইলে ভাল হয়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতি মুক্তিলাভ করে, পুরুষও দুঃখহীন হয়। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত একদিনের তরেও স্ত্রীজাতির বিশ্রাম নাই। পূর্ব্বকালে শারীরিক বলশালী পুরুষের ও আন্তরিক বলশালিনী স্ত্রীর প্রতি যে সকল কার্য্যের ভার ছিল এক্ষণে তৎসমস্তই প্রায় একাকিনী অবলা রমণীকে সম্পন্ন করিতে হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমে রমণী জর্জরিতা হইয়াছে।

কেবল মানবের কষ্ট বৃদ্ধি হয় নাই, মানবের মানবত্বই নাই। মানবের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় সমস্ত গুণাবলী, সমস্ত বিদ্যা ও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তেরই অবনতি হইয়াছে। সতীত্ব বা সতত্ব, পাতিব্রত্য বা পাত্নীব্রত্য, পিতৃ-মাতৃভক্তি, পুত্রস্নেহ, সৌভ্রাত্র বা সৌভাগিনেয়, দয়া, শ্রদ্ধা,

ভক্তি, লজ্জা, তেজ, বীরত্ব প্রভৃতি মহান ভাব সকল আর মানবে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি রাশি রাশি পুস্তক কেবল কীটের উদরস্থ হইতেছে, কাহারও এমন অবসর নাই যে যত্নে সে সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করে, পড়িবার ত সময়ই নাই! সে কালের সে ঢাকাই কাপড়, কাশ্মীরী সাল, কটকের রৌপ্যালঙ্কার, দিল্লির হস্তীদন্ত ও সুবর্ণ নির্মিত দ্রব্য, কৃষ্ণনগরের পুত্তলিকা, প্রভৃতি আর কোথাও নাই। বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান আর দেখা যায় না, যে ভারতীয় হল নিতান্ত অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে সকলের নিকট হেয়রূপে গণ্য ছিল রমণীগণ তাহাও ব্যবহার করিতে পারে না, তাহারা আরও ক্ষুদ্র লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছে। সুতরাং পৃথিবী আর শস্যপ্রদান করে না। আমি একটী জনসংখ্যার তালিকা পাঠ করিয়া দেখিলাম পৃথিবীতে পূর্ব্বের অর্দ্ধেক মানবেরও অস্তিত্ব নাই। রমণীগণ মানবের এই হীনতা নিবারণ করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে, কত সভা সমিতি, কত প্রবন্ধ পাঠ করিতেছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না।

একদিন আমি দেখিলাম মহানগরীর টাউন হলে মহতী সভা হইয়াছে। তথায় এত লোকের সমাগম হইয়াছে যে, দাঁড়াইবারও স্থান হইতেছে না। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি তথায় প্রবেশ করিলাম। সভার মন্তব্য শুনিয়া বুঝিলাম মানবের দুঃখ নিবারণ ও সুখবর্দ্ধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই এই সভার অধিবেশন হইয়াছে। অনেক কৃতবিদ্য রমণী নানা প্রকার বক্তৃতা করিলেন শুনিলাম। কি জন্য মানব এত কষ্ট পায় তাহার কারণানুসন্ধান করা ও যাহাতে তাহা নিবারিত হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করাই সকল বক্তৃতার মুখ্য উদ্দেশ্য। একজন কহিলেন "বাল্যবিবাহই সকল অনিষ্টের মূল কারণ। যুবতীগণ ১৪।১৫ বৎসর বয়ঃক্রম মধ্যেই বিবাহ করেন ও অতি অল্প বয়সেই সন্তান প্রসব করে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। অতি অল্প বয়সেই সংসারের যাবতীয় ভার, সন্তান সন্ততি স্কন্ধে পতিত হয়, সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়েন। সন্তানও ভয়ানক দুর্ব্বল হয়, যে পুরুষের ঔরসে ঐ সন্তান জন্মে তাহাদের বয়ঃক্রম আরও অল্প, এমন কি তখন তাহাদের সন্তান জন্মিবার শক্তিই জন্মে না। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বয়ঃক্রম অল্প না হইলে পুরুষ বশ্যতা স্বীকার করে না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া যুবতী রমণীর সহিত বালকের বিবাহ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। বিংশবর্ষীয়া রমণীর সহিত ষোড়শ বৎসরের পুরুষের বিবাহ দিলেও ত ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কিন্তু তাহাতে একটু ধৈর্য্যের আবশ্যক, সে ধৈর্য্য

কাহারও নাই, রমণীগণ যৌবনের উন্মেষ হইতেই ১৩।১৪ বৎসর বয়স হইতেই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয়েন। তাঁহারা বালক বিবাহ করিয়া যথেচ্ছাচারিতার পথ খুলিয়া দেন। ঐ কারণ হইতেই মানব জাতি ধর্ম্মহীনা দুর্ব্বলা, দরিদ্রা ও রুগ্না হইতেছে। অতএব যাহাতে বাল্য-বিবাহ বন্ধ হয় অর্থাৎ স্ত্রীর ২০ হইতে ৩০ ও পুরুষের ১৬ হইতে ২৫ বৎসর বয়স বিবাহকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক। একজন উহার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন " রমণীগণের অধিক বয়সে বিবাহ হইলে অনেক দোষের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ অধিক বয়সে প্রথম গর্ভ্ত হইলে প্রায়ই সন্তান সহ গর্ভিনীর প্রাণ নাশের সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ নিয়ত ভ্রূণহত্যা হইয়া লোক সংখ্যার হ্রাস ও পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণা হইবে। কেন না রিপু দমন করিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ১৩।১৪ বৎসরেই স্ত্রীজাতির সন্তান উৎপাদনের শক্তি জন্মে। কয় জন লোক স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিকুলাচরণ করিতে সমর্থ হইবে? অধিকাংশ লোকই গোপনে ভ্রূণহত্যা করিয়া শরীর নষ্ট করিবে সুতরাং পাপের ও অনিষ্টের বৃদ্ধি বই কম হইবে না।"

একজন কহিলেন "পুরুষস্বাধীনতা না থাকাই সকল দুঃখের কারণ। ঈশ্বর সকলকেই স্বাধীন করিয়াছেন, আমাদের অধিকার কি যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখি। এই অস্বাভাবিক অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠানই আমাদের সকল অমঙ্গলের নিদান। বিশেষতঃ পুরুষজাতি সমগ্র মানবের অর্দ্ধ পরিমাণ; যদি অর্দ্ধ পরিমাণ মানব নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিল, কোন প্রকার উন্নতি না করিল, তবে পৃথিবীর দুঃখ হইবে না কেন? তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিলে, অবশ্য আমাদের দুঃখ ঘুচিবে।" এক জন তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "ও কারণ প্রকৃত নয়, কেন না পূর্ব্বে পুরুষগণ ত স্বাধীন ছিল, তবে তখন জগতের দুঃখ ঘুচে নাই কেন? একজন কহিলেন, "তাহার কারণ আছে, তখন পুরুষগণ স্বাধীন ছিল বটে, কিন্তু স্ত্রীগণ অধীন ছিল। সুতরাং অর্দ্ধ পরিমিত লোক নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিত। তাহা করিলে চলিবে না, এমন নিয়ম করিতে হইবে যেন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই স্বাধীন ভাবে কার্য্য করে, কেহ কাহারও কার্য্যের বাধা দিতে না পারে।" আর এক জন কহিলেন "পুরুষকে স্বাধীনতা দিলে তাহা হইবে না। কেন না তাহারা স্ত্রীজাতি অপেক্ষা বলবান না হইলেও তাহাদের অনেক সুবিধা আছে; স্ত্রীজাতিকে গর্ভ্তধারণাদি কার্য্য জন্য অনেক সময় অসহায়া হইয়া থাকিতে হয়। পুরুষ স্বাধীন হইলে সেই সেই অবসরে স্ত্রীজাতিকে অধীন করিয়া ফেলিবে। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির অল্প বয়সে সন্তান জন্মিবার শক্তি জন্মে সুতরাং অধিক বয়স্ক পুরুষ তাহাদের পতি হইবে। অধিক বয়স্কগণ স্বভাবতঃই অল্প বয়স্কদিগের উপর প্রভুতা

করিয়া থাকে, কাযে কাযেই ক্রমে স্ত্রীগণ পুরুষের অধীন হইয়া পড়িবে। অতএব পুরুষ-স্বাধীনতা মঙ্গলজনক নহে। আসল কথা এই যে, পুরুষগণ সন্তানের জন্ম প্রদান ও প্রতিপালন করে না, সেই জন্যেই জগতের কষ্ট। আমরা যদি কেবল বাহিরের কার্য্য করি আর পুরুষেরা সমস্ত গৃহ-কার্য্য ও গর্ব্ভধারণাদি সন্তানের সমস্ত কার্য্য করে, তাহা হইলে কোন কষ্টই থাকে না। সকল দিকেই মঙ্গল হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করাই আমাদের একান্ত আবশ্যক। তাহা না করিয়া পুরুষের স্বাধীনতা দিলে তাহারা পূর্ব্ববৎ আমাদিগকে এককালে অধীন করিবে। তাহা হইলে পূর্ব্বকালে যেরূপ ছিল পুনরায় তাহাই হইবে, আমাদের সমুদায় চেষ্টা বিফল হইবে। অধীনতা জনিত দুঃখে আমরা ম্রিয়মাণ হইব, সুতরাং তাহাতে জগতের প্রকৃত মঙ্গল হইবে না, অধিকন্তু আমরা যে বাস্তবিক শক্তিহীনা তাহাই প্রতিপন্ন হইবে, সুতরাং পুরুষেরা আমাদিগকে আরও অধীন করিবে। অতএব পুরুষস্বাধীনতা কিছুতেই মঙ্গলজনক নহে।" এইরূপ নানা জনে নানা প্রকার বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত উপায় কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সভাপত্নী মীমাংসা করিলেন; তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, "এমন কোন উপায় করা আবশ্যক যাহাতে কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহাকেও কাহারও অধীন হইতে না হয়, সকলেই স্বাধীন থাকিয়া শক্তি ও প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিয়া পরস্পরের উপকার করে। তদ্রূপ পন্থা আবিষ্কৃত হইলে মানবের দুঃখ ঘুচিবে ও জগতের প্রকৃত উন্নতি হইবে। সকলেরই সাধ্যানুসারে সেই পন্থার অন্বেষণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। সে উপায় যে কি তিনি তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলেন না। সভা ভঙ্গ হইলে সকলেই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। সেই ভিড়ের মধ্যে আমি একটী যুবতীকে দেখিলাম; আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল যেন আমি তাহাকে চিনি, কিন্তু সে যে কে তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। ভাবিতে ভাবিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। পরিশেষে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সেই গৃহে, যেখানে স্ত্রীস্বাধীনতার সূত্রপাত হইয়াছিল, যে গৃহে প্রথমে স্ত্রী পুরুষের কার্য্য করিতে ও পুরুষ স্ত্রীর কার্য্য করিতে সম্মত হইয়া পুরুষ অন্তঃপুরে ও স্ত্রী বাহিরে আসিয়াছিল সেই বাটীতে প্রবেশ করিল। তখন আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। কিন্তু তাহার সে ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি আর নাই। সুবর্ণকান্তির পরিবর্ত্তে মসীকান্তি হইয়াছে, দেবাকৃতির পরিবর্ত্তে প্রেতাকৃতি হইয়াছে। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়াই স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "জীবিতেশ্বর! বুঝিবার দোষে অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছি।"

তথাবিধ অবল অধীন স্বামী গুরুতুল্যা পত্নীর মুখে ঈদৃশ সম্মানসূচক বাক্য শুনিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া কহিল, "নাথে! আপনি আমাকে বিদ্রুপ করিতেছেন কেন? আপনার কি বুঝিবার দোষ হইয়াছে?" রমণী কহিল "বিদ্রুপ নয়, পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া দেখুন। যে দিন আমি বলিয়া ছিলাম পুরুষ বড় অত্যাচারী, তাহারা স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া বড় কষ্ট দেয়, সেই দিন অনেক তর্ক বিতর্কের পর আপনি আমাকে স্বাধীন হইতে বলিয়া আপনি অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেটী বড় অন্যায় হইয়াছে। কেন না আমরাই স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিলাম, পুরুষদিগকে অধীন করিতে ত চাহি নাই! কিন্তু আপনি বিপরীত ব্যবস্থা করিয়া জগতের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। দেখুন দেখি দেশের কি দুরবস্থা হইয়াছে! পূর্ব্বকালে যে সকল মানবীয় অক্ষয় কীর্ত্তি সকল ছিল, তৎসমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে, সমস্ত মানবই জীর্ণ শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়াছে! আর কিছুদিন এরূপে চলিলে এক কালে মানবজাতির লোপ হইবে। যদি আপনারা এরূপ অন্যায় ব্যবস্থা না করিতেন তাহা হইলে কখনই এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইত না।" যুবকের যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। পূর্ব্বকথা সকল স্মরণ হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া সহাস্যে কহিলেন, "প্রেয়সি! এ তোমার কিরূপ অন্যায় দোষারোপ! আমি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার সহিত পদপরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম? তোমরা আমাদের স্বাধীনতা দেখিয়া হিংসায় যে ফাটিয়া মরিতে? তুমি সে দিন আমার সহিত যেরূপ বিতণ্ডা করিয়াছিলে তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? বারবার বুঝাইলাম, পুরুষ বাস্তবিক স্বাধীন নহে, তাহারা সম্পূর্ণ স্ত্রীজাতির দাস; তাহারা নিয়ত পরিশ্রম করিয়া স্ত্রীজাতির সেবা করে। স্ত্রীজাতি বাস্তবিক পরাধীন নহে তাহাদের শক্তি অল্প, তাই পুরুষের প্রেমপূর্ণ আশ্রয়ে থাকিয়া শক্তির অনুরূপ কার্য্য করে। বারবার ইহা বুঝাইয়া দিলেও যখন তুমি বুঝিলে না তখন কাযেই আমাদের পদ তোমাদিকে ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিলাম এরূপ অবস্থায় বলপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। একবার পুরুষের সুখ-সম্পত্তি ভোগ করিলে বুঝিতে পারিবে পুরুষ কত সুখী। এখন সে দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপান হইতেছে কেন?"

রমণী কহিলেন, "অবশ্য আমাদের প্রার্থনা অনুসারেই আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ত আপনাদিগকে অধীন করিতে চাহি নাই। আমরা আপনাদিগের অধীনতারূপ নিগড় ছেদন করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম মাত্র। যদি কেবল তাহাই করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই সুমঙ্গল হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া আপনারা আমাদের অধীন হইলেন। যে জাতি চিরদাসী সে এক দিনে

প্রভুর প্রভু হইল। এত পরিবর্ত্তন সহিবে কেন? কিরূপে চিরপরাধীনতাজন্যঅবলা নারী চিরস্বাধীন বলবান পুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া পারিয়া উঠিবে?"

যুবক। এ কথা অতি অন্যায় বলিতেছ, আমরা ত তোমাদের সহিত দ্বন্দ্ব করি নাই, মাথা হেট করিয়া তোমাদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি। যদি আমরা তোমাদের সহিত দ্বন্দ্ব করিতাম তাহা হইলে তোমাদের অক্ষমতার যে হেতু প্রদর্শন করিলে তাহা ঠিক বলিয়া মানিতাম। যদি প্রবল ব্যক্তি আদৌ বল প্রকাশ না করে তবে দুর্ব্বল ব্যক্তি কেন প্রবলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিবে না? এরূপ অবস্থায় কার্য্য করিতে না পারিলে শক্তিহীনতারই পরিচয় দেওয়া হয়। বাস্তবিক তোমাদের পুরুষের তুল্য শক্তি নাই, সেই জন্য তোমরা পুরুষের কার্য্য করিতে পার নাই। উহা প্রত্যক্ষতঃ সপ্রমাণ করিবার জন্যই আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তোমাদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলাম।

যুবতী। ও কথা কোন কার্য্যেরই নহে। পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই সমান শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু বহুকাল অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় আমাদের শক্তির খর্ব্বতা হইয়াছে। স্বাধীন হইলে ক্রমে আমরা সবলা হইতে পারিতাম, কিন্তু একেবারে ভয়ানক ভার স্কন্ধে পতিত হওয়াতেই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

যুবক। তুমি কহিলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই তুল্যশক্তিসম্পন্ন, কেবল অভ্যাসদোষে স্ত্রী দুর্ব্বলা। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আদিম কালে সকল দেশেরই স্ত্রী অধীনতা স্বীকার করিল কেন? কোনও দেশে কোনও কালে পুরুষেরা স্ত্রীর অধীন হইল না কেন? প্রথম অবস্থায় ত অভ্যাসদোষ জন্মিতে পারে না!

যুবতী। তাহার কারণ বোধ হয় পুরুষের অন্যায্যাচরণ করিবার প্রবৃত্তি অধিক ও স্ত্রীর শান্তিসংস্থাপনোপযোগী বৃত্তি বলবতী।

যুবক। যদি শক্তি অধিক না থাকে তাহা হইলে কি কেবল ইচ্ছাবলে পরের প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে পারা যায়? কখনই না, অবশ্যই বলিতে হইবে পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা স্বভাবতঃ বলবান। বলবান দুর্ব্বল বুঝিবার উহাই এক মাত্র উপায়। এ সকল কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি।

যুবতী। স্বীকার করিলাম পুরুষ অপেক্ষাকৃত বলবান ও স্ত্রী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলা। কিন্তু তাই বলিয়া কি স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করা পুরুষের উচিত? তবে আর বিধি ও শাস্ত্র সকলের প্রয়োজন কি? মানব ও পশুতে প্রভেদ কি?

যাহার যেরূপ শক্তি আছে সে তদনুরূপ কার্য্য করুক, তাহাতে সমাজের মঙ্গল হউক বা দেশ উৎসন্ন যাউক তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। ইহাই কি মানবত্ব?

যুবক। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কার্য্য করা যে আদৌ উচিত নয় এ কথা আমি বলিতে পারি না। যাহার যেরূপ শক্তি তাহার তাহা প্রকাশ করা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, তবে ঈশ্বর তাহাকে সেরূপ শক্তি দিয়াছেন কেন? কিন্তু তাহাও আমি বলিতেছি না, কেননা পুরুষকে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিতে হইবে এমত কথা ত আমি কখনই বলি নাই, আমি বরাবরই বলিতেছি পুরুষ স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে না, রক্ষা করে ও উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করে মাত্র।

যুবতী। তবে আমাদিগের স্বাধীনতা নাই কেন?

যুবক। তোমাদের যে স্বাধীনতা আছে তাহা আমি বারবার বুঝাইয়াছি, ভ্রান্ত-বুদ্ধি বশতঃ তোমরা তাহা বুঝিতেছ না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ তোমরা বুঝ না, সেই জন্যই তোমাদের ইচ্ছামত স্বাধীনতা দিবার জন্য আমরা অন্তঃপুরবাসী হইয়াছিলাম। কৈ তোমরা ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিলে না!

যুবতী। ওরূপ স্বাধীনতা যে অস্বাভাবিক! যেরূপ স্বাধীনতায় আর এক জনকে অধীন হইতে হয়, তাহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলে না, উহা অধীনতা অপেক্ষাও ভয়ানক; কেন না তাহাতে অধীনদিগের সমস্ত ভারই স্বাধীনদিগের স্কন্ধে স্থাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের যেমন আমাদিগকে অধীন করা অন্যায় সেইরূপ আমাদেরও তোমাদিগকে অধীন করা অন্যায়। উভয়েরই পরস্পর স্বাধীন থাকা উচিত।

যুবক। তবে তোমার মতে কি স্ত্রী-পুরুষমিশ্রণ কল্যাণকর? স্ত্রী-পুরুষ কি নিয়ত একত্রিত থাকিবে, ও পশুর সমান কার্য্য করিবে? কিন্তু তাহা যেমন অসম্ভব তেমনি অকল্যাণকর। স্ত্রী-পুরুষের সহিত সমান কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া স্ত্রী যাহা পারে তাহা স্ত্রী করে এবং পুরুষ যাহা পারে তাহা পুরুষে করে; এবং স্ত্রী-পুরুষ একত্রিত থাকিলে সমূহ অনিষ্ট হয় এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করে। স্ত্রী অল্প কার্য্য করে বলিয়া পুরুষের নিকট বাধ্য থাকে ও রক্ষিত হইবার শক্তি অল্প বলিয়া সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিতি করে। উহা বাস্তবিক অধীনতা নহে, যদি ঐরূপ অধীনতা স্বীকার করিতে না চাও তবে পুরুষের সহিত সমান কার্য্য কর ইন্দ্রিয় দমনে তৎপর হও। কিন্তু তাহা কি পারিবে?

যুবতী। কেন পারিব না? তোমরাও মানব আমরাও মানব এবং তোমরাও ঈশ্বরের সৃষ্ট আমরাও ঈশ্বরের সৃষ্ট।

যুবক। ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ কি সমান শক্তি সম্পন্ন? না ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই পরস্পর সমান? দুইটী সমান পদার্থ কি সমগ্র পৃথিবীর কোনও স্থানে দেখিয়াছ? অবশ্যই না। তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট কেবল এই সত্যবলে স্ত্রী ও পুরুষ সমান এ কথা বলার অধিকার কৈ? যাহা হউক তোমরা যুক্তি মানিবে না। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ"। পুরুষের পদ তোমাদের উপযোগী নয় তাহা যেমন আগে বুঝ নাই এক্ষণে বুঝিয়াছ, ঐরূপ আবার যখন ঠেকিয়া শিখিবে তখন আবার বুঝিবে যে, পুরুষের সহায়তা ভিন্ন তোমাদের কার্য্য করিবার শক্তি আদৌ নাই।

যুবতী। পুরুষের সহায়তা ব্যতিরেকে যে আমরা কার্য্য করিতে পারি না এ কথা আমরা স্বীকার করি। ঐ জন্যই আমরা স্বাধীনতা পাইয়াও তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই। তোমরাও কি স্ত্রীর সহায়তা ভিন্ন সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার? কখনই না।

যুবক। স্ত্রীর সহায়তা আমাদের আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কেবল স্ত্রীরই কার্য্যের জন্য। যদি পুরুষদিগকে স্ত্রীর সহায়তা করিতে না হইত, তাহা হইলে তাহাদের আদৌ স্ত্রীর সাহায্য আবশ্যক হইত না। পুরুষ আপন কার্য্য আপনিই সম্পন্ন করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী তাহা পারে না। কেন না সন্তান স্ত্রীর অঙ্গেই উৎপন্ন হয়। যদি ইতর-প্রাণীর ন্যায় পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর স্বাধীন থাকে, তাহা হইলে সন্তান প্রতিপালনাদি সমস্ত কার্য্য কেবল স্ত্রীর স্কন্ধেই পড়ে। স্ত্রী একাকিনী কি তাহা সম্পন্ন করিতে পারে? কখনই না। পুরুষের সে ভাবনা নাই—পুরুষ সন্তান উৎপাদন করিয়া দিয়াই প্রস্থান করিতে পারে। সুতরাং সন্তানদের ভার তাহাকে আদৌ লইতে হয় না। আপন উদর পূরণ করিতে পারিলেই তাহার হইল। যাহা হউক আর তর্কের আবশ্যকতা নাই। অদ্যাবধি উভয়ে সমান সমান রূপ কার্য্য করিব। কেহ কাহারও অধীন হইব না। সমস্ত পরিশ্রম সমস্ত ব্যয়ভার উভয়কে সমান সমান বহন করিতে হইবে।

এই বলিয়া যুবক-যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া বহির্বাটীতে আগমন করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আজি পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার দেখিলাম; দৃশ্য নূতন, ভাব নূতন, কার্য্যপ্রণালী নূতন, সকলই নূতন। স্ত্রী-পুরুষ আজি সম্পূর্ণ সমভাবে কার্য্য

করিতেছে। রাস্তা, ঘাট, মাঠ, বাজার সর্ব্বত্রই স্ত্রী-পুরুষে পরিপূর্ণ। গৃহ সমস্ত দিবাভাগে প্রায়ই মানব-শূন্য থাকে। সে সময়ে আফিস, বাজার, রাস্তা, মাঠ, প্রভৃতি স্থান লোকে পরিপূর্ণ। গৃহের আকৃতিও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কোন গৃহেরই আর খণ্ডান্তর নাই—অন্তঃপুর না থাকায় দ্বিতীয় খণ্ডের কোনও প্রয়োজনই নাই, সমস্ত গৃহই বহির্বাটী—সমস্ত গৃহই অন্তঃপুর। রাত্রিকালে সমস্ত গৃহই মানবে পরিপূর্ণ থাকে, দিবাভাগে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কার্য্যক্ষেত্রে গমন করে, গৃহ প্রায় শূন্য থাকে। যাহাদের দাস-দাসী আছে, তাহাদের গৃহে দাস-দাসী থাকে, যাহাদের তাহা নাই তাহাদের গৃহ চাবি বন্ধ থাকে। অতি প্রত্যুষে রাস্তার দিকে দৃষ্টি পড়িল দেখিলাম রাস্তা সুন্দর-বেশে সজ্জিত স্ত্রী-পুরুষে পরিপূর্ণ, সকলে প্রাতঃভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী সকলেই এক সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন। পরস্পর বন্ধু-বান্ধবের সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন, আনন্দের সীমা নাই; পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের আজি আনন্দের তুলনা নাই। তাঁহাদের সভাসমিতি ও বক্তৃতা সফল হইয়াছে, তাঁহাদের কাঙিক্ষত উন্নতির সময় বর্ত্তমান, তাঁহারা আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন। ভ্রমণ করিতে করিতে আনন্দে পত্নী, ভগিনী, বন্ধুপত্নী প্রভৃতির করমর্দ্দন ও মুখচুম্বনাদি করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া পরাৎপর পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন ও নানা প্রকারে সাম্য ভাবের পরিচয় দিতেছেন।

রৌদ্র উঠিলে সকলেই আপন আপন গৃহে গমন করিলেন; যাঁহাদের দাস-দাসী আছে তাঁহাদের প্রাতঃকালের গৃহকার্য্য সকল সম্পূর্ণ হইয়াছে, যাঁহাদের তাহা নাই তাঁহারা গৃহে যাইয়া সেই সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিলেন, কেহ ঝাঁট দিলেন, কেহ বাসন মাজিলেন, কেহ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন, এইরূপে ভোজনাদি সমাপন করিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলে কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিলেন। কেহ চাকরি স্থানে ও কেহ দোকানে গমন করিলেন। সকলেই উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন, স্ত্রী ভাবিতেছেন পুরুষ অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিবেন, পুরুষ ভাবিতেছেন স্ত্রী অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিবেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকলেই নিয়ত তৎপর। দেখিয়া বোধ হইল এত দিনে জগতের প্রকৃত উন্নতি হইল। এত দিনে মানব প্রকৃত সুখী হইল, এত দিনে মানব নাম সার্থক হইল। নিতান্ত আগ্রহের সহিত সমগ্র দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে, গ্রামে, গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

নয়টা বাজিলেই গৃহী ও গৃহিণীগণ কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিলেন, পুত্রকন্যাগণ বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিখিতে গেল, যে সকল শিশু বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত হয়

নাই তাহারা পিতা-মাতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিল—স্তন্যপায়ী শিশু মাতার সহিত ও যাহারা স্তন্য ত্যাগ করিয়াছে তাহারা পিতার সহিত গমন করিল। যাঁহাদের আয় বেশি তাঁহারা দাস ও ধাত্রী সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর সকলে আপনার নিকটেই সন্তানদিগকে রাখিলেন। উমেদারগণ সন্তান ক্রোড়ে করিয়াই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন দেশে চাকরি করেন তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য পান না। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজে বা দাস-দাসী দ্বারা আপনার সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। ছুটির সময়ে তাঁহারা একত্রিত হয়েন, আর সকল সময়েই ভিন্ন হইয়া থাকেন। সর্ব্বাগ্রে কলিকাতার অবস্থা দেখিতে পাইলাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিপনী শ্রেণী শোভা পাইতেছে, স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঐ সকলের স্বত্বাধিকারী। গণনা করিয়া দেখিলাম স্ত্রী জাতিরই দোকান অধিক। বড় দোকান অতি অল্প, ক্ষুদ্র দোকানেরই সংখ্যা অধিক। বড় বড় দোকানে দাস-দাসী যথেষ্ট আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র দোকানে তাহা কি প্রকারে থাকিবে? অনেক দোকানেই দুই জন করিয়া লোক রহিয়াছে, এক জন স্ত্রী ও একজন পুরুষ—এক জন মুনিব এক জন চাকর। স্ত্রী মনিবের পুরুষ চাকর ও পুরুষ মনিবের স্ত্রী চাকরই অধিক। আবার এমন দোকানও অল্প নয় যাহাতে একজন মাত্র সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে। শিশু সন্তানের অত্যাচারে ঐ সকল দোকানদারণীদিগের ও অল্প বেতনে চাকরি বৃত্তি অবলম্বনকারিণী দিগের ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে। স্ত্রীজাতি যেকালে পুরুষের পদ গ্রহণ করিয়াছিল সে সময়ে যেরূপ ক্ষতি হইতে দেখিয়াছি, ঠিক সেইরূপ ক্ষতি হইতেছে। প্রভেদ এই সে সময়ে সংসারের সমস্ত ভার স্ত্রী জাতির প্রতি অর্পিত থাকায় সমস্ত ব্যয়ভার স্ত্রী-জাতিরই স্কন্ধে ছিল, এক্ষণে সেরূপ নয়, এই জন্য এ ক্ষতিতে সমগ্র পরিবারের এক কালীন অনশন ঘটে না। কিন্তু তথাপি তাহাতেও অল্প অনিষ্ট হইতেছে না। কেননা এক্ষণে নিয়ম হইয়াছে সংসারের যাবতীয় ব্যয় স্ত্রী ও পুরুষ সমান ভাগ করিয়া দিবে। যদি কেহ সমান না দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে নিতান্ত অপদস্থ হইতে হয়, ক্রমে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক ও বিক্রয় হয় ও পরিশেষে দাসখত লিখিয়া দিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় সম্পূর্ণ অধীন হইতে হয়। পত্নী অক্ষম হইলে পতির ক্রীতদাসী হয়, পতি অক্ষম হইলে পত্নীর ক্রীতদাস হয়। সচরাচর উপরিউক্ত প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত রমণীগণকেই ঐরূপ দাসখত লিখিয়া দিতে হয়। দেখিলাম যে স্বাধীনতা লাভ আশয়ে মানব পারিবারিক বন্ধন ভঙ্গ করিয়া এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে এই কারণে ও অন্যান্য নানা কারণে তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইতেছে। সুধু বিফল নহে, অধীনতার মাত্রা ভয়ানক

বাড়িয়াছে। মহাধনবান ইংলণ্ডে যেমন দারিদ্র অত্যন্ত অধিক, স্বাধীন মানবসমাজে সেইরূপ অধীনতাও অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। 'শক্তির জয়' এই মহামন্ত্র সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে, মানবীয় ভাব সকলের এককালে লোপ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে শক্তিমানদিগেরও প্রকৃত সুখ হয় নাই।

কেবল দরিদ্র সমাজে দোষ ঘটে নাই। ধনীগণের মধ্যেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছে। কেননা ধনীগণ উত্তরাধিকার সুত্রে যথেষ্ট ধন পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের স্ত্রী বা স্বামীর সেরূপ ধন পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা ধনী বা ধনিনীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়েন। পৈতৃক বিষয় এক্ষণে পুত্র ও কন্যাগণ সমভাবেই অংশ মত প্রাপ্ত হয়েন। যে দেশে জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম প্রচলিত সে দেশে কন্যাই হউক আর পুত্রই হউক যে জ্যেষ্ঠ হয় সেই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। সমস্তই হউক বা অংশ মতই হউক ধনীসন্তানগণ প্রচুর বিষয়শালী হয়েন, তাঁহাদের স্ত্রী বা পতিগণ প্রায়ই ধনীসন্তান হইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বামী বা পত্নীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকিতে হয়। বিশেষতঃ ধনীগণ আপনাদের প্রভুতা বজায় রাখিবার জন্য দরিদ্র ও অক্ষম পতি বা পত্নীই গ্রহণ করিয়া থাকেন; সমান সমান পতি-পত্নীর মিলন তাঁহাদের আদৌ পছন্দ নহে। এইরূপে দরিদ্র ও ধনী সমাজে ভয়ানক বৈষম্য ও অধীনতা বিরাজিত হইয়াছে।

মধ্যবর্ত্তী দলেও অধীনতার প্রভাব অল্প নহে। কেন না ঐ দলের অধিকাংশেরই স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান আয় নহে, কাহারও স্বামীর আয় বেশি, কাহারও স্ত্রীর আয় বেশি। যাঁহার আয় অধিক তিনি উত্তম চালে চলিতে চাহেন, সুতরাং তদুপযোগী ব্যয়ের অর্দ্ধেক অন্যকে দিতে হয়, কিন্তু যাঁহার আয় অল্প তিনি তাহা দিতে পারেন না, কাযে কাযেই অধিক আয়বানের অধীন হইয়া পড়েন। কেবল যে সকল দম্পতীর উভয়েরই সমান রূপ শিক্ষা ও সমানরূপ আয় আছে তাঁহাদেরই কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। কিন্তু এরূপ লোক অতি বিরল।

আমি সদর রাস্তা দিয়া চলিলাম। দেখিলাম দোকানদার ও দোকানদারণীগণ দোকানের দ্রব্য সকল সাজাইয়া বসিয়া আছেন। খরিদ্দার অপেক্ষা দোকানদারের সংখ্যা অধিক। পূর্ব্বে কেবল পুরুষে কার্য্য করিত, এক্ষণে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছে কিন্তু কার্য্য ত আর বাড়ে নাই, যে কার্য্য ছিল তাহাই ত ভাগ করিয়া করিতে হইবে। কৃষি বল, শিল্প বল, বাণিজ্য বল, চাকরী বল সকল কার্য্যেরই সীমা আছে। যে ভূমিতে শত ব্যক্তি কৃষিকার্য্য করিত সেই ভূমিতে দুইশত ব্যক্তি কৃষিকার্য্য করিলে কাযেই প্রত্যেকের ভাগে

ভূমির পরিমাণ কম হয়, বন-জঙ্গল পতিত সমস্ত ভূমি কৃষিযোগ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক ভূমি হইয়াছে বটে কিন্তু তথাপি প্রত্যেকের অংশে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অল্প ভূমি পড়িয়াছে। অধিক শ্রম করিয়া অল্প জমিতে অধিক ফল ফলাইবার চেষ্টাও বৃথা হইল, কেন না প্রতি বৎসর সমস্ত ভূমিতে শস্য হইলে ভূমির যে উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হয়, সে পরিশ্রম ভূমির সেই উর্ব্বরতা সম্পাদন কার্য্যেরই যোগ্য হয় না। অনেক শিল্পী হইয়াছে কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য বশতঃ সে সকল অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়। দোকান অনেক অধিক হইয়াছে কিন্তু বিক্রেয় দ্রব্যের পরিমাণ পূর্ব্ব-পরিমিত থাকায় প্রত্যেক দোকানেই বিক্রয় অল্প হয়। চাকরির অবস্থা আরও মন্দ হইয়াছে। পালে পালে উমেদার উপস্থিত দেখিয়া, সমস্ত পদেরই বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, অনেক পদের অর্দ্ধেক বেতনও নাই। ৫০্ টাকা মুন্সেফ, ডেপুটী মেজেষ্টারের বেতন। ৫।৭্ টাকায় অনেকে কেরাণি-গিরি করে। চাকরির সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বেতন এত অল্প হইয়াছে যে, পূর্ব্বে একা পুরুষ চাকরী করিয়া যে বেতন পাইত এক্ষণে অনেকে সপরিবারে খাটিয়া তাহা পায় না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষময় ফল ফলিয়াছে। পূর্ব্বকালে হিন্দুসমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল এক জাতিনিবদ্ধ ছিল, তখন তাদৃশ বৈষম্য ছিল না; পরে জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র বাড়িয়া পড়িল; তখন সকল লোকই দিবানিশি পেটের দায়ে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংলণ্ডে ঐ কারণে দরিদ্রসমাজে দুঃখের পার ছিল না। এক্ষণে স্ত্রী-পুরুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পতিপত্নী মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দুরবস্থার শেষ হইয়াছে, মনুষ্য মধ্যে মনুষ্যত্ব এক কালে নাই।

একটী খরিদ্দার আসিয়াছে দেখিয়া শত শত দোকানদার তাহাকে 'আসিতে আজ্ঞা হউক, আমার নিকট ভাল জিনিষ আছে, খুব সস্তা পাইবেন' ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতে লাগিল—হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। খরিদ্দার মহাশঙ্কটে পড়িলেন, কাহার কথা শুনেন, কোন দোকানে যান তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশেষে যে দোকানের অতি নিকটে ছিলেন সেই দোকানে প্রবেশ করিলেন। তখনও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একজন দোকানদারনী "ঐ দোকানে যাচ্চেন ভাল দোকান বাছিয়া লইয়াছেন পচা মাল আর কোথায়ও নাই" ইত্যাদি বলিতে লাগিল। পরে জানিলাম ঐ দোকানদারনী পার্শ্ববর্ত্তী দোকানদারের স্ত্রী। আপন আপন স্বার্থসাধন জন্য স্বামীস্ত্রীতেও এইরূপ নানা প্রকার বিবাদ ও পরস্পর পরস্পরের নিন্দা করে। কোন মধ্যস্থ ব্যক্তি এবম্বিধ আচরণের অবৈধতার কথা বলিলে তাহারা বলে, 'যখন আমাকে সংসারের

অর্দ্ধেক ব্যয় দিতে হইবে তখন যাহাতে আমার লাভ হয় কেন তাহার চেষ্টা করিব না? যদি এখানে আমার দোকান না হইয়া আর একজনের দোকান হইত তাহা হইলে সে কি চুপ করিয়া থাকিত? কর্মচারী লইয়াও ঐরূপ বিবাদ। যে চাকরীর জন্য স্বামী চেষ্টা করিতেছে তাহার স্ত্রী তাহার নামে দোষারোপ করিয়া সেই কার্য্য আপনার জন্য চেষ্টা করে। নিজের স্বার্থসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ ব্যাঘাতের চেষ্টা করে। কেননা যাহার আয় বাড়িবে তিনি সংসারের ব্যয় বাড়াইবেন সুতরাং তাহার অর্দ্ধেক দিতে না পারিলে অন্যকে অধীনত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই পতি-পত্নী পরস্পরের এইরূপ ভয়ানক ঈর্ষা ভাব পরিলক্ষিত হয়। স্কুল হইতেই এই ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শিক্ষা আরম্ভ হয়। বিবাহিত ছাত্র ও ছাত্রীগণ আপন আপন পত্নী ও পতি অপেক্ষা ভালরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করে।

রাস্তা বহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলাম কত রঙ্গ, কত কত ব্যাপার দেখিলাম তাহা বলিয়া উঠা যায় না। যে সকল দোকানে কেবল এক জন মাত্র লোক রহিয়াছে সেই সকল দোকানে দ্রব্য কিনিবার ছলে প্রবেশ করিয়া লোকে নানা প্রকার কৌতুক ও অশ্লীল ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে। সে সকল বর্ণন করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। স্ত্রীলোকের দোকানে পুরুষ যাইতেছে। পুরুষের দোকানে স্ত্রী যাইতেছে। স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীরা এবং যাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে চাকরী করে সেই সকল যুবক-যুবতীরা কোন প্রকার ছল করিয়া স্কুল ও কার্য্য স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া ঐরূপ কার্য্য করে।

কিয়দ্দূরে যাইয়া দেখিলাম একটী ষোড়শী যুবতী ও একটী বিংশবর্ষ বয়স্ক যুবক এক এক খানি পাস হস্তে লইয়া একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের হাবভাব দেখিয়া মনে সন্দেহ হওয়ায় তাহাদের সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই দেখিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা বহির্গত হইলে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী স্কুলে প্রবেশ করিলাম, তখন বুঝিলাম তাহারা ঐ স্কুলে পড়ে, পাস লইয়া কার্য্যব্যপদেশে ছুটী লইয়া এইরূপ আচরণ করে। স্কুলে নিয়ত এইরূপ ব্যাপার হইতেছে দেখিলাম। ক্লাসে বসিয়া শিক্ষকের সম্মুখে তাহারা যে সকল আচরণ করে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরই পড়ার প্রতি মন নাই, নিয়ত পার্শ্ববর্ত্তী ছাত্র-ছাত্রীর সহিত আমোদে মত্ত ও কেবল বাহিরে যাইবার সুযোগে অন্বেষণে তৎপর। সুযোগমতে কেহ পাস লইয়া, কেহ শিক্ষকের চক্ষে ধুলি দিয়া ক্লাস হইতে বাহির হয়। আমোদ-আহ্লাদের স্থানেরও অভাব নাই। কেন

না প্রায় সকল গৃহই মানবশূন্য। যাহাদের নিকটে বাড়ি তাহারা নিকটস্থ কোন শূন্য গৃহের চাবি খুলা যায় এমন চাবি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে, তদ্দ্বারা সেই গৃহ খুলিয়া মধ্যে প্রবেশ করে। এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক আঁটাআঁটি করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। এক ক্লাসের ছাত্রী ও ছাত্রকে একসময়ে ছুটী দেওয়া নিষেধ করিলেন, কিন্তু এক ক্লাস হইতে ছাত্র ও অন্য ক্লাস হইতে ছাত্রী বহির্গত হইয়া একত্রিত হইতে লাগিল। কেহ স্কুলবাটীর বাহিরে যাইতে না পারে তাহার জন্য দ্বারবানের নিকট কড়া হুকুম প্রদান করিলেন, কিন্তু অসুখ হওয়ার মিথ্যা ভান করিয়া ছুটী লইয়া বাটী যাই বলিয়া যুবক যুবতী একত্রিত হয়, এবং অনেকে দ্বারবানদিগকে অর্থ দ্বারা বশ করিয়া বাহিরে যায়। অনেকে মধ্যে মধ্যে স্কুল কামাই করিয়া আপনাদের দুষ্টবৃত্তি চরিতার্থ করে। বাটীর লোকে জানিল ছেলে-মেয়েরা স্কুলে গেল, কিন্তু একটু পরে তাহারা পথ হইতে সঙ্গীসহ ফিরিয়া আইসে। পরে স্কুলে অনুপস্থিত হওয়ার বিষয় পিতামাতাকে জানানর নিয়ম হইল, কিন্তু পিতা-মাতা স্কুলে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অসুখ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদিগকে নিরুত্তর করিতে লাগিল। যদি পিতা-মাতা অধিক কড়াকড়ি করেন তবে তাঁহারা তাঁহাদের অবাধ্য হয়। স্বাধীনরাজ্যে কত দিন ছেলেমেয়েরা পিতা-মাতার অধীনত্ব স্বীকার করিবে? আরও এক সুবিধা আছে—পিতামাতাগণের চাকরী স্থান হইতে আসার অনেক পূর্ব্বে স্কুলের ছুটী হয়। সেই অবসরে সকলে আপন আপন বাটী যাইয়া আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে শৈশব কাল হইতেই মানব ইন্দ্রিয়াশক্ত ও কুকার্য্যরত হয়। অতি অল্প লোকেরই বিদ্যাশিক্ষা হয়। মনে করিয়াছিলাম এ প্রণালীতে অন্য দোষ থাকিলেও যুবক-যুবতীর প্রণয়ের গাঢ়তা জন্মে ও তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বিবাহ করিয়া চির-প্রণয়-সুখ সম্ভোগ করে, কিন্তু দেখিলাম তাহা নহে।—কেননা ইহারা একজনের প্রতি আসক্ত হয় না, যখন যাহার সহিত সুযোগ হয়, তাহারই সহিত কৌতুকে প্রবৃত্ত হয়। আমি স্কুল ত্যাগ করিয়া আফিস ও সমস্ত চাকরি স্থান ভ্রমণ করিলাম। ঐসকল স্থানের অবস্থা আরও ভয়ানক বোধ হইল। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ ও পিতামাতার শাসন থাকায় তথায় তবু যথেচ্চাচারের কিয়ৎ পরিমাণ অল্পতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু চাকরী স্থানে সেরূপ কোন শাসন নাই, কাযে কাযেই তথায় যথেচ্চাচারের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। বিশেষতঃ যাহারা ছাত্র অবস্থা হইতে ঐরূপ আচরণ করিয়া অভ্যস্ত হইয়াছে এমন কি যাহারা শাসন সহ্য না করিয়া পিতামাতার অবাধ্য হইয়া স্কুল ত্যাগ করিয়াছে, তাহারাও এক্ষণে

চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের সুযোগের অভাব নাই, তাহারা সাধ মিটাইয়া অভীষ্ট-সাধন করিতে তৎপর। বাস্তবিক চাকরী স্থানে যাহা দেখিলাম তাহা দেখিতেও লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়, কোন বেশ্যাগৃহেও সেরূপ জঘন্য ব্যাপার কেহ কখনও দেখে নাই।

আফিস সকল বন্ধ হইল, সমস্ত রাস্তা গাড়ি পাল্কি ও লোকে পরিপূর্ণ হইল। ঘন ঘন ট্রাম গাড়ি চলিতে লাগিল। আমিও সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কেহ গাড়িতে, কেহ পাল্কিতে, কেহ ট্রামগাড়িতে ও কেহ হাঁটিয়া চলিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই গাড়ি পাল্কি সকল বহন করিতেছে। এক খানি পাল্কি চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল, চাহিয়া দেখিলাম বাহক ও বাহিকাগণের মধ্যে একটী যুবতী অষ্টম কি নবম মাস গর্ভবতী ছিল, পুরুষদিগের সহিত সমানবেগে পাল্কি বহন করায় ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছে। আরোহী বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া অন্য পাল্কি লইবেন ও তাহাদিগকে কিছু দিবেন না বলিলেন। সেই জন্য অন্য বাহকগণ তাহার প্রতি চটিয়া উঠিয়া গালিবর্ষণ করিতেছে, তাহার সেবা করা দূরে থাকুক তাহাকে প্রহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ লক্ষ লক্ষ দুঃখাবহ ঘটনা দেখিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রতি সদয় হইয়া বা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরে কি হইল দেখিবার জন্য সেখানে আর থাকিলাম না, চলিয়া গেলাম। কিয়দ্দুর যাইয়া দেখিলাম ট্রাম গাড়ির বেগ না থামিতে থামিতে কতকগুলি লোক নামিল, তন্মধ্যে একটী রমণী বেগ সামলাইতে না পারিয়া ভয়ানক বেগে পড়িয়া গেল ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। পূর্ব্বকালে যেমন স্ত্রীলোকদিগের নামিবার বা উঠিবার সময় ট্রামগাড়ি থামিত এক্ষণে আর সেরূপ থামে না। অনেকে আপন বিক্রম দেখাইবার জন্য বেগ লাঘবের অপেক্ষাও করেন না, পূর্ণবেগবান অবস্থাতেই নামিয়া পড়েন।

এই প্রকার নানা দুর্ঘটনা দেখিতে দেখিতে আমি রাস্তা বহিয়া চলিলাম। সকলেই ক্রমে ক্রমে আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন। যাঁহাদের দাস-দাসী আছে তাঁহারা গৃহে যাইয়াই পাদ্য, অর্ঘ্য (তামাক) প্রভৃতি পাইলেন, যাঁহাদের তাহা নাই তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া উদ্যোগ করিয়া লইলেন। অনেকের পুত্র-কন্যাগণ অগ্রে স্কুল হইতে আসিয়া কিছু কিছু যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। সকলের একসময়ে আসা ঘটে না। এই জন্য সকল লোকেরই গৃহের তাহার অনেকগুলি করিয়া চাবি রাখিতে হয়, পতি, পত্নী, পুত্র, কন্যা প্রত্যেকেরই নিকট একটী করিয়া থাকে। যিনি যখন গৃহে আইসেন আপনার নিকটস্থ চাবি

দ্বারা দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেস করেন।

একজন গৃহে আসিয়াই চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ঐ চীৎকার শব্দ শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলাম। জানিলাম কে তাঁহার গৃহের চাবি ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। দেখিলাম কিয়দ্দূরে আর একজনের গৃহে সিঁদ দিয়া সমস্ত লইয়া গিয়াছে। আর এক গৃহস্থ স্বীয় দশমবর্ষ বয়স্কা কন্যাকে পাইতেছেন না. কোন্ ব্যক্তি তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরেই এইরূপ নানা প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, কাহারও সর্ব্বস্ব ও কাহারও কিয়ৎ পরিমাণ অপহৃত হইয়াছে। কাহারও পুত্র কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় মরিয়া রহিয়াছে, কেহ বা পুত্রের চিকিৎসার সময় পাইয়াও উপায় করিতে পারিতেছেন না; কেননা তাঁহার পতি বা পত্নী অনেক দূরে দোকান করেন, এমন কেহ নাই যে তাহাকে রোগী দুর্ব্বল পুত্রের নিকটে রাখিয়া চিকিৎসক ডাকিতে যাইবেন। কেহ আসিয়া দেখিলেন তাঁহার পত্নীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হওয়ায় সকলে ছুটি করিয়া বাটী আসিয়াছে, কিন্তু লোক অভাবে ধাত্রী ডাকিতে না পারায় ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে। কেহ নিজে পীড়িত হইয়া গৃহে আসিয়াছেন, ভয়ানক গাত্র দাহ. শিরোবেদনা উপস্থিত সেবা করে—আহা বলে, এমন কেহ নিকটে নাই। যাঁহাদের দাস-দাসী আছে, তাঁহাদের এত কষ্ট পেতে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহাদের সকল বিষয়েই দ্বিগুণ বার হয়। অনেক দাস-দাসী প্রভুর শূন্য গৃহ পাইয়া গৃহের সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করে। অনেক ঘরে দাস-দাসীরা গৃহস্থের পুত্র-কন্যাদিগকে অসচ্চরিত্র করে।

গৃহীগণের আর একটী বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিলাম। গৃহকার্য্যের সময় সকলে বাড়ি থাকিতে পারে না বলিয়া গৃহকার্য্য লইয়া নিয়ত পরস্পরের বিসম্বাদ হয়। যাহারা আফিসে চাকরী করে তাহারা দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কার্য্য করে অবশিষ্ট সময়ে বাড়ীতে থাকে, কিন্তু যাহারা দোকান করে বা দোকানদার প্রভৃতির ঘরে চাকরী করে তাহারা প্রায়ই প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কার্য্যস্থানে থাকে, মধ্যাহ্ন সময়ে একবার মাত্র ভোজন করিতে আইসে। রন্ধনাদির জন্য প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে তাহারা গৃহে থাকিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে গৃহকর্ম্মাদি ও রন্ধন লইয়া নিয়তই কলহ হয়। প্রাতঃকাল ও রাত্রির কার্য্য বন্ধ করিলেও তাহাদের চলে না। কেননা আফিসের লোকেরা ঐ সময়ে ক্রয়াদি করিবার সুবিধা পায়, ঐ সময়েই দোকানদার ও ফিরিওয়ালাদের বিক্রয় অধিক হয়। এই জন্য যে স্ত্রী-পুরুষের এক জন আফিসের কার্য্য ও অপর জন চাকরী করে তাহাদের মধ্যে গৃহকার্য্য লইয়া ভয়ানক বিবাদ হয়। মধ্যাহ্ন

সময়েও দোকানে কার্য্য অল্প নহে, সেই জন্য সে সময়েও তাহারা গৃহে থাকিয়া গৃহরক্ষণাদি করিতে পারে না। তাহা পারিলেও যথেষ্ট সাহায্য হইত ও পরস্পরের বিবাদ মিটিয়া যাইত। কিন্তু সে সময়েও তাহারা কার্য্যস্থান ত্যাগ করিতে পারে না।

সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে চৌর্য্যাদির ভয় আরও অধিক। কেননা তথাকার অধিক লোকেই বিদেশে থাকে ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা প্রায়ই মাঠে বাস করে, গ্রাম প্রায় শূন্যই থাকে। শূন্য পল্লীতে চুরী করিবার বড় সুবিধা। কৃষকগণ দ্রব্যসামগ্রী রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া সকল দ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে রাখে। তাহারা এক একখানি ক্ষুদ্র দোচালা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যখন যে ক্ষেত্রে কার্য্য কার্য্য করে সেই খানি সে ক্ষেত্রে লইয়া যায় ও তন্মধ্যে আপনাদের দ্রব্যসামগ্রী গুলি রাখিয়া দেয়। শিশু-সন্তান গুলি নিকটেই থাকে। গৃহে কিছুই রাখিয়া আইসে না, সমস্ত দ্রব্যই বহন করিয়া মাঠে-মাঠে ভ্রমণ করে। কিন্তু যাহাদের মোট বহন ব্যবসায় তাহাদের বড় কষ্ট। পরের মোটের সঙ্গে তাহাদিগকে নিজের কেঁথা-কাপড়গুলিও লইয়া যাইতে হয়। তাহাদের সন্তানগণের আরও কষ্ট, বাসগৃহে তাহাদিগের থাকিবার স্থান নাই, সুতরাং তাহাদিগকে পিতা-মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিয়ত ভ্রমণ করিতে হয়। নগর ও পল্লী উভয় স্থানেই এই শ্রেণীর লোকেদের বড় অসুবিধা।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য মাথায় নানা উপায় চিন্তা করিল, আর্দ্দেক সভা ও অনেক বক্তৃতা হইল। পাহারাওয়ালার সংখ্যা চারি-পাঁচগুণ বৃদ্ধি করা হইল, গৃহ সকলের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য প্রতি পল্লী ও নগরাংশে বহু লোক নিযুক্ত হইল. কিন্তু কিছুতেই মানবের কষ্ট গেল না, প্রত্যুত নিয়ত অসংখ্য মকদ্দমার সৃষ্টি হইতে লাগিল ও ঐ সকল কার্য্যে ব্যয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে স্বতন্ত্র-গৃহ বাস প্রথা উঠিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির হইল। সকলেই বিবেচনা করিলেন হোটেলে বাস করার প্রথা হইলে গৃহকর্ম্মের জন্য পরস্পরের বিবাদ হইবে না, কাহারও দ্রব্যাদি চুরি যাইবে না ও সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণের কোন অসুবিধা থাকিবে না। হোটেলে বাস করিতে হইলে ব্যয় অধিক হইবে বটে, কিন্তু সকলেরই আয় বাড়িবে। কেন না সকলেই আপন আপন আবাস বাটী বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইবেন তদ্বারা ব্যবসায়াদি করিতে পারিবেন, গৃহকার্য্য করিতে যে সময় বৃথা নষ্ট হয় সে সময়ে আয় বৃদ্ধির উপযোগী কার্য্য করিতে পারিবেন এবং বহু সংখ্যক হোটেল হইলে তৎসমস্তের জন্য বহুতর রসুয়ে, চাকর, দ্বারবান, বাজারসরকার, বিলসরকার প্রভৃতি অনেক লোক আবশ্যক হইবে, সুতরাং

চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে; সেই সকল চাকরী করিয়া লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ভাল ভাল পণ্ডিতগণ ফৰ্দ্দ করিলেন ও আঁক কসিলেন। রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য্য করিতে লোকের যে সময় নষ্ট হয় সে সময়ে কার্য্য করিলে যত আয় হইতে পারে দেখিলেন, গৃহবিক্রয়লব্ধ টাকার কত সুদ হইতে পারে তাহা ধরিলেন ও হোটেলে খাইলে যে ব্যয় বাড়িতে পারে তাহাও ধরিলেন। পরিশেষে জমা-খরচ করিয়া দেখিলেন যথেষ্ট আয় বেসি থাকিল। বিজ্ঞান, থিয়োরি সমস্তই প্রয়োগ করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন এই প্রণালী অনুসারে চলিলে মানবের আয় বাড়িবে—শান্তি বাড়িবে, সর্ব্বপ্রকারে মানব সুখী হইবে। সকলেই মহানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। আইন প্রচার হইল অদ্যবধি কেহ আর স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিতে পারিবেন না, সকলকেই হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয় দৃশ্য।

চমৎকার দৃশ্য। কি পল্লীগ্রাম কি শহর সর্ব্বত্রেরই দৃশ্য অতি মনোহর। সকল স্থানই বড় বড় অট্টালিকায় পরিপূর্ণ। কোন স্থানেই এক খানি কুটীর দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃহৎ বৃহৎ গৃহে অসংখ্য নর-নারী একসঙ্গে বাস করে। অবস্থা অনুসারে কাহারও একটী কাহারও দুইটি ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে, কেহ বা এক ঘরের অৰ্দ্ধেক বা চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সেই ঘরে তাহারা সপুত্র সপরিবারে বাস করেন। হোটেলে নানা প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, যাঁহার যেমন আজ্ঞা তদনুসারে সকলেই ভোজনাদি করিয়া আপন আপন কার্য্যস্থানে চলিয়া যান। শিশুসন্তান হোটেলের দাসদাসীর জিম্মায় থাকে। যাঁহার যে সময় সুবিধা তিনি সেই সময় আহার করেন ও কার্য্য করিতে যান। এবং সুবিধা হইলেই ফিরিয়া আইসেন, কোনো অসুবিধাই নেই। সকলেই নিয়ত উপার্জন ও উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। নিশ্চয়ই স্থির করিলাম এইবার বাস্তবিক মানব সুখী হইল। কিন্তু কিছুদিন পরে সমুদয় অল্প আশা বিফল হইল। যখন হোটেল কর্ত্তারা বিল করিলেন তখন দেখিলাম অনেক লোকের আয়ের দেড়গুণ দ্বিগুণ বিল হইয়াছে। বিল দেখিয়া সকলেই চমকিয়া গেল। আয় বাড়িবার যে আশা হইয়াছিল কার্য্যতঃ কাহারও তাহা হয় নাই, ব্যয়ই বাড়িয়াছে। কেন না বাটী বিক্রয় করিয়া কেহ কিছু পান নাই, কারণ সকলেই বিক্রয়কারক, ক্রয়কারক কেহ নাই। যে সকল বাড়ী, হোটেল দোকান আদি হইবার উপযুক্ত তাহারই

কতকগুলি মাত্র বিক্রীত হইয়াছে, আর কোন বাড়িই বিক্রয় হয় নাই; যেগুলি বিক্রীত হইয়াছে তাহাও নিতান্ত অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে; সুতরাং কাহারও মূলধন বাড়ে নাই। চাকরি বৃদ্ধি হইবে যে আশা করা হইয়াছিল তাহাও নিষ্ফল। কেন না পূর্ব্বে গৃহকার্য্য করিতে যত লোকের প্রয়োজন হইত হোটেল সকলে তত লোকের আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত ১০টী গৃহস্থের যত দাস-দাসী ছিল এক্ষণে যে হোটেলে শত গৃহস্থ বাস করে তথায় তাহাও নাই। দরিদ্র ধনী গড় করিয়া পূর্ব্বে শত লোকের যত চাকর ছিল এক্ষণে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও লোকের কার্য্য আদৌ বাড়ে নাই। কারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র দোকানের সংখ্যা এককালে কমিয়া গিয়াছে। দরিদ্র গৃহস্থগণ আধ পয়সা, সিকি পয়সার পর্য্যন্ত দ্রব্য ক্রয় করিত, এবং দাস-দাসী না থাকায় তাহারা ফিরিওয়ালাদের নিকট দ্রব্য কিনিত, এই জন্য পূর্ব্বে অনেক অনেক ক্ষুদ্র দোকানদার ও ফিরিওয়ালা ব্যবসায় করিয়া জীবন ধারণ করিত, এক্ষণে সে সকলের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে হোটেলাধিপতিগণ বহু পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করেন, তাঁহারা সস্তা পাইবার আশয়ে বড় বড় পাইকিরি দোকান হইতেই দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। সুতরাং বহুতর ক্ষুদ্র দোকান একেবারে উঠিয়া গিয়াছে ও বহুতর ফিরিওয়ালা কার্য্য শূন্য হইয়াছে। আবার হোটেলাধিপতিগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সস্তা করিবার জন্য অল্প ব্যয়ে কার্য্য সম্পন্ন করিবার নানা উপায় আবিষ্কৃত করিতেছেন। এমন কল প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার সাহায্যে একজনে দুইশত ব্যক্তির অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে পারেন, একজনে দুইশত ব্যক্তির খাদ্যের আযোজন করিয়া দিতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের অধিক লোকের আবশ্যক হয় না। কিন্তু ঐ সকল ক্রয় করিতে অধিক ব্যয় পড়ে, সেই জন্য সেই টাকার সুদ প্রভৃতিতে মাসিক যে খরচ ধরা হয় তাহা চাকরের বেতন অপেক্ষা বড় অল্প নয়। সুতরাং অল্প লোক দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার সুবিধা দরিদ্রগণ পান না। হোটেলবাসী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মূলধনের সুদ, বাটীভাড়া, চাকর-চাকরাণীর বেতন ও হোটেলাধিপতির লাভ অংশ মত দিতে হয়। তাহাতে ধনীগণের পক্ষে কিছুটা ব্যয় লাঘব হয় বটে কিন্তু দরিদ্রগণের স্কন্ধে সমধিক ব্যয়ভার পতিত হয়। কেননা দরিদ্রগণ কখনও চাকরের বেতন দিত না, কোন প্রকার পরিশ্রমিক ব্যয়ই তাদের ছিল না; তাহারা মূল দ্রব্যগুলি ক্রয় করিয়া আনিয়া আপনারা পরিশ্রম করিয়া নানা কৌশলে অতি অল্প ব্যয়ে আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিত, এমনকি অনেকে আপন আপন বাস গৃহও প্রস্তুত করিয়া লইত। বিশেষতঃ দম্পতির মধ্যে যে উপার্জ্জনশালী নহে সে সংসারের সমস্ত কার্য্য করিয়া ব্যয় কমাইয়া আয় বৃদ্ধির কার্য্য করিত। এক্ষণে তাহাদের

আর সে সকল সুবিধা নাই, এক্ষণে সকল কার্য্যেরই ভার হোটেলাধিপতির উপর। মূল্য দিয়া তাঁহার নিকট খাদ্য ক্রয় করিয়া খাইতে হইবে, ভাড়া দিয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতে হইবে। তিনি ধনী দরিদ্র সকলেরই নিকট পারিশ্রমিকাদির ব্যয় লয়েন। সুতরাং দরিদ্রগণ অতি জঘন্য দ্রব্য আধপেটা খাইয়া কোনও প্রকারে দিনপাত করেন। যে সময়ে দরিদ্রগণ খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যয় লাঘবের চেষ্টা করিত সে সময়ে অন্য কার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেও পারিতেছে না। কেননা কার্য্যসংখ্যা ও পরিশ্রমের মূল্য কমিয়াছে বই বৃদ্ধি নাই। দম্পতীর মধ্যে যাহার উপার্জন নাই বা যাহার উপার্জন অতি অল্প তাহার কষ্টের সীমা নাই। তিনি হোটেলের দেনার নিজ দেয় অর্দ্ধেক দিতে না পরিয়া বিষম যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়েন। অনেক স্থলেই ঐ কারণে বিবাহভঙ্গ হইতে লাগিল। দেখিলাম ব্যভিচারই স্ত্রী-জাতির জীবিকার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে।ধনহীনা রমণীগণ প্রকাশ্য বেস্যা বৃত্তি করিয়া বা গোপনে ব্যভিচার করিয়া কোন প্রকারে উদরান্নের সংস্থান করে। এনেককে পেটের দায়ে নিতান্ত লজ্জাহীনা হইতে হয়। তাহাদের আচরণ দেখিলে মনুষ্য নামে ঘৃণা হয়। যে দম্পতীর উভ.ই উপার্জনশীল তাহাদের মধ্যেও ব্যভিচার অল্প প্রবল নয়। তাঁহারা উভয়েই উপার্জনক্ষম, উভয়েই পৃথক পৃথক কার্য্যস্থানে কার্য্য করেন ও আপন আপন সুবিধার জন্য পৃথক পৃথক হোটেলে অবস্থিতি করেন। মনের সকল রকম ইচ্ছাই তাঁহারা সম্পন্ন করিবার জন্য নিয়ত সুবিধা পান।

লোকের একটী বড় অসুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে অনেক লোক ভিক্ষা অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করিত, অনেকে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিত এবং অনেকে ঋণ গ্রহণ করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইত। ঋণ করিয়া অনেকে ব্যবসায়াদি করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এক্ষণে সে সকলের কিছুই হইবার যো নাই। এক্ষণে গৃহস্থও নাই মুষ্ঠিভিক্ষাও নাই। দুই একটী সাধারণ দানাশ্রম আছে বটে কিন্তু তথাকার হৃদয় শূন্য দানে প্রকৃত দরিদ্রের উপকার হয় না। দানাশ্রমের অধিকাংশ কর্মচারীরাই গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট তাঁহাদের পরিচিত ও স্বার্থসাধনক্ষম ব্যক্তিরাই গ্রহণ করে। আত্মীয় বন্ধুগণ এখন প্রায়ই আত্মীয় বন্ধুর উপকার করেন না। আত্মীয় বন্ধুর নিকট উপকার প্রার্থনাই এক্ষণকার সমাজে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া গণ্য। এক্ষণে সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের মনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন সমস্ত আত্মীয়তা মুখে মুখেই সম্পন্ন হয়, কেহই হৃদয়ের কার্য্য করেন না। প্রত্যুতঃ সকলের হৃদয়ের ভাব মৌখিক বাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন অপর কেহ কোন

ভদ্রলোকের সহিত কথাই কহিতে পারেন না—আত্মীয়ের সেই অধিকারটুকু মাত্র আছে। তাঁহারা কোন আত্মীয়ের সহিত দেখা হইলে "মহাশয় ভাল আছেন ত?" এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। কিন্তু পাঁচ দিন অনাহারে থাকিলেও জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি 'ভাল আছি' বলিতে বাধ্য হয়েন। যদি কেহ কোনরূপ কষ্টের কথা জানান তাহা হইলে 'বড় দুঃখিত হইলাম' (very sorry) বলিয়া তাহার দুঃখ নিবারণ করেন। অতি সামান্য দুঃখেরও ঐ প্রতিকার সর্ব্বস্বান্তদুঃখেরও ঐ প্রতিকার। দুঃখ প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ প্রতিকার পাইয়াই ধন্যবাদ দিতে বাধ্য হয়েন। ধন্যবাদ হেওয়া এক্ষণে নিতান্ত কর্তব্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য; কারণ না থাকিলেও ধন্যবাদ দিতে হয়। পিতা মাতা পুত্রকে এবং প্রভু ভৃত্যকে দিনের মধ্যে সহস্রবার ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। যে ভৃত্য প্রভুর যে কার্য্যের জন্য নিযুক্ত ও যে কার্য্যর কিঞ্চিৎ ত্রুটী হইলে প্রভু ভৃত্যকে প্রহার, বেতন কর্ত্তন বা কার্য্য হইতে অবসৃত করেন সেই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য করন জন্যও প্রভু নিয়ত দাসকে ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। অধিক কি স্তন্যপায়ী শিশু স্তন্য পান জন্য মাতাকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য। এখন হৃদয়বিরুদ্ধ বাহ্যিক কার্য্যের এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে যিনি যে কোন ব্যক্তিকে পত্র লিখুন বা গুরু শিষ্যকে লিখুন সকলকেই ঐরূপ লিখিতে হইবে। এইরূপ হৃদয়শূন্য সম্ভ্রম ও আত্মীয়তাতেই মানব মুগ্ধ। প্রকৃত হিত কেহ কাহারও করেন না। যিনি সেরূপ আশা করেন তিনি একান্ত অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

ঋণ পাওয়াও এক্ষণে সহজ ব্যাপার নহে। পূর্ব্বে সকলেরই কিছু না কিছু সম্পত্তি ছিল, যে অতি দরিদ্র তাহারও অন্ততঃ একখানি বাসগৃহ ও ২ ৪ খানি বাসন থাকিত। লোকে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া অথবা সুদ পাইবার লোভে ঐ প্রতিভূতেই তাহাদের যথাসম্ভব কিছু কর্জ্জ দিত। বিশেষতঃ বাসস্থান ও আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া হঠাৎ অন্য স্থানে যাইতে পারিবে না এই বিশ্বাস থাকায় দেয় টাকা আদায় হইবার ভরসায় লোকে টাকা দিতে বড় কুণ্ঠিত হইত না। এক্ষণে কাহারও গৃহ বা বাসন কিছুই নাই। অনেকের পরিধেয় বসন পর্য্যন্ত নাই। হোটেল হইতে কাপড় ভাড়া করিয়া লইয়া অনেকে কার্য্য চালায়। সুতরাং বন্ধক দিবার উপযোগী কাহারও কিছুই নাই। তায় আবার সকল সময়ে লোকে এক হোটেলে বাস করে না। যখন যে হোটেলে থাকিলে কার্য্য সুবিধা হয় কিম্বা যে হোটেলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে থাকিতে পারেসেই হোটেলে গমন করে। দেনার ভয়েও লোকে নিয়মিত হোটেল পরিবর্ত্তিত করে। সুতরাং কাহারও সহিত কাহারও প্রতিবাসীর ভাবও নাই। এই সকল কারণে কেহ কাহাকে এক পয়সাও বিশ্বাস করে না।

হোটেলাধিপেরাও নগদ টাকা ভিন্ন আহারীয় বা বাসস্থান দিতে সম্মত নহেন। যাহাদের ভালরূপ চাকরী বা ভালরূপ ব্যবসাকার্য্য আছে তাঁহারা হোটেলে ধার পান বটেকিন্তু তাঁহাদের সহিতও হোটেলাধিপগণের অনেক গোলমাল হয়। যে দম্পতীর উভয়ের উপার্জ্জন নাই সে দম্পতীর উভয়ের দেনাই একজনের অর্থাৎ যাহার উপার্জ্জন আছেতাহার নিকট হইতে লইবার চেষ্টা হয়, অনেকে তাহা দিতে সম্মত হয়েন না। কাযেই হোটেলাধিপতিকে তজ্জন্য নালিশ করিতে হয়।নিয়ত এইরূপ বহুতর মোকদ্দমা হইতেছে। ঐ সকল মকদ্দমায় পতি-পত্নী সম্বন্ধীয় যে সকল অশ্লীল কথা প্রকাশিত হয় তাহা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়। ঐ সকল কথা সত্য হইলেও আশ্চর্য্য মানবচরিত্র মিথ্যা হইলেও আশ্চর্য্য মানবচরিত্র।

এক দিন আমি আদালতে গিয়া অনেকগুলি মকদ্দমার বাদপ্রতিবাদ শুনিলাম। দেখিলাম সকল মকদ্দমাতেই স্বামী স্ত্রীর প্রতি দোষারোপ করিতেছে ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি দোষারোপ করিতেছে। ব্যভিচারের প্রতিবাদই অধিক।

একটী মকদ্দমায় পুরুষ কহিলেন তাঁহার পত্নী অসচ্চরিত্রা ও তাঁহার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে তাহার একটীও তাঁহার ঔরসজাত নহে সুতরাং ঐ সকল পুত্র কন্যার ভরণ পোষণের দায়ী তিনি নহেন। পত্নী তাহার উত্তরে পতির ব্যভিচারের কথা বলিলেন। উভয়ই আপন আপন বাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য অনেক সাক্ষী দিলেন। সাক্ষীদের কথা শুনিয়া আমার পেটের ভাত চাউল হইয়া গেল। পরে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইলে স্বামীর পক্ষের উকিল বলিলেন স্বামী ব্যভিচারী কিনা তাহা এ মকদ্দমায় আদৌ দেখিবার আবশ্যক নাই, স্ত্রীর ব্যভিচার সত্য কিনা তাহা দেখাই এ মকদ্দমার প্রধান আবশ্যক। কারণ যদি প্রণয়ের সুব্যবহার হয় নাই বা দাম্পত্য ধর্ম্ম যথাবিধি রক্ষিত হয় নাই বলিয়া বিবাহ ভঙ্গের অভিযোগ হইত তাহা হইলে স্বামীর চরিত্রও দেখা আবশ্যক হইত, কিন্তু এ মকদ্দমা পুত্রের ভরণপোষণের অংশ জন্য। যদি সপ্রমাণ হয় সন্তান আমার নয় তবে আমি তাহার অংশ দিব কেন? স্বামী ব্যভিচারী হইলে ত পরের সন্তান ঘরে আনিতে পারে না ও তজ্জন্য স্ত্রীকে কেনরূপ দায়ী করে না; কিন্তু স্ত্রীর ব্যভিচার দ্বারা অন্যের সন্তান গৃহে আইসে। আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি স্ত্রী ব্যভিচারিণী সুতরাং তাহার গর্ভজাত সন্তান আমার মক্কেলের ঔরসজাত না হইবার যথেষ্ট সম্ভব। যদি তাহা হয় তবে কি জন্য আমার মক্কেল পরের সন্তানের ভরণপোষণের দায়ী হইবে? যদি স্ত্রীর কথানুযায়ী আমার মক্কেলকেও ব্যভিচারী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাতে এ মকদ্দমার কোন উপকার বা হানি হয় না। কারণ তদ্দারা অন্যের

সন্তান পালনের ভার স্ত্রীর উপর পড়িতেছে না। স্ত্রীর উকিল কহিলেন পতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন আর রমণী ইন্দ্রিয় দমন করিবে এই কি সাম্য ভাব? না ইহাকে স্ত্রীস্বাধীনতা বলে? পতি ব্যভিচারী না হইলে পত্নী কখনও ব্যভিচারিণী হইত না। পতির দোষই পত্নীর ব্যভিচারের মূল কারণ সুতরাং তাহাকে রমণীর গর্ব্ভজাত পুত্রের ভরণপোষণের দায়ী হইতে হইবে। পতির উকিল কহিলেন যদি অন্যের সন্তান গর্ব্ভে ধারণ না করে তবে ব্যভিচারী স্বামী পত্নীর ব্যভিচার অনুমোদন করিতে বাধ্য অর্থাৎ স্বামীর ব্যভিচার দ্বারা স্ত্রীর যে অনিষ্ট হইতে পারে স্ত্রীর ব্যভিচারোৎপন্ন সেই পরিমাণ অনিষ্ট স্বামীকে অবশ্য সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু অতিরিক্ত ভার তাহার স্কন্ধে নিক্ষেপ করা কোনঅ যুক্তির অনুমোদিত? স্বামীর ব্যভিচারে পত্নীকে অন্যের পুত্র পালন ভার গ্রহণ করিতে হয় না, কিন্তু পত্নীর ব্যভিচার অনুমোদন করিলে জারজ ও হীন বংশ জাত অপকৃষ্ট সন্তানকে আপনার সন্তান নামে পরিচিত করিয়া ঘৃণাস্পদ হইতে হয় ও তাহার পালনভারে প্রপীড়িত হইতে হয়। এ অন্যায়ভার স্বামী গ্রহণ করিবে কেন? এরূপ হলে কি সাম্য থাকে? না এরূপ হইলে পুরুষের কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাধীনতা আছে বলা যায়?

আর একটী মকদ্দমার বাদপ্রতিবাদ শুনিলাম। তাহাতে পতি কহিলেন পত্নীকে দুশ্চারিণী জানিয়া আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, বিবাহ ভঙ্গের আদেশ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি তাহার পুত্রের ভরণপোষণের দায়ী নহি। পত্নী কহিলেন পতি আমাকে পূর্ণগর্ভাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং সে গর্ভজাত সন্তান ও তৎ পূর্ব জাত সন্তানের ভরণপোষণ তাঁহাকে করিতে হইবে। পতি কহিলেন তাহার দায়ী আমি নহি, কারণ কেও সন্তানই আমার ঔরসজাত নহে। এ মকদ্দমাতেও উভয় পক্ষের অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইল।

এক হোটেলাধিপ একটী ধনবানের কন্যার নাম সংযোগে তাহার দরিদ্র পতির নামে নালিশ করিয়াছেন; ঐ কন্যা বলিলেন তাহার স্বামী অত্যন্ত দুশ্চরিত্র, তজ্জন্য তাহার দেনার জন্য আমার নামে নালিশ হইতে পারে না, আমার দেয় অর্দ্ধেক আমি পরিশোধ করিয়াছি। তাহার স্বামী আপনার দুশ্চরিত্রতার বিষয় অস্বীকার করিয়া কহিলেন আমার অবস্থা মন্দ, তাই স্ত্রী আমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য এই মিথ্যা বাক্য বলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রমণীই নিতান্ত দুশ্চরিত্রা। আমি জানিয়াও কিছু বলি না, কারণ আমার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, মনে মনে ভাবিতেছি, আহার চলিতেছে এই আমার পরম লাভ। উহাকে পরিত্যাগ করিলে আমার আহার চলিবে না। নচেৎ আমি অনেকদিন পূর্ব্বে

বিবাহভঙ্গের প্রার্থনা করিতাম। এই বলিয়া রমণীর দুশ্চরিত্র সপ্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী দিল। তাহারা যাহা বলিল তাহা শুনিয়া এমন পাষণ্ড কেহ নাই যে কর্ণে হস্ত প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে। লজ্জাশীলা ও কোমল-হৃদয়া রমণী যে এমন নির্লজ্জ পাষণ্ড হইতে পারে ইহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই।

সকল মকদ্দমাতেই এইরূপ নানা প্রকার অশ্লীল বাদ-প্রতিবাদ শুনিলাম। ঐ সকল মকদ্দমার সাক্ষীরা যে সকল অশ্লীল ও অমানুষ ব্যাপারের সাক্ষ্য-প্রদান করিল তাহা কোন ভদ্রলোকই শুনিতে পারেন না। আমি সে সকল শুনিতে না পারিয়াই চলিয়া আসিলাম। সে সকল পরিচয় দিব কি স্মরণ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। প্রতিদিন এইরূপ ও অন্যান্য নানারূপ মকদ্দমা হইয়া অর্থী প্রত্যর্থী উভয়েই ভয়ানক জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছে। দেওয়ানি জেল দেনাদার বন্দীগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে। অক্ষম সক্ষম উভয়প্রকার লোকদ্বারাই বন্দীগৃহ পরিপূর্ণ। অনেকে অক্ষম স্ত্রী কি স্বামীকে জব্দ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া জেলে যান। অভিপ্রায় এক্ষণে তাহারা যাহা দেনা করিবে তাহার দায়ী তিনি হইবে না জানিয়া কেহ তাহাদিগকে ধার দিবেন না। জেলে গেলে চাট্টি খাইতে পাইবে এই ভরসায় অনেক দরিদ্র ইচ্ছা করিয়া জেলে যায়। অনেকে অসম্পন্ন সপ্রমাণ করিয়া রাজার অভয় গ্রহণ করে অর্থাৎ দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় লইয়া দেনার দায় হইতে অব্যহতি পায়। মহাজনদিগের টাকা আদায় হয় না, কেবল ব্যয় করা সার হয়। এই সকল কারণে মহাজন ও হোটেলপতিরা আর নালিশ করিতে চাহেন না। তাহারা এক্ষণে এককালে ধার দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। কি দম্পতীপ্রেম, কি সন্তানবৎসলতা, কি পিতৃভক্তি, কি বন্ধুসৌহার্দ্দ, কি প্রতিবেশীসহানুভূতি, সকল প্রকার সুখ হইতেই মানব বর্জ্জিত হইল, কেবল পেটের দায়েই নিয়ত বিব্রত।

এইরূপ ও নানাপ্রকার দুরবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া মানব-সমাজ বিচলিত হইল। তখন দুঃখ দূর করিবার উপায় অবধারণ জন্য স্থানে স্থানে বহুতর সভা সংস্থাপিত হইল। প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট কমিশন বসাইলেন। কমিশনগণ অনেক অনুসন্ধান করিলেন, অনেক লোকের জবানবন্ধী লইলেন ও পরিশেষে বৃহৎ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে বিবাহ-প্রথাই সকল দুঃখের মূল। কারণ দম্পতীর উভয়েই কখনও সমান গুণ ও সমান শক্তি সম্পন্ন হয় না। সেই জন্য তাহারা পরস্পরে বিবাদ করিয়া মানব সমাজের এবম্বিধ দুঃখ বর্দ্ধন করিতেছে। দম্পতীর মধ্যে যিনি অধিক উপার্জ্জনশালী তিনি প্রভুত্ব করিতে না পারিলে

অন্যের ভার বহন করিতে চাহেন না। কিন্তু যিনি অক্ষম, তিনি অধীনতা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহেন, উপার্জ্জনও করিতে পারেন না। ইহাই বিবাদের মূল কারণ। বিবাহ ভঙ্গ করিলেও সে বিবাদ মেটে না। কারণ সন্তানগণের ভরণপোষণ লইয়া তাহাদের মধ্যে চিরবিবাদ থাকে। সুতরাং এমন উপায় করা আবশ্যক যাহাতে কি স্ত্রী কি স্বামী সকলেই স্বাধীনভাবে আপন আপন কার্য্য করিতে পারে, কেহ যেন অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়।

কমিশনেরা রিপোর্ট দিলে উহার উপায় অবধারণ করিবার জন্য এক মহাসভা স্থাপিত হইল। সভ্যগণ অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক করিলেন, অর্থের সঙ্গে সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের কোন প্রকার সংস্রব না থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কেন না অর্থই যত অনর্থের মূল। যেমন বিষয়কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সংস্রব রাখিলে অর্থ বা ধর্ম্ম কিছুরই উন্নতি হয় না। "ধর্ম্মের সহিত অর্থের সংস্রব রাখা উচিত নয়" এই তত্ত্ব ইংলন্ডবাসীগণ বহু পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন, তাই তাহাদের এত উন্নতি হইয়াছে। নির্ব্বোধ ভারতীয়গণ তাহা না বুঝাইতেই অধঃপাতে গিয়াছেন। ধনের জন্য জ্ঞাতিবিরোধ, পিতা-পুত্রে বিরোধ, পতিপত্নীতে বিরোধ হয়। অমৃত বিষ ও বিষ অমৃত হয়। ইহা বুঝিয়াই পাছে আত্মীয়কে টাকা ধার দিলে পাছে পরস্পরের মনান্তর হয়, এই ভয়ে কেহই মহাবিপদ সময়েও আত্মীয়কে অর্থ সাহায্য করেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে আত্মীয় পিতা পুত্র, পতি পত্নী প্রভৃতির মধ্যে সকলেই নিয়ত অর্থ-সংস্রব রাখেন ও সংসারকে দুঃখময় করেন, আমাদের মতে কি স্ত্রী-পুরুষ, কি পিতা-পুত্র, কাহারও মধ্যে আর কোন বিষয় সংস্রব রাখা উচিত নয়। সকলে যেমন কার্য্য সম্বন্ধে ও মতামত সম্বন্ধে স্বাধীন অর্থ সম্বন্ধেও সকলেরই সেইরূপ স্বাধীন হওয়া উচিত। অর্থাৎ যে মনুষ্য যেমন উপার্জ্জন করিবে সে তাহা ইচ্ছামত ব্যয় করিবে। সে অর্থের বা অর্থ জন্য সুখ দুঃখের ভাগী স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, কন্যা কেহই হইবে না। এইরূপ হইলেই মানব প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাবলম্বী হইবে, প্রকৃতপক্ষে মানবের স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে ও সকলে প্রকৃত সুখী হইবে। পরস্পর অর্থসাপেক্ষ হইলে স্বাধীনতা মানবের নামমাত্র হয়। পূর্ব্বকালে ভারতবাসীগণের মধ্যে একজন উপার্জ্জন করিতেন ও ভ্রাতা, ভগিনী, শ্যালক, ভগ্নিপতি, ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র, দৌহিত্র সকলেই তাহা বিভক্ত করিয়া খাইতেন। উপার্জ্জনকারীকে সমস্তই ভাগবিলি করিয়া দিতে হইত। তাহার ভাগ্যে কিছুমাত্র সুখ ঘটিত না, কোনও প্রকার উন্নতিও তিনি করিতে পারিতেন না এবং যাহারা বসিয়া খাইতেন তাহারাও এককালে অধঃপাতে যাইতেন ও সম্পূর্ণভাবে উপার্জ্জনকারীর অধীন হইয়া থাকিতেন। তাই

ভারতের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছিল। ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে সকলেই স্বাবলম্বী ছিলেন, তাই ভারতের এত উন্নতি হইয়াছিল। আমরা সেই আদর্শে চলিতেছি বটে, কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে স্বাবলম্বী হই নাই। কেন না এখনও স্ত্রী ও স্বামী পিতা ও পুত্র পরস্পর পরস্পরের সাহায্য আকাঙক্ষা করে; যদি সকল মনুষ্যই অন্যের আশা না করিয়া আপন আপন উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে সকলেই উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হয় এবং আপন শক্তির অবস্থায় থাকিতে অভ্যস্ত হয়। কোন অক্ষম ব্যক্তিকেই পিত্রাদির উৎকৃষ্টাবস্থায় থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া শেষে চিরকাল অনভ্যস্ত কষ্টভোগে দিনযাপন করিতে হয় না। উপার্জ্জনকারীকেও পরের জন্য সমস্ত ব্যয় করিয়া শেষ জীবনে অর্থাভাবজনিত দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতে হয় না। যদি এরূপ নিয়ম হয় যে কেহ কাহাকেও কোন প্রকার সাহায্য করিবে না, তাহা হইলে সকলের সমস্ত দুঃখ বিদূরীত হইবে ও পৃথিবী অতি অল্প দিনেই উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহন করিবে।

সভার মন্তব্য প্রকাশিত হইলে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইল ও আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইল। অনেক দিন ধরিয়া তর্ক-বিতর্ক হইয়া যাহা আইনরূপে পাস হইল তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :

হেতুবাদ। মানবজাতির দুঃখ দূর করিবার ও প্রকৃত সুখ বিধান করিবার ও মানবের প্রকৃত উন্নতি হইবার উপায় অবধারণ করিবার জন্য এই আইন প্রস্তুত হইল। কিন্তু মানব বলিতে কোন বিশেষ মানব বুঝিবে না। মানবসমষ্টি বুঝিতে হইবে। সুতরাং একজন, দুইজন কি দশজন অথবা লক্ষ, কোটী, অর্ব্বুদ, ব্যক্তিরও সুখ দুঃখের জন্য এই আইন দায়ী নহে। সমগ্র মানব সমষ্টির সুখ দুঃখের জন্যই এই আইন দায়ী।

১। যিনি যাহা উপার্জ্জন করিবেন তিনি তাহা একা ভোগ করিবেন, অন্য কাহাকেও সম্পূর্ণ বা তাহার কোন অংশ দান করিতে পারিবেন না। যিনি ইহার বিরূদ্ধ কার্য্য করিবেন তিনি মানবের ধনহর্ত্তাস্বরূপে গণ্য হইয়া তস্করের উপযুক্ত দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেন। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে, নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতে কিম্বা পিতা মাতা, কি পুত্র কন্যা কি স্বামী স্ত্রী কাহাকেও কোনরূপ অর্থ, ভোজ্য বা অন্য কোনরূপ দ্রব্য প্রদান করিতে এই আইন দ্বারা নিষেধ করা হইল। সে সকল আবশ্যক কর্ম্ম গবর্ণমেন্ট সম্পন্ন করিবেন। সকল ব্যক্তিকেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আয়ের নির্দ্দিষ্ট অংশ কর স্বরূপ দিতে হইবে।

২। বিবাহ করুন আর নাই করুন সকলকেই ঐ জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ কর দিতে

হইবে। বিবাহ বলিতে এই বুঝিতে হইবে যে স্ত্রী পুরুষ ইচ্ছামত প্রণয়াদি করিবেন। তাহার জন্য কেহ কাহাকে কিছু দান বা সহায়তা করিবেন না। অন্য সকল বিষয়ে তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে চলিতে পারিবেন।

৩। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে দাখিল হইবে। কেহ উত্তরাধিকার বা উইল কি দানক্রমে কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও সম্পত্তি পাইবেন না।

৪। কেহ পতি, পত্নী, পুত্র বা কন্যা কাহারও ভরণপোষণের জন্য দায়ী নহেন।

৫। গর্ভ্ভ হইয়াছে বুঝিতে পারিলে সেই তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে সেই রমণী নির্দ্দিষ্ট রাজকর্ম্মচারীকে সম্বাদ দিবেন। ঐ রাজকর্ম্মচারী তৎসম্বন্ধে যে কর্ত্তব্য অর্থাৎ গর্ভ্ভাবস্থায় রমণীর যাহা যাহা আবশ্যক, প্রসবকালে ধাত্রী প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক এবং সন্তান প্রসূত হইলে প্রসূতী ও জাত শিশু সম্বন্ধে যাহা যাহা আবশ্যক তৎসমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। যতদিন সন্তান রমণীর গর্ভ্ভে বাস করিবে ততদিন ঐ সন্তানের মঙ্গল জন্য গবর্ণমেন্ট যাহা আদেশ করিবেন ঐ রমণী তাহা করিতে বাধ্য। তাহা করিতে তাহার যে ক্ষতি হইবে গবর্ণমেন্ট সে ক্ষতি পূরণ করিবেন। সন্তান প্রসূত হওয়ার পর হইতেই ঐ সন্তানের সহিত রমণীর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। তবে গবর্ণমেন্ট যদি আবশ্যক বোধ করেন তবে উপযুক্ত বেতন দিয়া ঐ রমণীকে ঐ সন্তানের স্তন্যদাতা রূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৬। সন্তানের প্রতিপালন, বিদ্যাশিক্ষা, কার্য্যশিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই গবর্ণমেন্টের উপরে অর্পিত হইল। পিতা মাতা তাহার কোন দায়ী হইবেন না।

এইরূপ বহুতর বিধানে পূর্ণ বৃহৎ আইন প্রচারিত হইল। সে সকল কথা প্রকাশ করিতে হইলে বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

এই নববিধান জারি হইলে সকলেই সংসারের দায় হইতে মুক্ত হইবেন ভাবিয়া কল্পনাঙ্কিত ভবিষ্যৎ সুখের মনোহর ছবি দর্শন করিয়া মহা আনন্দে মগ্ন হইলেন। নারী সম্প্রদায়েরই আনন্দ বেশি হইল। কেননা তাহাদের বিশ্বাস সন্তান পালন করিতে হয় বলিয়াই তাঁহারা পুরুষের সহিত সর্ব্বতোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারেন না। এক্ষণে সে অন্তরায় দূরীভূত হইল, এমন কি গর্ভ্ভাবস্থাতেও তাঁহাদের কোন কার্য্য ক্ষতি হইবে না। সে সময়ে তাঁহারা অধিক উপার্জ্জনই করিতে পারিবেন। তাঁহারা ভাবিলেন এইবার আমরা প্রকৃত স্বাধীন হইলাম। অনেকে এমনও ভাবিলেন এইবার পুরুষগণকেই আমাদের অধীন হইতে হইবে। কেন না পুরুষেরা প্রভু হইয়াও চিরকাল রমণীর দাস, কেবল

উদরান্নের জন্য স্ত্রী পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে। এক্ষণে স্ত্রীর অধীনত্বের সে কারণ রহিল না, কিন্তু পুরুষের অধীনত্বের স্বাভাবিক কারণ সমানভাবেই রহিল।

চতুর্থ দৃশ্য।

অপূৰ্ব্ব দৃশ্য! অপূৰ্ব্ব জগতে মানবের অপূৰ্ব্বভাব! সকল মানবই আজি একইমাত্র উদ্দেশ্যে চলিতেছে। কেহ আর পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ চিন্তায় ব্যস্ত নহে, কেহ কোন দ্রব্য ব্যবসা বাণিজ্যের লাভ লোকসানের চিন্তায় ব্যগ্র নহে। কেহ প্রিয়তম দারা পুত্র শোকে আকুল নহে, কেহ পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ নহেন বলিয়া লোকসমাজে ঘৃণিত হয় না ও কেহ পরম পিতা-মাতা পরমেশ্বরের উপাসনা না করিয়াও নিন্দিত হয় না। সকলেরই একমাত্র চিন্তা উদরপূরণের ও একমাত্র কাৰ্য্য দাসত্ব। জীবনের পরে গতি কি হইবে তাহার জন্যেও লোকের যেমন কোনো চিন্তা নাই, মৃত্যুর পরকালের জন্য ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্যও কাহারও কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নাই। জীবনই মানবের চরম ও শেষ উদ্দেশ্য হইয়াছে। সুখে জীবনযাপন করিতে পারিলেই মানবের সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইল। বাঁধা গরু ছাড়া পাইলে যেমন মনের হর্ষে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করে মানবের অবস্থা আজি ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা—সমস্ত চিন্তা হইতে মানব মুক্ত হইয়াছে, সকলেই পান্তাভাত বাতাস দিয়া খাইতেছে। সংসারের বা দেশের কোন প্রকার চিন্তাই এখন কাহাকেই করিতে হয় না। পুত্রাদির ভরণপোষণ, চিকিৎসা ও শিক্ষাদান প্রভৃতি সমস্তের ভারই গবর্ণমেন্টের উপর। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও ভূ-সম্পত্তির লাভালাভ সমস্তই গবর্ণমেন্টের; পরদুঃখ ও দেশের অনিষ্ট নিবারণ প্রভৃতির ভারও দেশের গবর্ণমেন্টের উপর অর্পিত। আপনার মাত্র উদরপূরণ এবং রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ করিতে পারিলেই মানবের সকল কার্য্য করা হইল।

নূতন আইন অনুসারে এই সকল কার্য্য চালাইবার জন্য গবর্ণমেন্ট যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার। বৈষম্য বিদূরিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য, কেবল স্ত্রী পুরুষগত বৈষম্য নহে, জাতিগত বৈষম্য দূর করাও নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্য ব্রাহ্মণাদি জাতির সম্মান নষ্ট করা হইয়াছে। ধনী ও রাজবংশের সম্মান ও পদ বিদূরিত হইয়াছে। নূতন নিয়ম অনুসারে রাজার ছেলে রাজা হয় না, ধনীর ছেলে ধনী হয় না। মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি

এখন সাধারণের অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের হয়। তাই আজি দেশে রাজা নাই। সভা বিশেষ দ্বারা দেশ শাসিত হইতেছে। সভা এক্ষণে রাজশক্তি ধারণ করে এবং সভাপতি রাজার সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। দেশের লোকের নির্ব্বাচনানুসারে সভার সভ্য নির্ণীত হয় এবং সভ্যগণ সভাপতি স্থির করেন। প্রতি বৎসরই নূতন সভ্য ও নূতন সভাপতি নির্ণীত হয়। এই সভার নাম মহাসভা। মহাসভার সভ্যগণের কেবল সভার কার্য্য অর্থাৎ সভায় প্রস্তাবিত বিষয়ে মতামত দেওয়া মাত্র কার্য্য নহে। তাঁহারা এক একজন এক কার্য্যবিভাগের বা প্রদেশ বিশেষের তত্ত্বাবধায়ক। কেহ শিক্ষাবিভাগের, কেহ বাণিজ্য বিভাগের, কেহ পালন বিভাগের, কেহ সম্পদ বিভাগের। কেহ অন্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। ইহারা ও সভাপতি সকলেই নির্দ্দিষ্ট বেতন প্রাপ্ত হয়েন। সভ্যগণ আপন আপন বিভাগের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করেন এবং আবশ্যক মত সভাস্থ হইয়া আইন ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের নিয়ম ও সন্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য নিরূপণ করেন। সভাপতি কোন সময়ে সভা আহ্বান করা প্রয়োজন, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন ও আবশ্যক হইলে সভা আহ্বান করেন। সভার সমস্ত কাগজপত্র তাঁহার জিম্মায় থাকে এবং সভার সমস্ত আবেদন তাঁহার নিকট আইসে। দুইজন সভ্যের মতের সহিত তাহার মত তুল্য বিবেচিত হয়। এই মহাসভার কৃত নিয়ম অনুসারে দেশের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই মহাসভার হস্তে অনেক কার্য্য। দেশ রক্ষা, শান্তিস্থাপন, ভূমিসম্পত্তি, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, প্রভৃতি ব্যবসার সুনিয়ম স্থাপন এবং শিশু ও অক্ষমগণের প্রতিপালন প্রভৃতি অনেক কার্য্য সভা দ্বারা সম্পাদিত হয়। সভ্যের সংখ্যা অনেক। অন্ততঃ প্রতি লক্ষ লোকের মধ্যে একজন করিয়া সভ্য থাকে। সুতরাং এই বিংশতি কোটি লোকের আবাসভূমি ভারতের মহাসভায় অন্যূন দুই সহস্র সভ্য নিযুক্ত।

এই মহাসভার অধীনে দেশে দেশে শাখা সভা আছে। সেই দেশের সকল বিভাগের উপতত্ত্বাবধায়কগণ তাহার সভ্য এবং উপশাসনকর্ত্তা তাহার সভাপতি। ঐ শাখাসভার অধীনে আবার প্রতি জেলায় জেলায় সভা আছে, জেলার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ তাহার সভ্য এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাহার সভাপতি। প্রশাখাসভার অধীনে প্রতি থানায় একটী করিয়া পল্লবসভা আছে। পুলিশের কর্ত্তা তাহার সভাপতি। গ্রাম্য প্রধান প্রধান লোকের নির্ব্বাচনানুসারে পল্লবসভার সভ্য নির্ণীত হয় এবং নিম্ন সভা সকল হইতে পরপর উচ্চ সভা সকলের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। এই প্রকারে দেশের লোক দ্বারা দেশের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়।

এক্ষণে কেহ কাহারও ধনাধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং কাহারও

কিঞ্চিন্মাত্রও ভূমিসম্পত্তি, কোন প্রকার ব্যবসায় কোনপ্রকার শিল্পাগার বা কোনপ্রকার কৃষিকার্য্য নাই। সমস্তই গবর্ণমেন্টের। কেহ আপন লাভের জন্য উক্তপ্রকারের কোন কার্য্য করিলে আইন অনুসারে দণ্ডিত হয়েন। করিবার কোন উপায়ও কাহারও নাই। কেন না যে কোন কার্য্যই করা যাউক সকলেতেই মূলধনের আবশ্যক। কিন্তু পৈতৃক ধনে অধিকার না থাকায় কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও মূলধন থাকে না। যিনি ভালরূপ চাকরী পান তিনি কিয়ৎকাল চাকরী করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিতে পারেন বটে কিন্তু জীবনান্তে সঞ্চিত সম্পত্তি নিজের বা পুত্রাদির কোন প্রয়োজন লাগিবে না ভাবিয়া কেহই ব্যবসায়াদিতে মূলধন আবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হন না। গবর্ণমেন্টের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া লাভবান হইবার আশাও কেহ করেন না। দেশে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আর নাই—সমস্তই বৃহৎ বৃহৎ নগরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর ও তাহার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ নগরী। এমন একখানি নগরী নাই যাহাতে অন্তত ২০ লক্ষ লোকের বাস নাই। বড় বড় নগরীতে কোটী লোকের বাস আছে। নগর সকলের একপার্শ্বে বৃহৎ উদ্যান ও চতুঃর্পাশ্বে বৃহৎ মাঠ। যেরূপ স্থান হইতে অল্পব্যয়ে শিল্পজাত ও বাণিজ্যলব্ধ দ্রব্য সকল সর্ব্বত্র আমদানি ও রপ্তানি হইতে পারে এবং যেরূপ স্থানে শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতের ও বাণিজ্য করিবার উপযুক্ত কৃষিজাত দ্রব্যাদি অল্পব্যয়ে আনা যাইতে পারে সেইরূপ স্থানে শিল্প ও বাণিজ্যালয় সকল স্থাপিত। নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা সেই সকল যন্ত্র দ্বারা কৃষিশিল্প প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন হয়। বাণিজ্য কার্য্য আরও সুশৃঙ্খলায় সম্পাদিত হয়। কারণ বাণিজ্য জন্য যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় তৎসমস্তই গবর্ণমেন্টের নিজের—কৃষিজাত, শিল্পজাত সমস্ত দ্রব্যই গবর্ণমেন্টের নিজের এবং কি পাইকারি কি খরিদদারি সর্ব্বপ্রকার দোকানই গবর্ণমেন্টের নিজের। কোন কার্য্যেই কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, কোন দ্রব্যই ক্রয় করিতে হয় না, কোন প্রকার পাথেয় ব্যয় কাহাকেও দিতে হয় না, যে দ্রব্য যে দরে ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারেন। ব্যয়ের মধ্যে কেবল লোকের মজুরি। সে মজুরি অর্থাৎ লোকের বেতনও নিয়মাধীন। বহুবিধ উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্ম্মিত হওয়ায় অধিক লোকের আবশ্যকও নাই। তাড়িত (তড়িৎ) দ্বারা শকট ও পোত চলিতেছে। তদ্বারা বহু দূরের দ্রব্য সকলও অতি অল্প লোক দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আসিয়া পৌঁছে। সমস্ত নগরই তড়িতরথ দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন। নগরের মধ্যে তড়িতরথ থাকিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনায় নগরের সর্ব্বত্র বাষ্পীয় রথে পরিব্যপ্ত। উদ্যান ও মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে

কৃষক প্রভৃতির থাকিবার ও শস্যাদি রাখিবার জন্য গৃহ আছে। ঐ সকল গৃহও নগরের সহিত বাষ্পীয় রথা দ্বারা সংলগ্ন। স্থানীয় অর্থাৎ নগরস্থ মনুষ্যগণ ও দ্রব্যসকল বাষ্পীয়রথ দ্বারা নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং উদ্যান ও মাঠে এবং ঐ ঐ স্থান হইতে নগরের স্থানে স্থানে নীত হয়।

নগর সকল বৃহৎ বৃহৎ ত্রিতল চতুস্তল অট্টালিকায় পূর্ণ। সমস্ত গৃহই গবর্ণমেন্টের। অনুমাত্র ভূমি বা একটীও গৃহ অন্য কাহারও নাই। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন অট্টালিকায় বাস করে। বৃদ্ধ, যুবক ও শিশুগণ ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বাস করে। বিদ্যালয়ের নিকট শিশুগণের বাস, কার্য্যস্থানের নিকট যুবকগণের বাস এবং প্রান্তস্থ নির্জনাংশে বৃদ্ধাগণের বাসগৃহ। দরিদ্রাশ্রম, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, বাণিজ্যাগার, শিল্পাগার, বাজার, হোটেল, ধর্ম্মাধিকরণ এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অফিসগৃহ সুবিধামত স্থানে অবস্থিত অর্থাৎ যে কার্যালয় যে স্থানে থাকিলে সেই কার্য্যের ও সাধারণের সুবিধা হয় তাহা সেই স্থানে স্থাপিত হয়। এর মধ্যে সংকীর্ণ রাস্তা বা অপকৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর গৃহ একটীও নাই। সমস্তই সুপরিষ্কৃত সুপরিচ্ছন্ন সুবৃহৎ ও বিলক্ষণ বায়ুসম্পন্ন। অস্বাস্থ্য হইবার কোন আশঙ্কাই কোথাও নাই। সর্ব্বত্রই নির্ম্মল বায়ু বহিতেছে, সকল স্থানেই নল দ্বারা পবিত্র বারি সঞ্চালিত হইতেছে, মল মূত্র প্রভৃতি দুর্গন্ধ দ্রব্য সকল মুহূর্তমাত্র কোন গৃহে থাকিতে পারে না। অধঃপ্রণালী দ্বারা সমস্তই দূরে নীত হয়। কাহারও কোনরূপ পীড়া হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি রোগীনিয়মে নীত হয়েন। সংক্রামক রোগীদিগের জন্য নগরের দূর প্রান্তে গৃহ আছে, এমত সুকৌশল করা হইয়াছে যে তথাকার বায়ু নগরে আদৌ আসিতে পারে না। সকল নগরই এই একই রূপ নিয়মে গঠিত।

লোকে নির্দ্দিষ্ট গৃহাংশে বাস করে। সম্মুখস্থ হোটেলে আহার করে, পার্শ্ববর্ত্তী বিপণী হইতে বস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে এবং নির্দ্দিষ্ট চাকরি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ সঞ্চয় করে। শিশু জন্ম মাত্রই মাতৃক্রোড় হইতে শিশুনিবাসে নীত হয় ও ধাত্রী স্তন্য ও অন্যান্য কৃত্রিম পেয় পান করিয়া বর্দ্ধিত হয়। পাঁচ বৎসর বয়স হইলে তাহারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাধীনে থাকিয়া পড়িতে থাকে। ৮ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে ৮।১০টি পরীক্ষা দিতে হয়। যাহারা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাঁহারা দেশের সর্ব্বোচ্চ পদগুলি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের সাধারণ নাম 'উত্তীর্ণ'। যাহারা একটীও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না তাহারা 'অনুত্তীর্ণ' আখ্যা ধারণ করিয়া মেথর মুর্দ্দাফরাস প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য করিয়া জীবনধারণ করে। যাহারা কেবল অষ্টম বর্ষ দেয়

সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহারা ভারবহন প্রভৃতি শ্রমজীবীর কার্য্য করে, যাহারা দ্বাদশ বর্ষ দেয় দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহারা কৃষিকার্য্য করিতে পারে, যাহারা পঞ্চদশ বর্ষ দেয় তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহারা শিল্পকার্য্য করিবার অধিকার পায়। যাহারা অষ্টদশ বর্ষ দেয় চতুর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহারা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। যাহারা বিংশার্দ্ধ দেয় পঞ্চম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহারা কেরাণীগিরি প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী হয়। দ্বাবিংশ বর্ষ দেয় ষষ্ঠ পরীক্ষোত্তীর্ণগণ শিক্ষক ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেতনের কেরাণীগিরি প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী হয়। ২৫ বৎসরে সর্ব্বোত্তীর্ণ না হইলে কেহ শত মুদ্রার অধিক বেতনের পদ পান না। ২০ বৎসরে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয়। শেষ পরীক্ষা দুইটি কার্য্য করিতে করিতে দিতে হয়। ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকলে গবর্ণমেন্ট হইতে আবশ্যক সর্ব্বপ্রকার সহায়তা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে সকলেই উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য। প্রথম বৎসর কোনপ্রকার কর দিতে হয় না। দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম হইতে বিবাহকর প্রভৃতি সকল প্রকার করই দিতে হয়। এই ২০ বৎসর কি অনুত্তীর্ণ কি প্রথম দ্বিতীয়াদি পরীক্ষোত্তীর্ণ সকলেই গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আপন আপন অধিকারের কার্য্য শিক্ষা করে। অর্থাৎ পরীক্ষার ফলানুরূপ মেথরগিরি, মুটেগিরি, হলচালন, শিল্প, বাণিজ্য ও কেরাণীগিরি প্রভৃতি শিক্ষা করে। একাল পর্য্যন্ত তাহারা আহারাদি ও প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সঞ্চয় করিবার জন্য কিছুই পায় না। ২০ বৎসর পরে সকলেই পরীক্ষার নম্বরানুসারে কার্যে নিযুক্ত হয়; অর্থাৎ যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিক নম্বর পাইয়াছে তাহারা অগ্রে ও অধিকতর বেতনের কার্য্য পায়। কার্য্য সংখ্যা অপেক্ষা উত্তীর্ণ সংখ্যা বেশি হইলে যাহাদের নম্বর সর্ব্বাপেক্ষা তাহারা কার্য্য পায় না, তাহারা দরিদ্র আশ্রমে থাকিয়া গবর্ণমেন্টের সকল প্রকার কার্য্য করিয়া দেয় ও দরিদ্রের উপযোগী আহার পায়। তাহারা কিছুই বেতন পায় না। দরিদ্রাশ্রমবাসীগণ বিবাহ বা কোনপ্রকার দাম্পত্য ব্যবহার করিতে পারে না। আর সকলেই বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু চিরবিবাহ কেহই করে না। রুচি অনুসারে নিয়তই লোকে নূতন দয়িত গ্রহণ করিয়া থাকে। রূপের উৎকর্ষ ভিন্ন দয়িত নির্ব্বাচনের আর কোনও পরীক্ষা এক্ষণে নাই। কেন না, এক্ষণে স্ত্রী বা পুরুষ কেহ কাহারও সাংসারিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রয়োজনে লাগে না, রিপু চরিতার্থই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য, সুতরাং বিবাহে গুণ দেখার আদৌ আবশ্যক নাই, রিপু যাহা

চায় তাহাই মাত্র লোকে অনুসন্ধান করে।

এই প্রকারে সমস্ত কার্য্যই গবর্ণমেন্টের নিয়মানুসারে সুন্দররূপে চলিতেছে। কাহারও কোনপ্রকার চিন্তা নাই; সকলেই সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভোজন করে, পরিষ্কৃত বায়ুসম্পন্ন গৃহে বাস করে এবং পীড়া হইলে যথানিয়মে চিকিৎসিত হয়। কেহ কোনরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গকর কার্য্য করিতে বাধ্য হয় না। কেন না কাহাকেই নিজের বা পুত্রাদি পরিজনবর্গের উদরান্ন বা পীড়াদির জন্য কোন প্রকার চিন্তা, অসময়ে ভোজন বা রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি অতি ক্লেশকর ও স্বাস্থ্যনাশকর কার্য্য করিতে হয় না, কাহাকেই পুত্র শোকাদিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকিয়া পিপাসা নিরোধ করিতে হয় না, কাহাকেই নিজের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কোন কার্য্যের উন্নতির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে হয় না, কাহাকেই চাকরির উমেদারি করিবার জন্যও অতিরিক্ত রৌদ্র বাতাসাদি ভোগ করিতে হয় না এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের জন্য অর্থসঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্যও কাহাকে কোনরূপ অতি ক্লেশকর কার্য্য করিতে হয় না। কাহারও কোনপ্রকার বিষয়সম্পত্তি নাই ও কাহাকেও কোনপ্রকার ঋণ আদান-প্রদানাদি করিতে হয় না। সুতরাং তজ্জন্য অবশ্যম্ভাবী মকদ্দমাদি করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মাধিকরণ ও ব্যবহারজীবী প্রভৃতির নিকট গমনাদি জন্য কাহাকেও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সকলেই পরীক্ষার ফলানুরূপ চাকরী করিয়া জীবিকা অর্জন করে, সেই চাকরীস্থানের সন্নিহিত গৃহে বাস করে, সম্মুখস্থ হোটেলে প্রস্তুত যথাযোগ্য খাদ্য ভোজন করে ও সুবিন্যস্ত শয়নগৃহে নিদ্রা যায়। কি বৈষয়িক কি সাংসারিক কি শোককর কি অলাভকর কোন চিন্তাই ক্ষণমাত্র কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় না। কাযে কাযেই কাহারও অকালে শরীর ভগ্ন হয় না, সকলেই দীর্ঘজীবী হয় ও বহু সন্তান উৎপাদন করে। সন্তান উৎপাদন হইবা মাত্রই তাহা মাতৃঅঙ্কচ্যুত হয়, তজ্জন্যও রমণীগণ বহু সন্তান প্রসব করে। অতি অল্প দিনেই দ্বিগুণের অধিক লোক সংখ্যা হইল। সমস্ত লোকের খাদ্য উৎপন্ন করিবার জন্য নানা প্রকারে ভূমি বৃদ্ধি ও অল্প ভূমিতে অধিক শস্য উৎপাদন করিবার কল প্রস্তুত হইল। সমস্ত বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলা হইল, বহুতর প্রশস্ত খাল, পুষ্করিণী ও সমুদ্রাংশ ভরাট করা হইল ও বাসগৃহে অধিক ভূমি না লাগিতে পারে তজ্জন্য ৭।৮ তল অট্টালিকা প্রস্তুত হইতে লাগিল। অতি অল্প পরিমিত ভূমিতে বহু সংখ্যক লোক বাস করিতে লাগিল। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রকমের কলের সৃষ্টি হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা জল মধ্যেও শস্য জন্মিতে লাগিল। অন্যান্য প্রকার কলও

অনেক হইল। দশ জন মাত্র লোকের সাহায্যে সহস্র মণ তণ্ডুল উৎপন্ন হইতে লাগিল, ছয়মাসের পথ এক ঘণ্টায় যাইবার উপায় হইল। সকল প্রকার কার্য্যই যন্ত্রবলে সম্পাদিত হইতে লাগিল। মানবশ্রমের অতি অল্পই আবশ্যক থাকিল। সুতরাং লোকের চাকরী পাওয়া দায় হইল। একে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে যন্ত্র দ্বারা অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; মানব চাকরী পাইবে কি প্রকারে? ক্রমে ক্রমে দরিদ্রাশ্রম পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ দরিদ্রাশ্রমবাসীগণ কিছু খাইতে পায় না, তাহাদিগকে সামর্থ্য অনুযায়ী কার্য্য করিতে হয়। যে মানবশ্রমের প্রয়োজন তাহা দরিদ্রাশ্রমবাসী ব্যক্তিগণ দ্বারাই সম্পন্ন হইতে লাগিল। সুতরাং অন্য লোকে আর কার্য্য পায় না। কাযেই সমস্ত লোককেই দরিদ্রাশ্রমবাসী হইতে হইল। অধিক কি সর্ব্বোত্তীর্ণগণও দরিদ্রাশ্রমবাসী হইল। বেতনভোগী লোক আদৌ থাকিল না। সকলেই সামান্য আহারাদিমাত্র পাইয়া কার্য্য করিতে লাগিল।

সকল ব্যক্তিই দরিদ্রাশ্রমবাসী হইল সুতরাং আর দরিদ্রাশ্রমের অগৌরব থাকিল না এবং দরিদ্রাশ্রমবাসীগণ বিবাহ করিতে পারিবে না এ নিয়মও আর রাখা যাইতে পারিল না। কেন না সে নিয়ম রাখিতে হইলে কাহারও সন্তান হইতে পারে না, সুতরাং এককালে মানবজাতির লোপ হয়। যেমন ঐ নিয়ম রহিত হইল, অমনি সকল লোকেই বিবাহ করিতে আরম্ভ করিল। অতি অল্প দিনের মধ্যে মানববংশ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, পৃথিবীতে থাকিবার স্থানই হইল না। গবর্ণমেন্ট আর তাহাদের আহার যোগাইতে পারেন না। মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। নানা লোকে নানা প্রকার চিন্তা করিল, কিন্তু কোন উপায়ই অবধারিত হইল না। দুর্ভিক্ষাদির জন্য পূর্ব্বসঞ্চিত সমুদয় খাদ্য নিঃশেষ হইয়া গেল, তথাপি সকলের অন্ন জোটে না। গবর্ণমেন্ট সকলেরই খাদ্য দিবার দায়ী, সুতরাং কোন উপায় না পাইয়া এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া একটী পরীক্ষার আদেশ করিলেন—যাহারা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইল তাহাদিগকে গুলি নিক্ষেপে বিনষ্ট করা হইল। কোটী কোটী মনুষ্য এইরূপে হত হইল, ভীষণ চীৎকার করে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। এই নিদারুণ ভীষণ পৈশাচিক ব্যবহার দেখিয়া হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ভবিষ্যতে আর এরূপ বিবাদ উপস্থিত না হইতে পারে তজ্জন্য নিয়ম হইল পরীক্ষা বিশেষে উত্তীর্ণ না হইলে কেহ বিবাহ করিতে পারিবেন না। ঐ পরীক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত কঠিন হইল। সুতরাং অনেকেই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া অবিবাহিত থাকিল। ঐ অনুত্তীর্ণগণই এক্ষণে দরিদ্রাশ্রমবাসী হইল। আর সকলে নির্দ্দিষ্ট হোটেলে বাস করিতে লাগিল।

আবার একটী দোষ হইল। লোকের চাকরী থাকিল না বটে কিন্তু কার্য্য করুক আর নাই করুক সকলেই আহারাদি পাইতে লাগিল। এদিকে যন্ত্রে প্রাচুর্য্যবশতঃ সকল লোকের উপযোগী কার্য্য না থাকিলেও ঐ সকল যন্ত্রাদি চালনাদি জন্যও গবর্ণমেন্টের আবশ্যক পরামর্শাদি করিবার জন্য অনেক লোকের শ্রমের আবশ্যক হয়। সে সকল আবশ্যক কার্য্য কেহই করিতে চায় না। কারণ কার্য্য করা না করা উভয়েতেই সমান ফল। অর্থাৎ কার্য্য করিলে আহারাদি ভিন্ন আর কিছু পায় না, না করিলেও লোকে তাহা পায়। সকল লোককে কার্য্য দিতে না পারিয়া গবর্ণমেন্ট এই নিয়ম করিয়াছেন। যখন কার্য্য করায় ও না করায় সমান ফল তখন কেন লোকে কার্য্য করিবে? এই দোষ পরিহার করিবার জন্য পুনরায় পূর্ব্ববৎ পরীক্ষাদির নিয়ম হইল অর্থাৎ যে যেমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল সে সেইরূপ কার্য্য ও তদনুরূপ বসন, ভূষণ ও খাদ্যদি পাইবে, যাহারা কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে না তাহারা অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকিবে এইরূপ নিয়ম হইল। তখন সকলেই ভাল কার্য্য করিবার জন্য যত্নশীল হইয়া পরীক্ষা দিবার চেষ্টা করিল ও বহু সংখ্যক লোক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইল। কিন্তু কার্য্যের অল্পতা প্রযুক্ত গবর্ণমেন্ট উত্তীর্ণ সকল লোককে কার্য্য দিতে পারিলেন না। সুতরাং আবার ভাল-মন্দ একদলে পড়িল। পরিশেষে নিয়ম হইল কোন ব্যক্তিকেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে না। সমস্ত কার্য্যই পালা অনুসারে সকলকে করিতে হইবে। তদনুসারে সকলেই পালা অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সকল মনুষ্যই প্রতি মাসে ৪।৫ দিন কার্য্য করে ও অবশিষ্ট সময়ে বসিয়া বসিয়া ভোজন করে ও পশুবৃত্তির অনুশীলন করে। দিন দিন আরও নূতন প্রকারের যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। মনুষ্যকে আর কিছু মাত্র শ্রম করিতে হয় না। সমস্ত কার্য্যই যন্ত্রবলে সম্পন্ন হইতে লাগিল।

মানবশক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল। কাহাকেই এক্ষণে পরিশ্রম করিতে হয় না। সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া বসিয়া খায়। সকলেই উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় বাস করে। সকলেই তৈয়ারি অন্ন ভোজন করে। সকলেই অশ্বশকটাদিতে আরোহন করে এবং দরিদ্রাশ্রমবাসীগণ ভিন্ন সকলেই ইচ্ছামত বিবাহ করে ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাস করে—মানব উন্নতির চরম সোপানে আরোহন করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কাহাকেই প্রকৃত সুখী বলিয়া বোধ হইল না। চেহারা দেখিলে বোধ হয় যেন সকলেই নিয়ত অতৃপ্ত। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন ও বহুবিধ রসনাতৃপ্তিকর বিবিধ দ্রব্য ভোজন করিয়াও কাহারও মনে কোন প্রকার সুখ নাই, জীবনে কাহারও রুচি নাই।

কেননা, অপত্যস্নেহ, পিতৃভক্তি, ঈশ্বরানুরাগ, দাম্পত্যপ্রেম, সখ্যতা প্রভৃতি কোমল প্রণয়ব্যঞ্জক মধুর ভাবাবলী, দয়া ও উপচিকীর্ষা প্রভৃতি দিব্যভাবসমূহ, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি বীরভাব ইত্যাদি মানবীয় ভাবের সকল মানব মনে আদৌ উদিত হয় না। সকল মানবই কেবল উদরপূরণ, নিদ্রা ও রিপুচরিতার্থ জনিত অসার পাশব সুখেরই আস্বাদন মাত্র পায়, বিমল মানবীয় সুখের আস্বাদন আদৌ কেহ পায় না। পশুসম্ভব সকলপ্রকার সুখও তাহাদের ভাগ্যে নাই। কেননা পশুরা বাল্যকালে কিছুদিনও মাতৃস্নেহ পায়, মানবশিশু তাহাও পায় না। তাহারা জন্মমাত্রই পিতৃমাতৃহীন হয়। কখনও তাহারা পিতামাতার সোহাগ, ভ্রাতাভগিনীর আদর, পুত্রকন্যার ভক্তি, পতিপত্নীর প্রেমালিঙ্গন পায় না। যুবক-যুবতীগণ পতি-পত্নীভাবে মিলিত হয় বটে, কিন্তু সে মিলন বেশ্যামিলনের ন্যায়ও তৃপ্তিকর নহে। কেন না বেশ্যাগণও স্বার্থসাধন মানসে অনেকরূপ অনুরাগ প্রদর্শন ও নানাপ্রকার প্রেমালাপ করে, কিন্তু এক্ষণকার দম্পতীমধ্যে সে বেশ্যাসঙ্গসুলভ সুখও নাই। কেন না এক্ষণে কেহ কাহারও নিকট কিছু আশা করে না, কেবলমাত্র রিপু চরিতার্থ জন্য পরস্পরে মিলিত হয়। সে মিলন সম্পূর্ণরূপে পশুর মিলনেরই তুল্য। ক্রীড়া ভিন্ন মানবের কাল কাটাইবার আর কিছুই অবলম্বন নাই। কিন্তু নিয়ত ক্রীড়া করিয়া লোকে পরিশ্রান্ত হইয়াছে, কোন খেলাই আর ভাল লাগে না। নাটক, নোবেল পাঠ ও অভিনয়াদি দর্শনেও কাহারও মনে সুখ বোধ হয় না। কেন না শিশুপুত্রের আধ আধ বাক্য যে কি মধুর, পতিপ্রাণা রমণীর প্রেমালিঙ্গন যে কি সুখকর, দরিদ্রের উদরপূর্ত্তি করিলে যে কি অনুপম আনন্দ হয় এ সকলের মধুর আস্বাদন যাহারা কখনও পায় নাই, তাহারা ঐ সকল মানবীয় ভাবপ্রকাশক নাটক, নবেলের মর্ম্ম কি বুঝিবে? অভিনয়ের মর্ম্মই বা কি বুঝিবে? এই সকল কারণে কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ কাহারই মনে কিঞ্চিন্মাত্র সুখ নাই। সকলেই অতি কষ্টে দুর্ব্বহ জীবনভারবহন করে। লোকে সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী অথবা সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারী। সন্ন্যাস ও সংসারের সুখের ভাগী কেহ নহে কিন্তু উভয়েরই দুঃখের ভাগী সকলেই।

আশ্চর্য্য এই যে, যে বৈষম্য নিবারণ জন্য মানবকে সকলপ্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইল সে বৈষম্য কিন্তু ঘুচিল না। সত্য বটে এক্ষণে কেহ ধনী কেহ নির্ধন নহে, কেহ উচ্চবংশজাত ও কেহ নীচবংশজাত বলিয়া পরিচিত নহে, কেহ উচ্চপদধারী ও কেহ নিম্নপদধারী নহে, কেহ উত্তমর্ণ কেহ অধমর্ণ নহে, কেহ দাতা কেহ গ্রহীতা নহে, কেহ উপকারকারী কেহ উপকারাকাঙ্ক্ষী নহে, কেহ বলবান, কেহ দুর্ব্বল নহে, কেহ অট্টালিকাবাসী ও কেহ কুটীরবাসী

নহে, কেহ উজ্জ্বল বহুমূল্য বেশধারী ও কেহ ছিন্নবস্ত্রধারী নহে, সকলেই একইরূপে ভোজন, বেশবিন্যাস ও অবস্থানাদি করেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈষম্য বিদূরিত হয় নাই, তাহারা নিতান্ত পরাধীন, বন্দী হইতে তাহাদের অবস্থা কিছুতেই উন্নত নহে। কেন না তাহারা পাছে কোনরূপ দাম্পত্য ব্যবহার করে এই জন্য নিয়ত প্রহরীবেষ্টিত থাকে। তাহারা যাহা খাইতে পায় তাহা তাদৃশ রুচিকর নহে এবং যে গৃহে তাহারা বসবাস করে তাহা অনেকাংশে অপকৃষ্ট। তাহাদের অবস্থা হইতে পশুর অবস্থা সহস্রগুণ উৎকৃষ্ট। স্ত্রীজাতিরাও আপনাদিগের অবস্থাকে পুরুষের সহিত তুল্য বিবেচনা করে না। কেন না রমণীগণ সন্তানসুখে বঞ্চিত অথচ ভয়ানক গর্ভ্তযন্ত্রণা পায়। তাহারা পুরুষদিগের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সমান হইবার মানসে গর্ভ্তযন্ত্রণা এড়াইবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিয়া পরিশেষে একরূপ ঔষধ আবিষ্কার করিল, তাহা সেবন করিলে সন্তান হয় না। সকল রমণীই সেই ঔষধ সেবন করিয়া গর্ভ্তযন্ত্রণার দায় হইতে উদ্ধার হইল। কিছুদিন আদৌ কাহারও সন্তান জন্মিল না, সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক বৈষম্যও ঘুচিয়া গেল। কিন্তু সৃষ্টি নাশ হইবার উপক্রম দেখিয়া গবর্ণমেন্ট স্ত্রীদিগকে ঐ ঔষধ সেবন করিতে নিষেধ করিলেন। সমস্ত স্ত্রী-সমাজ মিলিত হইয়া গবণর্মেন্টের ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিল। তাহাদের আবেদনের মর্ম্ম এই যে গর্ভ্তযন্ত্রণা নিদারুণ কষ্টদায়ক। কেবল স্ত্রীজাতিই সেই ভয়ানক গর্ভ্তযন্ত্রণা ভোগ করে, পুরুষকে সে কষ্ট আদৌ ভোগ করিতে হয় না। যখন পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ সকলেরই সৃষ্টিকর্তা তখন একা স্ত্রী কেন এই ভয়ানক যন্ত্রণা পাইবে? সন্তান না হইলে সৃষ্টি নাশ হয় সত্য কিন্তু কেবল রমণীজাতিকে কষ্ট দিয়া সৃষ্টি রক্ষার চেষ্টা করা কি নিতান্ত অন্যায় নহে? যদি সৃষ্টি-রক্ষা করা একান্তই আবশ্যক হয় তবে যাহাতে পুরুষেরাও গর্ভ্তধারণ করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করা হউক অথবা যাহাতে গর্ভ্তধারণাদিতে আমাদের অসুখ না হয় তাহার উপায় বিধান করা হউক। তাহা না করিয়া কেবল আমাদিগকে কষ্ট দিয়া সৃষ্টি রক্ষার চেষ্টা করা নিতান্ত অন্যায়। সৃষ্টি রক্ষার জন্য কি কেবল আমরাই দায়ী? পুরুষের কি কিঞ্চিন্মাত্রও দায়িত্ব নাই! কেন সৃষ্টি রক্ষায় কি আমাদের বিশেষ কিছু লাভ আছে? অবশ্য না। তবে কেন আমরা এই ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিব? ইহাকে কি স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে? না ইহার নাম সাম্য? পূর্ব্বে সন্তানের সুখ দেখিবার আশায় স্ত্রীগণ এই অসহ্য কষ্ট সহ্য করিত। সন্তানের মুখ দেখিয়া সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া যাইত। কিন্তু এক্ষণে সে সুখের আশা আদৌ নাই। এখনকার এই নীরব কষ্ট আমরা সহ্য করিতে পারি না। অধিকন্তু এক্ষণে

প্রসবের পর সন্তান নিকটে না থাকায় স্তন্য-দুগ্ধ নির্গত হইতে না পারায় একটী নূতন রকমের ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে ও তজ্জন্য প্রায় প্রতি বৎসরই আমাদিগকে গর্ব্ভধারণের কষ্ট গ্রহণ করিতে হইতেছে। অতএব প্রার্থনা, হয় উপরোক্ত উপায় বিধান করা হউক, না হয় আমাদিগকে গর্ব্ভনিবারক ঔষধ সেবনে অনুমতি প্রদান করা হউক। তাহা না করিলে আমাদের প্রতি নিতান্ত পক্ষপাত প্রদর্শন ও অত্যাচার করা হইবে। দরিদ্রাশ্রমবাসীগণও এক আবেদনপত্র প্রদান করিল। তাহার মর্ম্ম এই যে যখন সকল মনুষ্যকেই পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন তখন তিনি কি জন্য কেহ উচ্চ অবস্থায় বাস ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া স্বাধীনতা জনিত সুখে কাল কাটাইবে ও কেহ নিতান্ত ঘৃণিত ভাবে বাস ও জঘন্য দ্রব্য ভোজন করিয়া সর্ব্বদা প্রহরী বেষ্টিত হইয়া চিরবন্দীর অবস্থায় থাকিয়া চিরকাল রিপুজনিত মহান কষ্ট ভোগ করিবে। পরমেশ্বর কি আমাদিগকে রিপুবৃত্তিসকল প্রদান করেন নাই? অবশ্য সকলেরই কামাদি রিপু চরিতার্থ করিবার ও স্বাধীনভাবে বাস করিবার অধিকার আছে। তবে কেন আমরা ঈদৃশ পশু অপেক্ষাও অপকৃষ্ট অবস্থায় বাস করিব? সকল লোক বিবাহ করিলে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও তত অধিক লোকের অন্ন কুলায় না সত্য, কিন্তু তজ্জন্য কেবল আমরাই চিরকাল কষ্ট পাইব কেন? সকলেই কেন পালামত বন্দীভাবে কালযাপন করেন না? তাহা না করিয়া কতকগুলিকে চিরসুখী ও কতকগুলিকে চিরদুঃখী করাই কি ন্যায়সঙ্গত? ইহার নাম কি স্বাধীনতা? না ইহাকে সাম্য বলা যায়? অতএব প্রার্থনা, হয় সকল মানবকেই নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী রাখিয়া লোকসংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করা হউক, না হয় আমাদিগকে কারামুক্ত করা হউক ও বিবাহ করিতে অনুমতি প্রদান করা হউক।

মহাসভায় আবেদনপত্র অর্পিত হইল। কিন্তু দরিদ্রাশ্রমবাসী দিগের প্রার্থনা মকুব করিতে হইলে স্বয়ং সভ্যগণকেই বন্দী হইতে হয়। এই জন্য সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল। কিন্তু স্ত্রীজাতির দরখাস্ত লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মহাগণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল। স্ত্রীসভ্যগণ সকলেই আপনাদিগের স্বার্থসাধন জন্য স্ত্রীআবেদনকারী দলের পক্ষ সমর্থন করিলেন। কিন্তু পুরুষ সভ্যগণ বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিলেন। উভয় দলের সংখ্যাই সমান সুতরাং মহাগণ্ডগোল বাধিয়া গেল। পরিশেষে সভাপতি পুরুষ ছিলেন বলিয়া পুরুষগণের মতকেই পুরুষেরা প্রবল বলিয়া গণ্য করিলেন। স্ত্রী সভ্যগণ তাহাতে আপত্তি তুলিলেন, তাহারা ঐ বিধি মানিবেন না বলিলেন। সমস্ত নারীসমাজ এক পক্ষ হইল,

দরিদ্রাশ্রমবাসী পুরুষগণও সেই সঙ্গে যোগ দিল। অধিকাংশ লোকই গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ হইল। ভয়ানক রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। দরিদ্রাশ্রমবাসীগণ কারাগার পরিত্যাগ করিল, সকলে মিলিয়া গবর্ণমেন্টের ভাণ্ডার লুটিতে আরম্ভ করিল। তখন সভাপতি বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সৈন্য চালনা করিলেন। কিন্তু স্ত্রী সৈন্যগণ আজ্ঞা মানিল না, তাহারা বিদ্রোহী পক্ষাবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টের ভাণ্ডার লুটিতে আরম্ভ করিল। উভয়দলে ভয়ানক অস্ত্রযুদ্ধ বাধিল। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় যুদ্ধবিদ্যারও অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল—এক এক কামানে সহস্র সহস্র মনুষ্য ধ্বংস হইতে লাগিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই উভয় দলের প্রায় সমস্ত নিঃশেষ হইল। অতি অল্প সংখ্যক মনুষ্য অবশিষ্ট থাকিল, তাহারা পলায়ন করিয়া প্রাণধারণ করিল।

এই সময়ে আর একটী বিপদ উপস্থিত হইল। বনবাসী জীবগণ সমবেত হইয়া একটী সভা করিল। উল্লুক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, ভাইসকল! আমরা যখন সকলেই পরমেশ্বরের সৃষ্ট তখন আমাদের সকলেরই অধিকার অবশ্য সমান। কেন না ঈশ্বর কখনও পক্ষপাতী নহেন। তিনি যাহা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সমান করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মানবগণ নিতান্ত অন্যায় করিয়া আমাদিগকে অধীন করিয়াছে। আমরা নিতান্ত নিশ্চেষ্ট তাই আমরা এই অধীনতা সহ্য করিতেছি। কেন মনুষ্যগণ আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবে? কেন আমরা তাহাদের সহিত সমান হইব না? যখন মানবগণের মধ্যে দুর্ব্বল-সবল, নির্ব্বোধ-বুদ্ধিমান, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমান হইল তখন পশুতে মানবে সমান হইবে না কেন? যে সূত্র অবলম্বনে মানবগণ সমান হইতেছে, সে সূত্র অবলম্বনে জীবগণ অবশ্য সমান হইবে। তাহা যদি না হয় তবে ঈশ্বরকে নিতান্ত পক্ষপাতী বলিতে হয়। আমরা তাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে তিনি আমাদিগকে চিরকাল ছোট করিয়া রাখিবেন? চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয় ইহা বিজ্ঞানসিদ্ধ। অতএব আইস আমরাও স্বাধীন হইবার চেষ্টা করি। যে মনুষ্য বাধা দিবে তাহাদিগকে আমরা বিনাশ করিব। ঐক্যই প্রধান বল। সকলে মিলিত হইলে আমরা অনায়াসে মানবজয় করিতে পারিব। উল্লুকের এবম্বিধ বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পশু মিলিত হইয়া আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টায় মানবের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ জন্তুগণ অবশিষ্ট মানবমণ্ডলীকে আক্রমণ করিল। পরস্পরের ঘোর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে উভয় দলই লয়প্রাপ্ত হইল। শৃগাল প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণী

দূরে থাকিয়া বাঁচিয়া গেল তাহারাই এক্ষণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইল। কিন্তু এক্ষণে সকল জীবই জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সকলেই সাম্যতত্ত্ব অনুশীলন করিতে দৃঢ. সংকল্প হইল। ইন্দুর, বিড়াল, ভেক, সর্প, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিরাও জ্ঞানবলে সকলে সমান হইবার চেষ্টা করিল ও পরস্পরের সংঘর্ষণে লয়প্রাপ্ত হইল। উদ্ভিদেরাও জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হয় নাই, তাহারাও পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করিতে লাগিল। অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত গুলঞ্চ বৃক্ষের বিবাদ হইল। গুলঞ্চ অশ্বত্থকে কহিল তুমিও ঈশ্বরের সৃষ্ট আমিও ঈশ্বরের সৃষ্ট, তবে তুমি কেন এত বড় হইয়া এত অধিক স্থান অধিকার করিয়াছ ও আমি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া অতি অল্পস্থানে মাত্র আবদ্ধ আছি। এই বলিয়া তাহারা সমান হইবার জন্য পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল ও ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদকুলের ধ্বংস হইল। ক্রমে জড় জগতেও সাম্যতত্ত্ব প্রচারিত হইল। অত্যুচ্চ গিরি ও নিম্নভূমি পরস্পর বিবাদপরায়ণ হইল, তাড়িত (তড়িৎ), তাপ, জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি সকলেই পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। যাহার যে গুণ অন্য হইতে অল্প সে তজ্জন্য হিংসা করিতে লাগিল। ক্রমে সকল পদার্থেরই লয় হইল। তখন সমগ্র বিশ্ব আকাশময় হইল। এইবার সমস্ত গোল মিটিয়া গেল। আর কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ করিবার নাই—আর বিশ্বে কিঞ্চিন্মাত্রও বৈষম্য নাই। বিশ্ব এক্ষণে সম্পূর্ণ সাম্যভাবে পরিপূর্ণ। কেন না এক্ষণে আকাশ ভিন্ন আর কিছু নাই। তাপ, আলোক পর্য্যন্ত নাই। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড কেবলমাত্র গাঢ. অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সুতরাং কে কাহার সহিত বিবাদ করিবে? দুই নাই—ছোট বড় ভেদও নাই।

উপসংহার

ভয়ানক দৃশ্য! অথবা কোন দৃশ্যই নাই! সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, পৃথিবী নাই, জীব নাই, উদ্ভিদ নাই, স্থল নাই, জল নাই, বায়ু নাই, তাপ নাই, আলোক নাই, কিছুই নাই, কেবল অন্ধকাররাশি চরিদিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে। দৃষ্টি আদৌ চলে না—সকল ইন্দ্রিয়ই অচল হইল, নিতান্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। ভয়ে শরীর নিস্পন্দ হইল। কোনদিকে কিছুই দেখিতে পাই না—একটী সামান্য শব্দও কোন স্থানে শুনিতে পাওয়া যায় না।

ক্রমে আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও হারাইলাম—আমি আছি কি না তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ সেই ঘোর অন্ধকাররাশি ঘোর অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইল। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই সেই

আলোকরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। পূর্ব্বদৃষ্ট অন্ধকার ও এই আলোকের বিশেষ প্রভেদ বোধ হইল না। কেন না ঐ আলোক সাহায্যে কোন জ্ঞান জন্মিল না। ঐ আলোকদ্বারা আলোক ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। তাপেরও সংস্রব সেই আলোকে নাই। তথাপি সে আলোক চক্ষু সহিতে পারিল না। চক্ষু মুদিত করিলাম। কিন্তু সে আলোক মুদিত চক্ষু মধ্যেও প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ মুদিত নয়নে থাকিয়া যাহা দেখিলাম তাহা অতি আশ্চর্য্য। দেখিলাম উহা কেবল আলোকরাশি নহে, আলোকে গঠিত ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি। সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তির আদি-অন্ত দেখিতে পাইলাম না। অথচ মনে হইল যেন হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গই দেখিতে পাইতেছি। মস্তকোপরি নিম্নদেশে, উভয়পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে যে দিকে দেখি, সেই দিকেই সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। এমন একটু স্থানও নাই যেখানে সেই অপূর্ব্ব পুরুষ অবস্থিত নহেন। আপনার হৃদয় মধ্যেও সেই মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে আবার কি দেখিলাম। দেখিলাম কোটী কোটী চন্দ্র, সূর্য্য, অগণিত গ্রহ নক্ষত্র, জীবজন্তু তরুলতা সমন্বিত অগণ্য পৃথিবী সেই দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। প্রতি নখরে সহস্র সহস্র সৌরজগৎ পরিদৃশ্যমান হইল। তখন মনে হইল ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনকে যে বিরাট রূপ দেখাইয়াছিলেন আমি কি তাহাই দেখিলাম? সেই বিরাট দেহে যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম তাহা সময়েই ধারণা হইয়াছিল এক্ষণে তাহা প্রকাশ করিবার আর সাধ্য নাই। যাহা কখনও কল্পনাতেও উদিত হয় নাই, যাহা একান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ ছিল, যাহাকে মূর্খকল্পনা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম এমন লক্ষ লক্ষ ব্যাপার সেই দেহমধ্যে সংসাধিত হইতে দেখিলাম। মানবদেহে যেমন শিরা ধমনী দ্বারা হৃদয় হইতে শোণিত বহির্গত ও আনীত হয় ও তথা হইতে বিশুদ্ধ হইয়া যথাস্থানস্থিত যন্ত্রসহ মিলিত হইয়া অস্থি, মজ্জা, মাংস, প্রভৃতি শরীরের উপযোগী পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পদার্থসকল সেই বিরাট পুরুষ হইতে উৎপন্ন ও তথায় নীত হইতেছে এবং তথা হইতে বিশুদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ও জীবরূপে পরিণত হইতেছে। দেখিলাম চন্দন বিষ্ঠা, সুবর্ণমৃত্তিকা, কীটমানব, ধনীনির্ধন, পণ্ডিতমূর্খ, পুরুষ স্ত্রী সমস্তই এক উপাদানে নির্ম্মিত হইতেছে ও পরিণামে একই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।

সম্পূর্ণ

দেবগণের অভিনব-ভারত-দর্শন

(বর্ত্তমান-সমাজ-চিত্র)

শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।



প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত,

ষ্টুডেন্ট্‌স লাইব্রেরী,

৬১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২০

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

দেবগণের অভিনব-ভারত-দর্শন

(বর্ত্তমান-সমাজ-চিত্র)

শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক: শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত

ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী

৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সন ১৩২০

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা

প্রার্থনা।

অন্ধকারে দিশা হারা,
অজ্ঞান, জীয়ন্তে মরা,
আমি, দুঃখী, নিরাশ্রায়, পান্থ একজন,
তোমার সংসারে আসি,
ভ্রমিতেছি দিবা-নিশি,
তুমি, অবহেলে, কর না ঈক্ষণ।

তোমার ভবনে আসি,
রহিলাম উপবাসী!
এ বিশ্বে, এই কি বিধি, ক'রেছ প্রচার?
কিম্বা কর্ম্ম-হীন ব'লে,
চাহ না, নয়ন মেলে,
দীনে এত বাম, "দীন-বন্ধু" নাম যাঁর!

দীনবন্ধু, দাও ব'লে,
এ নামটি, কোথা পেলে,
তাহ'লে মনের খেদ, ঘুচিবে আমার,
এটি কি প্রকৃত নাম,
স্মরি যাহা অবিরাম,
অলীক কল্পনা কিম্বা, ভাষা ছলনা?
রাজাই এরূপ করে,
তবে আর বলি কারে!
কে আর শুনিবে বল, আকুল ক্রন্দন?
অভাগা জীবের গতি,
শুন, ওহে বিশ্বপতি!
কি হবে কভু কি তাহা, ক'রেছ চিন্তন?

পাপ-তাপ, স্বেচ্ছাচার!
দেশ-ব্যাপী হাহাকার!
অভিনব ভারতেরে, করহ দর্শন,
মর্ত্ত্যে আসি, একবার,
নাশহ কলুষ ভার,
দীন সেবকের, প্রভু, এই আকিঞ্চন।

কর্ম্ম-শীল ভাগ্যবানে,
চাহে না তোমার পানে,
করুণার কণা, তাঁরা, নাহি করে ভিক্ষা,
কিন্তু যরা কর্ম্মহীন,
মহাপাপী, অতি দীন,
তাহারা তোমার তরে, করিছে প্রতীক্ষা।

তব শুভ আগমনে,
দেব-ভাব লভি মনে,
ধন্য হবে পাপী-তাপী, ভারত-সন্তান,
অন্নপূর্ণা অন্নদানে,
তোষিবেন দীনজনে,
গৃহে গৃহে জাগিবেন, যত মহা- প্রাণ।

সুচনা।

একদা নারায়ণ, বৈকুণ্ঠ-ধামে একাকী উপবিষ্ট আছেন। অন্তরে উল্লাস নাই, নয়নে মাধুরী নাই, মুখ-মণ্ডল কালিমাময়। এমন সময়, দেবর্ষি নারদ আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনাকে এরূপ বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? যিনি ভবার্ণবের কর্ণধার, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, তাঁহাকে আকুল দেখিলে, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর স্থিরভাব কিরূপে সম্ভব হয়? সামান্য বায়ু-ভরে তৃণরাজিই স্থান-চ্যুত হয়; ভয়ঙ্কর ঝটিকার সময়েও, অচল বিচলিত হয় না। প্রভু, আমার মনে হয়, কোনও অসামান্য কারণে, আপনার হৃদয় এরূপ ব্যথিত হইয়াছে"। নারায়ণ উত্তর করিলেন, "বৎস, তোমার অনুমান সত্য বটে;— আমি এক মর্ম্মভেদি-যাতনা অনুভব করিতেছি। অদ্য, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, আমার চিরপ্রিয় ভারত-ভূমির কথা মনে পড়িল! হায়! কি বলিব! দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়! হায়! সে দেশ আর নাই! সে সমাজ নাই! সে রীতি-নীতি, শিক্ষা, দান, ধ্যান, জপ, তপ, যজ্ঞ, আর নাই! সে মানুষ নাই, সে মনুষ্যত্ব নাই! সে স্বামী নাই, সে স্ত্রী নাই! সেরূপ ভয়-ভক্তি, স্নেহ-মমতা যেন, চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে! গৃহস্থ অন্নহীন! চারিদিকে অভাবের অনল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! হায়! সে দেশ আর নাই! সে এক অভিনব দেশ! সেখানে সব অভিনব! মানবের মনের সে বল নাই! সুকৃতির সে সৌরভ নাই! সে প্রেম নাই, প্রীতি নাই! সে দয়া নাই, দাক্ষিণ্য নাই! সে সাহস নাই, বিক্রম নাই! সেরূপ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং হরিনাম কীর্ত্তন ও প্রেমাশ্রু-বিসর্জন, কিছুই নাই! আর সে মহর্ষিগণের "মহাশ্রম" নাই! পতিত-পাবনী জাহ্নবী-তট আর সে সুমধুর সাম-গান-ধ্বনিতে, প্রতিধ্বনিত হয় না! বৎস! এখনও, নীরব নিভৃতস্থানে, কতিপয় মহাপ্রাণ, দীনহীনের ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছেন বটে, কিন্তু, তাহারই বা আর কতদিন! "ভগবন্! রক্ষা কর, রক্ষা কর," তাঁহাদের এবম্বিধ আর্ত্তনাদ শ্রবণে, আমি অধিকতর অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। বৎস, আমি সেই অভিনব ভারত-দর্শনে যাইব; আমার মৃত-

কল্প ভক্তদিগকে আশ্বাস-প্রদান করিব; নর-নারী হৃদয়ের বিচিত্র ভাব পরীক্ষা করিব; দেখিব, সেই পুণ্যভূমি-ভারতে, 'ঋষি-মাহাত্ম্যের' পুনরভ্যুদয়ের কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা; দেখিব, ভক্তি-প্রীতি, সত্য-সরলতা ও দয়া-ধর্ম্ম, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিনা"। নারায়ণের এরূপ অস্থিরতা দর্শনে ও দুঃখ-কাহিনী-শ্রবণে, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, নারদ বলিলেন, "প্রভু, এ দাসকেও আপনার সঙ্গে লইতে হইবে; ভারতবাসীকে, গোলোকের "গুপ্ত-ধন"—মধুর "হরিনাম" বিতরণ করিয়া, এ অকিঞ্চনের জীবন ধন্য হইবে! আহা! এমন দিন কি আসিবে, যখন, হরিনামের সঞ্জীবন মন্ত্রে, ভারত-সন্তান পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে"!

নারায়ণ, দুঃখাবেগ-সম্বরণপূর্ব্বক, দেবর্ষিকে বলিলেন, "বৎস, তাহাই হইবে; সুপণ্ডিত ও সর্ব্ব সিদ্ধি-দাতা-গণেশকেও আমরা সঙ্গে লইব; তুমি অবিলম্বে কৈলাসে গমন কর"। "প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য" এই বলিয়া, নারদ তখনই দিব্যরথে আরোহণ করিলেন, এবং অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে, অনতিকাল মধ্যেই, হর-পার্ব্বতী সমীপে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, গণেশ যোগ-শাস্ত্রালোচনা, আর পার্ব্বতী স্বামীর পদ-সেবা করিতেছেন। নারদ, তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক, আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। মহাদেব বলিলেন, "বৎস, প্রভুর অস্থিরতার কথা শ্রবণ করিয়া, আমার মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের সঞ্চার হইল! বৎস, তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে, গণেশকে এই মুহূর্ত্তেই লইয়া যাও"। অনন্তর, তিনি পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, প্রিয়ে, আমাদের গণপতি, বিশ্ব-পতিরও প্রিয়! আহা! কি আনন্দ! পুত্র সুপণ্ডিত হইলে, মাতা পিতার মনে কি অনন্ত সুখের উদয় হয়! প্রিয়ে, গণেশের জন্য প্রভু ব্যস্ত আছেন; সত্বর তাহাকে বৈকুণ্ঠ-গমনের অনুমতি দাও।" পিতার আগ্রহাতিশয় দর্শনে, আহ্লাদিত হইয়া, গণেশ বলিতে লাগিলেন,—"পিতঃ, যখন আমি মহামুনি ব্যাস-কথিত "মহাভারত" লিখিবার নিমিত্ত, ভারতে আহূত হইয়াছিলাম, সেই সময় হইতেই, সেই পুণ্যভূমির প্রতি, আমার আন্তরিক অনুরাগ। হায়! সে দেশের দুর্গতির সংবাদ শ্রবণ করিয়া, আমি আর অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। পিতঃ আশীর্ব্বাদ করুন,—আমি যেন ভারতের মঙ্গল-সাধন, আর, প্রভুর প্রীতি-লাভ করিতে সমর্থ হই"। অনন্তর, তিনি জননীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, "মা! আমাকে যাইতে অনুমতি দাও;—তুমিও মা নিশ্চিন্ত থাকিও না,—অন্নপূর্ণা-রূপে ভারতের প্রতিগৃহে বিরাজ কর; অন্নাভাব দূরীভূত না হইলে, কোনক্রমেই, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; কারণ, উপদেশ ত দূরের কথা, সুললিত বীণা-ধ্বনিও, বুভুক্ষুর

কর্ণকুহরে বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। মাতঃ, কমলা আর বীণা-পাণিও যেন, কৃপা-পরায়ণা হন। আমার সর্ব্বসিদ্ধিদাতা নামে যেন কলঙ্ক না রটে।" গণপতির এরূপ কাতরোক্তি শ্রবণান্তর, দেবী উত্তর করিলেন, "যাও, বৎস! কোনও চিন্তা করিও না; নারায়ণের আদেশ অম্লান-বদনে প্রতিপালন করিও। যাঁহার ইঙ্গিতে শতসহস্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ ও লয় হয়, তাঁহার কৃপা হইলে, ভারতে, "ঋষি-মাহাত্ম্যের পুনরভ্যুদয়", একটি সামান্য বিষয়! ভারত যেমন তোমার প্রিয়, আমারও তেমনি প্রিয়। ভারত-সন্তানগণের অধোগতির সংবাদ শ্রবণ করিয়া, আমিও মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতেছি। হায়! আমার "অন্নপূর্ণা" নাম ভারতে একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে! ভারতে অভাব ও পাপের পূর্ণ প্রভাব! অলক্ষ্মী ও অবিদ্যার পূর্ণ দৃষ্টি! হায়! আমার দুঃখ কে বুঝিবে? তবে সান্তনা এই,—আমার শক্তি-মূর্ত্তির সর্ব্বপ্রধান উপাসক, কর্ম্মবীর ও উদারচেতা ইংরেজ, এখন ভারতের অধিপতি। আশা হয়, আমার দুঃখ, অচিরেই দূরীভূত হইবে; বিশেষতঃ, যখন স্বয়ং বিশ্ব-পতি, এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তখন ভারতের "সুজলা, সুফলা ও শস্য-শ্যামলা মূর্ত্তি" নিশ্চয়ই পুনঃ প্রকটিত হইবে। বৎস! কোনও চিন্তা করিও না; কলুষিত ভারত-সন্তানগণকে, যথাশক্তি সুপথে আনয়ন কর। আমিও, "অন্নপূর্ণা" রূপে শীঘ্রই ভারতে অবতীর্ণা হইব"।

মাতৃবাক্য শ্রবম করিয়া, গণেশের মনে আশার সঞ্চার হইল। অনন্তর, নারদ ও গণপতি, শিব-পার্বতীকে প্রণাম পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-ধামে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে নারায়ণ, তাঁহাদের উভয়কে দর্শন করিয়া, কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহারা প্রভুকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন।

নারদের মুখে, গণেশ ও শিব-পার্ব্বতীর ভায়তানুরাগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, নারায়ণ আনন্দলাভ করিলেন, এবং কিয়ৎকাল পর বলিতে লগিলেন, "বৎস, নারদ! বৎস, গণেশ! তোমরা যাবতীয় আয়োজনে ব্রতী হও; আমরা আগামী কল্যই, ভারতাভিমুখে যাত্রা করিব।" "যে আজ্ঞে" এই বলিয়া, তাঁহারা আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরদিন প্রভাতকালে, দেবগণ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া, অনতিকাল মধ্যেই ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক, ভারত সম্বন্ধে নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে, পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন।

যিনি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব নিয়ন্তা, তাঁহার অজ্ঞাত ও অসাধ্য কিছুই নাই;—তবে যে তিনি এই ভাব অবলম্বন করিলেন, তাহা কেবল লীলাময়ের লীলা মাত্র!

প্রথম অধ্যায়।

নন্দীগ্রামের জমিদার বাটী-দর্শন।

বৈশাখ মাস। ভগবান্ মরীচি-মালী ময়ূখ-মালা বিস্তার করিতে করিতে মধ্য গগনে উঠিলেন। প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ; প্রান্তর জন-মানব বিহীন; চারিদিকে যেন অগ্নি-কুণ্ড ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। নিদাঘের এই মধ্যাহ্ন সময়ে, এরূপ অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া, পথ শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণত্রয়, নন্দীগ্রামের জমিদার হলধর বাবুর ভবনে উপস্থিত হইলেন। হলধর বাবু একজন ধনবান লোক; বয়স সত্তর বৎসর; তাঁহার বার্ষিক আয় দুই লক্ষ টাকা; দাস-দাসী, পাচক-পাচিকা, আমলা-গোমস্তা, পাইক-বরকন্দাজ অনেক; কিন্তু, দুঃখের বিষয়, গৃহে দুটি রক্ষিতা অবিদ্যা ভিন্ন, অন্য আপন লোক নাই, বলিতে পারি না।

ব্রাহ্মণত্রয়, সুরম্য অট্টালিকার শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, সিংহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তথায় যমদূতের ন্যায় ভীষণাকৃতি এক পুরুষ-পুঙ্গব দণ্ডায়মান। গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বারবানি্জ, হামলোক তিন বাহ্মন্ এঁহা মেহামান্ (অতিথি) হো শক্তে হেঁ"?

দ্বারবান্ কোনও উত্তর প্রদান করিল না। গণেশ পুণরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাম লোক এঁহা মেহামান হো শক্তে হেঁ"? এবার দ্বারবান্ "স্বমূর্ত্তি" ধারণ করিয়া বলিল, "কেঁও, বাহমান্ বগ্ বগ্ কর্ রহে হেঁ? মেরা মহারাজ বাহাদুরকা হুকুম নেহি হ্যায়।"

গণেশ। তোমারে মহারাজ বাহাদুর এত্না বড়া আদ্মি হ্যায়, আওয়ার মাহামাদারিকে (অতিথি সেবার) কেঁও, হুকুম নেহি হ্যায়?

দ্বারবান্। হাম্, তোমরা পাস্ ইস্কা কৈফিয়ৎ দেনে নেহি বৈয়ঠা।

গণেশ। হাম লোককো অন্দর জানে দেও।

দ্বারবান্। মোছাকিন্ অন্দর জানেকো হুকুম নেহি হ্যায়।

গণেশ। ভুখ্—পিয়াসে হাম লোক মর্ রহে হেঁ; ইস্ হালত্ পর, বিন হুকুমসে জানে নেহি দে শক্তে হেঁ।

দ্বারবান্। কেঁও, তোম লোক বগ্ বগ্ কর রহে হেঁ?

দানব-প্রকৃতি দ্বারবান্, বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর, অবশেষে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশা রাখিয়া, তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল।

নারায়ণ, নারদ ও গণেশ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অভ্যন্তরের শোভা অনির্ব্বচনীয়। হলধর বাবুর কোন সদ্ব্যয় না থাকিলেও, বাহ্যাড়ম্বরের কোনও ত্রুটি ছিল না। নাট্য-মন্দির, বৈঠকখানা, কাছারী ঘর, তোষাখানা, রঙ্ মহল,

সকলই সুসজ্জিত ছিল। টেবিল, চেয়ার, ইজি চেয়ার যথাস্থানে শুভ্র বস্ত্রাবৃত হইয়া শোভা পাইতেছিল। গৃহের অভ্যন্তরের দেওয়ালগুলি, ফরাসি দেশ হইতে আনীত বীভৎসাকৃতি স্ত্রীমূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত ছিল; দেব দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন,— পুরাতন প্রথা, তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না।

ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণত্রয়, অনেক প্রহরীর হস্ত অতিক্রম করিয়া, দেওয়ান-খানায় পঁহুছিলেন। দেওয়ান মহাশয় অতি বিজ্ঞ লোক; শুভ্র শ্মশ্রু বিশিষ্ট; বয়স ষাটের উপর; ওকালতি-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, হলধর বাবুর প্রধান কার্য্য-কারকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

নারদমুনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমরা এখানে "অতিথি" হইতে পারিব কি? ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর এবং চলিতে অক্ষম, তিনটি ব্রাহ্মণকে, এ বেলার জন্য একটুকু আশ্রয় দিবেন কি?"

দেওয়ানজি। ঠাকুর, এখানে তাহার কোনও ব্যবস্থা নাই।

নারদ। কেন মহাশয়? এ রাজ-বাটীতে, তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে, ব্যবস্থার সম্ভাবনা আর কোথায়?

দেওয়ানজি। সে খবর আমি জানি না। তোমরা এস্থান হইতে চলিয়া যাও। দ্বারবান্, এ সব আদ্‌মিকো নিকাল দেও।

নারায়ণ। আমরা আপন হইতেই যাইতেছি। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মনিব! এ তিনটি ব্রাহ্মণকে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় দেখিয়াও কি তোমার কিছুমাত্র দয়া হইল না? এই কি শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোকের উপযুক্ত কার্য্য? যাহার হৃদয় পাষাণের ন্যায়, ব্যবহার পশুর ন্যায়, সে কিরূপে এই উচ্চপদে আসীন থাকিতে পারে? "ধরাখানা সরার মত" ভাবিও না। অন্তঃকরণ প্রশস্ত কর; দীনে দয়া কর; জানিও, রাজার উপরেও রাজা আছেন।

মাসিক পাঁচশত মুদ্রা বেতন-ভোগী দেওয়ানজি মহাশয়, সামান্য অমাত্যগণের সমক্ষে, এরূপ অবমানিত হওয়ায়, ক্রোধে অগ্নি-শর্ম্মা হইলেন; তাঁহার মুখে ঝড় বহিতে লাগিল; ব্রাহ্মণদিগকে মারিবেন কি কাটিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আমলা-গোমস্তা, বরকন্দাজ সকলেই দেওয়ানজি মহাশয়ের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে গালি দিতে লাগিল; কেহ বা প্রহার করিতেও উদ্যত হইল। গোলমাল শুনিয়া, হলধর বাবু অন্দর মহল হইতে বহির্গত হইলেন! চক্ষু রক্তবর্ণ; বদন-কমল মদিরা-গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছিল। তিনি দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যা-পা-র কি?"

দেওয়ান। দেখুন না, তিনটে ভিখেরী এসে, কি উৎপাত আরম্ভ করেছে!

হলধর। কি-ঠা-কু-র? তো-ম-রা- এ-খা-নে কে-ন? কি চাও?

ব্রাহ্মণত্রয়। মহারাজ, আমরা অতিথি হইতে চাই।

হলধর। এ-ও বুড়্-বক্ ম-হা-বী-র সিং, এ-সা-ব আ-দ্-মি-কো এ-ক দো-ম্ নি-কা-ল দে-ও।

প্রভুর আদেশমাত্র, মহাবীর, সীতারাম, রামরতন ও রামসিং প্রভৃতি বীরপুরুষগণ আসিয়া, ব্রাহ্মণত্রয়কে বাহির করিয়া দিতে ধাবমান্ হইল; তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না; দেবগণ স্বেচ্ছা-ক্রমেই চলিয়া গেলেন। নারায়ণ, গণেশ ও নারদমুনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'ইহাদের কাণ্ডটা দেখিলে! উহারাই কলির বরপুত্র! দেশের প্রায় সকল স্থানের ভাবই, এইরূপ মর্ম্ম-ভেদী!"

ব্রাহ্মণত্রয় অধোমুখে চলিতে লাগিলেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ হইতে বলিতে লাগিলেন, "শুনুন, শুনুন, আমার সঙ্গে আসুন; আমি সব দেখেছি, সব শুনেছি, আমার কুটীরে চলুন; আমি গরীব। শাকান্নে আপনাদের তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিলে, এ অধম চরিতার্থ হইবে।"

নারায়ণ। কি! এ মরুভূমেও মধু মরূদ্যান আছে! ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।

ব্রাহ্মণ। এত বেলা হয়েছে, এখনও আপনাদের আহার হয় নাই! অনুগ্রহ ক'রে যদি আমার কুটীরে পদার্পণ করেন!

তাঁহারা দ্রুতপদে ব্রাহ্মণের গৃহে আসিলেন; তথায় তিনখানা মাত্র ঘর; তাহাও একরূপ জীর্ণ শীর্ণ। সংসারে স্বামী স্ত্রী আর একটি গাভী মাত্র। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সরলতা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। ব্রাহ্মণ একটি মাদুর বিছাইয়া দিলেন; অতিথিগণ তাহাতে উপবেশন করিলেন; ব্রাহ্মণ ব্যজন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিছু সুস্থ হইলে, ব্রাহ্মণী পদ-প্রক্ষালনের জল ও স্নানের তৈল আনিয়া দিলেন। অতিথিগণ স্নান করিতে গেলেন। তাঁহারা স্নান করিয়া আসিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিলে পর, ব্রাহ্মণী তিনখানা আসন পাতিলেন; গৃহে যে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত ছিল, তাহাই তিন ভাগ করিলেন; মনে ভাবিলেম, 'এ বেলা স্বামী স্ত্রী অনাহারেই থাকিবেন'। নারায়ণ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের আহার হয়েছে?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"না"।

নারায়ণ। আমাদিগকে সমস্ত অন্ন দিলে, আপনারা কি খাইবেন?

ব্রাহ্মণ। আমরা পরে খাব; এই অন্নে পাঁচজনের কুলোবে না।

নারায়ণ। যে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত আছে, তাহাই পাঁচ ভাগ করুন; যথেষ্ট হইবে। দেখুন, অবহেলার প্রচুর পলান্নও, আদরের শাকান্ন-কণিকার তুল্য নয়; আপনাদের সদ্ব্যবহারেই আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ। আমাদের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। সামান্য অন্ন, সামান্য ব্যঞ্জন; তাহাও যদি অল্প হয়, তাহা হইলে, আপনাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইবে না; আমাদের বড়ই অপরাধ হইবে।

"আপনাদের কিছুই অপরাধ হইবে না, সে অপরাধ আমার" এই বলিয়া, নারায়ণ, সেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি স্বহস্তেই পাঁচ ভাগ করিলেন। ব্রাহ্মণীর অন্ন রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহারা খাইতে বসিলেন; সকলেই আহার করিয়া, পরম পরিতুষ্ট হইলেন; সকলেই মনে করিলেন, অনেককাল এরূপ তৃপ্তির সহিত আহার করেন নাই। তাঁহারা মুখ-প্রক্ষালন করিয়া, স্ব স্ব শয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ব্রাহ্মণীও আহার করিতে বসিলেন; মনে করিলেন, যেন অমৃত ভক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার জীবনে কখনও এরূপ সুভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াছেন কিনা, মনে পড়িল না। ব্রাহ্মণীর আহার হইল কিনা, ব্রাহ্মণ দেখিতে গেলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, "যাহা হউক, অতিথিগণ তৃপ্ত হইয়াছেন; এমন সুখাদ্য কখনও খাই নাই; তৈল, লবণ, মসল্লা নাই, অথচ ব্যঞ্জনাদি এমন উপাদেয় কিরূপে হইল! তিনজনের ভাত পাঁচজনে খাইলাম, তবু দেখ আরও কত "ভাত" রহিয়াছে। ইহাতেই গরুর যথেষ্ট হইবে। আমার মনে হয়, ইঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমারও তাই মনে হয়। "শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন চন্দ্র! আর কতকাল এই পাপ দেহ বহন করিব" এই বলিয়া, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কাঁদিতে লাগিলেন! ভক্তাধীন ভগবান্, ভক্তকে আকুল দেখিলে কি স্থির থাকিতে পারেন?

মহামায়ার শক্তি-প্রভাবে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কিছু স্থির হইলে, ব্রাহ্মণ গো-সেবা করিতে গেলেন, এবং ব্রাহ্মণও অতিথিগণের নিকট আসিলেন। নারদ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনি একজন মহাপুরুষ; আপনি ধন্য; আপনার ব্রাহ্মণীও ধন্যা; আপনারা আজ যে কাজ করিলেন, এরূপ সৌভাগ্য কাহারও প্রায় হয় না। আমিও আপনাদের মত "ভক্ত" দেখিয়া ধন্য হইলাম।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "ওকথা মুখে আনিবেন না; আমরা অপরাধী; দীনহীন পথের কাঙ্গাল; আমাদের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।"

নারদ। আপনাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায় না।

"আমরা ঘোর অপরাধী, মহাপাষণ্ড ," এই বলিয়া, ব্রাহ্মণ নিমীলিত নেত্রে ও তদ্‌গত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের তন্ময়তা সন্দর্শনে, সকলেই বিস্মিত হইলেন, এবং সকলের নয়ন-যুগল হইতেই, প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

অতঃপর, নারদ, নারায়ণকে বলিলেন, "প্রভো! দিবা প্রায় অবসান হইল; সূর্য্যদেবের অস্তাচলগমনের আর বিলম্ব নাই; আজ আমরা পল্লীবাসীর নিকট হরিনাম-কীর্ত্তন করিব"।

নারায়ণ উত্তর করিলেন, "এ অতি উত্তম কথা। গণপতি হরি-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে, পাষণ্ড হলধরের বাটীর দিকে অগ্রসর হউক, আর তুমি অন্য দিকে যাও। এ দিকে আমিও পাষণ্ডকে শিক্ষা দিবার উপায় চিন্তা করি।" নারদ ও গণেশ নারায়ণকে প্রণাম পূর্ব্বক, হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের মধুর কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সঙ্গীত-শ্রবণে, নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়ও গলিতে লাগিল, অনেক হৃদয়-মরুতেও ভক্তি-কুসুম প্রস্ফুটিত হইল!

দেবর্ষি নারদের গীত।

(গাইতে গাইতে গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ)

১

"জয় কৃষ্ণ কেশব, রামরাঘব, কংসদানব-ঘাতন,
জয় পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন, কুঞ্জ-কানন-রঞ্জন।
জয় কেশি-মর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণ-মোহন,
জয় গোপ-বালক, বৎস-পালক, পূতনাবক-নাশন।
জয় গোপ-বল্লভ, ভক্ত-সল্লভ, দেব-দুর্লভ-বন্দন,
জয় বেণু-বাদক, কুঞ্জ-নাটক, পদ্ম-নন্দক-খণ্ডন।।
জয় শান্ত-কালিয়, রাধিকা-প্রিয়, নিত্য-নিস্ত্রয়-মোচন,
জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়, দ্রৌপদী-ভয়-ভঞ্জন।
জয় দেবকী-সূত, মাধবাচ্যুত, শঙ্করস্তুত-বামন,
জয় সর্ব্বতোজয়, সজ্জনোদয়, ভারতাশ্রয়-জীবন।"

হরে হরে গোবিন্দ হরে,
কালিয়-মর্দ্দন, কংস-নিসূদন, দেবকী-নন্দন রাম হরে।
মৎস্য-কচ্ছপবর, শূকর-নরহরি, বামন-ভৃগুসুত, রক্ষ-কুলারে,
শ্রীবলদেব-বৌদ্ধ, কল্কি-নারায়ণ, দেব-জনার্দ্দন, শ্রীকংসারে।
কেশব-মাধব, যাদব-যদুপতি, দৈত্যদলন, দুঃখ-ভঞ্জন শৌরে,

গোলোক-ইন্দু, গোকুল-চন্দ্র, গদাধর, গরুড়ধ্বজ, গজ-লোচন মরারে।
শ্রীপুরুষোত্তম, পরমেশ্বর-প্রভু, পরমব্রহ্ম, পরমেষ্ঠী অঘারে,
দুঃখিতে দয়াং কুরু-দেব, দেবকীসূত, দুর্ম্মতি পরমানন্দ পরিহারে।

গণেশের গীত।

(গাইতে গাইতে হলধর বাবুর বাটীর দিকে অগ্রসর।)

১

"এ মন বলরে গোবিন্দ-নাম।
আজি কালি করি, কে আর ভাবিছ, কবে তোর ঘুচিবেক কাম।
কালি যা করিবা, তুমি যে বলিছ, আজি তা কর না ভাই, আজি যা করিবা,
তা কর এখনি, কি জানি কখন যাই।
এ হেন কলিতে, মানুষ জনম, এমন আর বা কাতে,
হরিনাম দিয়া, জগতে তারিলা, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য যাতে।
সে তিন যুগের, আচার-বিচার, এখন সে সব রাখ,
বদন ভরিয়া, গৌর হরি বল, যুগের ধরম দেখ।
রসনা-বদন, বশের ভিতরে, কেবল বলিলে হয়,
আলিস করিয়া, নরকে যাইবে, কার বা এ অপচয়?
শমন-কিঙ্কর, অঙ্গুলি গণিছে, জান না কখন পাড়ে,
কহে প্রেমানন্দ. তখন কি হবে, আসিয়া চড়িলে ঘাড়ে।"

২

"বুড়া কি আর গৌরব ধর।
এ ভব সংসাব, সাগর তরিতে, হরিনাম সার কর।
পাকিল কুন্তল, গায় নাহি বল, কাঁকালি হৈয়াছে বঙ্কা,
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি, নুড়ি পড়িবার শঙ্কা।
সন্ধ্যায় শয়ন, কাস ঘন ঘন, সঘনে ডাকয়ে গলা
মুদিত নয়ন ঘুচাইয়া দেখ উদিত হৈয়াছে বেলা।
শ্বাস যে রোধন, মূত্র ঘন ঘন, সঘনে পীবহি জ্ঞানী,
তাই বলি ভাই, গৌরহরি বল, দাস বলরাম বাণী।"

হলধর বাবুর আত্ম-গ্লানি ও স্বপ্ন-দর্শন।

"আত্ম-প্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, আত্ম-গ্লানিও তেমন পাপের অবশ্যম্ভাবী-শাস্তি।" বাস্তবিক, পাপাত্মাকে কোনও না কোনও সময়ে, অনুতাপ ভোগ করতেই হয়। যখন পাপ অন্তঃকরণে জমাট বাঁধিতে থাকে, তখন আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হয় না। আমাদের হলধর বাবুর অন্তঃকরণও, এতদিন পাপের ঘন আবরণে আচ্ছাদিত ছিল; এক্ষণে ঈশ্বর কৃপায়, তাহাতে আত্ম-গ্লানির অমৃত রশ্মি প্রবেশ করিল। তিনি অতিথিগণকে তাড়াইয়া দিয়া, অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন; অন্দরে যাইয়া স্নান ও আহার করিলেন; দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না; তাঁহার মনে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল; তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আজ আমার মন এরূপ অবসন্ন বোধ হইতেছে কেন! কখনও ত এমন হয় নাই! কত গুরুতর পাপ করিয়াছি, কিন্তু চিত্তের এরূপ অবসাদ, কখনও ত উপস্থিত হয় নাই! আজ তিনটি ব্রাহ্মণকে দূর করিয়া দেওয়াতে, আমার মন হু হু করিয়া জ্বলিতেছে কেন! মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে পারি, এমন লোকও নাই; যাহার নিকট বলিব, সেই উপহাস করিবে।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, হলধর বাবুর তন্দ্রা আসিল। তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধা-স্ত্রীলোক, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; বৃদ্ধা জীর্ণা শীর্ণা হইলেও জ্যোতির্ম্ময়ী; এরূপ মূর্ত্তি, কখনও তাঁহার নয়ন গোচর হয় নাই। বৃদ্ধা বলিলেন, "ভিক্ষা দে, "কাঙ্গালের ছেলে", ভিক্ষা দে।" হলধর বাবু উত্তর করিলেন, "আমি ত ধনীর ছেলে; আমাকে "কাঙ্গালের ছেলে" বল কেন?" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "কলসী-ভরা টাকা থাকিলে কি হয়? যাহার দিবার শক্তি নাই, সেই ত কাঙ্গাল।" পুনরায়, বৃদ্ধা একটুকু ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন,—

ধান নাই, পান নাই, গোলাভরা ইঁদুর,
ভাতার নাই, পুত নাই, কপাল ভরা সিঁদুর,
কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, মুখভরা গোঁপ,
হরিনামে খোঁজ নাই, ফটিকমালা ধোপ।

হলধর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কথার অর্থ কি? বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "ধান নাই, পান নাই, গোলাভরা ইঁদুর,—অনেক লোক আছে, তাহাদের ধান্যাদি কিছুই নাই, অথচ বাড়ীতে একটি বেশ গোলাঘর আছে, তাহাতে ইঁদুর থাকে; এরূপ লোকের গোলা-ঘর রাখার কোনও সার্থকতা নাই। ভাতার

নাই, পুত নাই, কপালভরা সিঁদুর,—স্বামী-পুত্র-বিহীন-স্ত্রীলোকের কপালে সিঁদুর রাখার কোনও সার্থকতা নাই। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, মুখ ভরা গোঁপ,—যাহার কোন কাজ কর্ম্ম নাই, তাহার মুখভরা গোঁপ রাখা নিষ্প্রয়োজন,—নিষ্কর্ম্মা লোকের সৌন্দর্য্যের কোনও আদর নাই। হরিনামে খোঁজ নাই, ফটিকমালা ধোপ,—অনেক লোক আছে, মাসান্তেও একবার "হরিনাম" মুখে আনে না, কিন্তু মালাটি বেশ পরিপাটী। আমি দেখিতেছি, তোমার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ; কোনও সন্তান-সন্ততি নাই, কোনরূপ সদ্ব্যয়ও নাই, অসার গৃহস্থালী; কেবল আড়ম্বর মাত্র; অর্থের সার্থকতা কিছুই নাই, অথচ তুমি ঘোর বিষয়ী।" হলধর বাবু ভাবিতে লাগিলেন, "হাঁ, তাই ত বটে; শরীরের রক্ত জল করিয়া কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালা।" বৃদ্ধা আবার বলিলেন,—

সার্দ্ধ তিন-কুড়ি তোমার বয়স,
নাহি বেশি দিন, জীবনের আর,
তবু সাজ সজ্জা, বচন সরস,
গলদেশে দোলে মুকুতার হার।

শুভ্রকেশে সিঁতি, অবিদ্যার দাস,
হরিনাম-হারা, ধর্ম্ম-জ্ঞান হীন,
নিত্য চা-নিউস্-পেপারে বিলাস,
যাবে কি রে মূর্খ, এইভাবে দিন?

হলধর বাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন, "বৃদ্ধা যাহা বলিতেছে, সব ঠিক; আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও, ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই; পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য বেশ আছে; বুঝি আর না বুঝি, এক খানা খবরের কাগজ একান্ত আবশ্যক; "চা" না হইলে ত একেবারেই চলে না; কেবল অসার আলাপেই কাল কাটাই; ভ্রমেও হরিনাম মুখে আনি না; বৃদ্ধার কথাগুলি ত একটুকুও মিথ্যা নয়।" বৃদ্ধা আবার বলিলেন,—

আয় আয় আয়, পথে চ'লে আয়,
তোর দশা দেখে কাঁদে বিশ্বমায়,
আয় আয় আয়, পথে চলে আয়।

আয় আয় আয়, মোর পথে আয়,
পণ্য কিনিবার, দিন ব'য়ে যায়,
আয় আয় আয়, মোর পথে আয়,

আয় আয় আয়, মোর পথে আয়,
দিব আমি তোরে, প্রাণে যাহা চায়
আয় আয় আয়, মোর পথে আয়।

এই কথা বলিয়া, বৃদ্ধা এক-পা দুই-পা করিয়া, পশ্চাদগমন করিতে লাগিলেন। হলধর বাবু বলিলেন, "এস, যেওনা, যেওনা, ভিক্ষা নিয়ে যাও।" বৃদ্ধা ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন; অতঃপর, "দিব আমি তোরে, প্রাণে যাহা চায়," এই কথা চিন্তা করিতে করিতে, হলধর বাবু যেন তাঁহার অভিমুখে চলিতে লাগিলেন: দেখিলেন, সুবর্ণময় পথের দুই পার্শ্বে অপূর্ব্ব বৃক্ষ শ্রেণী; সুবর্ণ দেহ পক্ষীর মধুর গীতি তাঁহার কর্ণগোচর হইল; তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন, পথ অর্গলি-রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অর্গলের শব্দ শুনিয়া, হঠাৎ জাগরিত হইলেন; দেখিলেন, আপন পর্য্যঙ্কোপরেই শায়িত আছেন; স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া, মানসিক যন্ত্রণানুভব করিতে লাগিলেন।

মোহিনী মূর্ত্তি।

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই; নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে পাষণ্ড হলধরকে শিক্ষা দিবেন। হলধর ঘোর ইন্দ্রিয়পরায়ণ; কামিনী-কাঞ্চনই, তাহার জীবনের একমাত্র উপাস্য। সুন্দরী রমণীর কথা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইবে, এই ভাবিয়া, তিনি, কুসুমের কোমলতা, মধুর মধুরতা ও সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য আহরণ করিলেন; এই আহৃত দ্রব্যের সম্মিলনে, মায়াবলে এক দিব্য কান্তি মোহিনী মূর্ত্তির সৃষ্টি করিলেন। তদবধি কিয়ৎকাল, কুসুমের আদর, মধুর উপাদেয়ত্ব ও সুন্দরীর গৌরবের বহুল পরিণামে লাঘব হইল! সৌন্দর্য্য-জগতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল! মোহিনী হলধর বাবুকে সুপথে আনিতে আদিষ্টা হইলেন।

অলৌকিক শক্তি-সম্পন্না মোহিনী, স্বকীয় বিশ্ব-বিমোহন-সন্ন্যাসিনী-মূর্ত্তিতে,

হলধর বাবুর সিংহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারবান্ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া, বৈঠকখানা লইয়া গেল।

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু কোথায়? বিশেষ কথা আছে।" হলধর বাবু সংবাদ পাওয়ামাত্র ছুটিয়া আসিলেন, এবং তিনি মোহিনীকে দেখিয়া যেন হাতে চাঁদ পাইলেন; মনে ভাবিলেন, "আজ অতি শুভক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।"

হলধর বাবু আহ্লাদে গদগদ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কেন!

মোহিনী। কয়েকটি কথা বলিব।

হলধর বাবু। বেশ, বেশ, কি কথা বলিবে! এখানে নয়, অন্দরে চল, সেখানে তোমার সহিত আলাপ করিব।

মোহিনী। না, অন্দরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। এইখানেই কথাবার্ত্তা হইবে।

হলধর বাবু। আচ্ছা, তোমার নাম কি? ঘর বাড়ীই বা কোথায়?

মোহিনী। আমাকে কেহ বা "সন্ন্যাসিনী" কেহ বা "মোহিনী" বলিয়া ডাকে। ঘর বাড়ী নাই, যে আদর করে, তাহারই নিকট থাকি।

হলধর বাবু মনে ভাবিলেন, "মোহিনী" তাঁহার গৃহে থাকিলে, তিনি তাঁহার সুখের জন্য, লক্ষমুদ্রাও ব্যয় করিতে পারেন। আবার পরক্ষণেই, স্বপ্নদৃষ্টা বৃদ্ধা ও তাঁহার কথাগুলি মনে পড়িল। কিয়ৎকাল তিনি নীরব রহিলেন।

অনন্তর, গণেশ হরি-সঙ্কীর্ত্তণ করিতে করিতে, বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। "মন বলরে গোবিন্দ নাম," "পাকিল কুন্তল গায় নাহি বল," ইত্যাদি বাক্যগুলি, হলধর বাবুর হৃদয় শেলবৎ বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি গান বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন।

মোহিনীকে দর্শন মাত্র, হলধর বাবু যেন আত্মহারা হইলেন! তিনি দেওয়ান ও অমাত্যগণকে জানাইলেন, "আজ রাত্রি আট ঘটিকার সময়, নাট্য-মন্দিরে মোহিনীর গান হইবে।" অমাত্যগণের অন্তঃপুরেও আজ আনন্দের উৎস উঠিল; তাহারা প্রস্তুত হইতে লাগিল। গণেশও গান শুনিতে অভিলাষী হইলেন।

রাত্রি ৮টা বাজিল; মোলিনী আসরে অবতীর্ণা হইলেন। সমবেত নরনারীগণ তাঁহার দিকে চিত্রপুত্তলির ন্যায়, দৃষ্টি-যোজনা করিয়া রহিল। এরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, কখন কাহারও নয়ন-গোচর হইয়াছিল কিনা, মনে পড়িল না!

অতঃপর মোহিনীর মধুর সঙ্গীত আরম্ভ হইল।

মোহিনীর গীত।

ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে,
দুলহ মানুষ জনম, সৎসঙ্গে তরহ এ ভব সিন্ধু রে।
শীত আতপ, বাত বরিখ, এ দিন যামিনী জাগি রে,
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন, চপল সুখলব লাগি রে।
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে,
কমল দল জল, জীবন টলমল, ভজহুঁ হরি-পদ নিত রে।
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন, পাদ সেবন দাসী রে,
পূজন সখীজন, আত্ম-নিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষী রে।

আহা! কি শ্রবণ-মনোমোহন গান! কি দিব্য বদন-বিভা! দর্শকগণ দেশ-কাল বিস্মৃত হইয়া, মুখ-ব্যাদান পূর্ব্বক, কাব্য-কলার সুমধুর বিকাশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মোহিনী দেখিলেন, সব বিমুগ্ধ, নীরব ও নিস্তব্ধ; সব তাঁহার করতলগত; রূপের উন্মাদনায় ও সঙ্গীতের মোহময় মন্ত্রে সব আবদ্ধ; এক্ষণে যাহা বলিবেন, সকলই চিত্তাকর্ষক হইবে; একটি কথাও নিষ্ফল হইবে না।

মোহিনী বিনীতভাবে বলিলেন, "হলধর বাবু, দয়া করে এখানে আসিবে কি?" হলধর বাবু, তৎক্ষণাৎ মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায়, তাঁহার নিকট যাইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন।

মোহিনী। গানটি কেমন বোধ হ'ল?

হলধর বাবু। কেমন, তাহা জানি না; এমন কখনও শুনি নাই; আমার জ্ঞান নাই; মোহিনী আমায় রক্ষা কর।

মোহিনী। আচ্ছা, তোমার বয়স কত?

হলধর। সত্তর বৎসর।

মোহিনী। তোমার সম্পত্তির আয় কত?

হলধর। খরচ বাদে দুই লক্ষ টাকার উপর।

মোহিনী। তোমার বাটীতে দেব-সেবা, অতিথি-সেবা ও ব্রাহ্মণ-সেবা কখনও হয়?

হলধর। না।

মোহিনী। তবে আর তোমার খরচ কি?

হলধর। অমাত্যগণের মাহিনা, পাইক-বরকন্ডাজদের মাহিনা, ১০টি হস্তী, ১৫টি

ঘোড়া, ৫খানা গাড়ী, নাচ-গান, থিয়েটার ও মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা কারণে, অনেক অর্থ ব্যয় হয়।

মোহিনী। তুমি ধর্ম্ম-পথে চলিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর না কেন?

হলধর। ধর্ম্মের লক্ষণ কি, এবং ধর্ম্ম-পথই বা কি, কিছুই জানি না।

মোহিনী বলিলেন, তবে শুন--

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং, শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যম ক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্।। মনুঃ

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মন-সংযম, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, আত্ম-জ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা ও অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

ইজ্যাধ্যয়ন দানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।
অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ।

যজ্ঞ, ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও অলোভ এই আটটি ধর্ম্মের পথ। দেখ, ধর্ম্ম ভিন্ন লোকের গতি নাই; ধর্ম্মই, ইহকাল ও পরকালের সহায়; ধর্ম্মই তোমার সঙ্গে যাইবে; এই অতুল ঐশ্বর্য্য, এই আজ্ঞাকারী ভৃত্যগণ, এই বিলাস-বিভ্রম, কিছুই সঙ্গে যাইবে না। অতএব ধর্ম্মপথ অনুসরণ কর; ধর্ম্মসাধনে জীবন যাপন কর। এখনও সময় আছে; এখনও শ্রীবৃন্দাবন-স্বামী তোমায় ক্ষমা করিতে পারেন।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।।

একমাত্র ধর্ম্মই সুহৃদ, মরিলেও তিনি সঙ্গে যান; তদ্ভিন্ন পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই শরীরের সহিত লয় প্রাপ্ত হয়।

আহার-নিদ্রা-ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎপশুভির্নরাণাম্,
ধর্ম্মোহি তেযামধিকোবিশেষো—
ধর্ম্মেণহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

আহার, নিদ্রা, ভয়, ও মৈথুন, এই সকল কার্য্য, মনুষ্য ও পশু উভয়ের মধ্যেই একরূপ; মনুষ্যের মধ্যে কেবল ধর্ম্মই অধিক বিশেষ; সুতরাং যে সকল মনুষ্য ধর্ম্মহীন, তাহাদের সহিত পশুদের আর কোন ইতর বিশেষ নাই।

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদী-বেগোপমং যৌবনম্,
আয়ুষ্যং জল-বিন্দু লোল চপলং ফেণোপমং জীবিতম্,
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিন্দিতমতিঃ স্বর্গার্গলোদঘাটনম্,
পশ্চাত্তাপ যুতো জরা-পরিগতঃ শোকগ্নিনা দহ্যতে।।

ধন পায়ের ধূলোর ন্যায়, যৌবন পাহাড়ে নদীর বেগের ন্যায়, পরমায়ু জল-বিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, আর জীবন ফেণার ন্যায়. ইহা জানিয়াও যে মন্দ-মতি, স্বর্গের অর্গলের উদ্‌ঘাটক যে ধর্ম্ম, তাহা না করে, সেই ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থায় জরাক্রান্ত হইলে, তাপিত হইয়া শোকরূপ অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে থাকে। অতএব হলধর বাবু, তুমি কামিনী কাঞ্চনের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। এখনও তন্ময়ভাবে সেই প্রেমময়ের প্রীতিকর কার্য্য করিত পারিলে, তাঁহার কৃপার কিঞ্চিৎ অধিকারী হইতে পার।

মোহিনী আরও বলিলেন;—

বেণুর্নলঃ কর্কটকাশরম্ভাঃ বিনাশকালে ফলমুগুবন্তি,

এবং নরাঃ ভাগ্যবিনাশকালে দ্যূতঞ্চ মদ্যঞ্চ পরস্ত্রিয়ঞ্চ।

যেরূপ বাঁশ, নল, কাঁকড়া, কেশে ও কলাগাছ, বিনাশ-কালে ফল প্রসব করে, সেইরূপ ভাগ্য-বিনাশ কালে মনুষ্যগণ দ্যূতে, মদ্যে ও পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে।

তুমি নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছ; এক্ষণে এই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে, বহু চেষ্টা আবশ্যক। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তোমার সর্ব্বনাশের মূল কুসংসর্গ পরিত্যাগ কর এবং সর্ব্ব-শুভ-নিদান সাধুসঙ্গ আশ্রয় কর। দেখ, শত শত উপায় ও উপদেশ দ্বারা যাহা সম্পাদন করিতে পারা না যায়, এক সাধু সঙ্গের প্রভাবে, তাহা সহজেই সংসাধিত হইয়া থাকে। সদুপদেশ, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায় বটে, কিন্তু, সৎসংসর্গ ভিন্ন, ঐ প্রবৃত্তি কার্য্যে পরিণত হয় না। পণ্ডিতগণ সাধুসঙ্গের গুণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যম্,

মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি,

চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিম্,

সৎ সঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাম্?

সৎসঙ্গে বুদ্ধির জড়তা যায়, সৎসঙ্গের বলে সত্য বাক্য নির্গত হয়, মানের বৃদ্ধি হয়, পাপ মোচন হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং দিগ্দিগন্তরে যশঃ বিস্তৃত হয়। অতএব বল, সাধু-সঙ্গে পুরুষেরা কি না করে?

হলধর। দেবি! আপনি কে? আমাকে এরূপ উপদেশ ত কখনও কেহ প্রদান করে নাই। চাটুকারগণ কেবল অযথা স্তুতিবাদ করিয়া, আমার মন ঘোর পাপের আবরণে আচ্ছাদিত রাখিয়াছে। আপনার উপদেশের অমৃতধারা, সেই আবরণের শক্তি ভেদ করিয়া, আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আপনিই

আমার রক্ষাকর্ত্রী। আপনার এক একটি কথা যেন আমার অন্তঃকরণে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে। হায়! আমি কি করিয়াছি! সত্তর বৎসর বয়স হইল, এক দিনের জন্যও, কোনও পুণ্য-কার্য্য করি নাই! আমার মন পাপের আধার! পঞ্চম-কারের সেবা, আমি বড়ই ভালবাসি! এই ম-কারের সেবাই, আমার সর্ব্বনাশ করিল। দেবি! আমার মন স্থির করিয়া দিন।

মোহিনী। আচ্ছা, তোমার মানসিক সুখ কেমন?

হলধর। কিছুমাত্র নাই।

মোহিনী। কেন? তুমি ত আমোদ-প্রমোদেই সময় কর্ত্তন কর, তবে আবার তোমার অসুখ কি?

হলধর। না, মনে শান্তি নাই।

মোহিনী। তাহা সম্ভব বটে; কারণ, পাপই অশান্তির প্রসূতি; ধর্ম্ম-পথ ভিন্ন কোথায়ও সুখ-শান্তি নাই। তাই বলিতেছি, ইন্দ্রিয়-সংযম শিক্ষা কর; সদ্ভাব ও সৎসংসর্গে জীবন-যাপন কর। দেখ, জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্ম-ফলই ভোগ করিয়া থাকে। কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; কেহ রাজা, কেহ প্রজা; কেহ পাপী, কেহ তাপী; কর্ম্ম-ফলই ইহার মূল কারণ।

পণ্ডিতগণ বলেন;—

কশ্চিচ্চিরায়ূ রোগীচাপ্য রোগীচাপি কশ্চন,
কশ্চিদ্ধনী দরিদ্রশ্চ কশ্চিদেবহি কর্ম্মণা।

কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ রোগী, কেহ অরোগী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, এ সকল কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে।

কশ্চিদ্দদাতি রত্নঞ্চ কশ্চিদ্ভিক্ষাং করোতি চ,
কশ্চিৎ সূক্ষ্মাংশুকাধারী কশ্চিজ্জীর্ণপটীজনঃ।

কেহ রত্ন দান করে, কেহ বা ভিক্ষা করে; কেহ সূক্ষ্ম বস্ত্রে শরীর সুশোভিত করে, কেহ বা জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে।

কশ্চিন্নগ্নোহন্যাহারী সুধা-ভোজী চ কশ্চন,
কশ্চিচ্চ সুন্দরঃ শ্রীমান্ গলৎ-কুষ্ঠী চ কশ্চন।

কেহ উলঙ্গ, কেহ আনাহারী, কেহ সুধা-ভোজী, কেহ সুন্দর, কেহ শ্রীমান্, কেহ বা গলিত-কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত; এ সকল কর্ম্ম-ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

কশ্চিদ্যাতি চ রাজেন্দ্রো দিব্য যানেন কর্ম্মণা,
কশ্চিৎ কীট পতঙ্গেষু কশ্চিৎ পশ্বাদি যোনিষু।

কেহ রাজ-রাজেশ্বর হইয়া, দিব্য-যানাদিতে আরোহণ করিয়া বেড়ায়; কেহ কর্ম্ম-ফলে কীট-পতঙ্গ ও পশু-যোনি প্রাপ্ত হয়।

কশ্চিৎ কৃষ্ণশ্চ গৌরশ্চ শ্যামলশ্চ স্বকর্ম্মণা,
কশ্চিদ্ভক্ত্যাচ প্রাপ্নোতি কৃষ্ণ-দাস্যং সুদুর্লভম্।

কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং কেহ ভক্তি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুদুর্লভ দাসত্ব লাভ করিয়া থাকে।

প্রাক্তনাৎ সুখ দুঃখে চ রোগং শোকং ভয়ং পিতঃ,
সুমৃত্যুরূপ মৃত্যুর্ব্বা চিরায়ুরল্প জীবনঃ।।

হে তাতঃ প্রাক্তন হইতেই সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক ও ভয় ইত্যাদি উপস্থিত হয় এবং সুমৃত্যু, অপমৃত্যু, দীর্ঘায়ুঃ ও অল্পায়ুঃ, ইহাও প্রাক্তন হইতেই হইয়া থাকে।

আকাশমুৎ পততু গচ্ছতু বা দিগন্তম্,
অম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টম্,
জন্মান্তরার্জ্জিত-শুভাশুভ-কৃন্নরাণাম্,
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্মফলানুবন্ধঃ।

হে জনগণ! তোমরা আকাশেই উড়িয়া বেড়াও, দিগ্দিগন্তেই চলিয়া যাও, সমুদ্র মধ্যেই প্রবেশ কর, কিম্বা যেখানে সেখানেই বাস কর, কোন মতেই কর্ম্ম-ফল এড়াইতে পারিবে না; নিজ ছায়ার ন্যায়, কর্ম্ম-ফল সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, কখনও পরিত্যাগ করে না।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে,
একোহনু ভুঙক্তে সুকৃতমেক এবহি দুষ্কৃতম্।

জীব একাকী জন্মে, একাকীই লয় প্রাপ্ত হয়; সৎকার্য্য করিলে একাকীই তাহার ফল ভোগ করে; আর পাপাচরণ করিলেও, একাকীই শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে।

হলধর বাবু, যাবৎ তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ অনন্ত কর্ম্ম, শৌচ, তপ, যজ্ঞ ও তীর্থ যাত্রাদি গমন, ইত্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। এখনও সময় আছে; এখনও শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র তোমায় ক্ষমা করিতে পারেন।

নামে রুচি, জীবে দয়া, সজ্জন সেবন,—
সর্ব্ব ধর্ম্ম সার, তুমি জেন সনাতন।

স্থূলতঃ তুমি এই বাক্যটির মর্ম্ম বুঝিয়া কার্য্য করিলেও, ভগবানের কৃপা লাভে সমর্থ হইতে পার।

হলধর। আপনার আশ্বাস-বাণীতে আমার হতাশ-প্রাণে আশার সঞ্চার হইতেছে। হায়! পতিত-পাবন নারায়ণ কি এ নরাধমের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করিবেন?

মোহিনী। যদি নারায়ণে আত্মসমর্পণ কর, তবে অবশ্যই তিনি তোমায় দয়া করিবেন। তোমাকে আরও কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, "আচ্ছা, বলত, লোক "বোবা" হয় কেন?"

হলধর। জানি না।

মোহিনী। যে অন্যকে দুর্ব্বাক্য বলে, দু-কথা অন্যের নিকট বলিয়া, যে পরোপকার করিতে কুণ্ঠিত, ভ্রমেও যে ঈশ্বরের নাম মুখে আনে না, এবং পরনিন্দা যাহার প্রিয় কার্য্য, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক বাক্‌শক্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক বধির হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে দুঃখীর ক্রন্দন, মাতা পিতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের সদুপদেশ কিম্বা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করে না, এবং যে হরি-গুণ-গান শ্রবণে কুণ্ঠিত হয়, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক শ্রবণ-শক্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক অন্ধ হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে ব্যক্তি কখনও দেব দর্শন করে না, এবং দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া শক্তি-সত্ত্বেও তাহা দূর করিতে চেষ্টা না করে, অথবা এই বিশ্ব-রাজ্যের বিশালত্ব ও চমৎকারিত্ব দর্শন করিয়া, বিভুর মহিমায় যে বিমুগ্ধ না হয়, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক দৃষ্টি-শক্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক পঙ্গু হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে ব্যক্তি কোনও পুণ্য-স্থানে গমন করে না, এবং পরোপকারার্থে স্থানান্তরে গমন করিতে কুণ্ঠিত হয়, অথবা এ বিশ্ব-রাজ্যে অশান্তির বীজ-বপনের জন্যই, কেবল স্বীয় পদ-যুগল ব্যবহার করে, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক চলৎ-শক্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক পাগল হয় কেন, জান?

হলধর। না।

মোহিনী। যে ব্যক্তি কখনও সুচিন্তা করে না; যাহার অন্তরে কিছুমাত্র ধর্ম্ম-ভাব নাই, এবং যে পরের অমঙ্গলের জন্য সতত ব্যাকুল, অথবা পরস্ত্রী বিষয়ক চিন্তা যাহার মন অধিকার করিয়া থাকে, ভগবান্ মনে করেন, এ ব্যক্তি চিন্তা-শক্তি হইতে বঞ্চিত অর্থাৎ "পাগল" হওয়ার যোগ্য।

মোহিনী। লোক রুগ্ন হয় কেন, জান?
হলধর। না।
মোহিনী। যে ব্যক্তি অন্যকে সতত যন্ত্রণা দেয়, এবং আশ্রিত, আগন্তুক কি পরিবারবর্গস্থ লোকদিগকে যথা-শক্তি ভরণ-পোষণ করিতে কৃপণতা প্রকাশ করে, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক সুখী ও ভোগী হওয়ার যোগ্য; সে রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে এবং অনশনে অথবা অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে।
মোহিনী। লোক হস্ত-শূন্য হয় কেন, জান?
হলধর। না।
মোহিনী। যে ব্যক্তি হস্তদ্বারা অন্যকে কিছু দান করে না, কিম্বা উৎকোচ গ্রহণ করিছে সদাই উৎসুক, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক হস্তলাভ হইতে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য।
মোহিনী। লোক ক্লীব হয় কেন, জান?
হলধর। না।
মোহিনী। যে ব্যক্তি অবিধ ইন্দ্রিয়-সেবায় নিমগ্ন হইয়া, সন্তনোৎপাদিকা শক্তির অপব্যবহার করে, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ ক্লীব হওয়ার যোগ্য।
মোহিনী। লোক দরিদ্র হয় কেন, জান?
হলধর। না।
মোহিনী। যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল পায়। প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও, যে ব্যক্তি সদ্ব্যয়ে কাতর ও পরাশ্রু-মোচনে কুণ্ঠিত, যাহার দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র, হৃদয় অতি অপ্রশস্ত, এবং যে অভিমান ও অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি, ভগবান্ মনে করেন, এরূপ লোক ধনাধিপতি হওয়ার অযোগ্য; সে জন্মান্তরে নিশ্চয়ই দরিদ্র হইবে।
মোহিনী। আজ মধ্যাহ্নে তিনটি ব্রাহ্মণ-অতিথিকে অপমানিত করিলে কেন?
হলধর। দেবি! আমি পশু, তাঁহাদের মর্য্যাদা কি বুঝি!
মোহিনী। অতিথি-সেবার মাহাত্ম্য জান?
হলধর। না।
মোহিনী। পণ্ডিত বলেন ঃ—
উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথা যোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।।
অধম জাতির লোকও উত্তম জাতির আলয়ে উপস্থিত হইলে, যথাযোগ্য পূজনীয়; কারণ, অতিথি সর্ব্বদেব-স্বরূপ।

অতিথিঃ পূজিতো যেন বিশ্বঞ্চ তেন পূজিতম্।
অতিথির্যস্য তুষ্টো হি তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।।

অতিথিকে পূজা করিলেই, সমুদয় বিশ্বকে পূজা করা হয়, এবং অতিথি তুষ্ট হইলেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন।

অধিষ্ঠাতাতিথির্গেহে সন্ততং সর্ব্ব দেবতা।
তীর্থান্যেতানি সর্ব্বাণি পুণ্যানিচ ব্রতানিচ।।

অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে, সকল দেবতাই উপস্থিত হন, এবং সমুদায় তীর্থ ও ব্রতাদির পুণ্য-লাভ হয়।

তপাংসি যজ্ঞাঃসত্যঞ্চ শীলং ধর্ম্মঃ সুকর্ম্মচ।
অপূজিতৈ রতিথিভিঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে প্রযান্তি তে।।

অতিথি বিমুখ হইলে, তপ, যজ্ঞ, সত্য, শীলতা, ধর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম, এই সকলই তাহার সঙ্গে প্রস্থান করিয়া থাকে।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য দেবশ্চ পুণ্যধর্ম্মহুতাশনাঃ।।
যশঃ প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মীশ্চাপীষ্টদেবো গুরুস্তথা।
নিরাশাঃ প্রতি গচ্ছন্তি ত্যক্ত্বাতং পাপমানবম্।।

অতিথি যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার পিতৃগণ, দেবতা, পুণ্য, ধর্ম্ম, অগ্নি, যশ, প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্মী, ইস্টদেব ও গুরু, সকলেই সেই পাপপুরুষকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।।

অতিথি নিরাশ হইয়া কাহারও গৃহ হইতে ফিরিয়া গেলে, সে আপন পাপ গৃহীকে দিয়া, গৃহীব পুণ্য লইয়া যায়।

শ্লাঘ্যঃ স একো ভুবি মানবানাং,
স উত্তমঃ সৎপুরুষঃ স ধন্যঃ,
যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা,
নাশা-বিভঙ্গা বিমুখাঃ প্রয়ান্তি।।

পৃথিবীতে মনুষ্যগণের মধ্যে কেবল সেই ব্যক্তিই প্রশংসিত, সেই উত্তম, সেই সৎপুরুষ, সেই ধন্য, যাহার নিকট হইতে প্রার্থী ও আশ্রিত লোক সকল নিরাশ ও বিমুখ হইয়া না যায়।

তৃণানি ভূমি রুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাংগেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।।

আসন, স্থান, জল এবং প্রিয় ও সত্যবাক্য, এই সকল, সৎলোকের গৃহে কখনও অপ্রাপ্য হয় না;—সুতরাং ধন না থাকিলেও, ঐ সকল বস্তু ও প্রিয় বাক্যদ্বারা অতিথিকে অভ্যর্থনা করা যাইতে পারে।

আমি দেখিতেছি, তোমার জীবন পাপ-সলিলের একটি ভয়াবহ প্রস্রবণ স্বরূপ। যে যে অপরাধ করিলে, লোক, মূক, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, ক্লীব, রুগ্ন ও দরিদ্র হয়, তোমাকর্ত্তৃক তৎসমস্তই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তুমি সমস্ত জীবনে এমন কোন সৎকার্য্য কর নাই, যাহার পুণ্য-প্রভাবে, সেই সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পার। তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও, অন্নদানে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছ। জীবনে যে কয়েকটি দান করিয়াছ, তাহাও সদুদ্দেশ্যে নহে,—যেমন, বিরজা বাইয়ের বিড়ালের বিবাহে বায়ান্ন হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছ; রামনগরের থিয়েটার কোম্পানিতে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছ; ইত্যাদি। এখনও সময় আছে, সাবধান হও; সেই চিন্তামণির পদ-প্রান্তে আত্ম-সমর্পণ কর; এখনও তিনি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন

ময্যেব মন আধৎ স্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিয্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।।

তুমি মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতে বাস করিতে পারিবে; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
সর্ব্বে বিমুচ্যতে সদ্যে যস্য বিষ্ণুপরং মনঃ।।

কোন ব্যক্তি মহাপাপ অথবা যত প্রকার পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ করিয়াও, যদি বিষ্ণুতে মন সমর্পণ করে, তবে সেই ব্যক্তিও, তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।

হলধর। আপনি মানবী নহেন, নিশ্চয়ই দেবী; এ পাষণ্ডকে মুক্ত করার জন্যই, এস্থানে আগমন করিয়াছেন। আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম; আপনি আমাকে চক্ষু দিলেন। আমি সৎকার্য্যে একটি পয়সাও ব্যয় করি নাই; আমার অর্থ কেবল পাপ-কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়াছে। অতিথি দেখিলেই জ্বলিয়া উঠিতাম! হায়! আমি কি পাষণ্ড! অতিথি-সেবার যে এত মাহাত্ম্য, তাহা জানিতাম না!

মোহিনী। তোমার যে আত্ম-গ্লানি জন্মিয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ বটে। অনুতাপাগ্নিতে পাপ-রাশি ভস্ম করিতে থাক, তোমার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

মোহিনী কথা বলিবার সময়, এরূপ ঐন্দ্রজালিক শক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন

যে, শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার কথায় কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করিল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এখনও তাহারা নাগ-পাশে আবদ্ধ আছে; তিনি যাহা বলিবেন, তাহার কিছুই নিষ্ফল হইবে না।

মোহিনী শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা আরও কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আমি আরও কয়েকটি কথা বলিতেছি :

তোমরা কি ছিলে, আর এক্ষণে কি হইয়াছ, একবার ভাব দেখি? যে দেশ সদাচার ও সদ্ভাবের জন্মভূমি, যে দেশে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অন্যায় ও অত্যাচার স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইত! "মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ," এই মহাবাক্য যে দেশের লোকের হৃদয়ে মূলমন্ত্রের ন্যায় নিহিত ছিল, সে দেশের লোকোর মানসিক অবস্থা সন্দর্শনে, আজ কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? ধিক্ তোমাদের ধন-গৌরবে! ধিক্ তোমাদের জ্ঞান-গরিমায়! ধিক্ তোমাদের পদ-মর্য্যাদায়!

মোহিনীর কথা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিল! যখন তাহাদের জ্ঞান হইল, দেখিল, মোহিনী অন্তর্হিতা! মোহিনী সভা-স্থলে নাই!

মোহিনীর জন্য চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু, কোথায়ও তাঁহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। সকলে ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইল!

এই অলোক-সামান্যা রমণী-মূর্ত্তির অন্তর্ধান দেখিয়া, গণপতি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—বলিলেন, "মা! আবার আসিবে কি? আবার এরূপ মোহময় মধুর কণ্ঠ-বিনিঃসৃত-বচনামৃত-বর্ষণে, এই মৃত-কল্প ভারত-সন্তানকে নবজীবন-শক্তি প্রদান করিবে কি? মা! আমাদেব সে সাধনা নাই, তাই তোমায় পূজা করিতে পারিলাম না! আমরা নিতান্ত ভাগ্যহীন, তাই তোমায় রাখিতে পারিলাম না! গৃহ-লক্ষ্মীগণ, তোমরাই মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, স্ব স্ব বিপথগামী পতি-পুত্রকে সুপথে আনয়ন কর মা! এই অধঃপতিত দেশের উদ্ধারের ভার, আজ তোমাদের হস্তেই সমর্পিত হয়েছে মা!"

অতঃপর গণপতি কিছু স্থির হইয়া, হলধর বাবুর অনুমতিক্রমে একটি গান আরম্ভ করিলেন :

"নিদানের বন্ধু তুমি শুনিয়াছ হরি!
মুই পাপী দুরাচার, সাধন-ভজন-হীন,
পরিণাম ভাবি এবে মরি।।
ঘোর বৃদ্ধকাল আইল, অন্ত দন্ত সব গেল,
দুর্ব্বাসনা গেল না কেবল।
ধবল হইল কেশ, তবু অঙ্গের করি বেশ,

মুই প্রভু অবুঝ পাগল।।
জানি এ মাটির দেহ, মাটিতেই ঘুরি ফিরি,
অন্তিমেও হৈয়া যাবে মাটি।
কিন্তু কি বিষম ভুল, চন্দন সুগন্ধ তৈলে,
সদা তায় করি পরিপাটী।।
জনম আঁধল যেই, সে যদি গর্ত্তেতে পড়ে,
ধ'রে তুলে যে থাকয়ে কাছে।
নয়ন থাকিতে যেই, ভব-কূপে ডুবে মরে,
তার আর কি সহায় আছে?
কিন্তু হরি-ভব রোগে, তব নাম মহৌষধি,
শাস্ত্র আর সাধু-মুখে শুনি।
দিয়াছি তোমাতে ভার, এ দাসেরে কর পার,
দিয়া হরি চরণ-তরণী।।"

হলধর বাবু। বড়ই মধুর বোধ হইতেছে! আর একটি গান শুনতে ইচ্ছা হয়।

গণেশ পুনরায় গাইতে আরম্ভ করিলেন :

"নাহি বেলা আর, ওরে মন আমার,
কররে একবার শ্রীহরি-স্মরণ।
রাম কৃষ্ণহরি, মাধব-মুরারি,
বল বল, কর সফল জীবন।।
মুদিয়া নয়ন, ভাব হৃদাকাশে,
পীতবাসে, নব নীরদ-প্রকাশে।
মাতি নাম রসে, নাচরে উল্লাসে,
কর মনে প্রাণে, হরি নাম সাধন।।
সম্মুখে তোমার, ভব-পারাবার,
কিসে হবে পার, চিন্তা কর তার।
শ্রীগুরু-কাণ্ডারী, ভক্তি-রজ্জু ধরি,
(একবার) হরি নামের তরি কর আরোহণ।।
ভবরাধ্য ধন, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত,
পথেরি সম্বল কর রে সঞ্চিত।
কর হরিধ্বনি, হবে দেহ পূত,
যাবে পাপ তাঁপ, জুড়াবে জীবন।।"

হলধর। আহা! কি মধুর! আর একটি গান করুন।

গণেশ গাইতে লাগিলেন :

এমন সুধার হরিনাম, হরি বল না!
সাধের পণে কিনবে হরি, সাধ কেন তোর হলো না!
(পাপী তাপী নাইকোরে বিচার)
হরি ডাকলে পরে তাঁর, করুণার তুলনা নাহি আর,
প্রেমে হওরে মাতোয়ারা, মিছে মদে ভুলো না।"

হলধর। আহা! "হরিনাম" কতই মধুর বোধ হইতেছে, এমন ত কখনও হয় নাই! আমি ধন্য! আমার এ পাপ-পুরী ধন্য! হরি! এ নরাধমে কৃপা করিবে কি? আমি মহাপাপী, মহাপাষণ্ড , কলির বরপুত্র, নরকের কীট, জ্ঞান-হীন ও ভক্তি-হীন; তোমাকে ডাকিতে আমার অধিকার আছে কি? ঠাকুর, আপনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী দেবতা; মোহিনীও নিশ্চয়ই দেবী; এ পাষণ্ডকে মুক্ত করার জন্যই, আপনারা নরাধমের আলয়ে আগমন করিয়াছেন। আমি যেন আপনাদের হরির দাস হইতে পারি। প্রিয় বন্ধুগণ, এ পাষণ্ড হলধরের শেষ উপদেশগুলি গ্রহণ করিও,—"কুসংসর্গই যাবতীয় অনর্থের মূল; ধর্ম্ম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই; ধর্ম্মই ইহকাল এ পরকালের সহায়: আর ইন্দ্রিয়-সংযমই সর্ব্বপ্রধান ব্রত; ইহার উপরই জীবের মুক্তি প্রতিষ্ঠিত। বন্ধুগণ, তোমরা ভারতবাসীর হাহাকার, অভাব, অশান্তি ও অধর্ম্মানুরাগ দূর করিও; আমি হতভাগ্য, পাষণ্ড , আর সংসারে থাকিব না; তোমরা মায়ের সুসন্তান হইও।"

অনন্তর সমবেত নরনারীগণ, পূর্ণ হৃদয়ে, স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করিলেন। হলধর বাবু গণেশকে তাঁহার গৃহেই রাত্রি যাপন করিতে অনুরোধ করিলেন; তিনি তাহা অতি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া, এই গানটি গাইতে গাইতে, সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

"অপার হরি নামের মহিমা।
প্রাণ কর শীতল, বোল হরি বোল্, ঘুচবে মনের কালিমা।।
হরিনামে পাষাণ গলে, আয় ডাকি আয়, হরি বোলে।
হরি হৃদয়-মাঝে উদয় হবে, হরি প্রেমের নাই সীমা।।"

এ দিকে মোহিনী অদৃশ্যভাবে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহার কার্য্য-কুশলতায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তদবধি কুসুম-দাম, মধুরাশি ও সুন্দরীগণ পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিল। নারদ ও গণেশ যথাস্থান হইতে সঙ্কীর্ত্তণ করিয়া ফিরিলেন। গণেশ একান্ত আগ্রহের সহিত হলধর বাবুর

বাটীর যাবতীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ সাতিশয় ধীরতার সহিত উত্তর করিলেন, "বৎস, হয় ত কোনও দেবী আসিয়া থাকিবেন; যাহা হউক, হলধরের যে আত্মগ্লানি জন্মিয়াছে, ইহা আশার কথা বটে। যে হলধরের বাটীতে ভিক্ষুকগণ এক মুষ্টি "ক্ষুদও" ভিক্ষা পাইত না, দেখিও, সেই হলধর "দেবীর অন্নক্ষেত্র" নামে শীঘ্রই একটি অতিথিশালা স্থাপন করিবে! যে হলধরের নিকট হরিনাম বিষবৎ প্রতীয়মান হইত, সে আজ সেই হরির "দাস" হইবার অভিলাষী! ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে! বৎস! আমি দেখিতেছি, রোগ এখন চিকিৎসাধীন; এখনও গুরুর সদুপদেশ ও বিবেকের অনুশাসন একেবারে উপেক্ষিত হয় না; ভারত-সন্তানগণ যত্ন ও চেষ্টা করিলে, এখনও পূর্ব্ব গৌরবলাভে সমর্থ হইতে পারিবে।"

অতঃপর তাঁহারা আহার করিয়া, স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, "এই কুটীরবাসী, ধর্ম্ম-মতি দম্পতীর ন্যায়, বহুকাল তাঁহাদিগকে এরূপ আদর ও যত্ন কেহ কখনও করে নাই। এমন তন্ময় ভাব, অন্য কোথায়ও তাঁহাদের নয়নগোচর হয় নাই!

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী অতিথি-সেবা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। মহামুনি নারদ শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আহা! ক্ষুধিতকে অন্নদানে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দানে ও পরদুঃখ-বিমোচনে কি আনন্দ! এরূপ নির্ম্মল সুখ-সম্ভোগে যাহার অভিলাষ নাই, তাহাব মানব দেহ ধারণ, কেবল মাংস-পিণ্ডের ভার-বহন ভিন্ন, আর কিছুই নয়! সুরম্য হর্ম্ম্য-তল-বাসী হলধর বাবু অতিথি সৎকারের জন্য, প্রতি বৎসর লক্ষ-মুদ্রাও ব্যয় করিতে পারিতেন; কিন্তু, তাঁহার সদ্ব্যয়ের প্রবৃত্তি একেবারেই ছিল না; পক্ষান্তরে, কুটীরবাসী ও শাকান্নভোজী ব্রাহ্মণ দম্পতী, আয়াস-লব্ধ আহার্য্য দ্বারাও, অভুক্ত অতিথির ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করেন। এ সংসারের নিয়ম অতি বিচিত্র! যাহার ইচ্ছা আছে, তাহার সামর্থ্য নাই! আবার যাহার সামর্থ্য আছে, তাহার ইচ্ছা নাই! ভগবন! তোমার এ রহস্য ভেদ করা আমাদের অসাধ্য!

কথিত আছে :

পরোপকার সচ্চর্য্যা জ্ঞানং যত্র ন ভাস্বরম্।
বৃথা বহতি তজ্জীবঃ শরীরং ব্যাধি-মন্দিরম্।।

অর্থাৎ পরোপকার, সদাচরণ ও জ্ঞান যাহার দেহে স্ফূর্ত্তি না পায়, তাহার ব্যাধি-মন্দির এই দেহ ধারণ করা বৃথা।

দেবগণের নন্দীগ্রাম পরিত্যাগ।

রাত্রি প্রভাত হইল। দেবগণ উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী তাঁহাদের পদ-ধূলি লইলেন। নারায়ণ বলিলেন, "আমরা তোমাদের ব্যবহারে যারপর নাই প্রীতি-লাভ করিলাম। টাকা পয়সা লোক বড় হয় না; যাহার অন্তঃকরণ বড়, সেই প্রকৃত বড় লোক।"

দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ শান্তিঃ
যূনাং তপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্,
ইচ্ছা-নিবৃত্তিশ্চ সুখাসিতানাম্
দয়া চ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি।।

দরিদ্র ব্যক্তির দান, ক্ষমতাপন্নের ক্ষমা, যুবার তপস্যা, জ্ঞানবানের মৌনভাব, সুখীর সুখে অনিচ্ছা, আর সর্ব্বভূতে দয়া, এ সকলই স্বর্গ-গমনের উপায়। কোনও চিন্তা করিও না; ভগবানে আত্ম-সমর্পণ কর; তোমাদের সুখের সময় অতি নিকটবর্ত্তী; এক্ষণে আমাদিগকে বিদায় দাও," এই বলিয়া নারায়ণ, নারদ ও গণপতিসহ স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন।

হলধর বাবুর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দর্শনে, নারায়ণের মনে এই চিন্তার উদয় হইল,—"হায়! এ দেশের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ লোকই ত দেব-দ্বিজে ভক্তিশূন্য এবং ঐহিক সুখ-সম্ভোগে ব্যতিব্যস্ত! অনেকেই ত উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ও পারলৌকিক চিন্তায় সম্পূর্ণ উদাসীন! আহা! এই বৃত্তান্ত-শ্রবণে কলুষময় একটি জীবনও যদি সুপথগামী হয়, তবে আমার কতই না আনন্দের বিষয় হইবে!"

হলধর বাবুর অপূর্ব্ব ঘটনা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। কেহ বলিল, "মোহিনী মায়াবিনী"; কেহ বলিল, "না তা নয়, নিশ্চয়ই মোহিনী দেব-কন্যা। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হলধর, আজ হরি-পরায়ণ! যক্ষ, আজ কল্পতরু! দেবী না হইলে কি এরূপ হয়!"

এ দিকে হরি-পরায়ণ হলধরবাবু দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া, তাহাকে উপযুক্ত অভিভাবকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি "দেব সেবা" ও "দেবীর অন্ন-ক্ষেত্রের" জন্য, বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া, শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইলেন। তথায়, তদ্‌গতচিত্তে ভগবানের উপাসনা, সাধু সেবা ও সাধু-প্রসঙ্গে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পল্লী-চিত্র।

হরপল্লী একখানি ভদ্র পল্লী। গ্রামের মধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা; নদীর উভয় পার্শ্বে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকের বাস; অনেকেই শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন। গ্রামের প্রাকৃতিক শোভাও অতি মনোরম। আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারি ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষাবলী সজীব ও সুদৃশ্যভাবে সন্নিবিষ্ট থাকায়, গ্রামখানির রমণীয়তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লৌকিক তত্ত্বানুসন্নিৎসু দেবগণ, সমস্তদিন পর্য্যটনের পর, সায়ংকালে এই গ্রামে উপস্থিত হইয়া, এক দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তত্ত্বানুসন্ধানের উপযোগী সময়-নির্দ্ধারণের জন্য ব্যগ্র হইলেন।

নিশীথকালে প্রকৃতি-দেবী আপন সন্তানগণের প্রকৃত স্বভাব দেখিতে পান। এই কালে চোর চুরি করিতে বহির্গত হয়; হিংস্র জন্তুগণ স্ব স্ব শিকারের অনুসন্ধান করে; স্বৈরিণী আপন প্রণয়ী-গৃহে আশ্রয় লয়; বারবণিতার পদদ্বয়ের অলক্তক-লেহী পুরুষাধম, নিশাচর-বৃত্তি অবলম্বন করে; ধর্ম্ম-মতি দম্পতী পরস্পর হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন; মুখর ললনাকুল, বিষাক্ত বাক্য-বাণে স্ব স্ব স্বামীর সরল হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করে; সমাজের কলঙ্ক "গ্রাম্য দেবতাগণ" পরানিষ্ট-সাধনের মন্ত্রণায় রত হয়; পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণ নিশ্চিন্তমনে ভগবানের উপাসনা করেন। এইরূপ যাহার মনে যে ভাব প্রবল, সে তদনুরূপ কার্য্য করে। যেই মাত্র রাত্রি প্রভাত হইল, অমনি তুমি দেখিবে, যে ব্যক্তি নিতান্ত দুশ্চরিত্র, চোর, দস্যু, লম্পট, এইমাত্র বারবণিতার গৃহ হইতে প্রত্যাগত, সে এক ভদ্রবেশধারীবিশিষ্ট ভাল মানুষ; কে বলিবে, এ লোক নরকের কীট, কুলের কলঙ্ক ও ভদ্রসমাজে স্থান পাওয়ার অযোগ্য? তাহার বুদ্ধি-কৌশল সন্দর্শনে ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে, তুমি কতই না বিস্মিত হইবে? নিশীথে যে রমণী পিশাচী ছিল, প্রভাতে তুমি দেখিবে, সে একজন সতী-সাধ্বী লজ্জাশীলা কুল-মহিলা; সে তোমার নিকট দিয়া একহাত ঘোম্‌টা টানিয়া চলিয়া যাইবে, তুমি তাহার কতই না প্রশংসা করিবে? কে বলিবে তাহার অন্তঃকরণে পাপের প্রস্রবণ চির-প্রবাহিত? কে বলিবে, এই পাপীয়সী, সমাজ হইতে বহিষ্কৃতা হওয়ার যোগ্যা? পক্ষান্তরে, রাত্রিকালে যে মহাপুরুষ ভগবানের উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন, তিনি প্রভাতকালে দীন-হীন পথের কাঙ্গালের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। কে বলিবে, তাঁহার অন্তঃকরণ, ভগবৎ প্রেমের অমৃতধারায় পরিপূর্ণ? এই সকল কারণে, নারায়ণ, গভীর চিন্তার পর, এই নিশীথকালই মানব-চরিত্র-পরিদর্শনের প্রকৃত সময় বলিয়া স্থির করিলেন।

প্রথম দৃশ্য।
কাল-ভুজঙ্গী।

ঘোষালদের বাটীতে এক কাল-ভুজঙ্গী আছে; নাম বিমলা। বিমলা যদুনাথ ঘোষালের পত্নী। পত্নীর দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া, যদুনাথ বাস-ভবন একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আজ চারি বৎসর পর বাটীতে আসিয়াছেন; রাত্রিতে আহারের পর, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীদের নিকট, দীর্ঘ প্রবাসের নানারূপ সুখ দুঃখের কথা বলিতে লাগিলেন; বলিতে বলিতে রাত্রি অনেক হইল; প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ হইল; ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য চৌকিদারগণের "বস্তিওয়ালা খবরদার" শব্দ লয় পাইতে লাগিল। যদুর পিতা বলিলেন, "এখন শোও গিয়ে, রাত্রি অনেক হয়েছে; আবার কাল শুনিব।" অনন্তর সকলেই স্ব স্ব গৃহে শয়ন করিতে গেলেন। এই সময় নারায়ণ, অলক্ষ্যভাবে যদুর শয়ন-গৃহে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, স্বামী স্ত্রী বিষণ্নমনে শয্যার দুই পার্শ্বে নীরব ও নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছে। অনেকক্ষণ পর যদু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমল, কেমন আছ?" বিমলা নীরব। যদু পুনরায় বলিলেন, "বিমল, আমি চারি বৎসর পরে বাটীতে আসিলাম, কোথায় তোমার মধু-মাখা কথা শুনিয়া ও হাস্য-মুখ দেখিয়া সুখী হইব, তুমি কিনা, ম্লান মুখে বসিয়া রহিলে! এক্ষণে কি তোমার এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা উচিত? এই দেখ, তোমার জন্য সোনার বালা আনিয়াছি; কেমন, বল দেখি?" অমনি পাপীয়সী ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া, বালাজোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্বামি প্রদত্ত স্নেহের উপহার, যে রমণী ক্রোধে ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারে, তাহার প্রকৃতি কিরূপ, পাঠক-পাঠিকাগণই মীমাংসা করিবেন। যদু ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন; পরে ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন, "বিমল, তোমার কি হয়েছে, বল না? আমিই বা কি অপরাধ করিয়াছি?" বিমলার কঠিন প্রাণ কিছুতেই কোমল হইল না। কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব রহিল। অতঃপর বিমলার দংশন আরম্ভ হইল : "মিন্‌সের বে করবার সাধ হয়েছিল; এক্ষণে কুটুম্বিতা ক'ত্তে এসেছেন; তোমাকে এ ঘরে কে আসতে বলেছিল?" যদু ভাবিলেন, এই দুপুর রাত্রিতে কি পিশাচীর সহিত ঝগড়া করিয়া, লোক হাসাইব? তিনি ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "তুমি চিরকেলে মুখরা; তোমার দয়া-মায়া, বুদ্ধি-বিবেচনা কোন কালেই নাই; মনে করিয়াছিলাম, আমার দীর্ঘ প্রবাসে, তোমার প্রকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিবে; এক্ষণে দেখি, পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। হায়!

আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য লোকের চিরপ্রবাসই শান্তি-দায়ক।
বড় দায়, পরিধান-বসন মলিন,
বড় দায় বেঁচে থাকা, হয়ে নেত্রহীন,
বড় দায়, এ সংসারে না থাকা জননী,
বড় দায়, নিজ গৃহে মুখরা রমণী।
এ কথাটি আমার পক্ষে বেশ খাটে। হায়! আমার যে ভয়ঙ্কর দায় উপস্থিত! আমি যে কহিতেও পারি না, সহিতেও পারি না; এক্ষণে কি উপায় করি!" বিমলা এবার মুখ বক্র করিয়া, একপ্রকার বিকৃতস্বরে বলিল, "আচ্ছা, আর আহ্লাদ জানাতে হবে না, যে সুখে রেখেছেন. আবার সোনার গহনা, আবার "শোলোক আবিত্তি" কচ্ছেন।" যদুনাথ নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন; একটি কথাও বলিলেন না; শয়ন করিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যদুনাথকে কাঁদিতে দেখিয়া, পিশাচীর একটুকুও দয়া হইল না; শয়ন করিবার ছলে, যদুনাথকে শুনাইয়া, ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া বলিতে লাগিল, আমাকে আর সুখ করাতে হবে না, তোমার মায়ের যন্ত্রণা, ভগিনীদের কটু কথা, ভাইদের গালাগালি আর সইতে পারিনে; আমি কালই বাপের বাড়ী যাব; আমার বাপ মা চারটি ভাত অবশ্যই দিতে পারবেন।
যদুনাথ। বৃথা তাঁদের দোষ দাও কেন? তুমিই ত দিবারাত্রি ঝগড়া কর; তাঁদের কথাবার্ত্তা শোন না, ভগিনীদের খাওয়া পরা দেখ্‌তে পার না, তোমার জ্বালায় সকলেই অস্থির; তুমিই সংসার উচ্ছন্ন করিলে।
"বেশ করি, একশত বার করব; আমার কি করবি? তোর ঘরে আগুন দিয়ে এক দিকে চলে যাব। মিন্‌সে পরের কথা বেশ শুনতে পারে, আমার কথা তার কানে ধরে না," এই বলিয়া, ।বমলা ক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে, শয্যা হইতে উঠিল এবং সজোরে দরজা খুলিয়া, অন্য গৃহে যাইয়া শয়ন করিল; যদুনাথও কোনরূপ বাধা দিলেন না।
নারায়ণ দেখিলেন, এ হতভাগ্য দেশে, আজ কাল এইরূপ ভুজঙ্গীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়! অনেক গৃহেই ইহারা বিরাজ করিয়া থাকে! তবে কোথাও ঢোঁড়া, কোথাও বোড়া; কোথাও কেউটে, কোথায়ও বা গোখুরা, এইমাত্র বিশেষ! ভারত-রমণীগণের এরূপ অভাবনীয় অধঃপতন দর্শন করিয়া, নিতান্ত ব্যথিতমনে, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায়! কি দুর্দ্দিন! এই সকল কাল-ভুজঙ্গীর দংশনে, দুর্ব্বল ভারত-সন্তানগণ, দিন দিন হীন-বল ও হীন-বুদ্ধি হইতেছে! তাহাদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইতেছে না! তাহারা মরমে মরিয়া, কি অসুখ ও অশান্তির জীবন যাপন

হায়! মুখরা ভার্য্যা সাক্ষাৎ কাল-ভুজঙ্গী! ইহারা পুরুষের অকাল বার্ধক্য আনয়ন করে, সংসারে অশান্তির বীজ বপন করে এবং দুর্ভাগ্য স্বামীর জীবনকে অসার ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে।

কথিত আছে—

যস্য ভার্য্যা বিরূপাক্ষী কশ্মলা কলহ-প্রিয়া,

উত্তরোত্তরবাদাস্য সা জরা ন জরা জরা।

যাহার ভার্য্যা, কুনেত্রা, কদাচারিণী, কলহ-প্রিয়া এবং সমান সমান উত্তরদায়িনী, সেই ভার্য্যাই তাহার জরা; বার্দ্ধক্য জরা নহে।

পণ্ডিতগণ আরও বলেন,—

যস্য ভার্য্যা শ্রিতান্যত্র পরবেশ্মাভিকাঙ্খিণী,

কুক্রিয়া ত্যক্ত লজ্জা চ সা জরা ন জরা জরা।

যাহার ভার্য্যা অন্যের আশ্রয় ও পরের গৃহ অভিলাষ করে, কুক্রিয়া রতা ও লজ্জাহীনা, সেই ভার্য্যাই তাহার জরা; প্রকৃত বার্দ্ধক্য জরা নহে।

মা! ভারত-ভূমি! তোমার দুহিতৃগণের সেই শাস্ত্র-কথিত গুণ-রাশি কোথায় গেল! তাঁহাদের সে হাস্য-মুখ, মিষ্টভাষা, লজ্জা, ধৈর্য্য, বিনয়, পতি-ভক্তি ও চরিত্রের মধুর আকষর্ণী শক্তিই বা কোথায় গেল! মা! রত্ন-প্রসবিনি! এক্ষণে কেবল অঙ্গার-রাশি উদরে ধারণ কর কেন মা!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, নারায়ণ, ম্লান-মুখে ও অধোবদনে, গৃহান্তরে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পতিব্রতা রমণী।

দেশের কি দুর্ভাগ্য! কি দুর্দ্দিন! যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী ও দময়ন্তীর ন্যায় পতিগত-প্রাণ রমণীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশে স্ত্রী-জাতির এরূপ অভাবনীয় অধঃপতন-দর্শনে, কাহার মনে না আতঙ্ক উপস্থিত হয়! দিন দিন ভারত-ভূমি পতিব্রতা রমণী-শূন্যা হইতেছে! দিন দিন ভারতবাসী বিবাহিত জীবনকে অশেষ দুঃখের আকর মনে করিতেছে। হায়! এদেশের অধিকাংশ রমণীর কার্য্য-কলাপ দৃষ্টে, স্বতঃই মনে হয়, যেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে আর স্বামীর "সহধর্ম্মিণী" নহেন!

"হা অরুন্ধতী-দময়ন্তী-সীতা-সাবিত্রী! দিব্য ধাম হইতে তোমরা এ দেশের গৃহে গৃহে কি দৃশ্য দেখিতেছ মা? আমাদের আর্য্য-ঋষি-গ্রথিত স্ত্রী-নীতি-তত্ত্বানুসারে তোমরা গঠিত হইয়াছিলে, কিন্তু, এ দেশে আর সে নীতি-রত্নের তেমন আদর নাই মা! সেই নীতি-মালার আলোচনায়, কাহার মনে না আনন্দের সঞ্চার হয়? কিন্তু হায়! আজ আমরা সে আনন্দের অধিকারী নহি। শাস্ত্রাদিতে যখন আমরা পড়ি,—স্ত্রী, ভর্ত্তার সমান ব্রতচারণ করিবে, শ্বশ্রূ-শ্বশুর, গুরু-দেবতা ও অতিথির পূজা করিবে; যখন পড়ি,—স্ত্রীগণ গৃহোপকরণ দ্রব্যাদি বেশ গুছাইয়া রাখিবে, অল্পব্যয় করিবে, মঙ্গলাচারে তৎপর হইবে, সকল কর্ম্মেই অস্বতন্ত্র থাকিবে, বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে, পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের বশে রহিবে; যখন পড়ি,—স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই, কিন্তু পতিকে যে সেবা করে, সেই স্বর্গে আদৃত হয়; যখন পড়ি,—অর্থের সংগ্রহে ও ব্যয়-সাধনে, নিজ শরীর ও গৃহ-দ্রব্যাদির শুদ্ধি-বিধানে, অন্ন-পাক করণে, এবং গৃহোপকরণের পর্য্যবেক্ষণে, সর্ব্বদা স্ত্রীজাতিকে নিয়োজিত রাখিবে; যখন পড়ি,—যে কামিনী কদাপি কায়মনোবাক্যে পতির ব্যভিচার করে না, সে ইহলোকে সাধুবাদ এবং পরলোকে সাধুর সহিত স্বর্গলাভ করিয়া থাকে,—তখনই অশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়, তখনই ভাবি, আমাদের কি ছিল, আর এক্ষণে কি হইতে চলিল!"

আমাদের ভাগ্য-দোষে, আর্য্য-ঋষি প্রণীত সেই সকল স্ত্রী-নীতি-তত্ত্ব, এ দেশে আজ কাল উপেক্ষিত হইলেও, নব রাজ্য জাপান, তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। জাপানের সে স্ত্রী-শিক্ষা-নীতি কি আনন্দ-প্রদ! আমরা পাঠক পাঠিকাগণকে তাহার কিয়দংশ উপহার প্রদান করিতেছি—

জাপানের স্ত্রী শিক্ষা-নীতি।

১। "জাপানে প্রত্যেক বালিকার যোগ্য বয়সেই বিবাহ দিতে হইবে। জাপানী মাতা পিতা,—নিজ পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন বংশে কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন না।

২। জাপানী মাতা-পিতা,—পুত্র অপেক্ষা কন্যার শিক্ষা বিধানে ও চরিত্র-গঠনে বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন; কেন না, কন্যাকে শ্বশুর-শাশুড়ীর, স্বামীর এবং তাঁহাদেরই অন্যান্য পরিজনবর্গের অধীন ও মনোমত হইয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে হয়।

৩। সুন্দরী অপেক্ষা সুচরিত্রা হওয়াই, জাপানী রমণীর উৎকৃষ্ট গুণ। পতিব্রতা, সুশীলা, সুধীরা, বশীভূতা স্ত্রীই, জাপানী সংসারের আনন্দ-রূপিণী। উচ্চহাসিনী, উচ্চভাষিণী, কলহ-প্রিয়া, প্রগল্‌ভা, কর্কশা, ব্যাপিকা, গৃহ-কুৎসা-ব্যক্তকারিণী, অধীরা ও উগ্রা কামিনী, জাপানী সমাজ-বিধি অনুসারে পরিত্যজ্যা।

৪। জাপানী স্ত্রী কখন কোনও কুকথা শুনিবে না; কুদৃশ্য দেখিবে না; আত্মীয় কুটুম্ব পুরুষকেও হাতে তুলিয়া কোন দ্রব্য দিবে না; একাসনে বসিবে না;—একত্র পথ চলিবে না; একত্র বস্ত্র রাখিবে না; শৈশব অবস্থা হইতেই পুরুষের সংসর্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে শিক্ষা করিবে। জাপানী মাতা, পিতা, কন্যার বাল্যকাল হইতেই, তাহাকে এই সকল নীতি শিক্ষায় শিক্ষিতা করিবেন।

৫। কোন জাপানী বালিকাই স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হইতে পারিবেন না; মাতা-পিতা, ঘটক-সাহায্যে কন্যাকে পরিণীতা করিবে। মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, তথাপি কুমারী নষ্টচরিত্রা হইতে পারিবে না; চরিত্র-রক্ষার জন্য ধাতু ও প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকিবে।

৬। স্বামীর সংসারই, জাপানী বিবাহিতা রমণীর আপন সংসার; স্বামীর গৃহই স্ত্রীর গৃহ; স্বামী নিঃস্ব হইলেও, জাপানী স্ত্রী কদাচ পতি-গৃহ পরিত্যাগ করিবে না।

৭। জাপানী রমণী অনূঢ় অবস্থায় মাতা-পিতাকে ভক্তি ও সম্মান করিবে; তাঁহাদেরই সেবাপরায়ণা হইবে; কিন্তু, বিবাহ হইলেই, জাপানী স্ত্রী, মাতাপিতা অপেক্ষাও শ্বশুর-শাশুড়ীকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিতে অভ্যাস করিবে। তাঁহারা কটু কহিলেও, জাপানী বধূ রুষ্টা হইবে না,—প্রফুল্লমনে তাঁহাদের সেবা করিবে; এরূপ করিলে, শ্বশুর শাশুড়ী, বধূকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

৮। বিবাহিতা জাপানী রমণীর স্বামী ব্যতীত অন্য কোন প্রভু বা দেবতা নাই। রমণী সতত প্রফুল্ল বদনে এবং বিনীত বচনে স্বামীর সহিত কথোপকথন করিবে; স্বামী রূঢ় বাক্য কহিলেও, স্ত্রী তাহার প্রতিবাদ করিবে না; হৃষ্টমনে স্বামীর আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত থাকিবে; কারণ, স্বামীই স্ত্রীর স্বর্গ; স্বামীর অসন্তোষই, স্ত্রীর স্বর্গলাভের অন্তরায়।

৯। স্বামীর আত্মীয় স্বজনই, স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন; স্ত্রী, তাঁহাদের সহিত কখনও কলহ করিবে না; কারণ, ইহাতে স্বামীর সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠিবে।

১০। স্বামী অসচ্চরিত্র হইলেও, স্ত্রী অসূয়া-পরবশ হইবে না। স্বামীর চরিত্র-শোধনের জন্য ভর্ৎসনা করিবে বটে, কিন্তু, তাহাও প্রফুল্ল মুখে, বিনীত

ভাষায়। স্বামী, স্ত্রীর কথা না শুনিলে, ইহার জন্য বার বার তাঁহাকে কিছু বলিবে না; প্রবৃত্তি শান্ত হইলেই,—স্বামীর চরিত্র, আপনিই শোধিত হইয়া যাইবে।

১১। জাপানী স্ত্রী বৃথা বাক্য বলিবে না, মিথ্যা কহিবে না; কাহারও নিন্দা করিবে না, অপরের নিন্দা শুনিলে, চপিয়া রাখিবে,—ফুটিয়া বলিবে না; বলিলে, সংসারে দ্বন্দ্ব-কলহ উপস্থিত হইতে পারে।

১২। জাপানী স্ত্রী সর্ব্বদাই সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবে, প্রত্যূষে সকলের অগ্রে শয্যা হইতে উঠিবে; সকলের শেষে শয়ন করিবে। পান-ভোজনে বা বেশ-ভূষায় বহু ব্যয় করিবে না; থিয়েটার যাত্রা দেখিবে না; যেখানে বহু পুরুষের সমাগম, তেমন স্থলে যাইবে না।

১৩। যুবতী স্ত্রীলোক, কোন যুবা পুরুষের সহিত, স্বামীর কোন আত্মীয় পুরুষের সহিত, এমন কি, পুরুষ-ভৃত্যের সহিতও, মেশামেশি ভাবে কথা কহিবে না; সহস্র প্রয়োজন থাকিলেও, কোন যুবককে পত্র লিখিবে না।

১৪। বিবাহিতা স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকে,—মাতা পিতার নহে; সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রী—মাতা পিতা অপেক্ষা শ্বশুর-শাশুড়ীর অধিক সেবা করিবে। ঘন ঘন মাতা পিতাকে দেখিতে যাইবে না; প্রয়োজন হইলে, লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব লইবে। স্বামীর আদেশ ব্যতীত কুত্রাপি যাইবে না এবং কাহাকেও কোন সামগ্রী দিবে না।

১৫। বহু ভৃত্য থাকিলেও, বিবাহিতা স্ত্রী, যথাশক্তি স্বামীর গৃহে সকল কার্য্যই নিজে করিবে; শ্বশুর-শাশুড়ীর কাপড় কাচিবে; অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবে; নিজহস্তে স্বামীর শয্যা প্রস্তুত করিবে। জাপানী প্রসূতি ছেলেদের ময়লা-মাখা কাপড় নিজেই পরিষ্কার করিবে; সর্ব্বদাই নিজের বাড়ীতে থাকিবে।

১৬। স্বামীর সংসারের চাকর-চাকরাণী, যদি স্বামীর কোন আত্মীয়-স্বজনের নিন্দা করে, তাঁহাদের নামে লাগায়, তাহা হইলে, জাপানী স্ত্রী সে কথায় কাণ দিবে না। কিছুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ বিবাহের অগ্রে যে শ্বশুর শাশুড়ী নববধূর একান্ত অপরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের নামে লাগাইয়া, মন ভাঙ্গাইয়া দিতে এবং মন ভাঙ্গাইয়া সংসার-সুখ নষ্ট করিতে কতক্ষণ? যে পাপবুদ্ধি চাকর চাকরাণী এরূপ লাগাইতে আসিবে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে।

১৭। নিন্দা করা আর দ্বেষ করাই, স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের দোষ। মূর্খতাই ইহার কারণ। ফলে, সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায়। এই সব কারণে, বিবাহিতা জাপানী স্ত্রী কোন বয়সে এবং কোন অবস্থাতেই স্বতন্ত্র চলিবার চেষ্টা করিবে

না; সর্ব্বদাই স্বামীর বশে থাকিবে। ভাল কাজ করিলেও, তাহার জন্য বড়াই করিবে না। লোকে মন্দ বলিলে, নীরবে সহ্য করিবে; দোষ শোধ্‌রাইয়া লইয়া ভাল হইবার চেষ্টা করিবে।

১৮। জাপানী স্ত্রী, যদি শ্বশুর শাশুড়ীর আজ্ঞা প্রতিপালনে অযত্ন প্রকাশ করে, যদি অবিশ্বাসিনী, হিংসাপরায়ণা, কুষ্ঠাদিতে রুগ্না, কলহপ্রিয়া, চৌর্য্য-অপরাধে অপরাধিণী এবং বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে, স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন। পতি-ত্যক্তা স্ত্রী, বড়ই দুর্ভাগ্য; তাহার জীবন,—মৃত্যুর তুল্য।"

জাপানী কুমারী শিশুকাল হইতেই, এই সকল নীতি-রত্ন সর্ব্ব প্রযত্নে অভ্যাস করেন। একটিমাত্র নীতি ভঙ্গেও মহাপাপ বিবেচনা করেন। যে সকল জাপান-কুমারী লেখা পড়া শিক্ষা করেন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ এই নীতি-সার কাগজে লিখেন, পাঠ করেন, মুখস্থ করিয়া রাখেন, আর বিবাহ-জীবনে, প্রাণপণে এই নীতি অনুসারেই চলিয়া থাকেন।

এই শিক্ষা-নীতি-প্রভাবে, জাপানী স্ত্রীজাতি অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন! আর অবহেলায়, ভারতীয় ললনাগণের পূর্ব্ব গৌরব বিলুপ্ত হইতেছে! তাঁহাদের মধ্যে বিলাস বাসনার প্রবল বেগ, ইতর আকাঙ্ক্ষার বাড়বানল, কর্ত্তব্য পালনে অশ্রদ্ধা এবং ধর্ম্মাচারে বিরাগ দৃষ্ট হইতেছে!

লোক-চরিত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, "ভালবাসা, দয়া-মায়া, শ্রদ্ধা, ভয়-ভক্তি প্রভৃতি, বোধ হয়, এক্ষণে আর লোকের অন্তঃকরণে অবস্থিতি করে না! প্রবাসীর বিদেশ-বাসের ন্যায়, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল চক্ষে বসতি করিতেছে! নয়ন মুদ্রিত করিলেই, সব অদৃশ্য হয়! হায়! দেবীর আসন, এক্ষণে শ্মশান-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে!"

এ দুর্দ্দিনেও, বিধাতার বিশেষ কৃপা-বলে, নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত ছিলেন না! তাঁহার ধন ছিল না, জন ছিল না, কোনও আড়ম্বর ছিল না বটে, কিন্তু অমিয় প্রেমের আধার, সুখের প্রস্রবণ, প্রীতির নির্ঝর, প্রণয়ের খনি, আশার প্রতিমা, রমণীর মণি, 'চিন্তামণি' তাঁহার ছিল; ফুলের হাসি, চাঁদের আলো, শিশুর সরলতা, প্রেমের প্রাণ-দান, তাঁহার গৃহে ছিল; প্রফুল্ল কমলবৎ শোভমান কন্যাদ্বয়,—সুখদা ও মোক্ষদা, পিতৃ গৃহের সুখ আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল; তাঁহার গৃহে দান ছিল, ধ্যান ছিল, গো-সেবা, ব্রাহ্মণ-সেবা ও অতিথি-সেবা ছিল; জগৎ-জ্যোৎস্না, বিশ্ববাসনা, পতিপ্রাণা রমণীর আকুল ক্রন্দন ও বিনীত প্রার্থনা ছিল; স্ত্রীজাতির আদরের আভরণ,—শাঁখা ও সিঁদূরের আদর ছিল; অলঙ্কারের জন্য পতি-পীড়ন ছিল না; কোন্দল ও কলহ

ছিল না; কপটতা ও কুটিলতা ছিল না; কোনও অভাবের অভিযোগ ছিল না; অহঙ্কার ও অভিমান ছিল না; আহা! মর্ত্তলোকে স্বর্গের ছবি, কেহ দেখিতে চাহিলে, এই গৃহে আসিলেই, তাহার সে বাসনা পূর্ণ হইত।

নারায়ণ ভাবিলেন, এই নিশীথ সময়ে, এই ভূলোক-বাসি-দেব-দেবীর চরিত্র পরিদর্শন করিবেন। তখন প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ; নারদ ও গণেশ ভগবানের উপাসনায় নিমগ্ন। এই সময়, নারায়ণ অলক্ষ্যভাবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শয়ন গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহে মিটি মিটি আলো জ্বলিতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিদ্রিত ছিলেন; চিন্তামণি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহাকে ব্যজন করিতে করিতে ভাবিতে ছিলেন ঃ— "নারায়ণ, মধুসূদন, এ দাসীকে আবার কি বিপদে ফেলিলে! আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, আজ মলিন-বদন ও চিন্তাকূল কেন? ভগবন্! আমার আর কিছুই জগতে প্রার্থনীয় নাই; তাঁহাকে নিরাময় ও প্রফুল্ল দেখিলেই, "আমার নারীজীবনের যাবতীয় আকাঙক্ষা পূর্ণ হয়। মধুসূদন, আমার স্বামীকে শান্তি দাও।

শাক ভাত খেয়ে, কুটীরে থেকেও যদি স্বামী সেবা করিতে পারি, স্বামীকে সুখে রাখিতে পারি, তাঁহার মুখে হাসি দেখিতে পাই, তাহা হইলেই আমার সব হ'ল, তাহা হইলেই আমার সুখ! মধুসূদন, আমি ধন চাই না, জন চাই না, কেবল স্বামীর প্রাণে শান্তি দেখিতে চাই; আমি অবলা; আমার শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, তুমিই আমার বল, তুমিই আমার ভরসা।" চিন্তামণি, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, "নমো ভগবতে বাসুদেবায়," এই বলিয়া, তদগতচিত্তে ও নিমীলিতনেত্রে নারায়ণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ, তাঁহার তন্ময়তা ও অপূর্ব্বভাব দর্শন করিয়া, বিস্মিত হইলেন; তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল! তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায় রে! এ দেশের রমণীকুল যদি চিন্তামণির ন্যায় হইত, তবে ভূ-স্বর্গ-ভারতের কখনও এরূপ অধঃপতন ঘটিত না; আর আমিও গোলোকধাম পরিত্যাগ করিয়া, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বেশে, প্রাণের জ্বালায়, নারদ ও গণপতি সহ, এই অভিনব ভূ-ভাগ দর্শন করিতে আসিতাম না!

কিয়ৎকাল পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, চিন্তামণি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "কি, তুমি এখনও ঘুমাওনি? এত রাত্রি হ'য়েছে, তবু ব'সে আছ?" চিন্তামণি উত্তর করিলেন, "মন কেমন করিতেছে, তাই ব'সে আছি; তুমি ঘুমাও, আমি বাতাস করি।"

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, তুমি সমস্ত রাত্রি ব'সে থাকবে, আর আমি ঘুমাব, বিচার মন্দ নয়? কি ভাবছ বল দেখি!

চিন্তামণি। ঘোষ বাবুরা নাকি জবাব দিয়েছেন?

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, তুমি মনে ব্যথা পাবে, তাই তোমায় বলি নাই।

চিন্তামণি। আচ্ছা, তাতে কি! আমরা বরং এক বেলা খাব; তাও ভাল; তোমার এত খাটুনি ভাল নয়; আমাদের যে জোত জমা আছে, তাহাতেই চলিবে; তারপর, আমার গহনা আছে, কিছু টাকাও আছে, চিন্তা কি? মধুসূদন অবশ্যই আমাদিগকে দয়া করিবেন। তুমি এমন হ'য়েছ কেন? একবার হেসে কথা বল না!

ভট্টাচার্য্য। চিন্তামণি, তোমার মত স্ত্রী-রত্ন লাভ ক'রেছি বলিয়াই, এ পর্য্যন্ত বেঁচে আছি; তুমি আমার মনের সব কষ্ট দূর ক'রেছ, শ্মশান-ক্ষেত্র এক্ষণে নন্দন-কাননে পরিণত হইয়াছে! এক একবার সহিতে পারি না, তাই অস্থির হয়ে পড়ি।

চিন্তামণি। তুমি অস্থির হইলে, আমি যে সংসার অন্ধকার দেখি! বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে স্মরণ কর; তোমার ন্যায় সাধুপুরুষ কখনও কষ্ট পাবে না।

অনন্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "অনেক রাত্রি হ'য়েছে, এস ঘুমাই।" তৎপর তাঁহারা "পদ্মনাভ" বলিয়া শয়ন করিলেন, এবং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়," এই মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে, অনতিকাল মধ্যেই নিদ্রা দেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নারায়ণ, এই ধর্ম্ম-মতি দম্পতীর চরিত্র-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া, সাতিশয় প্রীতি-লাভ করিলেন। এই সময় "সতী ও পতি" নামে একটি কবিতা, তাঁহার মনে পড়িল—

সতী ও পতি।

নন্দন-কাননে ফুটে, ফুল নানা জাতি,
সুখে তায়, খেলে প্রজাপতি,
নীরবে নিভৃতে গড়ি, দুটি অনুপম,
দিলা নাম, "সতী আর পতি।"
বিধানের গুরুভার, করিতে বহন,
প্রাণ তাঁর, যবে ব্যথা পায়,
চিন্তাকুল চিতে বিধি, পশি উপবনে,
ফুল পানে, অমনি তাকায়।

বিধি বলে, "সৃজিলাম, এই ফুল্ল ফুল,
বিশ্ব-মাঝে, সুখের আকর.
কে কোথা আছ রে জীব, এস ত্বরা করি,
স্নিগ্ধকর, তাপিত অন্তর।
সৌরভে গৌরবে বিশ্বে, নাহি সমতুল,
যদিও বাস নীরবে করে,
শুভ্র-সরলতা মাখা, অন্তর বাহির,
ঈশ নামে, সদা অশ্রু ঝরে।
দুই বৃন্তে ফুটে ফুল, এক বৃন্তে শোভে,
দীনে করে, অমিয় সেচন,
সুখে সুখী দুখে দুখী, থাকি চিরদিন,
হেরে দোঁহে, দোঁহার জীবন।
দুঃখ-রবি-তাপে যবে, একে ম্লান হয়,
অপরের বিরস বদন,
অন্তরের অভ্যন্তরে, অমিয় ঢালিয়া,
তোষে তার, সন্তাপিত মন।
পতি-সোহাগিনী যত, দেববালাগণ,
আসি হেথা, আহ্লাদ জানায়,
শিবের কম্পনচ্ছলে, দেয় প্রতিদানে,
ধন্যবাদ, নীরব ভাষায়।
দে'খরে দে'খরে মালি, রেখো সাবধানে,
মমপ্রিয়, এই ফুল্ল ফুল,
লক্ষ্মী নারায়ণ করে, কণ্ঠের ভূষণ,
জেনো ইহা, জগতে অতুল!"
একদিন নারায়ণ, বিবিধ চিন্তনে,
বসিলেন, কমলার পাশে,
পৃথিবীর দুঃখরাশি, ত্বরা পরকাশি,
আঁধারিল, অন্তর-আকাশে।
কমলার হলো দয়া, হেরি দুঃখ-ছায়া,
কহে, "নাথ, চিন্ত কি কারণ?
অপূর্ব্ব কুসুম দুটি, সুরভি সুন্দর,
মর্ত্ত্যলোকে, করুন সৃজন।

যেখানে থাকিবে সতী, আর সতী-নাথ
 দুঃখ নাহি, রহিবে তথায়,
মধু-মরূদ্যান হবে, মর্ত্ত্য-মরু-ভূমে
 মুখরিত, সঙ্গীত সুধায়।”
শুনিয়া প্রিয়ার বাণী, প্রভু বিশ্বনাথ,
 ধীরে ধীরে কহে পিতামহে,
“শান্তি নাই ধরাধামে, নিত্য হাহাকার,
 প্রাণে আর কেমনে বা সহে!
নন্দনের আলো করা, কুসুম-রতন,
 ধরাধামে, করুন প্রেরণ,
পবিত্র প্রভাবে তার, যাবে দুঃখ-ভার,
 ধরা হবে সুখের ভবন।”
তাই প্রভু পিতামহ, স্বরগের ফুল,
 আনিলেন, এই মর্ত্ত্যধামে,
প্রেমিক প্রেমিকা দিব্য, সাধু নরনারী,
 মুগ্ধমতি, শ্রীগোবিন্দ নামে!
ধন্য হ'ল ধরাতল, সাধুর জনমে,
 সতী বামে, কি শোভা সুন্দর!
চেয়ে দেখ স্বর্গবাসী, দেব-দেবীগণ,
 এস হেথা, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর!
দয়া ত করিলে প্রভু, মর্ত্ত্যবাসি-জনে,
 তবু আশা, অন্তরে প্রবল,
নন্দনের পাখা আনি, পূরাও অবনী,
 শুনি সুখে, সঙ্গীত-মঙ্গল।

অনন্তর, এই চিন্তা, তাঁহার মনে উদিত হইল, “আহা! এই চিন্তামণি ও তাঁহার স্বামী, ‘সতী ও পতির’ প্রতিরূপ ভিন্ন, আর কেহই নহেন! ইঁহাদের চরিত্র কেমন মধুর! ভারত-ভূমি! তোমার গৃহে গৃহে, এরূপ দম্পতীর আবির্ভাব হয় না কেন মা!

পণ্ডিতগণ বলেন—

যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞাচ ভর্ত্তারমনুগামিনী,
অল্পাল্পেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া।

যে স্ত্রী পতির গুণগ্রাহিণী, অনুগামিনী এবং অল্পেই সন্তুষ্টা, সেই স্ত্রীকেই প্রিয়া

বলা যায়; এরূপ রমণী ভিন্ন, অন্য রমণীকে প্রিয়া বলা যায় না।

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা, সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী,

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা, সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।

যে স্ত্রী গৃহ কার্য্যে নিপুণা, সেই প্রকৃত ভার্য্যা; যে স্ত্রী পুত্রবতী, সেই প্রকৃত ভার্য্যা; যে স্ত্রী পুত্রবতী, সেই প্রকৃত ভার্য্যা; যে স্ত্রী পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা, সেই প্রকৃত ভার্য্যা।

পরুষাণ্যপি যা প্রোক্তা, দৃষ্টা যা ক্রোধ চক্ষুষা।

সুপ্রসন্ন মুখী ভর্ত্তুঃ, সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।।

যে স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক নিষ্ঠুর বাক্যে কথিতা এবং কোপ-চক্ষে দৃষ্টা হইলেও, ভর্ত্তার প্রতি সতত সুপ্রসন্নমুখী থাকেন, সেই স্ত্রীই ভর্ত্তার ধর্ম্মভাগিনী হইতে পারেন।

সুভিক্ষকং কৃষকে নিত্যং, নিত্যং সুখমরোগিণঃ।

ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য, তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্।।

কৃষক ব্যক্তি নিত্যই সুভিক্ষ, নিরোগ ব্যক্তি নিত্যই সুখী, আর যাহার ভার্য্যা প্রিয়া, তাহার গৃহ নিত্যই উৎসবময়।

পণ্ডিতগণ আরও বলেন, "স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজ বধূঃ," অর্থাৎ প্রিয়তমা ভার্য্যা থাকিলে, স্বর্গ-সুখে প্রয়োজন কি? হায়! সেই সুখ, সেই উৎসবময় গৃহ, আর সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা আজ কোথায়! ভারতীয় রমণীগণ, সংসারের দুর্গম পথে, এক্ষণে আর স্বামীর বিশ্রাম-স্থল নহেন! এক্ষণে, তাঁহারা বিলাসিনী! বাহ্য চাকচিক্যে উন্মাদিনী! জানি না, কি এক অচিন্তনীয় ও অপূর্ব্ব ভাবে মাতোয়ারা! ভারতে, এ দুর্দ্দিন, কেন উপস্থিত হইল! নারী জাতির এরূপ অধঃপতন কেন ঘটিল!

পতি-ব্রতার হাসিতে মুক্তা ঝরে! বচনে অমৃত ক্ষরে! প্রতি পদক্ষেপে এক একটি "পীঠ"-স্থানের সৃষ্টি হয়! প্রভাবে অভাব নষ্ট হয়! বাস-স্থানে, দেবগণ পুষ্প-বর্ষণ করেন! সে স্থানে, সুখের উৎস ও শান্তির প্রস্রবণ চির বিরাজমান! পতিব্রতা রমণী, মানবের মানসিক সুখের প্রস্রবণ-স্বরূপ। সুখ, ধনে নাই, জনে নাই, অট্টালিকায় নাই, সুখ কেবল মনে। যিনি, এরূপ রমণী-রত্ন লাভ করিয়াছেন, তিনি কুটীরবাসী হইলেও, স্বর্গীয় সুখের অধিকারী; কপর্দ্দকশূন্য হইলেও, কুবের-সদৃশ ধনশালী। এইরূপ রমণী-রত্ন লাভে বঞ্চিত মানব, সুরম্য অট্টালিকাবাসী হইলেও, তাহার অন্তরে, অশান্তির জ্বলন্ত-চিতা চির বিরাজমান; সে, কুটীরবাসী, শাকান্নভোজী, কৃষক-দম্পতির মানসিক সুখের সহিত, আপন অশান্তি বিনিময়ের একান্ত পক্ষপাতী। বাস্তবিক গৃহস্থ-জীবনের

যাবতীয় সুখ ও শান্তি, সমস্তই, দাম্পত্য প্রেমের উপর নির্ভর করে। ভারতে, যতই ইহার অভাব হইবে, ভারতবাসী, ততই অসুখ ও অশান্তির অনলে জ্বলিয়া মরিবে।

ভারত-সন্তান, আপন দুঃখ দূর করিতে চাহিলে, অগ্রে প্রকৃতি-পুরুষ, এক মন ও এক প্রাণ হও; উভয়ে, একই ভাবে সংযম শিক্ষা কর এবং একই ভাবে, স্বার্থ-ত্যাগ কর; কালে, সুপুষ্ট ও সুগঠিত বৃক্ষে, অবশ্যই সুফল ফলিবে।

পতি-ভক্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

১

এই নীতি-কথা বলি,　　পতি-ভক্তি হীন-
　যত রমণীর কাছে,—
পতির চরণ কোণে,　　সতীর স্বরগ ধাম,
　লুক্কায়িত আছে।

স্বামী,—স্বর্গ-ধাম,　　স্বামী,—মোক্ষকাম,
　স্বামী,—স্ত্রীজাতির আরাধ্য ধন,
ধর্ম্ম, অর্থ যত,　　স্বামীতে নিহিত,
　রেখো তাঁর পায় পরাণ মন।

আহা এই কবিতা দুটি, এ দেশীয় ললনাগণের হৃদয়ে, মূল মন্ত্রের ন্যায় জাগরূক থাকিলে, আমার কতই না আনন্দের বিষয় হইত!"

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে, নারায়ণ, রাত্রি দুই ঘটিকার সময়, দেবালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্ত্রৈণ পুরুষ ও শাশুড়ীদ্বেষিণী বধূ।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন স্ত্রৈণ পুরুষ। তাঁহাকে সাধারণ লোকে "বিশু পণ্ডিত" বলিয়া ডাকিত; কারণ, লেখা-পড়ায় তাঁহার সামান্য জ্ঞান থাকিলেও, তিনি পাণ্ডিত্যের ভাণ করিতেন; গ্রাম্য গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়াও, দিল্লী-লাহোরের গল্প বলিতেন; এই গল্প শুনিবার জন্য, তাঁহার গৃহে বহু লোকের সমাগম হইত; বহু লোকে তাঁহার বহুদর্শিতার প্রশংসা করিত। বিশু পণ্ডিতের কিছু জোত জমা ও কয়েক ঘর শিষ্য ছিল; তদ্দ্বারাই সংসার একরূপ চলিত। সংসারে তাঁহার একমাত্র সহধর্ম্মিণী ক্ষান্তমণি ও সপ্ততিবর্ষীয়া মাতা ভিন্ন, অন্য

লোক ছিল না। পণ্ডিতের স্ত্রী বলিয়া ক্ষান্তমণি মহিলা-সমাজে বড়ই গৌরব করিত; বিশ্বনাথও বিচক্ষণ লোক বলিয়া সমাজে আদরণীয় হইতেন। বিশ্বনাথের বয়স চল্লিশ; ক্ষান্তমণির বয়স ত্রিশ বৎসর। নারায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বেশে, এ বাটীতে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, ক্ষান্তমণি ভৈরবী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; তাহার মুখে ঝড় বহিতেছে; নিকটে বিশ্বনাথের মাতা দণ্ডায়মান হইয়া, অশ্রুপাত করিতে করিতে, আস্তে আস্তে দু-এক কথা বলিতেছেন। কি কারণে বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতেছেন, আর ক্ষান্তমণি তীব্র গালি বর্ষণ করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া নারায়ণ, নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর দুঃখাবেগ-সম্বরণ পূর্ব্বক তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা ঠাকুরুণ, কাঁদছেন কেন? আপনার কান্না শুনে আমার কান্না আসছে"। বৃদ্ধা কেঁদে কেঁদে উত্তর করিলেন, "ঠাকুর, কি বলব, বড় সাধ করে, ছেলের বিয়ে দিয়ে, বউ এনেছিলেম! বউ আমার কথার বাতাসও সহ্য করিতে পারে না! আমি কেবল বলেছিলাম, বউ, এক্ষণে উঠ, আর কতক্ষণ শুয়ে থাকবে? এখনও গোবর ছড়া পড়েনি, ঘর লেপা হয়নি, বেলা ত চা'র দণ্ড হ'ল! এমন ক'রলে কি ঘরে লক্ষ্মী থাকে?" এই কথা শুনিবামাত্র, বধূ গর্জ্জিয়া উঠিয়া, প্রলয়কাণ্ড ঘটাইতেছে। ঠাকুর, কি বল্‌ব,—"জনম দুঃখিনী সীতার দুঃখে গেল কাল, কি দিব রঘুনাথের দোষ, আমার দুঃখেরই কপাল" চিরটা জীবন কেবল কেঁদে কেঁদেই কাটাইলাম; আর জীবনে সাধ নাই; আর কষ্ট সহ্য হয় না। এখন, "আর কিছু নাহি চাই, যুগল পদে দিও ঠাঁই," এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধার মুখে আর কোনও কথা সরিল না; কণ্ঠ-রোধ হইল; আর নয়ন-যুগল হইতে অনর্গল বাস্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধার অশ্রুপাত-দর্শন ও করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, নারায়ণ নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে দুই একটি প্রবোধ বাক্য বলিতে লাগিলেন। পাপীয়সী ক্ষান্তমণি কিছুমাত্র দুঃখিতা অথবা লজ্জিতা না হইয়া, গগনভেদি-স্বরে বলিতে লাগিল, "তোর বড় কুটুম এসেছে! ভিখেরী বামুন দেখে, আহ্লাদ উথলিয়ে উঠ্‌ছে আর কি! আহা! বুড়ী ত মরেও না! কত্তা বাড়ী আসুক আগে, আজ তোকে ঠ্যাঙ্গিয়ে, ঘর থেকে বের ক'র্‌ব!" নারায়ণ কাতরভাবে বলিলেন, "ছি! ছি! মা! এরূপ কথা বলছ কেন? শাশুড়ী, গুরুর গুরু—মহাগুরু; তাঁহাকে কি এমন কথা বলতে আছে? তাঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সুখ হবে, শাঁখা-সিঁদুর রক্ষা পাবে; আর তাঁহাকে কষ্ট দিলে, এক সময়ে কষ্ট পেতে হবে।" এই সকল কথা শুনিবামাত্র ক্ষান্তমণি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "যা, বিট্‌লে বামুন, বক্তৃতা করতে এসেছেন! তোর বাড়ী

কোন দেশেরে? আমাদের চৌদ্দপুরুষের ঠাকুর আর কি!" নারায়ণ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "এ কথাটি সত্য বটে; আমি তোমাদের চৌদ্দপুরুষের কেন, একশত পুরুষের ঠাকুর।" এই কথা শুনিয়া, ক্ষান্তমণি নারায়ণের প্রতি অকথ্য ও অশ্রাব্য গালি-বর্ষণ করিতে লাগিল। নারায়ণ পিশাচীর সহিত তর্কবিতর্ক করা অরণ্যে রোদন বিবেচনা করিয়া, কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিলেন।

ইতিমধ্যে গৃহে বিশু পণ্ডিতের শুভাগমন হইল। বিশুকে দেখিয়া, ক্ষান্তমণির নয়ন-যুগল হইতে দুইটি প্রবাহ ছুটিল; ক্রোধে, দুঃখে, অপমানে ও অভিমানে, আহত বিষধরের ন্যায়, গর্জ্জিয়া উঠিয়া, পাপীয়সী আকাশ পাতাল ভাঙ্গিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল,—"এ বিট্‌লে বামুন আর তোমার মা আমাকে প্রহার করিয়াছে; আমি আজ গলায় দড়ি দিয়ে মরব।" এই সময় নারায়ণ অদৃশ্য হইলেন। ক্ষান্তমণির কপট ক্রন্দনে বিমুগ্ধ হইয়া, বৃদ্ধার সুযোগ্য পুত্র, বিশু পণ্ডিত, বলিতে লাগিলেন, "বলি মা, তুমি কি আমাকে দেশত্যাগী করবে নাকি? এমন করে কি মারতে হয়? একেই ওর শরীর খারাপ, কথা কইতে পারে না,—গায় বল পায় না;—ওকে কি এমনি ক'রে সাজা দিতে হয়? আচ্ছা, তোমার আক্কেলটা কি বল দেখি? একটা ভিখারী নাকি আবার জুটিয়ে এনেছ? তুমি বুড় হচ্ছ, আর দিন দিন তোমার বুদ্ধি লোপ হ'চ্ছে! এমন বউ ঘরে এনেও কি না, তাহার মর্ম্ম বুঝতে পারলে না।" বিশ্বনাথের মাতা উত্তর করিলেন, "দেখ্‌রে বিশু! তুই যে মালিনী মাসির মেড়া হলি! ও যা বলবে, তুই তাই বিশ্বাস করবি? মা জগদম্বা, আমার কি উপায় হবে মা? এ বুড় বয়সে আর কোথায় যাব মা!" বিশু পণ্ডিত বলিলেন, "নে কাঁদিস নে বুড়ী, চুপ্ কর্।" অমনি বৃদ্ধা আবার নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। নারায়ণ অদৃশ্যভাবে গুণধর পুত্রের মাতৃ-ভক্তি দর্শণ করিতে ছিলেন; বৃদ্ধাকে কাঁদিতে দেখিয়া, তিনিও অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

কিয়ৎকাল পরে ক্ষান্তমণি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। বিশ্বনাথ বলিলেন, "বলি, ওগো, আজ আমাদের "রান্নাবাড়া হবে না?" ক্ষান্ত উত্তর করিল, "আজ আমার শরীর ও মন বড্ড খারাপ বোধ হ'চ্ছে; তুমি এবেলা রেঁধে নেওনা গা?" অমনি বিশু পণ্ডিত অম্লান-বদনে রন্ধন করিতে গেলেন; চাল ধুইলেন, মাছ কুটিলেন, জ্বাল জ্বালিলেন এবং আহ্লাদের সহিত রাঁধিতে লাগিলেন! ক্ষান্তমণির শরীরে অসুখ, তাই সে খাটের উপর শয়ন করিল! যথাকালে বিশ্বনাথের রন্ধন শেষ হইল। আপনার অন্নব্যঞ্জনাদি একখানা থালার মধ্যেই লইলেন, আর গৃহিণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সমস্ত রাখিয়া দিলেন। বিশ্বনাথ আহার করিলেন; তৎপর থালাখানা ধৌত করিয়া আনিয়া, রন্ধন গৃহের

যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। এদিকে গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি উঠিয়া তেল দিলেন, আস্তে আস্তে স্নান করিতে গেলেন; স্নান করিয়া, সিক্ত কাপড়খানা বারেন্দার চৌকির উপর রাখিয়া, আহার করিতে বসিলেন। বিশ্বনাথ আসন ও জলের গ্লাস পূর্ব্বেই প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন; গৃহিণীর আহারের কোনও অসুবিধা না হয়, এজন্য রন্ধন-গৃহে মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইল। মুখ ধৌত করিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে ক্ষান্ত বলিল, "কি রেঁধেছ? মাছের ঝোলে হলুদ বেশী, ডালে নুন কম হয়েছে; ভাতগুলিও যেন কিছু শক্ত রয়েছে!" বিশু পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "কি করব, তোমার আহারের অসুবিধা হয়েছে বটে! আচ্ছা, বিকেলবেলার যে দুধ আছে, তাহাই খাও গিয়ে।" নারায়ণ, বিশু পণ্ডিত ও তদীয় গৃহিণীর অস্বাভাবিক ভাব দর্শন করিয়া, মর্ম্মান্তিক যাতনানুভব করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় রে! এমন নরনারীর অধম পুত্র ও পুত্র-বধূ, এই কলিকালেরই উপযুক্ত বটে! এরূপ পুত্র কুলের কন্টক, আর পুত্র-বধূ সাক্ষাৎ রাক্ষসী ভিন্ন আর কিছুই নয়! এরূপ স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী নয়, স্বামীর ধ্বংসকারিণী! এ দৃশ্য ত আর দর্শণ করিতে পারি না! আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হইয়া উঠিল! কত যুগ-যুগান্তরের কথা মনে পড়িল! কত ভয়-ভক্তির জীবন্ত-মূর্ত্তি আমার দৃষ্টি-পথে উদিত হইল! হায় মা! ভারতভূমি! তোমার ধর্ম্মমতি পুত্র-কন্যাগণ এক্ষণে কোথায় গেল! আর কি তাঁহাদের আবির্ভাব হইবে না!

অতঃপর বৃদ্ধার গুণধর পুত্র ও পুত্র বধূ সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল, বৃদ্ধার আহার হইল কিনা, কেহই তাহার কোন সন্ধান লইল না।

এদিকে বৃদ্ধা কাঁদিলেন কাটিলেন, মাথা কপাল কুটিলেন, নারায়ণকে ডাকিলেন, অবশেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়, জলের মেটে কলসীটি লইয়া, স্নান করিতে গেলেন। দত্তদের বাড়ীর ছোট বধূ ঘাটে আসিয়াছিল; সে বলিল, "বামুন দিদি, বেলাটা একেবারে গিয়াছে, এখন স্নান ক'ত্তে এসেছ?" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "কি ক'র্‌ব বোন, কপাল মন্দ! পেটের যদি একটি মেয়ে থাকত, তবে আর এত কষ্ট হ'ত না; পরের ঝি এনেছি, উ'ড়ে এসে, আমার সোণার সংসার পু'ড়ে খাচ্ছে; এখন আর আমার খাওয়া পরা নেই, চারটি গেলা মাত্র!" বউটি বড় ভাল ছিল, বৃদ্ধার কথা শুনিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল! "কেঁদনা, বোন, কেঁদনা; জন্ম-এয়ো, জন্ম-সুখে থাক; আমার জন্য কাঁদে, এমন লোক কি সংসারে কেহ আছে! যাও, বাড়ী যাও, সুখে থাক," এই বলিয়া, বৃদ্ধা জলের কলসীটি লইয়া, আস্তে আস্তে বাড়ী আসিলেন; চার্‌টি ভাতে ভাত রাঁধিয়া, উদর পূর্ণ করিলেন; পরে কাঁপিতে

কাঁপিতে, নিজেই পাথর ও কড়াখানা পুকুর হইতে ধৌত করিয়া আনিলেন! ক্ষান্তমণি নিদ্রা হইতে উঠিয়া, বৃদ্ধার রন্ধন-গৃহে একবার উঁকি মারিল; একটুকু ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "এখনও 'দুগ্যোচ্ছব' হয়নি? 'গতরখাকীর' সোহাগ যেন দিন দিন বাড়্‌ছে।" বৃদ্ধা নিঃশব্দে একদিকে চলিয়া গেলেন।

বিশ্বনাথ পণ্ডিতও নিদ্রা হইতে উঠিলেন। ক্ষান্তমণি বলিল, "ওগো, ভাল একটি কথা মনে প'ড়েছে,—আমার সই-এর বাড়ী যে ডালা দিতে হবে, পাঁচটি টাকা দাওনা গা?" "টাকা ত নাই," এই কথা বলিয়া, বিশ্বনাথ তামাক খাইতে লাগিলেন। "আমি চাইলেই, মিন্‌সের টাকা থাকে না, পয়সা থাকে না, উনি ফকির হন; মিনসের ভাব চরিত্র দেখে, গা জ্বলে যায় আর কি!" এই বলিয়া ক্ষান্তমণি রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিল। গৃহিণীর ভাব-দর্শনে ভীত হইয়া, বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি হুঁকাটি রাখিয়া, বলিলেন, "রাখ তবে, বেণেদের ঘর থেকে, ধার ক'রে এনে দিচ্ছি।" ক্ষান্ত টাকা পাইয়া, শান্ত হইল।

নারায়ণ মনে ভাবিলেন, "এই এক বাটীতেই সমস্ত দিন যাপন করিলাম; অন্য বাটীর গৃহিণীদের অবস্থা একবার দেখে আসি।" তিনি গৃহান্তরে গমন করিয়া, বধূগণের শাশুড়ী-দ্বেষ, অনেকস্থলেই লক্ষ্য করিলেন; অনেক স্থলেই পুত্র ও বধূগণের দুর্ব্যবহারে, মাতার অশ্রুবর্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, ব্যথিত হইলেন!

এই সকল হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শনে, মর্ম্মাহত হইয়া, নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায়! এদেশের বড়ই দুর্দ্দশা! বড়ই দুর্দ্দিন! যে পুত্র, মাতা পিতার প্রতি ভক্তি, প্রীতি ও ভয়শূন্য, যে পুত্র-বধূ, শ্বশুর শাশুড়ীর আজ্ঞাপালন ও সেবা-শুশ্রূষায় কুণ্ঠিতা,—দুঃশীলা, দুশ্চারিণী ও কর্কশ-ভাষিণী,—এরূপ পুত্র ও পুত্র-বধূর প্রয়োজন কি?

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্।
সদা গৃহী নিষেবেত সেবা-ধর্ম্ম প্রযত্নবান্।।

মাতা পিতা সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া, সেবা-ধর্ম্ম তৎপর গৃহী ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন।

কো ধন্যো বহুভিঃ পুত্রৈঃ কুশূলাপূরাণাঢ়কৈ।
বরমেকঃ কুলালম্বী, যত্র বিশ্রূয়তে পিতা।।

তুষপূর্ণ আয়ঢ়কের ন্যায় কেহই বহুপুত্র দ্বারা শ্লাঘ্য হয় না; কিন্তু কুল-প্রদীপ স্বরূপ একমাত্র পুত্র দ্বারাও পিতা ধন্য হইয়া থাকেন।

আসনং ভোজনং বস্ত্রং, পানং ভজনমেব চ।
তত্তৎ সময়মাজ্ঞায়, মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ।।

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং, সর্ব্বদা প্রিয়মাচরয়েৎ।
পিত্রো রাজ্ঞানুসারী স্যাৎ স পুত্রঃ কুল-পাবনঃ।।
যে পুত্র উপযুক্ত সময় জানিয়া, পিতা মাতার আসন, ভোজন, বস্ত্র ও পানীয় এবং ভজন ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়, আর সর্ব্বদা মৃদু বাক্য প্রয়োগ করে এবং প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া, মাতা পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, সেই পুত্রই কুল পবিত্র করে।

কোহর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ন নয়, ধার্ম্মিকঃ, যে পুত্র বিদ্বান্ নয়, এমন পুত্রের প্রয়োজন কি? বরং না থাকাই ভাল; যেমন দৃষ্টি-হীন চক্ষু দ্বারা কোনও উপকার হয় না, কেবল চক্ষু পীড়ার কষ্টই ভোগ করিতে হয়।

হায়! "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী," এই মহাবাক্যটি, এক্ষণে, অনেক স্থলেই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে! হায়! এ শোচনীয় দৃশ্য আর দর্শন করিতে পারি না! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতেছে! হায় মা! ভারতভূমি! তুমি কেবল শৃগাল-কুকুর পোষণ করিতেছ মা! যতদিন না তোমার পুত্রগণ ধর্ম্ম-পরায়ণ হইবেন এবং দুহিতৃগণ এই বিশ্বসংহারিণী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিবেন, ততদিন আর তোমার কল্যাণ কোথায় মা! যাঁহারা সরলতার প্রতিমা, সদ্ভাবের আভাস-ভূমি ও শ্রদ্ধা-ভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সেইভাব কোথায় গেল মা! অনন্তর নারায়ণ উচ্ছলিত দুঃখাবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া, ম্লানমুখে ও অধোবদনে দেবালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবগণের পুনর্ম্মিলন ও আক্ষেপ।

নারায়ণ, নারদ ও গণেশ সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া, সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিলেন। অতঃপর নারায়ণ, অতি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিতান্ত কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস, কি বলিব, দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়! এ দেশ আর সে দেশ নহে! এ এক অভিনব দেশ! এ অভিনব দেশের অভিনব ভাব, আমারও বুদ্ধির অগম্য! যাহা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই, তাহাই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি! জানিনা, কি এক ঘোরতর দুর্ভাগ্য ভারতের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। বধূগণের শাশুড়ী-দ্বেষ এবং পুত্রগণের মাতৃ-বিদ্বেষ ও স্ত্রী-পরায়ণতা যেরূপ দর্শন করিলাম, তাহাতে আশঙ্কা হয়,— এ দেশের অধিবাসিগণ,- অচিরেই মনুষ্য-সমাজ-বিচ্যুত হইয়া, পশু-সমাজের অন্তর্নির্বিষ্ট

হইবে! হায়! ভারতমাতার ভাগ্যে কি এই ছিল! মহামুনি নারদও প্রশান্তভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমরাও দেখিলাম,—পল্লীবাসিগণ কেবল স্বার্থপরতা, অযথা বিরোধ, পর-নিন্দা, পরানিষ্ট-সাধন ও পরশ্রীকাতরতায় ব্যতিব্যস্ত! হরিনামের মোহময় কীর্ত্তনে অতি অল্প লোকই মাতোয়ারা! যদিও দুই একটি মাতৃভক্ত ও ধর্ম্মশীল পুত্র এবং স্বামী-সর্ব্বস্বা, লক্ষ্মীরূপিণী বধূ, এখনও জীবিত আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সাধু দৃষ্টান্ত প্রায়ই অনুসৃত হয় না। সাধারণতঃ, স্ত্রীজাতি বিলাসিনী, দুর্ব্বিনীতা ও স্বার্থ-পরায়ণা এবং পুরুষগণ, দেবদ্বিজে ভক্তি-শূন্য, স্ত্রীর মনোরঞ্জনে উৎসর্গীকৃত-জীবন ও দাসত্ব-প্রিয়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই বুদ্ধি —নিম্নগামিনী, দয়া ও যত্ন স্বার্থ-মূলক এবং চরম অভিলাষ—ঐহিক সুখ-সম্ভোগ। উভয়েই পারলৌকিক চিন্তায় সমভাবে উদাসীন; উভয়েই সমভাবে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত এবং উভয়েরই জীবনের উদ্দেশ্য, একই অসার পার্থিব ভাবে পরিচালিত।

প্রভো! কোনও চিন্তার কারণ নাই; "নামের গুণে" অবশ্যই অসাধ্য-সাধন হইবে; অসম্ভব সম্ভব হইবে; মুগ্ধমানব অবশ্যই মায়া-পাশ মুক্ত হইবে। যেরূপ রোগী ঔষধের মর্ম্ম না জানিলেও, ঔষধ আপন গুণেই তাহাকে নিরোগ করে , প্রভু, সেইরূপ, অবোধ ভ্রাতৃগণ, হরিনামের মর্ম্ম না জানিলেও, নামের গুণেই তাহাদের আত্মজ্ঞান জন্মিবে।" অবশেষে কতিপয় সুমধুর সঙ্গীতদ্বারা, সকলের মর্ম্মান্তিক যাতনা দূর করিবার জন্য, মহামুনি নারদ বীণা-যন্ত্র বাজাইতে লাগিলেন এবং নারায়ণ ও গণেশ উভয়েই সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

গণেশের গীত।

সুরট মল্লার—ঢিমে তেতলা।

পড়িয়ে ভব-সাগরে, ডুবে মা তনুর তরি।
মোহ-ঝড়ে মায়া-তুফান, ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি!
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাহে ছজন গোঁয়ার দাঁড়ি,
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি।।
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়্'ল শ্রদ্ধার পাল,
নৌকা হ'ল বানচাল, বল কি উপায় করি।।
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গেতে দিয়ে সাঁতার, দুর্গা নামের ভেলা ধরি।।

মূলতান—একতালা।

তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার-গারদে থাকি বল।
পশিল ছয় দূত, তশীল করে কত,
দারা-সুত পায়ের শৃঙ্খল।।
দিয়ে মায়া-বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে,
সম্পদে হারালেম মোক্ষ-ফল।
এবার হ'লনা সাধনা, ওমা শবাসনা,
সংসার-ব্যসনা প্রবল।।
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি,
ছুটাছুটি করি ভুমণ্ডল।
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
সর্ব্বনাশি! জানিস্ কত ছল।।
আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে,
নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধ'রে খাই হলাহল।।

নারায়ণ। অতি উত্তম; গান দুটি অতীব মধুর।

গণেশ। প্রভু, আপনি একটি গান করুন।

"আচ্ছা, আমি বৃদ্ধ; গান গাইতে পারি না,—কিন্তু শুনিতে খুব ভালবাসি," এই বলিয়া, নারায়ণ গাইতে লাগিলেন ঃ—

নারায়ণের গীত।

কানাড়া—একতালা।

কে ও ললনা, নলিনী-বদনা, দানব-দলনা, বলরে আমায়।
মরি কি মাধুরী, যেন হেম-গিরি, রবি-শশী হাসি পতিত পায়।।
গলিত চিকুরে শ্রীঅঙ্গ-প্রভা, নীল-নব-ঘনে চপলার আভা,
কপোল-কমলে, অনিল-হিল্লোলে, অলঙ্কার ছলে, মধুপ ধায়।।
রাজে মৃগ রাজে, সাজে অপরূপ, সময়-অলকে সুধায় লোলুপ,
হুহুঙ্কার-ধ্বনি, কাঁপিছে মেদিনী, চরণে অবনী শরণ লয়।।

খাম্বাজ—চৌতাল।

নীল-বরণী নবীনা রমণী, নাগিনী-জড়িত জটা-বিভূষিণী।
নীল-নলিনী জিনি-ত্রিনয়নী, নিরখিনু নিশানাথ নিভাননী!
নিরমল নিশাকর কপালিনী, নিরুপমভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী,
নিকর চারি ক'র সুশোভিনী, লোল-রসনা করাল-বদনী।
নিতম্বে দুলিছে শার্দ্দূল ছাল, নীল-পদ্ম করে, করে করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দুকরে, লম্বোদরী, লম্বোদর-প্রসবিনী।।
নিপতিত পতি শব-রূপে পায়, নিগমে ইহার নিগূঢ়. না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়, নিত্য-সিদ্ধ-তারা নগেন্দ্র-নন্দিনী।।

নারায়ণ মধুর কণ্ঠে যেন অমৃত বর্ষণ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন; এরূপ মধুর সঙ্গীত, কেহ কখনও শুনিয়াছেন কিনা, কাহারও মনে পড়িল না! অতঃপর নারায়ণ, নারদকে বালিলেন, "বৎস, তুমি একটি গান গাও; তোমার মুখের "হরিনাম" বড়ই মধুর।" অনন্তর নারদ গাইতে লাগিলেন—

মহামুনি নারদের গীত।

(বীণাযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে)

ভৈরবী—ঠুংরী।

তোমা হেন প্রিয়জন কে আছে হরি!
সম্পদে বিপদে নিশি দিন কে সহায়, কে আর এত হিতকারী।।
কাঁদিলে তাপিত জন, কাঁদে হে তোমার প্রাণ,
দুঃখ-বারণ, তাপহারী।
মাভৈঃ অভয়-দানে রাখ তারে শ্রীচরণে,
দাও সদা সুখ-শান্তি-বারি।।
সেই সুধা বাণী শু'নে, ছুটে প্রাণ তব পানে,
জয় জয় মাধব-মুরারি।।
দেহিমে জীবন, দেহিমে প্রেম, দেহিমে চরণ তোমারি।।

"আহা! কি মধুর! আহা! কি মধুর!" এই বলিয়া, সকলেই নারদ মুনিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর নারায়ণের অভিপ্রায়ানুসারে গান বন্ধ হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করিল এবং দেবগণও কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ শয়ন করিলেন এবং অনতিকাল মধ্যেই নিদ্রা-দেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল; নারায়ণ হঠাৎ জাগ্রত হইলেন; চারিদিকে সাড়া-শব্দ নাই, কেবল ঝিম্ ঝিম্ শব্দ হইতেছিল। লোক-চরিত্র-পরিজ্ঞানের ইহাই প্রকৃত সময় মনে করিয়া, তিনি নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে পুনরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।
অমৃতে বিষ ও বিষে অমৃত।

হরিনাথ দাস একজন তালুকদার; রামচরণ মণ্ডল তাহার প্রজা। হরিনাথের সহিত ক্রমাগত দশ বৎসর মোকদ্দমা করিয়া, রামচরণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; তাহার সমস্ত জোত জমা হরিনাথের অধিকারে আসিয়াছে। এক্ষণে কোনও না কোনও উপায়ে, হরিনাথের সর্ব্বনাশ সাধনই, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। সে অনন্যোপায় হইয়া, হরিনাথের গৃহে অগ্নি-প্রয়োগ করাই স্থির করিল। কিয়দ্দিবস পরে রামচরণ জানিতে পারিল, হরিনাথ বিবাহোপলক্ষে কোনও আত্মীয় বাড়ী গিয়াছেন; বাটীতে কেবল তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র রহিয়াছে। সংসারে অন্য লোক না থাকায়, তিনি মধুর মাতাকে তাঁহার স্ত্রীর নিকট শয়ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। মধুর মাতা হরিনাথের স্ত্রী দামিনীর নিকট বলিয়া গেল, সে আসিতে পারিবে না, তাহাদের বাটীতে কুটুম্ব আসিয়াছে। নারায়ণ নিশীথ সময়ে অলক্ষ্যভাবে এ বাটীতে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, গৃহে আলো জ্বলিতেছে; দামিনী একজন পুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করিতেছে। নারায়ণ বুঝিতে পারিলেন, পুরুষটি দামিনীর স্বামী নহে, উপপতি। এই সময় রামচরণ, সেই বাটীতে অগ্নি-প্রয়োগের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ সে চমকিয়া উঠিল; দাস-মহাশয় বাটীতে নাই, তথাপি তাঁহার গৃহে এই দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত আলো জ্বলিতেছে কেন! তৎপর গৃহের অভ্যন্তরে একটি পরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর পাইয়া, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল! সে বুঝিতে পারিল, হরিনাথের পত্নী ভ্রষ্টা! হরিনাথের গৃহের এইরূপ ঘৃণিতাবস্থা দর্শনে, তাহার বদ্ধ-শত্রুভাব বিস্মৃত হইল। সে মনে ভাবিল, দাস মহাশয় যেমন শঠতা করিয়া, তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, পরমেশ্বর প্রকারান্তরে সেই পাপের শাস্তি প্রদান করিতেছেন! সে এক্ষণে আর হরিনাথের শত্রু নহে,—পরম হিতৈষী বন্ধু! সে অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত

হইয়া, গৃহের ছিদ্র দ্বারা, অবৈধ প্রেমের লীলা-খেলা দেখিতে লাগিল। এই লোকটি হরিনাথের ভৃত্য; সে দামিনীকে বলিল, "আর বেশীদিন এরূপ থাকিবে না। তোমার পুত্র বড় হইয়া উঠিল, না জানি, কোন্ দিন প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

দামিনী বলিল, "উহাকে আমি এক্ষণেই শেষ করিতেছি!"

অতঃপর ভৃত্যপ্রেমামুগ্ধা পিশাচী, একখানা শাণিত ছোরা দ্বারা, নিদ্রিত পুত্রের জীবন-নাশ করিতে উদ্যত হইল। রামচরণ দেখিল, সর্ব্বনাশ! হরিনাথ নির্ব্বংশ হয়! শত্রু হইলেও, তিনি মনিব, এই ভাবিয়া, সে দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিল এবং পাপীয়সীর হস্তস্থিত শাণিত ছোরা অলক্ষ্যে কাড়িয়া লইয়া, তদ্দারা পাপিষ্ঠের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া পলায়ন করিল। তাহাদের অঙ্গ-সঞ্চালনে প্রদীপটি নিবিয়া গেল। দামিনী "হাউ মাউ" শব্দ করিয়া উঠিল; প্রতিবেশিগণ সমবেত হইলে, সে প্রকাশ করিল, "তামাকু দেওয়ার জন্য ভৃত্য গৃহে প্রবেশ করিলে, বিনা কারণে, স্বামী তাহার উপর চটিয়া উঠে এবং ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, উহাকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

নারায়ণ, পিশাচী দামিনীর প্রকৃতি আদ্যোপান্ত দর্শনে, স্তব্ধ হইয়া, চিত্রপুত্তলির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হায় রে কলিকাল! এই সকল পৈশাচিক কার্য্য-কলাপ, তোমাতেই সম্ভবে! স্ত্রীজাতি! তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই! তোমরা, হতভাগ্য স্বামীকে সিংহাসনে বসাইয়া থাক, আবার পথের ভিখারী করাও তোমাদেরই কাজ! তোমরা সাজান-বাগান শুকাইতে পার, আবার শুষ্ক বাগান সঞ্জীবিত করাও, তোমাদের অসাধ্য নহে! তোমাদের অন্তরই অমৃতময়, তোমাদের অন্তরই বিষ-প্রস্রবণ! তোমরাই শান্তির আলয়, আবার তোমরাই শান্তির দাবানল! তোমরা জ্যোৎস্না-স্বরূপিণী, আবার তোমরাই ঘোর অন্ধকারের জননী! দয়া-মায়ার পুণ্য-প্রস্রবণ, তোমাদের হৃদয়ে চিরপ্রবাহিত, আবার তোমাদের হৃদয়েই পৈশাচিক নির্দ্দয়তা পূর্ণ প্রকাশিত! তোমাদিগকে নমস্কার করি। তোমাদের জন্য বিশ্ববাসী লালায়িত; অনাহারে-অনিদ্রায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া, তোমাদিগকে সুখী করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য! বিশ্বাস-ঘাতকতা কি তোমাদের কাজ? তোমাদের শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, নির্দ্দয়তা, বড়ই ভয়াবহ এবং বড়ই হৃদয়-বিদারক! রামচরণ তুমি ধন্য! তুমি শত্রু হইলেও, হরিনাথের পরম হিতৈষী; নীচ জাত হইলেও, জগদ্বাসীকে একটি উচ্চাঙ্গের উপদেশ শিক্ষা দিলে! ধন্য তোমার ক্ষমা! ধন্য তোমার সাহস!"

এই দৃশ্যে, নারায়ণের মনে বিবিধ চিন্তার উদয় হইল। তিনি এদেশের ভূত-

ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অনেক রাত্রি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, ম্লানমুখে ও অধোবদনে দেবালয়ে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। দেবগণ গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। নারায়ণ বলিলেন, "বৎস, অদ্য তোমরা এই পল্লীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি-গ্রামে হরিনাম প্রচার কর। তোমাদের ললিত-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত চির-মনোহর হরিনামের প্রেম-পীযূষময়ী মধুর-কাকলী দ্বারা, হরিনাম-পিপাসু ভক্ত-বৃন্দের উদ্বেল প্রাণে আনন্দের সঞ্চার কর। হরিনামের উন্মাদনী মধুরতায়, কলুষ ও অবসন্ন প্রাণও, পবিত্র ও হাস্যময় হইয়া উঠিবে; পাপ-পঙ্কিল হৃদয়ে পুণ্যের আনন্দ-প্রস্রবণ বহিবে। অনেক মরু-হৃদয়ে ভক্তি-কুসুম বিকশিত হইবে। নারদ উত্তর করিলেন, "প্রভো! আপনার কৃপায়, হরিনাম প্রচারের কোনও ত্রুটি হইবে না; কিন্তু আমরা নিতান্ত অবোধ ও শক্তিহীন; হরিনামের মর্ম্ম কি বুঝিব? যে যাহা বুঝে না, সে তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম কিরূপে বুঝাইবে?" নারায়ণ উত্তর করিলেন, "যাও, ওটি তোমার পুরাতন কথা; এস, এক্ষণে আমরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সাধনে বহির্গত হই।"

অনন্তর নারদ ও গণেশ, নারায়ণকে প্রণাম করিয়া, হরিগুণ-গান করিতে করিতে, গ্রামান্তরে চলিলেন: নারায়ণও কিয়ৎকাল চিন্তার পর, "নাম-কীর্ত্তন" করিতে করিতে, গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নারদ ও গণেশের গীত।

(গাইতে গাইতে গ্রামান্তরে প্রবেশ)

"হরি! তুমি মম পিতা, তুমি মম মাতা হে!
সুহৃদ্ সখা তুমি, তুমি মম ধন জন;
প্রাণ—রমণ তুমি, শান্তি-সদন হে।।
আপন বলিতে মম, তোমা বিনা কেহ নাই,
সাধনের ধন তুমি, তুমিই শরণ হে।
ত্রিভুবন পূর্ণ কবি, রহিয়াছ তুমি হরি,
তব দরশন বিনা, বৃথা এ নয়ন হে।।
তব গুণ যে রসনা, কভু না করে ঘোষণা,
বিনাশ মঙ্গল তার, কি ফল রহিয়া হে।
যথা তব অধিষ্ঠান, সেই পুণ্য তীর্থ-স্থান,
না ভ্রমিল যদি পদ, কি ফল তাহায় হে।।

সব সুখ ত্যাগ করি,   তব শ্রীচরণে হরি,
তনু, মন, প্রাণ মম, করেছি অর্পণ হে।
বিনা তব গুণ-গাথা,   অসার জ্ঞানের কথা,
বিফল প্রয়াস শুধু, চাহি না শুনিতে হে।
এ বিষম ভব-নদী,   তরিবারে চাহ যদি,
এস সবে সে চরণে, লইগে শরণ হে।।”
(২)
“বল বল হরি, ছন্দ না করিহ, বিপদে বেঢ়ল দেশ।
এ তত্ত্ব জানিয়া, আগে পলাওল, শ্রবণ-দশন-কেশ।।
তার পাছে পাছে, লোচন-বচন, তারা দুই দিল ভঙ্গ।
মোর মোর করি, রাত্রি দিন মরি, যমদূতে দেখে রঙ্গ।।
সুন্দর নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, বিষম যমের থানা।
দণ্ড যে দিবস, বৎসর গণিছে, কোন্ দিন দিবে হানা।।
এই পুত্র-বধূ যতন করিছে, সকলি নিমের তিতা।
মরণ-সময় হাতে গলে বাঁধি, মুখে জ্বালি দিবে চিতা।।
বদন ভরিয়া, হরি না বলিলা, শমন তরিবা কিসে।
দাস লোচন, কহিযা ফারাক, মরিছ আপন দোষে।।”

নারায়ণের নাম-সংকীর্ত্তন।

(গাইতে গাইতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ)

ভাদ্রকৃষ্ণা-অষ্টমীতে, দেবকী-উদরে,
জন্মিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীমথুরাপুরে।
শিশুরূপে আলো করে, কারা অন্ধকারে,
মথুরায় দেবগণ, পুষ্পবৃষ্টি করে।
বাসুদেব রাখে নিয়া, নন্দের মন্দিরে,
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ, দিনে দিনে বাড়ে।
নন্দ রাখিলা নাম, শ্রীনন্দের নন্দন,
যশোদা রাখিলা নাম, যাদু বাছাধন।
উপানন্দ নাম রাখে, সুন্দর গোপাল,
ব্রজবালক নাম রাখে, ঠাকুর রাখাল।
সুবল রাখিলা নাম, ঠাকুর কানাই,

শ্রীদাম রাখিলা নাম, রাখালরাজা ভাই।
ননীচোরা নাম রাখে, যতেক গোপিনী,
কেলেসোণা নাম রাখে, রাধাবিনোদিনী।
কুব্জা রাখিলা নাম, পতিতপাবন হরি,
চন্দ্রাবলী নাম রাখে, মোহন বংশীধারী।
অনন্ত রাখিলা নাম, অন্ত না পাইয়া,
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ, ধ্যানেতে জানিয়া।
কণ্বমুনি নাম রাখে, দেব চক্রপাণি,
বনমালী নাম রাখে, বনের হরিণী।
গজহস্তী নাম রাখে, শ্রীমধুসূদন,
অজামিল নাম রাখে, দেব নারায়ণ।
পুরন্দর নাম রাখে, দেব শ্রীগোবিন্দ,
কুন্তীদেবী রাখে নাম, পাণ্ডব-আনন্দ।
দ্রৌপদী রাখিলা নাম, দেব-দীনবন্ধু,
পাপী তাপী রাখে নাম, করুণার সিন্ধু।
সুদাম রাখিলা নাম, দারিদ্র্য-ভঞ্জন,
ব্রজবাসী নাম রাখে, ব্রজের জীবন।
দর্পহারী নাম রাখে, অর্জ্জুন সুধীর,
পশুপতি নাম রাখে, খগরাজবীর।
যুধিষ্ঠির নাম রাখে, দেব যদুবর,
বিদুর রাখিলা নাম, কাঙ্গালের ঠাকুর।
বাসুকি রাখিলা নাম, দেব-সৃষ্টিস্থিতি,
ধ্রুবলোক নাম রাখে, ধ্রুবের সারথি।
নারদ রাখিলা নাম, ভক্ত-প্রাণধন,
ভীষ্মদেব নাম রাখে, লক্ষ্মী-নারায়ণ।
সত্যভামা নাম রাখে, সত্যের সারথি,
জাম্বুপতি নাম রাখে, দেব যোদ্ধাপতি।
বিশ্বামিত্র রাখে নাম, সংসারের সার,
অহল্যা রাখিলা নাম, পাষাণ-উদ্ধার।
ভৃগুমুনি নাম রাখে, জগতের হরি,
পঞ্চমুখে রামনাম, জপে ত্রিপুরারি।

কুঞ্জকেশী নাম রাখে, বলি সদাচারী,
প্রহ্লাদ রাখিলা নাম, নৃসিংহ-মুরারি।
দৈত্যারি দ্বারকানাথ, দারিদ্র্য-ভঞ্জন,
দয়াময় দ্রৌপদীর, লজ্জানিবারণ।
স্বরূপে সবার হয়, গোলোকেতে স্থিতি,
বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদশায়ী, কমলার পতি।
রসময় রসিক নাগর অনুপম,
নিকুঞ্জবিহারী হরি, নবঘনশ্যাম।
শালগ্রাম দামোদর, শ্রীপতি শ্রীধর,
তারকব্রহ্ম সনাতন, পরম ঈশ্বর।
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ,
পতিতপাবন গুরু, জ্ঞান উপদেশ।
চিন্তামণি চতুর্ভূজ দেব চক্রপাণি,
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম, অনন্ত মহিমা,
নারদাদি ব্যাসদেব, দিতে নারে সীমা।
নাম ভজ নাম চিন্ত, নাম কর সার,
অনন্ত কৃষ্ণের নাম, মহিমা অপার।
শত ভরি সুবর্ণ, গো কোটী কন্যাদান,
তথাপি না হয় কৃষ্ণ, নামের সমান।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি,
নামের সহিত আছেন, আপনি শ্রীহরি।
শুন শুন ওরে ভাই, নাম সংকীর্ত্তন,
যে নাম শ্রবণে হয়, পাপ-বিমোচন।
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব, আর সব মিছে,
পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে।
ব্রহ্মা-আদি দেব যারে, ধ্যানে নাহি পায়,
সে হরি বঞ্চিত হৈলে, কি হবে উপায়।
হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ,
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা, দেব নারায়ণ।
বলিরে ছলিতে প্রভু, হইলা বামন,
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি, কৈলা নিবারণ।

অষ্টোত্তর শত নাম, যে করে পঠন,
অনায়াসে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কব, নন্দের নন্দন,
মথুরায় কংস-ধ্বংস, লঙ্কায় রাবণ।
বকাসুর বধ আদি, কালিয় দমন,
দ্বিজ হরিদাস কহে, নাম-সংকীর্ত্তন।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্ত্রী-সমিতি।

মুখুয্যে মহাশয়দের বাটীতে আজ মহিলাগণের নিমন্ত্রণ। সকলেই স্ব স্ব বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া, এ গৃহে উপস্থিত হইলেন। মুখুয্যের গিন্নি সমাগত মহিলাগণকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "তোমরা মা! ঐ আটচালা ঘরে একটু বস; রান্নার কিছু বিলম্ব আছে।" অমলা, কমলা, সরলা, সরোজা, বিরজা, সুহাসিনী ও সুবাসিনী প্রভৃতি রমণীগণ, কেহ বা চৌকির উপরে, কেহ বা ঘরের মেজেতে বিছান-মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে, নানাপ্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

নারায়ণ, অদৃশ্যভাবে এই মহিলা সমাজে উপস্থিত হইয়া, সরলা ও সরোজার কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। উহারা অল্পদিন হইল পিত্রালয়ে আসিয়াছে; উভয়েরই বয়স, বিশ বাইশ বৎসর হইবে; শৈশবাবধিই উহাদের মধ্যে বেশ ভাব; বহুকাল পর পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ায়, উভয়েই পরম আনন্দ লাভ করিয়াছে। সরলা জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজ, ক'দিন হ'ল এসেছিস্?" সরোজ উত্তর করিল, "কাল এসেছি।"

সরলা। তোর স্বামী কোথায়? তোরা ভাল আছিস্ ত?

সরোজা। তিনি কলকাতায় আছেন; আমরা ভাল আছি। তোরা ভাল আছিস ত?

সরলা। হাঁ, আমরা ভাল আছি। তোদের মধ্যে ভাব কেমন?

সরোজা। হাঁ, এ বিষয়ে ঈশ্বরের বিশেষ দয়া আছে।

সরলা। আচ্ছা বেশ, শুনে সুখী হলেম। তোর গায়ের গহনা পত্র কোথায়?

সরোজা। বেশী কিছু দেন নাই।

সরলা। কেন? তোকে তিনি এত ভালবাসেন, গহনা দেন নাই কেন?

সরোজা। সংসারের খরচ বেশী, কুলোতে পারেন না; যখন তাঁর সুবিধা হয়, দিবেন; না হয়, না দিবেন।

সরলা। তুই বড্ড হাবা মেয়ে; চাইতে পারিস্ নে?

সরোজা। চাইলে কি হবে? তাঁকে কেবল কষ্ট দেওয়া বই ত' নয়?

সরলা। না চাইলে কি পাওয়া যায়? দেখ্, আমি কখানা পেয়েছি!

সরোজা। তিনি যে আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, ইহাতেই আমি পরম সুখী। গহনা দিয়ে কি ক'রব? কপালে থাকে ত পাব, না হয়, না পাব। তবে বল্‌তে পারিস, অসময়ে গহনার অনেক উপকার হয়; কিন্তু সেজন্য স্বামীকে বিপদে ফেলা ভাল নয়। অসময়ে ভগবান যা করবেন, তাই হবে।

সরলা। ছেলেবেলাবধিই তোর বুদ্ধি বড় পাকা; এমন পাকা বুদ্ধি আমাদের নয়।

সরোজা। আমরা স্বামীর সুখ দুঃখ না বুঝিলে, আর কে বুঝিবে?

সরলা। আচ্ছা, যাক্ সেকথা; তোর শাশুড়ী কেমন, বল্ দেখি?

সরোজা। খুব ভাল।

সরলা। আমরা ত শুনেছি, তাঁর রাগ বড্ড বেশী; তোকে বড্ড জ্বালাতন করেন।

সরোজা। না, তা মিছে কথা; তাঁর দয়া মায়া বেশ আছে।

সরলা। সরোজ, আমি শাশুড়ী জ্বালায় জ্বলে ম'লেম; আমার খাওয়া পরা তিনি দেখ্‌তে পারেন না।

সরোজা। দিদি, নিজে ভাল হ'লে, জগৎ ভাল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী যাহা বলেন, আমি তাহাই শুনি; তাঁর একটি কথাও অগ্রাহ্য করিনা; তাঁর খাওয়ার যত্ন করি; কথায় কথায় উত্তর দেই না; তিনি গালি দিলেও, চুপ ক'রে থাকি; এই কারণে, তিনিও আমাকে খুব ভাল বাসেন।

সরলা। সরোজ, তুই যা বলছিস, তা সত্য বটে; কিন্তু শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ কোন কথা বল্লেই, আমার মুখ দিয়ে তাহার উত্তর বেরিয়ে পড়ে।

সরোজা। তা হলে চলবে কেন? সইতে হয়; "যে সয়, সেই রয়।"

সরলা। আচ্ছা, সরোজ, আমি সইব; একটি কথাও কইব না; দেখি, তোর মত ভালবাসা পাই কিনা!

নারায়ণ, লক্ষ্মীরূপিণী সরোজার কথা শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল! নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু

বিগলিত হইতে লাগিল! অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আজ আমার কি সৌভাগ্য যে, এমন রমণী-রত্ন দর্শন করিলাম! যে দেশের অধিকাংশ রমণী, বস্ত্রালঙ্কারের জন্য স্বামীর কণ্টক-রূপিণী; যাহারা গৃহে অর্থ-সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া, স্বামীর কষ্ট-বর্দ্ধনেও বিমুখী নহেন; স্বামীর সুখ-দুঃখে চিন্তা-শূন্যা, কেবল আত্ম-সুখ-পরায়ণা, সেই হতভাগ্য দেশে, সরোজার ন্যায় পুত্র-বধূ এখনও বিদ্যমান আছে! আহা! যে স্ত্রী, স্বামীর সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী, তিনিই প্রশংসনীয়া; তিনিই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী; তিনিই প্রকৃত গৃহ-লক্ষ্মী; আর যে ভাগ্যবান পুরুষ, এরূপ রমণী-রত্নের অধিকারী, তিনিই ধন্য! সংসারের দুর্গম-পথে, তাঁহার আর অন্য সহযাত্রীর প্রয়োজন কি? ভারতীয় ললনাগণ! তোমরা জাননা যে, তোমাদের দেশে কি দুর্দ্দিন উপস্থিত! তোমাদের স্বামিগণ, অন্ন-চিন্তা-চমৎকারে হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়াছেন! এই বিপৎকালে তোমরা সহায় না হইলে, অচিরেই তাঁহারা কালগ্রাসে পতিত হইবেন। মা! তোমরা এক্ষণে সম্মোহন বেশ পরিত্যাগ করিয়া, শান্তিময়ী মূর্ত্তি ধারণ কর; স্বস্ব স্বামীর হতাশ প্রাণে আশা-বারি সেচন কর; তাহা না হইলে, তোমাদের গৃহ, তোমাদের ভারত-ভূমি, তোমাদের বিলাস-ভবন, অচিরেই শ্মশান-ক্ষেত্রে পরিণত হইবে!

সরলা ও সরোজার কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় শরদ্বাসিনী আসিয়া, ম্লান-মুখে তাহাদের একধারে বসিল। শরদ্বাসিনী মুখুয্যে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা; অনিন্দ্য সুন্দরী; শরতের ন্যায় লাবণ্যবতী ললনা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না, বয়স সতর আঠার হইবে। মুখুয্যে মহাশয়, বহু টাকা ব্যয় করিয়া, তাহাকে শ্যামনগরের জমিদারের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছেন। এই জমিদারের আয় প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

সরলা জিজ্ঞাসা করিল, "শরৎ, কবে এসেছিস?"

শরৎ উত্তর করিল, "আজ কয়েক দিন হ'ল।"

সরলা। তোদের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে, বড়ই সুখী হয়েছি। বামুনে রাঁধে, দাসীতে কাজ করে, কত দালান বালাখানা, কত ঘি, মাখন খাস্; তোর সুখের সীমা নাই! আমরা যেমন গরীবের মেয়ে, প'ড়েছি তেমন গরীবের হাতে। তোর কত সুখ! মুখে হাসি নাই কেন?

শরৎ। দিদি! বড় ঘরে বিয়ে হ'লেই যে সুখ হয়, এটি তোমাদের ভ্রম। দুধ, ঘি, মাখন খেলেই যে সুখ হয়, তাহাও নয়। দিদি! মনের সুখই প্রকৃত সুখ।

সরোজা। আমিও, শরৎ, তাহাই বুঝি; মনের সুখই প্রকৃত সুখ; কুঁড়ে ঘরে

বাস করে, শাক ভাত খেয়েও, যদি স্বামীর ভালবাসা পাওয়া যায়, তিনি সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত হন, তাতেই সুখ।

সরোজা পুনরায় বলিল, "দিদি! তুই জানিস্‌নে; শরতের মনে বড় দুঃখ! আহা! এমন মেয়ে, তার স্বামীর স্বভাব নাকি মন্দ! দেখ্‌ সরোজ, দেশের পুরুষ গুল যেন ক্ষেপে উঠেছে! আজকাল খাঁটি মানুষ পাওয়া ভার। আমাদের কপালে যে কি আছে, তাহারই বা ঠিক কি?

শরৎ। তাঁর নিন্দা করিস নে; নারায়ণ তাঁহাকে সুপথে আনয়ন করুন, এই প্রার্থনা কর্‌।

নারায়ণ শরতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন;— "হায় রে! এদেশের লোক সকল নিতান্ত অবোধ; উহাদের সূক্ষ্মদর্শিতা কিছু মাত্র নাই। বরের মানসিক উন্নতির প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করে না; বর উপার্জ্জন-ক্ষম অথবা সঙ্গতি-পন্ন হইলেই, কন্যার পিতা মনে করেন, "কন্যা" সুপাত্রে সমর্পিত হইল! কিন্তু সেটি ভ্রম; বরের শিক্ষা ও অর্থ-সঙ্গতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু বর সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় দেখার পূর্ব্বে, সে "সাধু প্রকৃতি" কিনা, ইহাই সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে, কন্যার মানসিক সুখের আশা দুরাশা মাত্র! ক্রোড়-পতি বরও, উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি হইলে, কন্যার কিছু মাত্র সুখ হয় না, সে অহর্নিশ মনের আগুনে জ্বলিয়া মরে।

সুভক্ষ্য-ভক্ষণ বহু মূল্য অলঙ্কার-ধারণ ও দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যায় শয়নে যে সুখ, তাহার মূল্য অতি সামান্য; কিন্তু দম্পতির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ-জনিত যে সুখ, তাহা অমূল্য। ইহা অপার্থিব দ্রব্য। আজ কাল ইহার অভাব বলিয়াই, এ দেশের এ দুর্গতি! দম্পতির সেরূপ মনোমিলন নাই, কাজেই অসুখ ও অশান্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান!

নারায়ণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একটি বিধবা রমণী, সেই গৃহের একপ্রান্তে বসিয়া, সম-বয়স্কা অন্য রমণীর নিকট তাঁহার মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। ঐ বিধবা রমণীর নাম শান্তি; অন্য রমণীর নাম ভুবন-মোহিনী; উভয়ের বয়স বিশ-বাইশ বৎসর হইবে। ভুবন বলিল, "শান্তি, তোর এ দশার কথা শুনে, আমরা মর্ম্মাহত হয়েছি; প্রাণ সুস্থির রাখিস্‌; কি করবি; বিধাতা কপালে যা লিখেছেন, তাই ত ঘট্‌বে? এমন সোণার মানুষ ফাঁকি দিয়ে গেল!

শান্তি কাঁদিয়া উত্তর করিল, "ভুবন, এটিই আমার দুঃখ,— এমন লোকের মর্ম্ম আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না,—তাঁকে একটি দিনের জন্যও সুখী কল্লেম না! বাড়ী আসিলেই, আমাদের ভাব-চরিত্র দেখে, "হা ভগবন্‌, হা পরমেশ্বর,"

এই বলিয়া তিনি কাঁদিতেন। ভুবন, তেমন লোক আর দেখিতে পাই না; অন্য লোকের সঙ্গে, তাঁর তুলনা করে দেখি, তিনি দেবতা—এ পাপ-পৃথিবীর যোগ্য নহেন! অভাগিনীর কপালে, তিনি থাকিবেন কেন! তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক কথা, আমার প্রতি তাঁর সরস ভাব, সব মনে পড়ে; ভুবন, সব মনে পড়ে! আমি পিশাচী, তিনি দেবতা; আমার কপালগুণে তিনি থাকিবেন কেন! আমি তাঁহাকে কথা-বার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে, কষ্ট দিতে ত্রুটি করি নাই। তিনি আমাকে কত বুঝাতেন, কত উপদেশ দিতেন. কত বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীর কথা বল্‌তেন, তাঁহার একটি কথাও আমি পালন করি নাই—ভুবন, ইহাই আমার দুঃখ;—তাঁকে সুখী কর্‌লেম না; তাঁর সেবা কর্‌লেম না; প্রাণভরে তাঁকে ভালবাস্‌লেম না; আমি অভাগিনী, তিনি অভিমানে, আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন!''

ভুবন। শান্তি, এই ত আমাদের দোষ; আমরা সময় মত স্বামীর মুখের দিকে তাকাই না; সময় মত তাঁকে ভালবাসি না; তাঁর কথা শুনি না; তাঁর প্রাণ ঠাণ্ডা করি না, বরং বাক্য-বাণে বিদ্ধ করি; পরে অনুতাপে জ্বলে মরি। শান্তি, এখন সে কথা ভাব্‌লে আর ফল নেই; মন সুস্থির কর্‌; ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা কর্‌। যদি তুই মনটি ও স্বভাবটি ভাল রেখে, সময় কাটাতে পারিস্‌, তাহলেই তুই যে স্বামীকে ভালবাসতিস, তাহার পরিচয় দেওয়া হবে।

নারায়ণ শান্তির অবস্থা দর্শনে, যারপর নাই দুঃখিত হইলেন এবং তাহার আত্ম-গ্লানি শ্রবণ করিয়া, তাহাকে মনে মনে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর এই চিন্তা তাহার মনে উদিত হইল— "ভুবন যাহা বলিল, সে কথাটি সত্য বটে; যদি শান্তি ধর্ম্ম-পথে মতি রাখিয়া, এই দারুণ বৈধব্য-দশা অতিক্রম করিতে পারে, তবেই তাহার আত্মগ্লানি সার্থক হইবে।"

কিছুকাল পরে তাঁহার মনে আর একটি চিন্তার উদয় হইল,—"হায়! বাল-বৈধব্য কি কষ্টপ্রদ! কি মর্ম্মভেদী! কি হৃদয়-বিদারক! জীবনের সুখ-শান্তি, আশা-ভরসা, যাহা-কিছু চির কালের জন্য সব চলিয়া যায়! স্বামীই স্ত্রীজাতির বন্ধু; স্বামীই স্ত্রীজাতির সখা; স্বামীই সুখ, স্বামীই শান্তি; স্বামীই জীবন, আর তাঁহার অভাবই মৃত্যু! যে হতভাগিনী, সেই সংসারের সার, স্ত্রী-জীবনের আরাধ্য-দেবতা, প্রাণাধিক প্রিয়, স্বামী-রত্নের মর্ম্ম না বুঝে, তাঁহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী না হয়, রোগের সময় তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা না করে, এবং তাঁহাকে ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, শোকে সান্ত্বনা ও বিপদে সদুপদেশ, না দেয়,— সেই হতভাগিনী রমণীই, এমন রত্ন হইতে বঞ্চিত হয়! অভিমানে

অভীষ্ট দেবতা অতল-গর্ভে ডুবিয়া যান! হায় মা ভারতভূমি! তোমার দুহিতৃগণ ত চিরকালই স্বামী সর্ব্বস্ব ছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা স্বামি-দ্বেষ ও স্বামি-পীড়ন কোথায় শিখিলেন! এ দৃশ্য ত তোমাতে সম্পূর্ণ অভিনব! মা! তাই ত বলিতেছি, এ দেশ আর সে দেশ নহে, এ এক অভিনব দেশ!"

অতঃপর নারায়ণ, অমলা ও কমলা নাম্নী দুটি মুখরা ও দুর্বিনীতা রমণীর বাগ্‌বিতণ্ডা শ্রবণ করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। অমলা বলিতেছিল, "তোর ছেলেব মাথা খাই।" কমলা উত্তর করিল, "তোর ছেলের মাথা খাই।" উভয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে মহিলাগণ আহারের জন্য আহূত হইলেন; সকলেই আটচালা ঘর হইতে চন্দ্রাতপের তলে গমন করিলেন। নারায়ণও ভাব-বৈচিত্র্য দর্শনে, গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন রহিলেন।

নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন;—"হায়! এদেশের অধিকাংশ রমণী কেবল ঐহিক সুখ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত; অতি অল্প রমণীই পরকালের চিন্তা করিয়া থাকেন। স্ত্রীগণ সমবেত হইলে, "কাহার স্বামী কাহাকে কিরূপ ভালবাসেন," কাহার ক'খানা গহনা আছে", কাহার ক'টি ছেলে পেলে, "কাহার শাশুড়ী কেমন," কাহার স্বামী কত টাকা উপার্জ্জন করেন", কেবল এবম্বিধ অসার বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু উচ্চতর বিষয়ের দিকে অতি অল্প স্ত্রীলোকেরই লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ত্রীসমিতিতে যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিলাম, তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয় বড়ই আনন্দ-দায়ক; আর কতকগুলি নিতান্ত মর্ম্মভেদী। স্ত্রীগণের সরলতা, স্বভাবের নমনীয়তা, ভয়-ভক্তি ও ধর্ম্ম-প্রাণতা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মুখরতা, স্বার্থপরতা ও কলহপ্রিয়তা, আবার নিতান্ত ভয়াবহ ও ঘৃণাজনক।

পঞ্চাশজন পুরুষ একত্রে চিরকাল বন্ধুভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন, কিন্তু হায়! একাধিক স্ত্রীলোক একস্থানে সমবেত হইলেই, একটি ঝগড়া সৃষ্টি হয়! কখন কখন এই ক্ষুদ্র ঝগড়া প্রলয় কাণ্ডে পরিণত হয়! ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ, জ্ঞাতি-বিরোধ ও বন্ধু-দ্বেষ প্রভৃতি যাবতীয় অনর্থ, রমণীগণের অসদ্ভাব হইতেই, অধিকাংশ স্থলে সংঘটিত হয়।

আহা! কীট-মুক্ত কুসুমদাম কেমন মনোরম! নির্ম্মল স্ত্রী-চরিত্র ততোধিক মনোরম! মরুভূমিতে মধু-মরূদ্যানের ন্যায়, যে দুই একটি দেবী-প্রতিমা স্থানে স্থানে দেখিতেছি, তাঁহারা কেমন শান্তিময়ী! কেমন সুখ-দায়িকা! আহা! তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রাণতাতেই, বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত! তাঁহারাই এদেশের স্নেহ, দয়া-মায়া ও ধর্ম্ম-ভয-ভক্তি প্রভৃতি যাবতীয় সদগুণের

অধিষ্ঠাত্রী! হায় মা ভারত-ভূমি! তোমার অধিকাংশ ললনা এমন হয় না কেন মা! তাহা হইলে ত, এই অভিনব দেশের অভিনব ভাব বিলুপ্ত হইত! তোমার অশ্রুবর্ষণ, আর আমারও মর্ম্মান্তিক যাতনা বিদূরিত হইত!"

মহিলাগণের আহার শেষ হইল। তাঁহারা মুখ-প্রক্ষালন করিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে, স্ব স্ব গৃহগমনোন্মুখী হইলেন। এমন সময় নারায়ণ, এক অপূর্ব্ব বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণপূর্ব্বক, তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসিনীকে দেখিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইলেন। সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিলেন, মা লক্ষ্মীগণ, আমি তোমাদের ঠাকুর মাতার মায়ের বয়সী; জীবনে দেখিয়া শুনিয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছি; আমার কথা অবহেলা করিও না; সতত আমি তোমাদের মঙ্গল চিন্তাই করিয়া থাকি; তোমাদের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল। মা, তোমরা এক্ষণে ঝগড়া বিবাদ ভুলিয়া যাও; হিংসা-দ্বেশ পরিত্যাগ কর; অন্তঃকরণ প্রশস্ত কর এবং স্বার্থ-ত্যাগ করিতে শিক্ষা কর। মা লক্ষ্মীগণ, ভারত-মাতার বড়ই দুর্দ্দিন; তোমরা সহায় না হইলে, অচিরেই ভারত শ্মশান-ভূমে পরিণত হইবে। স্বস্ব সন্তানগণকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দাও; আর সত্য-সরলতা ও ভক্তি-প্রীতির বীজ তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরে বপন কর। আর একটি কথা এই, তোমাদের হৃদয়ে বল চাই, মস্তিষ্কে বুদ্ধি চাই, বাক্যে অমৃত-বর্ষণ চাই, উপদেশের আকর্ষণী শক্তি চাই। তোমাদের দয়া-মায়া, তোমাদের সংযম, তোমাদের সাহস, তোমাদের সাধুতা, আর তোমাদের ধর্ম্মশীলতা ও চরিত্র-মাধুর্য্যে, "ভারত" নব জীবন লাভ করিবে এবং অসম্ভব সম্ভব হইবে। মা, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির কল্যাণ-কামনায়, তোমরা প্রাতঃকালে স্বস্ব গৃহে সমবেত হইয়া, একান্ত সরলভাবে করজোড়ে পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনাটি করিবে। মনে রাখিও, সরল প্রাণের কাতর প্রার্থনা, কখনও একেবারে নিষ্ফল হয় না। যাহারা এস্থানে উপস্থিত নাই, তাহাদিগকেও এইরূপ প্রার্থনা করিতে বলিয়া দিও। এই প্রার্থনা প্রভাবে, এক একটি গৃহ "পুণ্য-ক্ষেত্র" রূপে পরিণত হইবে,—স্বর্গের দেবতারা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

নারী জাতির প্রার্থনা।

১। ভগবন্, আমরা যেন সীতার মত সতী হই।

২। সাবিত্রীর মত পতিপ্রাণা হই।

৩। গৌরীর মত স্বামি-সোহাগিনী হই।

৪। অরুন্ধতীর মত পতি-কুলে অচলা হই।

৫। কৌশল্যার মত মাতা হই।

৬। যমুনার মত ভগিনী হই।

৭। গান্ধারীর মত ধর্ম্ম-পক্ষপাতিনী হই।

৮। সুভদ্রার মত আশ্রিত-বৎসলা হই।

৯। মা অন্নপূর্ণার মত দানশীলা হই।

১০। বেহুলার মত পতি-সেবিকা হই।

১১। মা লক্ষ্মীর মত সুরূপা ও সুশীলা হই।

১২। মা সরস্বতীর মত গুণবতী হই।

১৩। পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই।

১৪। সুমিত্রার মত স্বার্থত্যাগিনী হই।

১৫। তরুর মত সহিষ্ণু ও চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধা হই।

১৬। গঙ্গার ন্যায় পাবনী হই।

১৭। ভগবন্, আমরা যেন লজ্জাবতী লতার ন্যায় লজ্জাশীলা, গার্গীর ন্যায় ব্রহ্ম-বাদিনী, আর মৈত্রেয়ীর ন্যায় অমৃত-পিপাসু হই।

সন্ন্যাসিনী উক্ত প্রার্থনা সম্বলিত একখণ্ড মুদ্রিত কাগজ মহিলাগণের প্রত্যেককে দান করিলেন। তাঁহারা ইহা অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞানে, স্ব স্ব অঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন।

"এই সন্ন্যসিনী কে" "কোথা হইতেই বা আসিলেন," এবং তাঁহার অমূল্য উপদেশানুযায়ী সকলেই কার্য্য করিবেন, এরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহিলাগণ স্বস্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সন্ন্যাসিনীও এই সময় অদৃশ্যা হইলেন।

অনন্তর নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্ত্রীগণ প্রার্থনার মর্ম্ম জানে না; যেরূপ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ, প্রার্থনায়ও মনের গ্লানি দূর এবং মনে জ্ঞানের আলোক উপস্থিত হয়। যদি স্ত্রীজাতি প্রত্যহ একান্তমনে এরূপ প্রার্থনা করেন, তবে তাঁহারা অবশ্যই পূর্ব্ব গৌরব লাভে সমর্থা হইবেন এবং ভারতের দুঃখের দুর্দ্দিন অবশ্যই বিদূরিত হইবে। আমার কৃপাদৃষ্টি, কখনও অযোগ্য-পাত্রে নিপতিত হয় না।

কমলা বলেন,—

স্থিতা সদাহং কমলা বভাষে,
সত্যস্থিতে ভূতহিতে নিবিষ্টে,
ক্ষমার্চ্চিতে ক্রোধ-বিবর্জ্জিতে চ,
নারীষু নিত্যং জিতেন্দ্রিয়াসু,

পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
"লক্ষ্মী কন, থাকি আমি সত্যবাদি-সনে, সদা ফুল্ল মনে।
পতিব্রতা প্রিয়ংবদা,
জিতেন্দ্রিয়া স্ত্রীতে সদা,
আর থাকি ক্রোধহীনে, ক্ষমাশীলে, উপকারী জনে।"
বাস্তবিক স্ত্রীজাতির পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী ও জিতেন্দ্রিয়া হওয়া যেরূপ আবশ্যক, পুরুষগণেরও সেইরূপ ক্রোধহীন, ক্ষমাশীল, সত্যপ্রিয় ও পরোপকারী হওয়া আবশ্যক। এই উভয় শক্তির সম্মিলনে ভারতের দৈন্য ও দুর্দ্দশা অবশ্যই দূর হইবে, দেশে এক অপূর্ব্ব আভ্যন্তরিক বলের সঞ্চার হইবে।
নারায়ণ, এইরূপ চিন্তাকুলচিত্তে গৃহান্তরে গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"দিবা প্রায় অবসান হইল; এক্ষণে আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না, রমনীগণ কর্ত্তৃক কিরূপে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তাহাই একবার দর্শন করিব।"

ষষ্ঠ দৃশ্য।
দেবরদ্বেষিণী বধূ।

চাটুয্যে মহাশয়ের তিন সহোদর; কালীনাথ জ্যেষ্ঠ; রাধানাথ মধ্যম; দুর্গানাথ কনিষ্ঠ। কালীনাথ মাসিক অন্যূন দেড়হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন; রাধানাথের আয়ও পাঁচশত টাকা হইবে; দুর্গানাথ বাটীতে থাকিয়া, সংসারের তত্ত্বাবধান করেন। তিন ভ্রাতার সমবেত যত্নে, তাঁহারা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে অর্থ-গৌরবে, তাঁহারা গ্রামের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ভদ্রাসন বাটী প্রাচীর পরিবেষ্টিত হইল; বহু অর্থ-ব্যয়ে সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল; বাস-গৃহ, বৈঠকখানা, চণ্ডীমণ্ডপ, নাট্যমন্দির অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ সমূহ তাঁহাদের ভদ্রাসনের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিল। যথা সময়ে দোল দুর্গোৎসবের বন্দোবস্ত হইল; বহু অর্থব্যয়ে একটি ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন হইত; বহু লোক নিমন্ত্রিত হইত; বহু বিপন্ন লোক সাহায্য পাইত; চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল! এক্ষণে আর তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের অভাব রহিল না। যাহারা পূর্ব্বে বৎসরান্তেও এ বাটীতে একটিবারও পদার্পণ করে নাই,

তাহারাও ছায়ার ন্যায় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের অনুগমন করিতে লাগিল! কত শ্যালকশ্রেণীস্থ নন্দদুলাল বিলাস-দাসের আবির্ভাব হইল! এই সকল আলালের ঘরের দুলালেরা, চাটুয্যে মহাশয়দের পুত্রগণের মস্তক চর্ব্বণ করিতে লাগিল! আজ যেখানে পর্ণকুটীর, কাল সে স্থানে সুরম্য প্রাসাদ! কত গোষ্পদ, দুস্তর বারিধিরূপে পরিণত হয়! কত অতলস্পর্শ সাগরবক্ষে শত যোজন-ব্যাপী দ্বীপের সৃষ্টি হয়! "ভাঙ্গা গড়া" কার্য্যে বিধাতা বড়ই নিপুণ! জগতের এই অলঙঘনীয় নিয়মানুসারে, আমাদের চাটুয্যে মহাশয়দের অবস্থারও পরিবর্ত্তনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভাগ্য-দেবীর চঞ্চলতা দোষ চির-প্রসিদ্ধ; কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া, কখন কোন উন্নত পরিবারকে পরিত্যাগ করেন, তাহা কে বলিতে পারে?

কালীনাথ বাবুই এই পরিবারের মেরুদণ্ড; তিনিই যাবতীয় উন্নতির মূল, ইহা দেখিয়া, তাঁহার গৃহিণী মহামায়ার হিংসা জন্মিল। মহামায়া নিতান্ত মুখরা ও স্বার্থ পরায়ণা; কালীনাথ বাবু সময় সময় উৎকোচস্বরূপ কিছু কিছু প্রদান করিয়া, এ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রশমিত রাখিয়াছিলেন! মহামায়া, ভিন্ন হওয়ার প্রস্তাব অনেকবার করিয়াছিল, কিন্তু কালীনাথ বাবু স্পষ্টরূপে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। এক্ষণে মহামায়া দেখিল, তাহার মাত্র দুটি ছেলে; রাধানাথের ছেলে দুটি মেয়ে দুটি; দুর্গানাথের ছেলে চারটি ও মেয়ে দুটি। এই সকল পঙ্গপালকে স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থে পোষণ করা, তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক; ছেলেদের লেখাপড়া ও কন্যাগণের বিবাহ বহু ব্যয়-সাপেক্ষ। সে ভাবিল, এই সময় পৃথকভাবে থাকিলে, অনেক অর্থ-রক্ষা হয়। সে দুর্গানাথকে সময় সময় গালিবর্ষণ করিত। দুর্গানাথের স্ত্রী যোগমায়ার প্রতিও তাহার দুর্ব্যবহারের অভাব রহিল না। রাধানাথের স্ত্রী শৈলজায়ার স্বভাবও ভাল ছিল না; সেও যোগমায়াকে কষ্ট দিতে ত্রুটি করিল না। যোগমায়া অসাধারণ বুদ্ধিমতী; তাহার সহিষ্ণুতাও প্রশংসনীয়; সে যাবতীয় অত্যাচার ও উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। সংসারের যাবতীয় কার্য্য যোগমায়া করিত; মহামায়া ও শৈলজায়ারা কেবল পান-সাজা ও বেশ-বিন্যাসে পটু ছিল। কোনও বিষয়ে যোগমায়ার ত্রুটি দেখিলে, তাহাদের মুখে ঝড় বহিত; তাহারা যোগমায়ার প্রতি অশ্রাব্য ও অকথ্য গালিবর্ষণ করিত। যোগমায়া নীরবে ক্রন্দন করিত, আর ভগবানকে ডাকিত—"দয়াময়, এ হতভাগিনীর প্রতি কি একবার ফিরে চাইবে না?" ভগবান তাহার নীরব ক্রন্দন শুনিতেন; তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না; যোগমায়ার ভাবি সুখের পথ প্রশস্ত করিতেছিলেন। সরল প্রাণের কাতর প্রার্থনায়, ভগবান কি স্থির থাকিতে পারেন!

জগতের সর্ব্বত্র সমতারক্ষণে বিধাতা বিশেষ যত্নবান। যাহার ধন আছে, তাহার জন নাই; আবার যাহার জন আছে, তাহার ধনের অভাব। যাহার ইচ্ছা আছে, তাহার সামর্থ্য নাই; আবার যাহার সামর্থ্য আছে, তাহার ইচ্ছা নাই। যাহার ক্ষুধা বেশী, তাহার খাদ্যের অভাব; যাহার প্রচুর খাদ্য আছে, তাহার আবার ক্ষুধার অভাব। ধনীর সন্তানগণ, প্রায়ই অশিষ্ট ও অনাবিষ্ট; পক্ষান্তরে, দরিদ্র বালকগণ, প্রায়ই শিষ্ট, শান্ত এবং উৎসাহ ও উদ্যমপূর্ণ। এক বৎসর শস্যহানি হইলে, পর বৎসর প্রচুর শস্য জন্মে। এইরূপে এক দিকের অভাব অন্য দিকের প্রাচুর্য্যে দূরীভূত হয়। জগতের এই নিয়মানুসারে, যোগমায়ার পুত্রগণ যেমন সাধুপ্রকৃতি, তেমন বিদ্যাশিক্ষায় যত্নশীল ছিল। তাহাদের মধ্যে, যে, যে শ্রেণীতে পড়িত, সে, সেই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। শিক্ষক মহাশয়েরা বলিতেন, কালে উহারা দেশের মধ্যে এক একটি 'রত্ন' হইবে। মহামায়া ও শৈলজায়ার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট, অভদ্র, অশান্ত ও অহঙ্কারী এবং লেখাপড়ায় একান্ত অনাবিষ্ট ছিল! দেশের সকল লোকে যোগমায়ার পুত্রগণকে প্রশংসা করিত; মহামায়া ও শৈলজায়ার কর্ণে, তাহা শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইত। দুর্গানাথ ও যোগমায়া, উহাদের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল! দুর্গানাথের সর্ব্বনাশসাধনই, তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। সময় সময়, যোগমায়া, দুর্গানাথকে বলিতেন, "দেখ, লক্ষণ বড় ভাল নয়!"

দুর্গানাথ বলিতেন, "কোনও চিন্তা করিও না, ভগবান আছেন।"

কেবল অর্থ থাকিলে হয়—অর্থ উচিত মত ব্যয় ও রক্ষণের শক্তি থাকা চাই। কালীনাথ ও রাধানাথ উপার্জ্জনশীল ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বিষয় বুদ্ধি একেবারেই ছিল না। দুর্গানাথ নিতান্ত বিচক্ষণ লোক ছিলেন; তাঁহার বুদ্ধি-কৌশলেই চাটুয্যে মহাশয়দের এরূপ উন্নতি। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও সামাজিক সম্ভ্রম-লাভে, তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনিই সামান্য বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই অনাথ-নিবাস স্থাপনের মূল। তাঁহারই যত্নে হরপল্লী গ্রামে "জ্ঞানদায়িনী" সভা স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি ভ্রাতৃগণের উপার্জ্জিত অর্থের একটি পয়সাও অপব্যয় করিতেন না। চাটুয্যে পরিবারের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, তাহারা এরূপ লোকের মূল্য বুঝিল না।

আজ দুদিন হইল, কালীনাথ বাবু কয়েক মাসের ছুটি লইয়া বাটী আসিয়াছেন। মহামায়া, ইহাই তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির উপযুক্ত মনে করিল। কালীনাথের পথশ্রম কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। তিনি রাত্রিকালে প্রফুল্লমনে মহামায়ার গৃহে শয়ন করিতে গেলেন। নারায়ণও, সেই সময়ে, অদৃশ্যভাবে সেই গৃহে

উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মহামায়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভোলানাথ! শেষ কালটি একবার ভাব ত? আমি যে তোমায় পুনঃ পুনঃ বলছি, তুমি আমার কথায় কাণ দিচ্ছ না; এই পঙ্গপালের ভরণ-পোষণে যে টাকা নষ্ট কচ্ছ, পরে টের পাবে; ভাবনা কি? তোমার ছোট ভাইটি কম নন; তুমি হাজার হাজার টাকা পাঠাচ্ছ, তা দিয়ে, তিনি ছোট বধূর গহনা তৈয়ের কচ্ছেন! ওরূপ গহনা ত আমারও নেই। সেদিন খোকা দুটি পয়সা চাইল, তিনি একটি পয়সাও দিলেন না! কেন? এরূপ কেন? আমার স্বামী এত টাকা রোজগার কচ্ছেন, আমার ছেলে কি এই সংসারে একটি পয়সাও পেতে পারে না? তার পর দেখ, ছোট বউটি, ওর হাড়ে হাড়ে দুষ্টুমি! নিজের ছেলেদিগকে ভাল ভাল জিনিষ খেতে দেয়, আর কেবল "এঁটকাঁটা" আমাদের ছেলেদের কপালে ঘটে! আমাদের ছেলেদের দুধে, রোজ জল মিশাইয়া দেয়, এটি কেমন কথা বল দেখি? ছেলেগুলিকে দুচোখের কোণেও দেখ্‌তে পারে না! এমন হলে কি একসঙ্গে থাকা যায়? আর আমি ত চক্ষুশূল! আমায় দেখলেই তার মুখ ভার! সরল ভাবে একটি কথাও বলে না। আমি এরূপ ভালবাসি না; তুমি এবার আমাকে ভিন্ন করে দিয়ে যাও। শেষ কালটি একবার ভাব।"

কালীনাথ বাবু বলিলেন, সে কি কথা? ছোট ভাই, ছোট বধূ, দোষ করলেও ক্ষমা করতে হয়। যে ভ্রাতা, রামের ভ্রাতা লক্ষণের ন্যায়, আমার একান্ত অনুগত, তাহাকে কি করে ভিন্ন করে দিব? তাহারই জন্য, আমাদের এরূপ উন্নতি! যাও, ওরূপ কথা বল না।

মহামায়া। আমি যেন পর এসেছি; তোমার ভাল হবে, তাই বলছি; বুড় হয়েছ, এক্ষণে যদি কিছু বাঁচাতে না পার, তবে কি দুদিন পরে ভিক্ষে করবে? তোমার ভাই, বাড়ী বসে বসে কাজ গুছিয়েছেন; তিনি তোমার মত হাবা নন; তুমি জান কি, তিনি ছোট বউ-এর নামে, পাঁচ হাজার টাকা লগ্নী করেছেন; আর তুমি বিশ্বাস করবে না,—শ্বশুরের দেশে আর পাঁচ হাজার টাকার তালুক কিনেছেন! তোমার টাকার দ্বারা বড় মানুষ হয়েছেন, আবার দিবা রাত্রি তোমারই নিন্দা করে বেড়ান। তারপর চরিত্র, সেকথা বলে আর কাজ নাই!

এই কথা শুনিয়া, ভোলানাথের আসন টলিল। তিনি মনের দৃঢ়তা আর রক্ষা করিতে না পারিয়া বলিলেন, "মহামায়া, তুমিই আমার প্রকৃত হিতৈষিণী; তাই ত, দুর্গানাথ যে এমন লোক, তাহা ত স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই! পাঁচ

হাজার টাকা লগ্নী! শ্বশুরের দেশে সম্পত্তি! কি! এতদূর স্বার্থপরতা! এতদূর নীচাশয়তা! এ বড়ই ঘৃণার কথা! এ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! মহামায়া, তুমি যাহা বলছ, সব ঠিক; আমি এতদিন স্নেহে অন্ধ ছিলেম; তুমি আমাকে চক্ষু দিলে! যা হক্ মহামায়া, তুমি আমাকে ভাল বুদ্ধি দিয়েছ; কালই পৃথক যাওয়ার প্রস্তাব করব; সকলেই আপন বুঝ, বুঝে, আমি না বুঝিব কেন!

নারায়ণ, এই সকল কথা শ্রবণে, নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং অধোবদনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়রে! এবার এই সোণার সংসার ছারখার হইতে চলিল! ভ্রাতৃ-স্নেহের মধুর প্রভাব বিলুপ্ত হইল! হায়! এক্ষণে একতার বল বিচ্ছিন্ন হইবে! শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে! শান্তিময় গৃহে অশান্তির বীজ রোপিত হইবে। হায়! শিষ্যা-গুরুর উপদেশ যে এরূপ মোহময়, তাহা জানিতাম না! ভ্রাতৃ-স্নেহের সুদৃঢ় গ্রন্থি যে, গৃহিণীর বাক্চাতুর্য্যে এরূপ শিথিল হয়, তাহা জানিতাম না! যে পুরুষ, গৃহের বহির্ভাগে সিংহ-প্রকৃতি, সে ও যে, গৃহিণী-সকাশে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা জানিতাম না! হায় রে! এ সব ভাব কেবল এই অভিনব দেশেই সম্ভবে! হায় মা! ভারতভূমি! গৃহ-বিচ্ছেদের দারুণ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় কেন মা! তোমার সন্তানগণের অন্তরে কি শান্তি-দেবী আর বিরাজ করিবেন না!

কালীনাথের আশ্বাস-বাণী শ্রবণে, মহামায়া বুঝিতে পারিল, "ঔষধে রোগ ধরিয়াছে, আর চিন্তা নাই।" সে প্রফুল্লভাবে উত্তর করিল, "এক্ষণে পথে এস, তোমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি, পোড়া কপাল! কি, দু'ট কথাও বল্‌ব না? তোমার সুখ হবে, তোমার ছেলে পেলের সুখ হবে, তাই আমার যত কথা।" অতঃপর উভয়ে ভাবি সুখ ও সম্পদের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, গভীর নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়িল।

কালীনাথ বাবু কর্ত্তৃক ভিন্ন হওয়ার প্রস্তাব।

রাত্রি প্রভাত হইল। কালীনাথ ও মহামায়া গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; অন্য দিনের ন্যায় সরল ভাবে কথা বলিলেন না। দুর্গানাথ ও যোগমায়া উহাদের অপূর্ব্ব ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "না জানি, কি বিপদ ঘটে।" যে কথা, সেই কার্য্য। কালীনাথ বাবু নিতান্ত ম্লান-গম্ভীর মুখে দুর্গানাথকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দুর্গানাথ, এক্ষণে দিন কাল ভাল নয়, ছেলেপিলে সব মূর্খ হলো; আমি আর সংসার চালাতে পাচ্ছি না; ভাই হে, এক্ষণে যার যার ভিন্ন হয়ে খাওয়াই ভাল।" এই কথা শুনিয়া, দুর্গানাথ যেন বজ্রাহত

হইলেন এবং নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কালীনাথ। ওহে, আমি সব জানি। ছোট বধূর নামে পাঁচ হাজার টাকা লগ্নী করেছ! শ্বশুরের দেশে আরও পাঁচ হাজার টাকার তালুক কিনেছ! তোমার ভাবনা কি? তুমি কাজ গুছিয়ে বসেছ; এক্ষণে নবাবের মত চল্‌বে; আর কপট কান্না কেঁদনা। তোমার স্বভাবের বিরূদ্ধে নানা কথা শুন্‌ছি; তুমি আমাদের অনেক টাকা নষ্ট করেছ।

দুর্গানাথ। দাদা! পাঁচ হাজার টাকা লগ্নী! শ্বশুরের দেশে সম্পত্তি! চরিত্র-হীনতা! অপব্যয়! সে কি কথা! তাহা ত স্বপ্নেও জানি না! দাদা! আমি বুঝেছি, আপনি বড় বউ-এর মুখে শুনেছেন;—সব মিথ্যা; ইহার এক বিন্দুও সত্য নয়।

কালীনাথ। যাও, তোমার বেশী কথা শুন্‌তে চাই না; বড় বউ মিথ্যা কথা বলিবার লোক নন। ভাই হে, আজ থেকে ভিন্ন খাও। গোলমালের দরকার কি?

দুর্গানাথ নীরব রহিলেন।

মহামায়া স্বামীকে বলিল দেখ্‌লে; তুমি যেইমাত্র ভিন্ন হওয়ার কথা বলেছ, অমনি স্বীকার; এখন দেখ, সব সত্য, কি মিথ্যা?

কালীনাথ। না, তোমার কথা মিথ্যা হবে কেন?

যোগমায়া অন্যদিনের ন্যায় গৃহ-কার্য্যে নিবিষ্টা ছিল; এদিকের বিপদের কথা কিছুই জানিত না। দুর্গানাথ ম্লানমুখে যাইয়া বলিলেন, "কি কচ্ছ? দাদা ত আমাদিগকে ভিন্ন করে দিলেন! বড় বউ-এর কাণ ভাঙ্গান কথায়, দাদার মন নষ্ট হয়েছে; আমি নাকি তোমার নামে পাঁচ হাজার টাকা লগ্নী করেছি! শ্বশুরের দেশে তালুক কিনেছি! যোগমায়া, স্বামীব অস্থিরতার ভয়ে, মনের আবেগ চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "চিন্তা কি? ভগবান্ আছেন; মন খারাপ কর না; আমরা কোনরূপ অপরাধী নই; পরমেশ্বরই আমাদের উপায় করিবেন; তুমি অস্থির হইও না; আমরা বরং এক সন্ধ্যা খাব; তুমি কোথাও একটি কাজ কর্ম্ম দেখ।"

দুর্গানাথ। সে জন্য চিন্তা কর না। রাজা বাহাদুর, তাঁহার সদর নায়েবী করার জন্য, আমাকে অনেকবার বলেছেন; এক্ষণে তাঁহারই আশ্রয় লইব।

যোগমায়া। আচ্ছা; তাহাই কর।

দুর্গানাথ। দেখ, সংসার এক্ষণে ছারখার হইবে, এটিই আমার দুঃখ। এ গ্রামে আমরা ধনে মানে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নই; এক্ষণে কি সেরূপ থাকবে?

হায়! আমার এত বৎসরের পরিশ্রম একেবারে নষ্ট হ্‌ল! তারপর লোকনিন্দা ও শত্রুর হাসিও অসহ্‌নীয়।

যোগমায়া। অস্থির হইও না; তোমাকে অস্থির দেখলে আমি যে জগৎ অন্ধকার দেখি! কেবল মধুসূদনকে স্মরণ কর।

এ দিকে কালীনাথ বাবু, মেজ বউকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"মেজ বউ মা! আমরা ত ভিন্ন হ্‌লেম; আপনিও আজ হ্‌তে ভিন্ন খাবেন! কি করি, আর কুলোতে পারি না; এক্ষণে পৃথক ভাবে খাওয়াই দরকার। রাধানাথকে পত্র লিখছি, সে বাটীতে আসিলে, সম্পত্তির বণ্টন হইবে।"

শৈলজায়া চমকিতা হইল; ভাসুর ঠাকুরের মুখে, ভিন্ন হওয়ার প্রস্তাব শ্রবণে, মনে করিল, "এ সব বড় দিদিরই চক্রান্ত!" বিষণ্ণভাবে বসিয়া রহিল এবং স্বামীর নিকট পত্র লিখিবে, মনস্থ করিল।

কালীনাথ বাবু, প্রতিবেশী কতিপয় ভদ্রলোককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "কতকগুলি আভ্যন্তরিক কারণে, আমাদের "ভিন্ন হওয়া" আবশ্যক হ'য়েছে; আপনারা তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিন্ ।" এই প্রস্তাব শ্রবণে, সকলেই অবাক হইলেন। বৃদ্ধ সেন মহাশয়, তাঁহার পিতার বন্ধু; তিনি এই কথা শুনিয়া, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন; মনের ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়া, বলিলেন, "দেখ কালীনাথ, ছি ছি! একি! তোমরা আমাদের দেশের গৌরব, সমাজের আশাস্থল; ইতর লোকের ন্যায় ব্যবহার কি তোমাদের সাজে? ছি ছি! ক্ষান্ত হও; আমার কথা শোন।" কালীনাথ বাবু নীরব রহিলেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সকলেই তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোনরূপেই তাঁহার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন না! অতঃপর তাঁহারা বলিলেন, "রাধানাথ বাটীতে নেই;—সে বাটীতে আসিলে, বিষয় সম্পত্তির বণ্টন হইবে; এক্ষণে তোমরা আহারাদি পৃথক্ কর।" কালীনাথ বাবু আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হউক।" আহূত ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের ভিন্ন ভাবে বাস ও আহারাদির স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, নারায়ণ এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর বেশ ধারণ-পূর্ব্বক, অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, "হায় রে! একটি সোণার সংসার বিনষ্ট হইল! একতার বল বিচ্ছিন্ন হইল! যে সংসারের অধিস্বামী, স্ত্রী-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হন, অচিরেই তাঁহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

এ হেতু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

আত্ম-বুদ্ধিঃ শুভকরী, গুরুবুদ্ধি বিশেষতঃ।

শত্রু-বুদ্ধি বিনাশায়, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।।

কালীনাথ। তুমি যে এরূপ অপদার্থ, তাহা আমরা জানিতাম না।

দেখ,—

দেশে দেশে কলত্রাণি, দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি, যত্র ভ্রাতাঃ সহোদরঃ।।

দেশে দেশে স্ত্রী পাওয়া যায় এবং দেশে দেশে বন্ধু মিলে, কিন্তু এমন দেশ দেখি না, যে স্থানে সহোদর ভ্রাতা মিলে।

তুমি, এমন সহোদরের মর্ম্ম বুঝিলে না, তোমাকে ধিক্! মহামায়া! তোমার অহঙ্কার কিছুই থাকিবে না; কালে সব দর্প খর্ব্ব হইবে। পরিণাম কিছুমাত্র চিন্তা করিলে না! "কেবল নিজে খাব" "নিজে পরব", একথাই চিন্তা করিয়াছ, কিন্তু "স্বামী যেমন পূজনীয়," "দেবর তেমন আদরণীয় ও অসময়ের সহায়," একথাটি কি তোমার মনে একবারও উদিত হয় নাই?

যোগমায়া। চিন্তা করিও না; তোমার সুখের দিন অতি নিকট। তুমি সহিষ্ণুতার পুরস্কার অবশ্যই পাইবে। তোমার পুত্রগণ, এক একটি রত্ন হইবে! এই চাটুয্যে বংশের মান মর্য্যাদা তাহাদের দ্বারাই অক্ষুণ্ণ থাকিবে! জানিও, "ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়," "একথাটির প্রত্যেক বর্ণ সত্য।"

ভিখারিণী বেশধারী নারায়ণ উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া, অদৃশ্য হইলেন। সকল লোক চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

নারায়ণ দেখিলেন, যে স্থানে উপার্জ্জন ক্ষম ভ্রাতা আছেন, প্রায় সে স্থানেই, তাঁহার অকৃতী সহোদরের প্রতি তদীয় গৃহিণীর আন্তরিক বিদ্বেষ বিদ্যমান! এই শোচনীয় দৃশ্যে মর্ম্মাহত হইয়া, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হায় রে! যে দেশের লোক স্ত্রীর উপদেশে, ভ্রাতৃ স্নেহের কমনীয়তা বিস্মৃত হইতে পারে, সে দেশের লোক যে, চিরকাল অধঃপতিত থাকিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি! যে দেশে, এক বৃন্তের ফুল, একইভাবে পুষ্ট,— একইভাবে বিকশিত, ভাগ্যক্রমে কোনটি দেবতার শিরে সমর্পিত, কোনটি বা ধূলায় বিলুণ্ঠিত. পরস্পর সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত থাকে, সে দেশে, ভ্রাতৃ-ভাব, সহানুভূতি, একতা ও বন্ধুতা প্রভৃতি শব্দগুলি, কেবল ভাষার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক উপাদান ভিন্ন, আর কি হইতে পারে? হায়! যে দেশে সহোদর প্রীতি নাই, সে দেশে স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি, আকাশ-কুসুমের ন্যায়, কেবল কবির কল্পনা মাত্র!

নারায়ণ, এবম্বিধ চিন্তানলে অধিকতর পরিতপ্ত হইলেন এবং সম্প্রতি আর স্ত্রী-চরিত্র দর্শন করিবেন না, স্থির করিয়া, ম্লানমুখে ও অধোবদনে, প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবগণের পুনর্মিলন ও আক্ষেপ এবং গ্রাম্য-পুরুষ চরিত্র দর্শনে অভিলাষ।

বেলা দেড় প্রহরের সময় নারায়ণ দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন; পূজক ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরজি, কুশলে আছেন ত?" নারায়ণ উত্তর করিলেন, "হাঁ, কুশলেই আছি।" আমার সঙ্গী ঠাকুর মহাশয়েরা বোধ হয় হরিনাম প্রচারের জন্য বহির্গত হইয়াছেন?"

পূজক ব্রাহ্মণ। হাঁ; তাঁহাদের হরি-গুণ-গানে পল্লীবাসী বিমুগ্ধ হইয়াছে; মৃদঙ্গ ও করতল সহকারে বহুলোক মিলিত হওয়ায়, সঙ্কীর্ত্তনের মধুরতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকল লোকেই তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছে। আজ কাল লোকের মতি গতি যেরূপ কলুষিত, তাহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার না হইলে, এ দেশের আর কল্যাণের আশা কি! আপনারা কি মহাপ্রভুর শিষ্য?

নারায়ণ। কলির জীবের হরিনাম ভিন্ন আর গতি নাই। দেখ, সেই পবিত্র নামের অমৃত ধারায়, মরু-হৃদয়েও যে, ভক্তি-কুসুমাঙ্কুর দেখা যাইতেছে, এটি শুভলক্ষণ বটে। হরিনাম প্রচারই আমাদের জীবনের ব্রত; আমরা মহাপ্রভু হইতে ভিন্ন নই। হরিই আমাদের সাধ্য, আমরা হরির সাধক; হরিই আমাদের সেব্য, আমরা হরির সেবক। আমাদের মুগ্ধ, ভ্রান্ত ও নিদ্রিত ভারত-সন্তানগণও সেইরূপ হউন, ইহাই আমাদের অভিলাষ; তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করুন, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

অনন্তর নারায়ণ আহারান্তে শয়ন করিয়া, এদেশের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, প্রশান্ত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দিবা অবসান হইল। নারদ ও গণেশ হরি সঙ্কীর্ত্তন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং হস্তপদাদি ধাবন ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক, সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিলেন।

নারায়ণ বলিলেন, বৎস! তোমরা এ দেশের কল্যাণ-কামনায়, অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছ, এজন্য তোমাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি। তোমরা সহায় না হইলে, আমার উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। নারদ মুনি উত্তর করিলেন, "প্রভো! ওরূপ কথা বলিবেন না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইলে, সবই হইতে পারে। আমরা হরিনামামৃত পানে, পরম সুখে কাল কর্ত্তন করিতেছি। প্রভো! আমাদের কিছু মাত্র কষ্ট নাই, আপনার কষ্টই আমাদের পক্ষে অসহ্য। আপনি অনশনে ও অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতেছেন। আপনার মর্ম্মান্তিক

যাতনা কিছুতেই বিদূরিত হইতেছে না। মুখ-মণ্ডলে অতি অল্প সময়ই হাসির রেখা দৃষ্ট হয়! কি জানি, একটি অশান্তি ও অসন্তোষের ভাবে অন্তঃকরণ নিয়তই আবৃত করিয়া রখিয়াছে। মা! ভারতভূমি! প্রভুর এই ভাব আর দর্শন করিতে পারি না। প্রভুর বিষাদময় বাণী আর শ্রবণ করিতে পারি না;—প্রভু দিবা রাত্রি কি ভাবনা করেন, কি চিন্তা করেন, কিছুই বুঝিতে পারি না। মা! আমাদের ক্লেশ হয় হউক, কিন্তু তবু তোমার মলিন বদন আনন্দে উৎফুল্ল হউক; তুমি পূর্ব্ব গৌরব লাভে সমর্থ হও মা!

গণেশের মনে এই চিন্তার উদয় হইল, "হায়! যে দেশ সনাতন ধর্ম্মের জন্মভূমি, যে দেশ ব্যাসাদি ঋষিগণ পবিত্র করিয়াছেন, সে দেশের এরূপ অধঃপতন দর্শনে, প্রাণে যে কি অসহনীয় যাতনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর বলিতে পারি না। মা! ভারতভূমি, আমার ইচ্ছা হয় আবার মহাভারতের ন্যায় ধর্ম্ম গ্রন্থ লিখিয়া ধন্য হই!"

অনন্তর দেবগণ তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক যাতনা কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

গণেশের গান।

যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী?
ও যার বিশাল-তটে, রূপের হাটে, বিকা'ত নীলকান্তমণি।
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হতেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম, সুবল সুদাম,
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু, মা যশোদা রোহিণী।
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ-গোবিন্দ,
ধড়া চূড়া পরা কোথা ননী চোরা;
কোথা সে বসন চুরি, ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী!
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি,
কোথা ললিতা সখি সুহাসিনী;
কোথা সে বংশীধারী, রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী।
কোথা সে নূপুর ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিনী;
মধুর হাসি, মধুর বাঁশী, নাহি শুনি,
ও যার মোহন সুরে, উজান ভরে, বইতে তুমি আপনি।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,

তোমারি সন্নিকটে, কই সে ধ্বনি
ও যার মানের লাগি, মোহন চূড়া লুটাইত ধরণী।
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে! সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ্‌মাঝারে পা দুখানি;
পরিব্রাজক বলে, চরণ তলে, লুটাই শির, দিন যামিনী।

নারায়ণের গান।

ভক্তিভাবে ডাক্‌লে আমি রইতে পারি কৈ,
ওরে, যে ডাকে আমারে, আমি তারই হয়ে রই।
যে জন বিশ্বাস ক'রে, জীবন সঁপেছে মোরে,
কে আছে তার এ সংসারে, বল আমি বই!
আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন,
ভক্তকে দেখিলে আমি, আনন্দিত হই।
দারা সুত ধন প্রাণ, (ওরে) যে করে আমায় অর্পণ,
তাহার সকল ভার, মাথায় করে বই।
ভক্তিতে চৈতন্য মোরে, বেঁধেছিল প্রেমডোরে,
ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ, হ'ল শমন জয়ী।

নারদ মুনির গান।

নাথ! তুমি সর্ব্বস্ব আমার; প্রাণাধার সারাৎসার;
নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার।
তুমি সুখ-শান্তি সহায়-সম্বল, সম্পদ-ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান-বুদ্ধি-বল,
তুমি বাসগৃহ, আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার।
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্র-বিধি, গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার।
তুমি হে উপায়, তুমিই উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পিতা, তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার।

নারায়ণ বলিলেন, "আহা! কি মধুর! কি মধুর! গাও, আর একটি গান গাও; তোমার মুখের হরিনাম বড়ই মধুর।"

অনন্তর নারদ বীণা বাজাইতে বাজাইতে গাইতে লাগিলেন—

দেখা দে রে ব্রজ-মোহন, তুই শ্রীকৃষ্ণ! জীবনের জীবন।
তুই বিনে রে কালশশি! বন হ'য়েছে, শ্রীবৃন্দাবন।
সেথা কোকিল-ময়ূর, শারি-শুকে, দিবা রাত্রি করে রোদন।
তোর পিতা নন্দ, কেঁদে অন্ধ, ঝরে সদাই, দুটি নয়ন।
চরে না অরণ্যে তোমার, শ্যামলি ধবলি গোধন।
তারা তোমার তরে, রেখেছে রে, কানাই, বেণুরব শুনিতে, শ্রবণ!
নীলাকাশে ডেকে বলে, কোলে আয়, বাপ, নীল-রতন।
"অন্তর্য্যামী" নামটি, তুমি, কৃষ্ণরে! ক'রেছ ধারণ;
একবার ভক্তের দশা, দেখ্‌রে হরি! ভক্ত-বৎসল, শ্রীমধুসূদন।

গণেশের গান শ্রবণ করিয়া, নারায়ণ, বহু কষ্টে মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন, কিন্তু, নারদের মুখে আবার সেই বৃন্দাবনের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল; তিনি দুর্বহ দুঃখ-ভারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নারদ ও গণেশ প্রভুর এই অবস্থা দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া, কাতর ভারে "হরি বোল" "হরি বোল" ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবালয়ের সেবকগণও ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া, শ্রীহরি-গুণগানে বিভোর হইয়া পড়িল।

অনন্তর কিছু জলযোগ গ্রহণ করিয়া, দেবগণ শয়ন করিলেন এবং চিত্তের অবসাদ দূর করিবার জন্য, শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। গণেশ, নারায়নকে বলিলেন, "প্রভু, আমরা অনেক গ্রাম্যতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি; আপনার নিকট যাবতীয় বিষয় নিবেদন করিব। পল্লীমধ্যে "গ্রাম্য-দেবতা" নামে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্ট এক সম্প্রদায় নর-পিশাচ এরূপ পূর্ণ শক্তিতে বিরাজ করিতেছে যে, উহাদিগকে "মর্ত্ত্যের দানব" ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। উহারা কলির এই কলুষময় কালে, পাপের প্রবাহ আরও বৃদ্ধি করিতেছে। দেশমধ্যে শান্তি-সংস্থাপন বিধাতার অভিপ্রেত, কিন্তু হায়! অশান্তির বিষময় বীজ বপন করিতে উহারাও প্রধান পাণ্ডা।" নারায়ণ উত্তর করিলেন, "বৎস, তোমার কথা শ্রবণ করিয়া, জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায়, আমার মনের আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিল;—ভাবিয়া ছিলাম, রমণিকুলের ন্যায়, পুরুষকুলের অধঃপতন সংঘটিত হয় নাই; কিন্তু, এক্ষণে বুঝিলাম, বাস্তবিক তাহা নহে;—পুরুষকুলের অধঃপতন অধিকতর ভয়াবহ, অধিকতর শোচনীয় ও অধিকতর ঘৃণাজনক। গণেশ উত্তর করিলেন, "প্রভু, সে কথার আর

বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। রমণীকুলের অধঃপতন ঘটিলেও এদেশের বর্ত্তমান সমাজ-শৃঙ্খলা, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রাণতাতেই প্রতিষ্ঠিত; পুরুষকুলে যে সকল সদ্ভাব, একেবারেই দৃষ্ট হয় না, এখনও রমণী সেই সকল গুণের অধিষ্ঠাত্রী; এখনও দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, ধর্ম্ম-ভয়-ভক্তি, রমণীকুলেই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। প্রভু, মোদের এ দুর্দ্দিনেও, আমরা হতাশার অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইতে যাইতে যে, ঘন-ঘটাচ্ছন্ন আকাশ-মণ্ডলে ক্ষীণকর দিবাকরের কিরণের ন্যায়, আশার আলোক স্থানে স্থানে দর্শন করিতেছি, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। ইহাই আমাদের পরম লাভ। নারায়ণ বলিলেন, "বৎস! তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ; বিরল-দৃশ্য সাধু-পুরুষ ও সাধ্বী-সীমন্তিনীর পুণ্য প্রভাবেই, এ দেশের অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান্ রহিয়াছে; এখনও ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় এবং সত্যের আদর ও মিথ্যা-বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হইতেছে। যখন দেখিবে, এই সকল দেব-প্রতিম নর-নারী ইহলোকে নাই, তখনই জানিবে, এ দেশের অন্তিমকাল উপস্থিত; তখন দেখিবে, ন্যায়-সত্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, মানবগণ দেবদ্বেষী, স্ত্রী-পতিঘাতিনী, শিষ্যগণ গুরুঘাতী ও পণ্ডিতগণ অবমানিত এবং পাষণ্ডগণ সম্মানিত। বৎস! সেই ভয়ঙ্কর দিন এখনও উপস্থিত হয় নাই; এখনও রোগ চিকিৎসাধীন; ভারত-সন্তানগণ কর্ম্ম-বল ও জ্ঞান-বল লাভ করিলে, এখনও পূর্ব্ব গৌরব লাভে সমর্থ হইতে পারে। সে দিন আবার আসিবে কি? আবার আমরা মায়ের ক্রোড়ে লীলা-বিলাস করিতে পারিব কি?"

গণেশ বলিলেন, "প্রভু, আমি গ্রাম্য দেবতা সম্বন্ধে একটি কবিতা পাঠ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।"

সপ্তম দৃশ্য।

গ্রাম্যদেবতা।

দেবাসুর যুদ্ধে যত,
দানব হইল হত,
জানি না কিরূপে কত, পরমেশে তোষিল,
নরের কি পাপে জানি, মর্ত্ত্যে জনমিল!

মিথ্যা প্রবঞ্চনা তার,
ক্ষুদ্র প্রাণে অধিকার,

নাগ-পাশে বাঁধে লোকে, কত যে সন্ধানে,
ন্যায়-সত্য, তার কাছে, নিত্য হার মানে!

শঠতার সুদর্শনে,
ফেলি লোকে অকারণে,
এরূপ নৈপুণ্যে, চক্র করিছে চালন,
কার সাধ্য, তার মর্ম্ম, করিবে গ্রহণ?
মিথ্যা-সাক্ষ্য, গৃহ-দাহ,
অপকর্ম্ম, যত চাহ,
হায় রে! অসাধ্য তার, কিছু আর নাই,
গ্রাম্য দেবতার গুণ, বলিহারি যাই।
চণ্ডীপুর গণ্ডগ্রামে,
মদনমোহন নামে,
বসতি করিত এক, নিরীহ ব্রাহ্মণ,
গ্রাম্য দেবতার কোপে, পড়িল সে জন।

সদু মধু সরী
কামাল জামাল হরি,
একত্র হইয়ে বহু, শিষ্য নানা জাতি,
মদনের গৃহে, অগ্নি দিল এক রাতি।

ভার্য্যা-পুত্র পরিবার,
করে সবে হাহাকার,
মদনমোহন তায়, হইল পাগল,
অগ্নি-দেব নিরাপদে, গ্রাসিল সকল!

মদনের সর্ব্বনাশে,
গ্রাম্যদেবগণ হাসে,
মিথ্যা মোকদ্দমা পুনঃ, করি অনায়াসে,
হায়! তারে পাঠাইল, দীর্ঘ কারাবাসে।

গেল, গেলরে মদন,
ত্যজি, আত্মীয় স্বজন,
গেল, কাঁদাইয়ে, পুত্র, গৃহিণী দুঃখিনী।
রাখিয়ে জগতে এক, বিষাদ-কাহিনী!

হায়! হায়! কব কত,
তাহাদের গুণ যত!
দেশ, মেলরে নয়ন, জাগ, সুজন-সমাজ,
দেখ, চারিদিকে, গ্রাম্য দেবতার রাজ।

নারায়ণ কবিতাটি শ্রবণ করিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইলেন; তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে বাষ্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কিয়ৎকাল পরে উচ্ছলিত দুঃখাবেগ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, "বৎস, "গ্রাম্যদেবতা" নামধারী মর্ত্ত্যের দানবগণ, সমাজের কি কি অনিষ্ট-সাধন করিতেছে, তাহা বিশদরূপে বর্ণনা কর; ঐ সকল পাষণ্ডের কার্য্যকলাপ দর্শন করিবার জন্য, আমি ব্যাকুল হইয়াছি। গণেশ উত্তর করিলেন, "প্রভু, তাহা সম্যকরূপে বর্ণনা করা, আমার এই ক্ষুদ্র শক্তির অসাধ্য; অতি সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।"

গ্রাম্য-দেবতার কার্য্য।

১। দলাদলি।
২। মোকদ্দমা।
৩। ঝগড়া-বিবাদ।
৪। পরানিষ্ট-সাধন।
৫। পরশ্রী-কাতরতা ও পর-নিন্দা।
৬। বিবাহ-ভঞ্জন।
৭। শুভানুষ্ঠানে বাধা।
৮। ব্যভিচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের লোপ।
৯। সাধু-দ্বেষ ও স্বেচ্ছা-চারিতা।
১০। মিথ্যা সাক্ষ্য।
১১। সাধারণ দুষ্ট লোকের সহায়তা।
১২। বৈরনির্য্যাতনের জন্য প্রতিবেশীর গৃহে অগ্নি-প্রয়োগ।
১৩। পিতামাতার প্রতি বিদ্বেষ ও স্ত্রী-পরায়ণতা।

১৪। ধর্ম্মালোচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল তাস ও পাশা খেলায় সময়-কর্ত্তন।

১৫। স্ব স্ব ধর্ম্ম-বিহিত কার্য্যের বর্জ্জন।

১৬। স্বার্থান্ধতা।

গণেশের কথা শ্রবণে নারায়ণের দুঃখপ্রকাশ।

নারায়ণ, গণেশের কথা শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, "হায় রে! ভারতের এই শোচনীয় পরিণাম আমি দর্শন করিতে পারি না; আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, আমি হতজ্ঞান ও হতবুদ্ধি হইয়াছি, আর স্থির থাকিতে পারি না! হায়! সেই শান্তি-দেবীর বিলাস-ভূমি, এক্ষণে অশান্তি নিকেতন হইয়া উঠিয়াছে! বৎস! এই সকল কুলাঙ্গারকে, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়ে দেওয়া, একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল আবর্জ্জনা-জাল-মুক্ত হইলে, দেশ অধিকতর সুখময় ও শান্তিময় হইবে।" গণেশ উত্তর করিলেন, "প্রভু, তাহা সত্য বটে; এই সকল পাষণ্ডের যন্ত্রণায়, নিরীহ-প্রকৃতি, সরল-স্বভাব, শান্তিময় ও ধর্ম্ম-প্রাণ মনুষ্যগণ পল্লীবাস একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহারা, জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বিদেশের কোনও শান্তিময় স্থানে, আশ্রয় লইয়াছেন! পল্লীগ্রাম-বাস-বিদ্বেষ দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, কিয়দ্দিবস পরে, ইহা একমাত্র ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ও দস্যুদলের বিলাস-ভূমি হইয়া দাঁড়াইবে! প্রভু, দেবভূমির দুর্দ্দশা আব দর্শন করিতে পারি না; এই দুর্বৃত্তগণের অত্যাচার ও উৎপীড়নে, নিতান্ত নিরীহ লোকের আর্ত্তনাদ, আর শ্রবণ করিতে পারি না। আমরা আর কতকাল মায়ের এই দুর্দ্দশা দর্শন করিব?" নারায়ণ বলিলেন, "বৎস, যখন কোনও দেশ অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; এ দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থাও অতীব মন্দ, এক্ষণে অবশ্যই ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। বৎস, এই কলির বরপুত্র, দেশের সর্ব্বনাশক, সমাজের গ্লানি, মর্ত্ত্যের দানবগণের চরিত্র, আমি স্বয়ং পরিদর্শন করিব; তোমাদিগকে আর বিরক্ত করিব না।"

নারায়ণ, নারদ ও গণেশ সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন-পূর্ব্বক, কিছু জলযোগ গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা শয়ন করিলেন এবং এ দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান চিন্তা করিতে করিতে গভীর নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। নারায়ণ বলিলেন, 'বৎস, এক্ষণে তোমরা হরিনাম প্রচারের জন্য বহির্গত হও; আমিও গ্রাম্য-দেবতার চরিত্র-পরিজ্ঞানের জন্য বহির্গত হইতেছি। যে পর্য্যন্ত এই মর্ত্ত্যের দানবগণের চরিত্র-পরিদর্শন শেষ না হয়, সেই পর্য্যন্ত আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না; তোমরা কোনও চিন্তা করিও না; তোমাদের নিয়মিত দৈনিক হরিনাম প্রচারের যেন কোন রূপ ত্রুটি না হয়। "যে আজ্ঞে," এই বলিয়া নারদ ও গণেশ নারায়ণকে প্রণতি-পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নারায়ণও কিয়ৎকাল পরে, অদৃশ্যভাবে, এক গ্রাম্য দেবতার আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

গ্রাম্যদেবতার কার্য্য।

দলাদলি।

গ্রামে অনেক গ্রাম্য দেবতা থাকিলেও, রামসুন্দর রায় তাহাদের অগ্রণী। এই রায় মহাশয়ের বাটীর নিকট হরনাথ ও রাধানাথ চক্রবর্ত্তী নামক দুই ভ্রাতা বসতি করে; উভয় ভ্রাতাই সুশীল ও সুবোধ। কনিষ্ঠ রাধানাথ, ব্রাহ্ম গোপী বাবুর সাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিত; কিন্তু দুষ্ট গ্রাম্য দেবগণ প্রকাশ করিল, "রাধানাথ ব্রাহ্মগণের সঙ্গে একত্র আহার-বিহার করে।" কিছুদিন পর তাহাদের মাতা পীড়িতা হন; তিনি রুগ্নাবস্থায় রাধানাথকে একবার দেখিতে চাহেন; রাধানাথ বাটী আসিয়া, কয়েক দিন ছিল। উক্ত রামসুন্দর রায় প্রকাশ করিলেন, "হরনাথ, জাতিভ্রষ্ট রাধানাথের সঙ্গে একস্থানে বসিয়া ভোজন করিয়াছে; সে এক ঘ'রে হ'য়ে থাকিবে।"

কয়েক দিন পর হরনাথের মাতার মৃত্যু হইল। রায় মহাশয়ের চক্রান্তে মৃত্যুর শব-দাহ করিবার জন্য কেহই উপস্থিত হইল না। হরনাথ, তদীয় মাতুল-দ্বয়ের সাহায্যে দাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। শ্রাদ্ধের সময় অতি নিকটবর্ত্তী হইল। একদিন প্রাতঃকালে হরনাথ, রায় মহাশয়ের বাটী যাইয়া বলিল, "আমার কি

উপায় হইবে, বলিয়া দিন্। রায় মহাশয় উত্তর করিলেন, “কি বল্‌ব হরনাথ, আমার সাধ্য নেই; বিকেল বেলা, একটি বৈঠকের আয়োজন কর; সকলের যে মত আমারও সেই মত।”

হরনাথ কিছু আশ্বস্ত হইল; গৃহে গৃহে গমন পূর্ব্বক অনুনয় করিয়া বলিল, “আমরা নিরাপদ, রাধানাথ হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান; সে কখনও ব্রাহ্মের সঙ্গে আহার-বিহার করে না; গোপী বাবু তাহাকে সাহায্য করেন; সে হিন্দু হোটেলে আহার করে। রায় মহাশয়ের বাটীতে বিকাল বেলা বৈঠক হইবে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া তথায় উপস্থিত হইবেন।”

যথাসময়ে ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমবেত হইলেন। হরনাথ বলিল, “আমরা নিরাপদ; ক্ষমা করুন; রাধানাথের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক; দয়া করিয়া আমাদের মাতৃ-শ্রাদ্ধে আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।”

কালীনাথ মুখুয্যে মহাশয় নিতান্ত ভাল মানুষ; তিনি সরল ভাবে বলিলেন, “তোমার বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করার কোনও কারণ, আমি ত দেখি না;” দুর্গানাথ চাটুয্যে ও নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই কথাই বলিলেন। রায় মহাশয় গগনভেদিস্বরে বলিতে লাগিলেন, “আমি একবার দেখ্‌ব, কে কে হরনাথের বাটীতে যায়; দুই শত টাকা না পাইলে, আমরা কেহই যাইব না।” রামনাথ, শ্যামসুন্দর, শিবানন্দ, রামকান্ত প্রভৃতি গ্রাম্য দেবগণও, রায় মহাশয়ের কথাই অনুমোদন করিল। হরনাথ নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক, কোন প্রতিবাদ না করিয়া, একান্ত বিনীত ভাবে বলিল, “ আমার অবস্থা সেরূপ নয় যে, আমি কিছু দিতে পারি; আমায় ক্ষমা করুন।” যোগেশ ও রমেশ নামক দুটি শিক্ষিত ও সৎসাহসী যুবক তথায় উপস্থিত ছিল; তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল, “আপনারা কয়েকজন লোকে, অকারণে এই নিরীহ ব্রাহ্মণকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! গ্রামে থেকে থেকে কেবল দলাদলি, ঝগড়া বিবাদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি ভিন্ন, আপনাদের অন্য কাজ নাই! তাই হরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে অবশ্যই যাইব, দেখি, আপনারা কি করেন?

রায় মহাশয় ও তাঁহার সহচরগণ উত্তর করিলেন, “তোমরা ছেলে মানুষ, বুঝ কি? চুপ করে থাক; তোমাদের মতামত আমরা জানিতে চাহি না।” যোগেশ উত্তর করিল, “যখন বাবা বাটীতে নাই, তখন আমাদের মতামত জানা বিশেষ দরকার; আপনারা সমাজের কর্ত্তা নহেন; পাঁচজন নিয়েই সমাজ।” “ওহে, রেখে দাও তোমার পাঁচজন, দেখি, আমাকে ছেড়ে কে যায়?” এই বলিয়া রায় মহাশয় লম্ফ ঝম্ফ দিতে লাগিলেন। হরনাথ পুনরায় বলিল,

"আমি গরীব; চিরকালই আপনাদের আশ্রিত; কি উপায় হবে, তাহার ব্যবস্থা করুন।" যোগেশ ও রমেশ নিরীহ ব্রাহ্মণের কাতরতা দর্শনে, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিল, "হরনাথ বাবু, আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার পক্ষে আছি; আমরা বিশেষ রূপ জানি, রাধনাথ কখনও ব্রাহ্মের সঙ্গে আহার-বিহার করে না; আপনার এরূপ বিনীত নিবেদন ও ক্ষমাপ্রাথর্নায়ও যাহারা কর্ণপাত করিতে কুণ্ঠিত, তাহারা হয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুক, না হয় না করুক; আপনি শ্রাদ্ধের আয়োজনে ব্রতী হউন।" সাধু-স্বভাব নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য ও দুর্গানাথ চাটুয্যে মহাশয়দ্বয়ও হরনাথ চক্রবর্ত্তীর পক্ষ সমর্থন করিলেন। রায় মহাশয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন; অনুচরগণও তাঁহার অনুগমন করিল। হরনাথ অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের ক্রোধ প্রশমিত হইল না। এইরূপে হরপল্লী গ্রামে দুটি দলের সৃষ্টি হইল। গ্রামের অধিকাংশ লোকই রায় মহাশয়ের পক্ষে বলিল; অতি অল্প লোকেই হরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পক্ষাবলম্বন করিল।

নারায়ণ সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর কথাবার্ত্তা শ্রবণ ও কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! ভারতের কি দুর্দ্দশা! কি শোচনীয় পরিণাম! ফাউল (মুরগীর মাংস) ভিন্ন যাহার খাওয়া হয় না, গণিকার গৃহ ভিন্ন যাহার শয়ন হয় না, যিনি ব্রাহ্মণ হইয়া, দিবা ভাগে চতুর্ভোজনেও কুণ্ঠিত নহেন, যিনি ধর্ম্ম-ভয়-ভক্তির কোনও ধার ধারেন না, সেই ধর্ম্ম-দ্বেষী রামসুন্দর হ'লেন সমাজপতি! যিনি মুখে বলেন, "হর হর", মনে ভাবেন, "পরের সর্ব্বনাশ কর", এরূপ লোক যে সমাজের অধিপতি, সেই সমাজের কল্যাণ কোথায়? হায় মা! তোমার সন্তানগণের কপটতার আচ্ছাদন, আমরা আর কতকাল দর্শন করিব? হায়! সরল-মতি সাধুপুরুষগণ নেতৃত্ব গ্রহণ না করিলে, পল্লী-সমাজ অচিরেই বিনষ্ট হইবে! সামাজিক বন্ধুতা ও সহানুভূতির কমনীয় সূত্রও অচিরেই ছিন্ন হইবে! ভারতীয় নব্য-সমাজে ভাল মানুষ হইলেই বিপদ!

রায় মহাশয়। তা না ত কি? নালিস না করলে কি কখনও টাকা পাবি, মনে করিস?

রামচরণ। আমার যে এক ঘর গ্রাহক কমে যাবে? আর বিশেষ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিতান্ত ভাল মানুষ।

রায় মহাশয়। ও এমন ভাল মানুষ অনেক আছে। আমি তোকে দশ ঘর গ্রাহক জুটিয়ে দিব, চিন্তা কি?

রামচরণ, রায় মহাশয়ের অসীম ক্ষমতার বিষয় অবগত ছিল; এ হেতু

নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল। রায় মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "রামচরণ, তোর খরচপত্র কিছুই লাগিবে না, আমরাই সব জুটিয়ে দিব।" এক্ষণে রামচরণের মনে কোনও দ্বিধা রহিল না; সে কিয়ৎকাল পরে, খাতাপত্র সহ রায় মহাশয়ের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইল। রায় মহাশয়, মোকদ্দমা উপলক্ষে মাসের প্রায় পনের দিন সহরে অবস্থিতি করেন; বহু উকীল মোক্তার তাহার পরিচিত; একখানা চিঠি দিয়া, রামচরণকে গদাধর উকিলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অবোধ রামচরণ যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইল।

এই সময়, নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, খলের স্বভাব বাস্তবিক এইরূপ। উঁই, ইঁদুর, ও সর্প খল-স্বভাব। উঁই আর ইঁদুর কাঠ কাটে, কাপড় কাটে, তাহাতে উহাদের কি লাভ? সর্প, পরম সুন্দর শিশুকেও দংশন করে, তাহাতে ইহার কি লাভ? কিছুই নয়। যাহারা খল, অন্যের অনিষ্ট-সাধনেই, তাহাদের আত্মার তৃপ্তি জন্মে। হরনাথের অনিষ্ট-সাধনে, রায় মহাশয়ের কি লাভ? কিছুই নয়। এটি তাঁহার হিংস্র প্রকৃতির পরিচয় মাত্র। এই দুর্বৃত্তের আকার মনুষ্যের, কিন্তু প্রকৃতি, রীতি-নীতি সবই দানবের ন্যায়। পরানিষ্ট-সাধনেই যাহাদের অন্তরের তৃপ্তি, সেই সকল পাষণ্ডকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বদ্ধ-পরিকর হওয়া, সর্ব্বসাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য।

কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তার পর, নারায়ণ রায় মহাশয়ের কার্য্য-কলাপ অলক্ষ্যভাবে দংশন করিতে লাগিলেন। একদিন রায় মহাশয় বাজারে গেলেন। ছমির সেক বড় একটি ভাঁড়ে করিয়া দুধ আনিয়াছিল। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছমির ভাঁড়ে ক'সের দুধ আছে?" ছমির উত্তর করিল, "পাঁচ সের।"

রায়মহাশয়। মূল্য কত হবে?

ছমির। আজ্ঞে, ছ পয়সা সের।

রায়মহাশয়। পাঁচ সের চ'ার আনা পাবি।

ছমির। রায় মহাশয়, তা কিরূপে দিব? অন্ততঃ ছ আনা পয়সা দিন।

"বেটা, কিসের ছ আনা, চ'াব আনা পাবি," এই বলিয়া রায় মহাশয়, নিজের কলসীতে দুধ ঢালিতে চেষ্টা করিলেন; ছমির তাহাতে বাধা দিল; পরে দু'জনের ঝগড়া আরম্ভ হইল। রায় মহাশয় ছমিরের হস্ত হইতে দুধের ভাঁড় কাড়িয়া লইতে অসমর্থ হওয়ায়, এক লাথি দিয়া ভাঁড়টি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ছমির গালি দিতে দিতে, কাঁদিতে লাগিল। রায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন,

পাজি বেটা, এক্ষণে কেমন হ'ল? ছমিরের কান্না শুনিয়া, আরও দু'পাঁচ জন মুসলমান একত্র হইল; রায় মহাশয়ের পক্ষেও অনেক হিন্দু ও মুসলমান জুটিল, উভয় পক্ষেই বহুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল; অবশেষে রায়ের পক্ষই প্রবল হইল। তৎপক্ষীয়েরা মীমাংসা করিল, ছমির নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছে; এমন লোককে দু'এক সের দুধ বিনামূল্যেই দিতে হয়। তাহাদের বিচারে, রায় মহাশয়ই জয় লাভ করিলেন; ছমিরের হার হইল!

নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, বিচার ভালই হইল, এমন না হ'লে, এদেশের এরূপ দুর্গতি কেন হইবে? কাল মাহাত্ম্যে অন্যায়ই ন্যায়, অসত্যই সত্য, অসম্ভবই সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়! হায় রে কলিকাল! তোমাতে সকলই সম্ভবে!

নারায়ণ, রায় মহাশয় ও তদীয় সহচরগণের এইরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত কার্য্য-কলাপ প্রতিদিন দর্শন করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। নিরীহের অশ্রুবর্ষণ এবং দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অনিষ্টাচরণ দর্শনে, তাঁহার হৃদয় অধিকতর ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মনুষ্য-সমাজে আবার দানবের আবির্ভাব কেন? আবার নিকৃষ্ট প্রাণীর প্রকৃতিই বা কোথা হইতে আসিল? "মনুষ্য" শ্রেষ্ঠ পশু প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেও, এদেশের বহুল কল্যাণ হইত। হায়! দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়! ভারত-সন্তানগণের দুর্গতি আর দর্শন করিতে পারি না। এ অভিনব দেশের অভিনব নর-নারী-চরিত্র-দর্শনে, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। দেখিতেছি,—মনুষ্য-কুলের মধ্যে কেহ বা দানবের ন্যায় ষণ্ড ও ধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য; কেহ বা ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র ও ভয়ঙ্কর; কেহ বা সর্পের ন্যায় ক্রূর; কেহ বা উই আর ইঁদুরের ন্যায় সমাজের গুপ্তশত্রু; কেহ বা বোল্‌তা ও মক্ষিকার ন্যায় দুর্ম্মুখ; কেহ বা বৃষের ন্যায় ক্রোধী ও কামুক; কেহ বা হরিণের ন্যায় চঞ্চল; কেহ বা শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত ও ভীরু; কেহ বা কুকুরের ন্যায় স্বজাতি দ্রোহী; কেহ বা ভল্লুকের ন্যায় নিষ্ঠুর; কিন্তু সিংহের ন্যায় উদার, হস্তীর ন্যায় গম্ভীর, বায়সের ন্যায় স্বজাতি-প্রিয় এবং গোজাতির ন্যায় পরমোপকারী মানব অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। যদি মনুষ্যগণ, নিকৃষ্ট পশু-প্রকৃতি হইতেই বিমুক্ত হইতে না পারিল, তবে আর তাহারা সুন্দর লাঙ্গুল-রত্ন-লাভে বঞ্চিত হয় কেন? আর স্রষ্টাই বা এরূপ মানবকে বাক্‌শক্তি ও চিন্তাশক্তি হইতে বঞ্চিত না করেন কেন?

নারায়ণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, রামনাথ, রামকান্ত, শিবানন্দ প্রভৃতি সাত-আট জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য দেবতা রায় মহাশয়ের বাটীতে

সমবেত হইল। রামকান্ত বলিল, "রামচরণ ত মোকদ্দমা রুজু করিয়া আসিল।" রায় মহাশয় উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, বেশ হ'য়েছে; শমন জারির কার্য্যটি পিয়নের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া, গোপনে চালাইতে হইবে।" রামানন্দ বলিল, "সে জন্য কোনও চিন্তা নাই; হরনাথের ভিটায় এবার ঘুঘু চরাইব।"

শিবানন্দ। একটি কথা শুনেছেন, মুখুয্যেদের ছোট গিন্নি নাকি শাশুড়ীর সহিত ঝগড়া করিয়া, পিত্রালয়ে গিয়াছে? তাহার পিতার অবস্থাও ত তত ভাল নয়।"

রায়মহাশয়। ওরে, আমি সব জানি; ঐ বউটির বাপ কালীবাড়ির পূজক; তাহার রক্ষিতা একটি অবিদ্যাও আছে।

রামরতন। পূজারি ত পতিত ব্রাহ্মণ; সেই পতিত ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়েও, বউটির যে অহঙ্কার।

শ্যামচাঁদ। (গঞ্জিকার ধূম উদগীরণ করিতে করিতে) ওরে, তবুও সে অনেক ভাল। ঘোষ বাবুদের বাড়ীর বড় বউ-এর কথা জানিস্? বাবু ত মাতাল, কোথায় থাকেন ঠিক নেই, তারপর ভিতরের কথা শুন্‌লে অবাক্ হবি।

শিবানন্দ। কি, বল না? স্পষ্ট ক'রে বল্।

শ্যামচাঁদ। কি আর বল্‌ব?

"ময়ূর চকোর শুক, চাতকে না পায়,
হায়! বিধি! পাকা আম দাঁড় কাকে খায়।"

রামরতন। ওরে, বড় মানুষদের ভিতরের অবস্থা প্রায় ঐরূপই হয়। শিব সুন্দর কিছু ভাল মানুষ ছিল; সে বলিল, "ওরে, বড় মানুষদের নয়, মাতাল ও বদ্‌মাইস্‌দের।"

অধিকাংশ গ্রাম্য দেবতাই পঞ্চমকারের প্রিয় শিষ্য; শিবসুন্দরের কথায় সকলেই নীরব রহিল।

রায় মহাশয়ও মনে মনে কিছু বিরক্ত হইয়া, কথা অন্য দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, তোরা জানিস্, যোগেশের পিতার নাকি আরও একশত টাকা মাহিয়ানা বেড়েছে?"

শিবানন্দ। আজ্ঞে, হাঁ।

রায় মহাশয়। বেটার কপাল কেমন দেখ! দিন দিনই কেমন উন্নতি! ছেলেটিও ওকালতি পাস করবে! বাড়ীঘর ত "ইন্দ্র-পুরী" ক'রে তুলেছে! বউগুলিকেও অলঙ্কার দিয়ে পরীর ন্যায় সাজিয়েছে! আমাদের খোকাও ত যোগেশের সঙ্গে পড়্‌ত; কিন্তু দেখ, যোগেশ হবে উকীল কি হাকিম, আর খোকার সামান্য মুহুরি গিরি পাওয়াই দায়! ওদের বড্ড কপালের জোর!

শিবানন্দ। কথাটি ঠিকই ব'লেছেন; বেটার বড় কপাল! কিন্তু অহঙ্কার বেশ আছে। আমরা ত ক্ষুদ্র লোক; আমাদের সাথে তিনি কথাটিও বলেন না।

রায় মহাশয়। এক্ষণে কপাল বড় হ'য়েছে, কথা কইবে কেন? আহা! ঠাকুর! ওদের বাড়ী ঘর যদি ভূমিকম্পে ভেঙ্গে যেত, তবে বড় ভাল হইত! যেমন অহঙ্কার, তেমন আক্কেল হ'ত।

রামরতন। শুনেছি, এক সাহেব নাকি ওকে বড্ড ভালবাসে; আহা! ঐ সাহেবটি ম'লেও হয়। নূতন কপা'লে লোকদের জন্য, আর বাজারের মাছ তরকারী খাওয়ার যো নেই; উহারা বাজারে যে যে কোন জিনিষের দাম দস্তুর না করিয়াই, কেবল ঝুড়িতে ভরে! পরে এক টাকার জিনিসের মূল্য, পাঁচ সিকা দিতেও ফিরে না!

অনন্তর গ্রাম্যদেবগণ সকলেই ভাবিতে লাগিল, "যোগেশ যেন ওকালতি পাস কর্ত্তে না পারে; আর পোড়া কপালে সাহেবটিরও যেন শীঘ্রই ভব-লীলা সাঙ্গ হয়।"

কিছুক্ষণ পরে রামকান্ত বলিল, শুনেছেন, কালী মুখুয্যের ছেলে, রমেশও ত দারোগা হচ্ছে।

শিবানন্দ। কে বল্লে? তোর কাছে যত আজগুবি কথা শুনতে পাওয়া যায়!

রমাকান্ত। আজগুবি কথা নয়, সত্য কথা। বাপ যেমন কপা'লে, ছেলেও তেমন কপালে; পরীক্ষা পাস কত্তে কত্তেই দেখ, চাকুরী জুটে গেল! দেখ, কেমন কপাল! এমন লেখা পড়া জানা কত লোক ঘাটে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রমেশের উন্নতির কথা শ্রবণ করিয়া, অন্যান্য গ্রাম্যদেবগণ সকলেই ম্রিয়মাণ হইল এবং যাহাতে তাহার অমঙ্গল ঘটে, ঈশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনাই করিতে লাগিল।

গ্রাম্যদেবতারা এইরূপ অনেক লোকেরই নিন্দাবাদ করিয়া এবং সমস্ত উন্নত পরিবারেরই সুখ-সৌভাগ্য সমালোচনা করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিল। নারায়ণ, তাহাদের নিগূঢ় ভাব অবগত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, হায়রে! এই দুর্বৃত্তগণেব মানসিকাবস্থা কি ভয়ঙ্কর! তাহা ক্ষণমাত্র চিন্তা করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! উহারা নিশ্চয়ই পিশাচ, সমাজের কলঙ্ক এবং মানব নামেরই সম্পূর্ণ অযোগ্য! এইরূপ লোক যে ভারতীয় সমাজে পূর্ণ শক্তিতে বিরাজ করিতেছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! হায়! বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্ট এই মানব-নিচয়ের প্রকৃতিও অপূর্ব্ব! তাহা না হইলে, মানব, দানব, দেবতা ও

গন্ধর্ব্ব, যে প্রাণীই হউক না কেন, জন্মভূমির প্রফুল্ল মুখ-দর্শনে, কাহার হৃদয় না আনন্দে উৎফুল্ল হয়? এই অপূর্ব্ব প্রাণীগণের অদ্ভুত কার্যকলাপে, "নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম, জননী জন্মভূমিঃ," এই মহাকাব্যটিও, এক্ষণে সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে! হায়! এই সকল দানবের করাল কবল হইতে, সমাজকে বিমুক্ত করার কি কোনও উপায় নাই? মা! তোমার অশ্রু-বর্ষণ, আর আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা কি, তবে আর বিদূরিত হইবে না!

অনন্তর নারায়ণ, এক পাগলিনীর বেশ ধারণ করিয়া, গ্রাম্য দেবগণের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। উক্ত দেবগণ পাগলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" পাগলিনী উত্তর করিল, "আমার নাম হিংসা; আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে, আপনাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোকের অন্তঃকরণে একটুকু স্থান পাইয়াছি; কাল-মাহাত্ম্যে এরূপ ঘটিয়াছে; নীচ লোকের সংসর্গই আমি অধিকতর ভালবাসি; আপনারা বিশেষ আদর করিলেও, আমার যেন লজ্জানুভব হইতেছে; আপনারা আমাকে এরূপ ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; তাই বলিতেছি, আপনারা আমাকে প্রহার করুন; আবার বলিতেছি,—আমাকে প্রহার করুন।" "কি, প্রহার করিলে না? আচ্ছা, তবে লোক-সমাজে তোমাদের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া দিতেছি—

হিংসার উক্তি।

"হ্যাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে, আজো এরা মরে নি?
কত সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখনও এদের ঘরে, যম এসে ধরে নি?
এই সব জামাজোড়া, এই সব গাড়ী ঘোড়া,
এ সব টাকার তোড়া, চোরে কেন হরে নি?
আরে ওরা ভাগ্যবান্, বাড়িয়েছে কত মান,
গোলাভরা আছে ধান, লক্ষ্মী আজো সরে নি?
মর্ এটা যেন হাতী, দশহাত বুকের ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি, জ্বরে কেন জ্বরে নি?
হ্যাদে মাগী কালমুখী, ঠিক্ যেন কচি খুকী,
পতি সুখে বড় সুখী, ঠেটি কেন পরে নি?

মর মর ওই ছুঁড়ী, পরেছে সোণার চুড়ী,
বেঁকে চলে মেরে তুড়ী, ফুল তবু ঝরে নি?
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলী পিঠে,
এখনো এদের ভিটে, ঘুঘু কেন চরে নি?"

ললিত—যৎ।

"হিংসক কি ভয়ানক জন্তু এ সংসারে!
অন্তরে নরক কৃমি কিলি বিলি করে।
চোখ দুটো মিট্‌মিটে, কথা গুলো পিট্‌পিটে,
মাস সিঁট্‌কে আছে সদা, মুখের ওপরে;
সর্ব্বদাই খুঁৎমুৎ, সর্ব্বদাই খুঁৎ খুঁৎ,
সুধা কেহ খেতে দিলে বিষ জ্ঞান করে;
থেকে থেকে কচি খোকা, থেকে থেকে নেকা বোকা,
পোড়া মুখে, দেঁতো হাসি, খেতে আসে ধোরে;
প্রত্যেক কথায় বিষ, থুতু ফেলে তাহা বিষ,
জগতের ভাল লাগে না কাহারে;
যদি কেহ সুখে রয়, যেন সর্ব্বনাশ হয়,
কুঁড়ের ভিতরে বোসে, জ্বলে পুড়ে মরে;
সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো, পেঁচা লাগে না ভাল,
কোটরে লুকিয়ে থেকে, মাল-সাট মারে;
শুনিলে কাহারো যশ, রেগে করে গস্ গস্,
রটায় তার অপযশ, যে প্রকারে পারে।
করিতে পরের মন্দ, বড়ই মনে আনন্দ,
নিয়ে যায় ছন্দ বন্দ, ছুতো খুঁজে মরে।
ভাবিয়ে না ঠিক পাই, বল বিধি শুন্‌তে চাই,
কোন্ মাটি দিয়ে তুমি, গড়েছ ইহারে?"

এ সব পাগলের পাগলামি বলিয়া উপেক্ষা করিলেও, গ্রাম্য দেবগণ সকলেই অপ্রকাশ্য মর্ম্মান্তিক যাতনানুভব করিল; তৎপরে দুঃখিত মনে ও অধোবদনে তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল! পাগলিনীও এই সময় অদৃশ্যা হইল। নারায়ণ পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায়! ভারতের কি শোচনীয়

পরিণাম! বর্ত্তমান ভারত-সন্তানগণের কি নীচাশয়তা! হৃদয়ের কি দুর্ব্বলতা! বোধ হয় শ্রমবিমুখতাই এরূপ পরশ্রী-কাতরতার মূল!

পণ্ডিতগণ বলেন;—

উৎসাহ সম্মন্নম দীর্ঘ সূত্রং ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেম্বক্তম্,

শূরংকৃতজ্ঞং দৃঢ. সৌহৃদঞ্চ লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতিবাস হেতোঃ।

যে ব্যক্তি উদ্যোগ বিশিষ্ট, অচির-ক্রিয়, কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞ, ব্যসন রহিত, বীর, কৃতজ্ঞ ও অনেকের মিত্র, এমন লোকের নিকট বাস করণার্থ, লক্ষ্মী আপনা হইতেই গমন করেন।

বাস্তবিক পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল পুরুষগণ ভাগ্যদেবীর কোমলাঙ্কে চিরবিরাজ করেন; তদ্দর্শনে, অলস ও অবোধ লোকের কাতরতার সার্থকতা কি? যাহার যেমন সাধনা, তাহার তেমন শান্তি। একের সৌভাগ্য-দর্শনে অন্যের চক্ষুঃপীড়ার প্রয়োজনীয়তা কি? সময়োচিত শ্রম করিলে ত সকলেই সৌভাগ্যবান্ হইতে পারে? হায়! যাহারা ঈশ্বরভক্তি, সহিষ্ণুতা, উদ্যম ও অধ্যবসায় ব্যতীত, সুখ-সম্পদ অভিলাষ করে, তাহারা এই সকল গ্রাম্য দেবতার ন্যায়, নিন্দা ও উপহাসের ক্রীড়ণক মাত্র।"

নারায়ণ, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, দুটি ব্রাহ্মণ রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণদ্বয় সঙ্গতিপন্ন লোক; তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ; অপরটি যুবক। রায় মহাশয়, উহাদিগকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আপনারা কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমরা বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি।"

রায় মহাশয়। আপনাদের নিবাস?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বিনোদপুর। আচ্ছা, কালী মুখুয্যের ছেলে রমেশ কেমন?

রায় মহাশয়। কেমন আর কি? ভাল, পাসকরা ছেলে কি কখনও মন্দ হয়? আজকাল ছেলের নামের পিছনে লেজ থাকিলে, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে হয় না।

ব্রা। সংসারের অবস্থা কেমন?

রায়। ভাল।

ব্রা। জোত জমা কিছু আছে?

রায়। না।

ব্রা। ধার কিছু আছে?

রায়। আছে কিছু, সামান্য।

ব্রা। কি পরিমাণ?

রায়। হাজার চার।

ব্রা। তবে আর অবস্থা ভাল কি?

রায়। সে কথা আপনি বিবেচনা করুন।

ব্রা। ছেলেটির স্বভাব কেমন?

রায়। মন্দ নয়; বেশ বিনীত, মিষ্টভাষী, তবে আজকাল জেন্টেল ম্যানের রীতি, তাই কিছু মদ্যপান করার অভ্যাস আছে?

ব্রা। তবে আর স্বভাব ভাল কি?

রায়। সে কথা আপনি বিবেচনা করুন।

ব্রা। ছেলের ত কোন ব্যারাম নাই?

রায়। ছেলেটি সুস্থ; কোন ব্যারাম আছে বলিয়া বোধ হয় না; তবে শুনেছি, কোনও গুপ্ত রোগের নাকি ঔযধ-সেবন করিতেছে; তাহা, বোধ হয়, শীঘ্রই দূর হইবে।

ব্রা। তবে ত এস্থানে আমাদের সম্বন্ধ করা হয় না।

রায়। সেটি আপনাদের ইচ্ছা; আপনারা বিদেশী লোক, আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, তাই প্রকৃত কথা বলছি।

ব্রাহ্মণদ্বয় নিতান্ত হতাশ হইলেন; তাঁহাদের সকল শ্রম নিষ্ফল হইল; মুখুয্যে মহাশয়ের বাটী গমন নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

গ্রাম্য দেবতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; তাহারা সাতিশয় আহ্লাদ সহকারে পরস্পর বলিতে লাগিল, "বেশ হয়েছে; ভদ্রলোকদুটি চ'লে গেছে; আর ভয় নাই, এ সম্বন্ধ আর হবে না; এটি বড় ভাল সম্বন্ধ ছিল, মেয়েটি যেমন রূপবতী, তেমন গুণবতী, তাহার পিতার সঙ্গতিও তেমন। রমেশকে কোন ক্রমেই ভাল মেয়ে বিয়ে করতে দিব না।"

নারায়ণ দেখিলেন, এই সকল দুর্বৃত্তের চক্রে পড়িয়া, অনেক লোক বিড়ম্বিত হন; অনেক লোক সৎপাত্র অবহেলা করিয়া, অসৎপাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করিতে বাধ্য হন, অবশেষে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকেন! অনন্তর নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, "হায় রে! এই গ্রাম্য দেবগণ এক একটি অদ্ভুত পদার্থ! ইহাদের অসাধ্য কোন কাজ নাই! প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর বৈধ সম্মিলন বিধাতার অভিপ্রেত; কিন্তু হায়! ইহারা তাহার অন্তরায়! কি ভয়ঙ্কর কথা! বিধাতার কার্য্যেও হস্তক্ষেপ! তাহাতেও আবার সফলতা! ধন্য গ্রাম্য দেবগণ, ধন্য তোমাদের ক্ষমতা! তোমাদের শঠতার সুদর্শন চক্র এবং প্রতারণার নিদারুণ নাগপাশের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম, বিধাতা এরূপ অল্প লোকই সৃষ্টি

করিয়াছেন!”

এদিকে হরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামে, রামচরণ গোপ পাঁচশত টাকা ডিক্রি করিল। হরনাথ, এই টাকা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, পৈত্রিক ভূমি-সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা উক্ত ঋণ শোধ করিল। নিরীহ ব্রাহ্মণ, গ্রাম্য দেবতার কোপে পড়িয়া, এইরূপ অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

নারায়ণ, ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য দেবগণের শুভানুষ্ঠানে বাধা, ব্যভিচার, সাধুদ্বেষ প্রভৃতি কার্য্যকলাপ দর্শন করিলেন, কিরূপে তাহাদের কু-পরামর্শে কামাল, জামাল ও সদুসর্দ্দার অন্যের গৃহে অগ্নি প্রয়োগ করে, কিরূপে তাহারা ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল তাস ও পাশা খেলায় সময় কর্ত্তন করে, কিরূপে তাহারা দু-একটি রৌপ্যখণ্ডের প্রলোভনে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য, আদালতে উপস্থিত হয়, তৎ সমস্তই তাঁহার দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর হইল! এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, তিনি যেন স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইলেন; তাঁহার নয়ন যুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে উদ্বেলিত দুঃখাবেগের কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায় রে! এই কি সে দেশ! না, এ এক অভিনব দেশ! এই কি সেই আর্য্য-ঋষিগণের প্রিয়ভূমি! এই কি আমার প্রিয়তম ক্রীড়াস্থল! তবে সে সমাজ-গঠন কোথায় গেল? সে ধর্ম্ম-প্রাণ, নিঃস্বার্থ সমাজপতিগণ কোথায় গেলেন? সে সহানুভূতি, সে পরার্থপরতা, সে পর দুঃখ-কাতরতা, সে সত্য-সরলতা ও ভক্তি-প্রীতি কোথায় গেল? আর কি ধর্ম্মপ্রাণা ভারত-মাতার হাস্য-মুখ দর্শন করিতে পাইব না? অবশ্যই পাইব। আর কাঁদিও না মা! তোমাতে আবার ঋষি-মাহাত্ম্য-পুনরভ্যুদয়ের উপায় চিন্তা করিতেছি; একবার দেখি, সময়ের স্রোত পরিবর্ত্তিত হয় কি না? একবার দেখি, তোমার সন্তানগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হয় কি না? আর কাঁদিও না মা! আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য, ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ-বেশে, গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতেছি, এবং আমার প্রিয়পুত্র, মহামতি ইংরেজকে, এদেশে আনয়ন করিয়াছি।

নারায়ণ, কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তার পর, সম্প্রতি আর গ্রাম্য দেবগণের চরিত্র-পরিদর্শন করিবেন না, স্থির করিয়া, ম্লান-মুখে ও অধোবদনে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, দেবালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। নারদ ও গণেশ, এই সময় প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। এ দেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন সম্বন্ধে নানারূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

অনন্তর দেবগণ, কিছু জলযোগ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিলেন এবং চিত্তের

অবসাদ দূর করিবার জন্য, অনতিকাল মধ্যেই নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। নারায়ণ বলিলেন, বৎস! তোমরা হরিনাম প্রচারের জন্য বহির্গত হও, আমিও পুনরায় পল্লী-চিত্র দর্শনাভিপ্রায়ে বহির্গত হইতেছি। দর্শন শেষ না হইলে আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না। তোমাদের হরিনাম প্রচারের যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়। নামই ব্রহ্ম; নামই পাপী-তাপীর মুক্তির হেতু; নামই জীবের গতি, এই কথা সকলকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও। হরি, হিন্দু; হরি, মুসলমান; হরি, খ্রীষ্টান। আপন আপন ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলে, সকলেই হরির কৃপা-লাভের পাত্র। পরকীয় ধর্ম্মের নিন্দা অবৈধ এ কথা সকলকে বল। "যে আজ্ঞে", এই বলিয়া নারদ ও গণেশ, নারায়ণকে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন; নারায়ণও কিয়ৎকাল পর, সেই পল্লী-মধ্যে পুনরায় অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হইলেন।

নারদ ও গণেশের গান।

"আমায় এই কর হে হরি,
তোমার নাম নিয়ে যাই গড়াগড়ি!
পদে রাখ কিম্বা, ঠেলে ফেল হে,
চরণ, প্রেম-ফুলে পূজা করি।
যেন বিরলে বসিয়ে, তব নাম নিয়ে,
দিবা নিশি সুধু কাঁদি।
যেন কাঁদিতে কাঁদিতে হেরি হৃদয়েতে,
তব রূপে আঁখি মুদি।
ম'রে যাই ক্ষতি নাই, যেন ভুলি না তোমায়,
হয় কর্ম্মফলে জন্ম যদি।
ঐ নাম ফুটে বা না ফুটে রসনায়,
যেন নাহি যাই পাশরি।

আমি রোগে কিম্বা শোকে, স্বর্গে কি নরকে,
যখন যে ভাবে থাকি,
যেন সুধু ভক্তি ডোরে, তব পদ পরে,
বাঁধা থাকে মন পাখী।
স্বভাবের তাড়নায়, যদি উড়ে যেতে চায়,
হয় যেন টান প'ড়ে পাদ-পদ্ম-মুখী।
পাখী আমার আমার বলে, ছেড়ে হে,
যেন বলে হরি হরি।"

অষ্টম দৃশ্য।

১। চতুষ্পাঠী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
২। উপাসনা পদ্ধতি।
৩। গো-জাতি।
৪। উত্তমর্ণ ও কৃষক।
৫। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী।
৬। কুলীন-ব্রাহ্মণ ও অভাগিনী কুলীন-কুমারী।
৭। কন্যা-বিক্রয় ও কন্যাদায়।
৮। আধুনিক সন্তান-সন্ততি।
৯। সাধারণ অন্ন-চিন্তা ও দুর্ভিক্ষ।
১০। গ্রাম্য-চিকিৎসক।
১১। গ্রাম্য-পুরোহিত।
১২। বধূগণের প্রতি দৃষ্টিহীনতা।
১৩। দেব-সেবা।
১৪। অন্নদান ও অতিথি-সেবা।
১৫। একটি প্রচলিত গুরুতর পাপ।
১৬। গুরু-দ্বেষ ও গুরুগণের অধঃপতন।
১৭। বউ-পোড়া।
১৮। মোকদ্দমা-প্রিয়তা।

১। চতুষ্পাঠী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

নারায়ণ, পণ্ডিত-সমাজ ও চতুষ্পাঠীসমূহেব দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন; তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে বাষ্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল; অনন্তর কিছু সুস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—হায়! সে চতুষ্পাঠীও নাই, সেরূপ পণ্ডিতও নাই; যে স্থানে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষের পূর্ণ শিক্ষা হইত, কালক্রমে পল্লবগ্রাহিতা সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে পণ্ডিতগণ কোন শাস্ত্রের পাঁচ পৃষ্ঠা, কোন শাস্ত্রের সাত পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করিয়া, তীর্থ, চুঞ্চু প্রভৃতি নব নব উপাধিতে ভূষিত হইতেছেন! পূর্ব্বকালে এক একজন লোক এক একটি শাস্ত্র-অধ্যয়ন কল্লে অধিকাংশ জীবন যাপন করিতেন, এক্ষণে পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই সেই সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হন। হায়! জ্ঞান-পিপাসা আর নাই, এক্ষণে জ্ঞানলাভ অর্থকরী ও ব্যবসাদাবী হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধিমান্ বালক রাজভাষা শিক্ষা করে, আর অপেক্ষাকৃত অবোধ বালকগণই, সাধারণতঃ এই দিকে প্রেরিত হয়। সমাজের রীত্যনুসারেই মনুষ্য গঠিত হয়। শাস্ত্রসমূহের এতাদৃশী অবমাননা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ দোষী নহেন, সমস্ত দোষই সমাজের; এক্ষণে সমাজ অন্ধ, পণ্ডিত-সমাজের প্রতি অনেকেই দৃষ্টিহীন।

পূর্ব্বকালে রাজগণ পণ্ডিতগণের পোষক ছিলেন; তাঁহারা নিশ্চিন্তমনে সমাজের উন্নতি-সাধনে ও শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন; এক্ষণে রাজা বিদেশী, তাঁহার সম্যক্ দৃষ্টি সম্ভবপর নয়; অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, কাজেই পণ্ডিতগণ "বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য" রূপে পরিণত হন!

হায়! এখন পণ্ডিতগণ প্রায়ই স্ব স্ব গৃহে গৃহে ছাত্ররক্ষণে সমর্থ নহেন। অভাবের অনলে, তাঁহাদের হৃদয়ের বল, ভরসা, তেজ ও বীর্য্য সকলই ভস্মীভূত হইয়াছে, তাঁহারা আশা-ভরসা-বিহীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইয়াছেন! তাই এক দরিদ্র পণ্ডিত বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতেছেন—

আমার দুঃখের কথা,
শুনিলে পাইবে ব্যথা,
দিবানিশি মনোদুঃখে, আঁখি-নীরে ভাসি,
চলে গেছে চিরতরে, অন্তরের হাসি!

দীন ভাব মনে রয়,

অভাব জনম লয়,
উদ্যম উৎসাহ যত্ন, বিষাদে পলায়,
মৃত-কল্প মনুষ্যত্ব, মরে হতাশায়!

হায় রে! পণ্ডিত-সমাজের এই শোচনীয় পরিণাম আর দর্শন করিতে পারি না; আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতেছে! মা! ভারতভূমি! আর কতকাল তোমার সেই প্রিয়পুত্রগণের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া, মনের আগুনে জ্বলিয়া মরিব? আর কতকাল সমাজ অন্ধ থাকিবে? হায়! আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা কি আর বিদূরিত হইবে না!

কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তার পর, নারায়ণ পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন,—হায়! পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলেন, বিবিধ জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দ্বারা সমাজের সজীবতা রক্ষা করিলেন, অবশেষে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গৃহে গৃহে প্রার্থী হইলেন! যাঁহারা সমাজের রক্ষক, তাঁহারা হ'লেন ভিক্ষুক! কিন্তু হায়! যদি ভিক্ষাব্রতাবলম্বনেও, তাঁহাদের উদর পূর্ণ হইত, তবে তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হইতেন! "দারিদ্র্য-দোষো ও গুণরাশি-নাশী",—পণ্ডিতগণ দরিদ্র এই হেতু তাঁহারাও গ্রাম্য দেবতার দলভুক্ত হইয়া, মাতৃভূমির বক্ষঃস্থলে শেল বিদ্ধ করিতেছেন, এবং স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা ও স্ত্রৈণতা প্রভৃতি ঘৃণিত ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া, একটি অদ্ভুত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছেন। হায়! এই পণ্ডিত-সমাজ উন্নত না হইলে, ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠন অসম্ভব, এবং কল্যাণের আশাও দুরাশা মাত্র। হায়! মা! যে দেশের লোক পণ্ডিতগণের সম্মান করিতে কুণ্ঠিত এবং যে দেশের পণ্ডিতগণ ভিক্ষুক,—সে দেশের উন্নতি যে কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমারও বুদ্ধির অগম্য!

২। উপাসনা পদ্ধতি।

নারায়ণ দেখিলেন, একজন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা-পাঠের জন্য এক পুষ্করিণীর ধারে উপবিষ্ট আছেন; তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ইতিমধ্যে এক "ঝাঁক" শৌল মৎস্যের "পোনা" তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল; অমনি তিনি তাঁহার পুত্রকে ডাকিলেন, "খোকা, শীঘ্র একখানি কাপড় নিয়ে আয়।" খোকা আসিল; পিতা-পুত্রে "পোনাগুলি ধরিলেন; খোকা "পোনাগুলি" লইয়া বাড়ী গেল; ব্রাহ্মণ পুনরায় সন্ধ্যাপাঠ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নারায়ণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন, একজন ব্যবসায়ী, "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ", বলিতে বলিতে হরিনামের মালা জপ করিতেছে। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি কাপড় ক্রয় করিতে আসিল। ক্রেতা জিজ্ঞাসা করিল, "পাল মহাশয়, এই কাপড় জোড়া কত হইবে?" পাল মহাশয় উত্তর করিল, "দুই টাকা সাড়ে আট আনা।" "কুণ্ডু মহাশয়দের দোকানে নয় সিকায়ই পাওয়া যায়", এই বলিয়া ক্রেতা চলিয়া যাইতে লাগিল। পাল মহাশয় বলিল, "লও, তোমরা চিরকেলে খরিদ্দার, নয় সিকায়ই দিলাম"। নারায়ণ বুঝিতে পারিলেন, তবু কপট উপাসক, ক্রেতা হইতে চারিটি পয়সা অতিরিক্ত লইল। নারায়ণ ক্ষুণ্নমনে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন, এক উপাসনা-মন্দিরে, কতিপয় মানব বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উপাসনা করিতেছেন। তিনি তাঁহাদের বাহ্যভাব দর্শনে প্রথমতঃ সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; পরক্ষণেই বুঝিলেন, অধিকাংশ উপাসক কেবল রীতিরক্ষার জন্যই, এস্থানে সমবেত হইয়াছেন, প্রকৃত উপাসনার জন্য নহে।

নারায়ণ মনে ভাবিলেন, উহারা কিরূপ উপাসক! এদেশের লোক, কেবল রীতিরক্ষার জন্যই অধিকতর ব্যাকুল জানি,—অনেক দিন হইল "পাখী উড়িয়া গিয়াছে,—কেবল শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে; পাখী নাই,—কেবল পিঞ্জর সাজাইলে কি হইবে? হায়! যে দেশের লোকের আমার জন্য ব্যাকুলতা নাই, অথবা আমাতে তন্ময়তা নাই, সে দেশের লোক আবার কিরূপ উপাসক? কেবল কপটতার আধার মাত্র।

মানব, আমার উদ্দেশ্যে সচন্দন বিল্বদল কি ফুলদল নিক্ষেপ কর, অথবা মালাই জপ কর, কিংবা মন্দিরে যাইয়া উপাসনা কর, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, কিন্তু, নিশ্চয় জানিও, "মনই" মূল; তন্ময়তা ভিন্ন আমাকে কোন প্রকারেই কেহ লাভ করিতে পারে না। আমি আড়ম্বর চাহি না—জাঁকজমক চাহি না,—কেবলই মন চাহি; আমি সচন্দন বিল্বদল কি সচন্দন ফুলদল চাহি না, কেবল প্রাণ চাহি; আমি কেবল লোক-দেখান কার্য্য চাহি না, অন্তর চাহি; আমি আবরণ চাহি না, কেবল অভ্যন্তরের খাঁটি জিনিষটুকু চাহি; আমি মৌখিক মন্ত্রোচ্চারণ চাহি না, অন্তরের কথা চাহি। রে ভ্রান্ত মানব! আমি সরলতা বড় ভালবাসি; সরলপ্রাণের কাতর কথায়, আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে; তোমরা ব্যাকুল না হইলে, তোমাদের বাক্য আমার কর্ণে প্রবেশ করে না। মানব, আমাকে চাহিলে, আমাতে তন্ময় হও,—লোক-দেখান উপাসনা পরিত্যাগ কর।"

৩। গো-জাতি।

নারায়ণ দেখিলেন, গাভী আর এখন মাতৃবৎ পূজনীয়া নহেন; মাতৃরূপিণী গাভীকে এক্ষণে নিদাঘের প্রখরতাপে ভূমিকর্ষণ করিতে হয়! উপযুক্ত আহারও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না! কাজেই মা, অমৃতময় দুগ্ধপ্রদানে বিমুখ। দিন দিন গোচারণভূমি পর্য্যন্ত শস্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে, তথাপি দুর্ভিক্ষের প্রকোপের হ্রাস হইতেছে না। গো-জাতির অধঃপতনে ভারত-সন্তানগণ দিন দিন হীন-বল ও অল্পায়ু হইতেছে, ভূমি উপযুক্ত পরিমাণে কর্ষিত না হওয়ায়, শস্য-ক্ষেত্র আশানুরূপ শস্যপ্রদানে অক্ষম; শস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ সর্ব্বত্র বিরাজমান। এই সকল চিত্র দর্শন করিয়া, নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, হায়! গো-জাতির অবস্থা উন্নত হইলে, এদেশের দুর্ভিক্ষ বহুল পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে; রুগ্ণ ভারতসন্তানগণ সুস্থ ও সবল হইতে পারে এবং তাহাদের প্রতিভারও পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে। সুস্থ দেহই সুস্থ মনের আধার। রুগণ লোকদ্বারা কখনও জগতের কোন হিত-সাধন হয় না। হায়! মা! তোমার সন্তানগণ উপমাতার সম্মান করিতে কেন ভুলিয়া গেল, এ ভাব ত এদেশে কখনও ছিল না! যতদিন না তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া দুগ্ধপান করিতে পারিবে, ততদিন আর তাহাদের কার্যজীবন ও উর্ব্বর মস্তিষ্কলাভের আশা নাই মা!

নারায়ণ, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি অধিকতর ভীষণ দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, এখানেই উপমাতার ক্লেশের অবসান হয় নাই। তাঁহার বধের জন্য "কলের" আবিষ্কার হইয়াছে। মাতৃবধের জন্য বিপুল আয়োজন! আহা! আবিষ্কারক একজন বুদ্ধিমান লোক সন্দেহ নাই! তাহার কৃপায় দৈনিক সহস্র সহস্র মাতৃহত্যা হইতেছে! এই পৈশাচিক চিত্র দর্শন করিয়া, নারায়ণ পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, মা! তাইত বলিতেছি, এ দেশ আর সে দেশ নহে, এ এক অভিনব দেশ! এদেশ আর সে ঋষিগণের লীলাস্থল নহে, এক অভিনব জাতির আবাস-ভূমি!

৪। উত্তমর্ণ ও কৃষক।

নারায়ণ দেখিলেন, উত্তমর্ণগণ রাবণের মাতুল কালনেমীর ন্যায় মায়াবী। ঋণ দেওয়ার সময় তাহারা যেন কল্পতরু, কিন্তু আদায়ের সময় নর-পিশাচ। তাহারা

বরং শরীরের একখণ্ড মাংস কাটিয়া দিতে প্রস্তুত, তথাপি সুদের একটি পয়সাও ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। বিপন্ন কৃষক-কুল, তাহাদের বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া, পরমহিতৈষী বন্ধুজ্ঞানে, আশ্রয় লয়। একবার ঋণজালে আবদ্ধ হইলে, আর জীবনে মুক্তিলাভের আশা থাকে না। উত্তমর্ণগণ, সমস্ত বৎসর, অকাতরে কৃষক-পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করে, অবশেষে নিতান্ত নির্ম্মমের ন্যায়, তাহাদের নিকট হইতে, মাসিক শতকরা অন্যূন দশটাকা সুদ সহ সমস্ত টাকা আদায় করে। উত্তমর্ণের ঋণশোধ আর ভূম্যধিকারীর রাজস্ব প্রদান করিতেই, নিরীহ কৃষক-কুলের বহু শ্রমার্জ্জিত অর্থ একেবারে শোষিত হয়; তাহারা পুনরায় অর্থসঙ্কটে পতিত হয়; তখন পুনঃ ঋণগ্রহণ ভিন্ন অন্যোপায় থাকে না। এইরূপে অধিকাংশ কৃষকের সমস্ত জীবন কেবল "ঋণশোধ" আর "রাজস্ব প্রদান" এই দুইটি কার্য্যেই অতিবাহিত হয়; তাহাদের অবস্থার উন্নতি-সাধন কিছুমাত্র হয় না। সম্প্রতি পাট-বিক্রয় দ্বারা অনেক কৃষক লাভবান ও ধনবান হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের অভাবের তুলনায়, জাতীয় উন্নতি বলিযা গণ্য হওয়ার যোগ্য নহে। পাটের ব্যবসার দ্বারা এককালীন কিছু টাকা হস্তগত হওয়ায়, অধিকাংশ কৃষকই, শিক্ষার অভাবে, বিলাস-পরায়ণ, অমিতব্যয়ী ও মোকদ্দমা-প্রিয় হইতেছে এবং এতদ্বারা উকীল, মোক্তার ও উত্তমর্ণগণের উদর পরিপূরণেরই বরং অধিকতর সুবিধা হইতেছে। এই সকল হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া, নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, হায়! এদেশের কি শোচনীয় পরিণাম! যাহাদের হস্তে সমস্ত জাতির জীবন নির্ভর করিতেছে, যাহাদের সামান্য ত্রুটিতে, দেশে হাহাকার রব উত্থিত হয়, সেই পরমোপকারী কৃষক-কূল আজ অন্নহীন! অন্নপূর্ণাই আজ অন্নের কাঙ্গাল! যদি ভূম্যধিকারিগণ, স্ব স্ব প্রজাকুলের মধ্যে, লেখাপড়া ও সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তবে তাহারা যক্ষ-রূপী উত্তমর্ণের গ্রাস হইতে বিমুক্ত থাকিতে পারে, আর দেশও অধিকতর শান্তিময় হয়।

৫। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী।

নারায়ণ দেখিলেন, তাঁহার পরমভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যদেব যে উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবসম্প্রদায় স্থাপন করেন, কাল-মাহাত্ম্যে তাহা একেবারেই সিদ্ধ হয় না। বৈষ্ণবগণ এক্ষণে আর সংসারত্যাগী ও সংযত উপাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত নহেন। তাঁহারা এক একজন পাকা গৃহস্থ। বৈষ্ণবের বৈষ্ণবী আছে;

অনেকস্থলে পুত্র ও পৌত্রও আছে; তাঁহাদের বাসভবন বেশ পরিপাটী, শারীরিক সৌষ্ঠব সম্পাদনের প্রয়াসও নিতান্ত মন্দ নয়! এই সকল অস্বাভাবিক দৃশ্য দর্শন করিয়া নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, "হায় রে! এই পবিত্র ধর্ম্মের আবরণ, কেবল কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ লোকের স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহের একটি উপায়মাত্র! উহাদের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, আত্ম-সংযম ও ক্রমিক আত্মোন্নতির প্রয়াস কিছুমাত্র নাই! গলদেশে তুলসীর মালা, দীর্ঘ চুল, রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান, আর মুখে "হরে কৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য" শব্দ থাকিলেই যথেষ্ট হইল! শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রেমের অবতার; কিন্তু হায়! তাঁহার অধিকাংশ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর হৃদয়ে প্রেমের কণিকামাত্রও দৃষ্ট হয় না! নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে মহাপ্রভুর পবিত্র নামের আবরণে আচ্ছাদিত রাখার সার্থকতা কি? যত কুলাঙ্গার ও কুলটা এই সম্প্রদায়ে আশ্রয় লয়! রামচন্দ্র মণ্ডলের বিধবা কন্যা দুশ্চরিত্রা হইল; সে অনন্যোপায় হইয়া, তাহাকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভুক্ত করিল। পরে সেই বৈষ্ণবী, সবলকায় এক বৈষ্ণব লাভ করিয়া, পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। কেহ এক্ষণে আর তাহাকে দুশ্চরিত্রা বলিতে পারিবে না। সে, "বৈষ্ণবী-ঠাক্‌রুণ" এই নব উপাধিতে ভূষিতা হইল! এই নবীন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী, একটি নিমন্ত্রণ দিল; তদবধি বৈষ্ণব-সমাজে তাঁহাদের বেশ মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইল! হায়! এই সম্প্রদায় এক্ষণে পতিতপাবন হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন; আত্ম-শাসন নিষ্প্রয়োজন! "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এই শব্দোচ্চারণ করিয়া, গৃহীর দ্বারে উপস্থিত হইলেই অন্ন মিলে! হায়! কাল-মাহাত্ম্যে সব হইতে পারে। মহাপ্রভুর পবিত্র উদ্দেশ্য যে, এইরূপ শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইবে, তাহা কখনও ত ভাবি নাই। হায়! বারবনিতাগণ পর্য্যন্তও "বৈষ্ণবী উপাধি ধারণ করিয়াছে! ইহাপেক্ষা ধর্ম্মের অধঃপতন, অধিক আর কি হইতে পারে! এই সকল পিশাচ ও পিশাচী কি ধর্ম্ম-সমাজের অন্তর্ভূত হওয়ার যোগ্য! হায়! উহারা মহাপ্রভুর পবিত্র নামের আবরণে লুক্কায়িত থাকিয়া, সমাজে ভীষণ পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিতেছে! হায় রে! সাধু বৈষ্ণবগণ কি ইহা নিবারণ করিতে পারেন না? শ্রীগৌরাঙ্গ- দেবের পবিত্র নামে যে কলঙ্ক আরোপিত হয়, ইহাতে কি তাঁহাদের দুঃখ ও অপমান বোধ হয় না? হায়! মা! ভারতভূমি! তুমি এরূপ অদ্ভুতভাবে গঠিত হইয়াছ যে, তোমার যে দিকে চাই, সে দিকেই অন্ধকার! সেই দিকেই এক একটি ভীষণ দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত হয়! মা কোথা যাই, আর কোথা বা তাকাই? সব একাকার।"

৬। কুলীন-ব্রাহ্মণ ও অভাগিনী কুলীন-কুমারী।

নারায়ণ, কুলীন-ব্রাহ্মণ-সমাজের শোচনীয় অধঃপতন সন্দর্শন করিয়া, বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি কিছু সুস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! কালের কি বিচিত্র গতি! বল্লাল, শিক্ষিত ও সৎ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য, সমাজে কৌলিন্যের ব্যবস্থা করেন।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনম্,
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুল-লক্ষণম্।

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান, এই নয়টি গুণ যাঁহার ছিল, তিনিই কুলীন হইতেন। কুলীনের পুত্র যে কুলীন হইবে, এরূপ কোন বিধান ছিল না; কিন্তু হায়! "কুলীন" আখ্যা, এক্ষণে ব্যক্তি গত না হইয়া, বংশ-গত হইয়া পড়িয়াছে। কুলীনগণ এক্ষণে প্রায়ই কু-লীন হইয়াছেন। আজকাল "কুলীন" হইতে হইলে নয়টি গুণের একটিরও আবশ্যক হয় না। অন্য জাতীয় কুলীনাপেক্ষা, কুলীন ব্রাহ্মণগণের অধঃপতনই অধিকতর শোচনীয়। বহুবিবাহ তাহাদের প্রধান কার্য্য. কেহ কেহ পঞ্চাশ, ষাট কি সত্তরটি পর্য্যন্ত বিবাহ করে! এক স্বামীর অভাব হইলেই বহুকণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়; বহু রমণী বিধবা হন! কি ভয়ানক দৃশ্য! হায়! বিবাহের মর্ম্ম উহারা কেহই বুঝিতে পারে না। "সুন্দরী বা দরী বা", সুন্দরী হউক, কি পর্ব্বতের গুহার ন্যায় কুরূপা হউক, একটিমাত্র বিবাহ শাস্ত্রসম্মত; কিন্তু হায়! এরূপ বহুবিবাহের প্রয়োজনীয়তা, আমারও বুদ্ধির অতীত। হায় রে! তাহারা অনেকেই, বিবাহকে একটি ব্যবসায় বলিয়া মনে করে! গৃহে খাদ্যের অভাব; কুলীন মহাশয় একটি বিবাহ করিয়া, কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন; তাহাতেই সংসার কিছুদিন চলিল; আবার অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইল; পুনরায় আর একটি বিবাহ করিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন! সমাজের রীত্যনুসারে তাহারা পত্নীর ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী নহে! ধন্য সমাজ! ধন্য ইহার ধুরন্ধরগণ! এ অভিনব ব্যবস্থা, এই অভিনব দেশ ভিন্ন, আর কোথায় সম্ভবে? হায়! আজ, বল্লাল জীবিত নাই; তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহার সদুদ্দেশ্যের পরিচয় দর্শন করিয়া, মর্ম্মাহত হইতেন; তিনি বুঝিতেন, এ অভিনব দেশে, অমৃত হইতেও বিষের উদ্ভব হয়, অসম্ভবও সম্ভব হয়; কমনীয় কুসুম-কুলেও কীটের সৃষ্টি হয়!

হায়! এদেশে কালক্রমে দেবীবর নামে এক অপরিণামদর্শী ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অদ্ভুত ব্যবস্থায় কৌলিন্য-প্রথার অধঃপতনের পথ আরও প্রশস্ত

হইয়াছে। কুলীন-সম্প্রদায়ের মেল-বন্ধন হওয়ায়, বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, বিংশ বর্ষীয়া যুবতীকে, অনেক সময়, দশম বর্ষীয় বালকের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়! হায়! এ রহস্য বুঝিতে পারি না! এ সব কি প্রকৃতই বিবাহ, না ক্রীড়ামাত্র! এ সব কি প্রকৃতই কন্যাদান, না, কন্যা-বলি!

কুলীন জামাতা মূর্খ হইলেও, তাহার আদর ও সম্মানের সীমা নাই। সে, অপেক্ষাকৃত হীন-বংশীয় সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত জামাতা হইতে সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হয় এবং পরমসুখে শ্বশুরালয়ে বিরাজ করে। শ্বশুর বড়মানুষ; তিনিই সমস্ত খরচের জন্য দায়ী। এই সকল কুলীন-কুলাঙ্গারের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া, পিতা আপনাকে ধন্য মনে করেন এবং সমাজে তাঁহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়; তিনি একজন উচ্চ বংশীয় লোকরূপে পরিণত হন!

অন্যদিকে কুলীন-পাত্রে সমর্পিতা-কন্যাগণের অবস্থা কি শোচনীয়! তাঁহাদের ভাগ্যে, স্বামীর শ্রীচরণ দর্শন-লাভ প্রায়ই ঘটে না; তাঁহারা মরমে মরিয়া পিতৃগৃহে বাস করেন। হায়! তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক যাতনা দর্শনে পুলকিত বিগলিত হয়! বোধ হয়, নিতান্ত অভিশপ্ত কন্যাগণই এবম্বিধ পাত্রে সমর্পিতা হন। জামাতা শ্বশুরালয়ে আসিলে, অর্থের প্রলোভনে, তাহাকে কিয়দ্দিবস রাখিতে হয়। ধনবতী স্ত্রীই তাহার অধিকতর ভালবাসার পাত্রী, আর যে স্ত্রী অর্থহীনা, তাঁহার ভাগ্যে স্বামী দর্শন দুর্লভ! দাম্পত্য-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়! ধন্য সমাজ! ধন্য ইহার যুগন্ধরগণ! তোমরা আবার এমন পাত্রে কন্যাদান করিয়া কৃতার্থ হও; তোমাদের বাহাদুরীর সীমা নাই! তোমরা "বাহবা" পাইবার যোগ্য!

হায়! আমি আর কত সহ্য করিব? এক্ষণে যাতনা অসহনীয় হইয়াছে! হায়! চিত্ত-প্রীতিকর অতি অল্প পদার্থই দেখিতে পাই! এক একটি দৃশ্যে, আমার হৃদয়ে যেন এক একটি শেল বিদ্ধ হইতেছে! সমাজ! কুলীনকন্যাগণের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। কুলীন-কামিনী, যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছেন! কোথায় পতি! কোথায় দেবর! কোথায় শ্বশুর! কোথায় শাশুড়ী! বিধাতা তাঁহার জন্য কিছুই সৃষ্টি করেন নাই! যদিও পিতা বা ভ্রাতার বহু অর্থ-ক্ষয়ে, স্বামি-লাভ ঘটিল, তথাপি তাঁহার আবার দর্শনের অভাব! অভিমানিনী ভ্রাতৃগৃহে বাস করিতেছেন; চিরকাল পরমুখাপেক্ষিণী; যে পর্য্যন্ত পুত্র-রত্ন বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, সে পর্যন্ত আর তাঁহার অন্তরের হাসি পরিদৃষ্ট হয় না। "পতি রমণীর গতি", সেই পতিই যখন বিমুখ, তখন তাঁহার মনের যাতনা বুঝিবার লোক সংসারে আর নাই। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি কুলীন-কুমারী, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ কর্ত্তৃক

লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হইতেছেন, যেন, তাঁহারা সমাজের কেহই নহেন, যেন, অসহায় তৃণদলের ন্যায় ভাসিয়া আসিয়াছেন! হায়! এ দৃশ্য, এ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য, আর দর্শন করিতে পারি না! আমার মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আমি হতজ্ঞান হইয়াছি! সমাজপতি! একবার এদিকে দৃষ্টিপাত কর; আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা বিদূরিত কর! কুলীন নারীদের হাস্যমুখ দর্শনে, আমার হৃদয়ও হাস্যময় হউক।

এইরূপ কিয়ৎকাল চিন্তার পর, নারায়ণ ইহাতে পুনঃ মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ একটি অভাবনীয় ও অভিনব অস্ফুট চিত্র তাঁহার দৃষ্টি-পথে নিপতিত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আহা! কি! কুলীন-কুমারীর নয়ন-কোণে ঈষৎ হাসির রেখা দেখিতেছি! আত্মা হাস্যময় না হইলে ত চোখের হাসি পরিস্ফুট হয় না। তবে বুঝি, কুলীন ব্রাহ্মণগণ, কুমারীগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন; তবে বুঝি. বহু বিবাহ পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; বিবাহের দায়িত্বজ্ঞানও জন্মিয়াছে; ক্রমে ক্রমে দাম্পত্য-প্রেমের মধুর রসাস্বাদনে, আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। কিন্তু, মা! এই সুখকর চিত্র দর্শনেও, আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে না, ইহাতেই বুঝিতেছি, অভাগিনী কুলীন-কুমারীর অশ্রুবর্ষণ, এখনও একেবারে বিদূরিত হয় নাই; তবে, পরিবর্ত্তন শুভ ও সুখদায়ক বটে। আহা! স্বামী-কাঙ্গালিনী কুলীন-কুমারী সুখী হউন এবং স্বামীর কোমলাঙ্কে পরম সুখে বিরাজ করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা।

হায়! আমার প্রিয় পুত্র 'বিদ্যাসাগর' আর 'রাসবিহারী' আজ কোথায়! বহুবিবাহ-নিবারণকল্পে তাঁহাদের জীবনব্যাপী চেষ্টা, এতদিন পরে ফলপ্রসূ হইতেছে! আজ তাঁহারা জীবিত থাকিলে, কতই না আনন্দের বিষয় হইত!

৭। কন্যা-বিক্রয় ও কন্যাদায়।

এ দেশে কন্যাপণগ্রহণের প্রথা প্রচলিত দেখিয়া, নারায়ণ মর্ম্মাহত হইলেন। ক্রোধে ও দুঃখে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। অতঃপর কিছু সুস্থ হইয়া, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায় রে! এই ঘৃণিত প্রথা এ দেশে কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল! এই অদ্ভুত প্রথা ত কখনও কোন সুসভ্য সমাজে দর্শন করি নাই। কন্যা-বিক্রয়, আর আত্ম-বিক্রয়, একই কথা। কন্যা-বিক্রেতা ঘোর পাষণ্ড; ইহারা অর্থলোভে সব করিতে পারে—যে অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত হয় সে

অন্ধ, আতুর, নর-পিশাচ, কিম্বা সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধ হইলেও তাহারই নিকট কন্যা-বিক্রয় করে। "দুহিতৃরত্নং পরকীয়মেব", কন্যারত্ন পরের সম্পত্তি, সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতে হয়, বিক্রয়ের ত কোন বিধান নাই। এই সকল নরপিশাচকে কন্যা-বিক্রয়ের প্রথা কে শিক্ষা দিল? রামধন চক্রবর্ত্তী তাঁহার পাঁচটি কন্যা পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছে! এক্ষণে সে একজন তালুকদার। হায়! এরূপ লোক, অর্থ-লোভে, বোধ হয়, স্ত্রীকেও বিক্রয় করিতে পারে। এই সকল পাষণ্ড যে সমাজে পরম সুখে বাস করে, সেই সমাজে আর কল্যাণ কোথায়? যে সকল লোক অর্থ-লোভে, অবলা ও অসহায়া কন্যাগণকে, নরপিশাচগণের হস্তে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই সকল পাষণ্ডকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তার পর, নারায়ণ এ বিষয়ে পুনঃ মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ একটি আশার আলোক, তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। কন্যা-বিক্রেতার আক্ষেপ-ধ্বনিও তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল,—কেহ কেহ বলিল, 'আর আমাদের উপায় নাই:—এক্ষণে, আর মেয়ের মূল্য নাই, মাটীর দর।' অতঃপর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,— 'মা! ভারত-ভূমি! এই পাষণ্ডগণের কাতর শব্দ শ্রবণ করিয়া, আমি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। মা! তোমার দুহিতৃগণ, সর্ব্বত্র সৎপাত্রে বিনাপণে সমর্পিত হইলে, আমার কতই না আনন্দের বিষয় হয়!"

নারায়ণ আবার দেখিলেন, সম্ভ্রান্তমানবকুলে পুত্রবান পিতার মুখমণ্ডল হাস্যময় ও আনন্দে উৎফুল্ল এবং কন্যাবান পিতার মন অহর্নিশ চিন্তানলে দগ্ধীভূত। তিনি বলিতে লাগিলেন, হায়! এ আবার কি? কিয়ৎকাল পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, পুত্রবান পিতা, এক একটি পুত্রকে, তাহার অনাগত সৌভাগ্যের দ্বার-স্বরূপ মনে করিতেছেন, পক্ষান্তরে কন্যাদায়ের ভীষণ চিন্তায়, কন্যাবান পিতার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছে! এক একটি উন্নত পরিবার, কন্যাগণের বিবাহের ব্যয়বহনে, ঋণজালে জড়িত হইতেছে! পাঁচশত টাকার ন্যূন প্রায়ই বরের মূল্য হয় না,—স্থল বিশেষে,—শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন বরের মূল্য, দুহাজার, পাঁচ হাজার কি দশ হাজার টাকাও হয়। কন্যার বিবাহ এক্ষণে, দায়-রূপে পরিণত হইয়াছে। এই সময় নারায়ণ দেখিলেন, এক বরের পিতা, কন্যার পিতার নিকট একটি তালিকা প্রদান করিতেছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির নাম লিখিত ছিল :—

স্বর্ণ ২৫ ভরি	৬২৫৲	কাঁসার দ্রব্য	৫০৲
খাট ১	৭৫৲	শয্যার দ্রব্য	৫০৲

চেইন ১ ছড়া	৫০	পার্শী সাড়ী	২০
ঘড়া ১টা	৫০	সেমিজ ও বডিস্	১০
টেবিল ১	১৫	পুস্তকাদি	১০
চেয়ার ১	৫	ষ্টীল ট্রাঙ্ক	১০
আলমারী	৩০		
		মোট	১০০০

এই লিষ্ট পাঠ করিয়া, কন্যার পিতার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সম্মুখে একজন দেশ-হিতৈষীলোক উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনের ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়া, বরের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, একটি বিষম ভুল করিয়াছেন! কন্যার মাতাপিতার ছিন্ন-মুণ্ডের "মুড়ি ঘণ্টে"র দাবী করেন নাই! আপনার পুত্রের "বৌভাতের" নিমন্ত্রণে. ইহা অতি উপাদেয় সামগ্রী হইত! বরের পিতা নীরব রহিলেন। এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, নারায়ণ ভাবিতে লাগিলেন, "হায়রে! কন্যার পিতার অশ্রুবর্ষণ আর দর্শন করিতে পারি না। হায়! এক্ষণে দুহিতৃগণকে সঙ্গতিপন্ন সৎপাত্রে সমর্পণ করা, আর দরিদ্র পিতার সাধ্যায়ত্ত নয়! একদিকে যেমন কন্যা-বিক্রয়ের হ্রাস দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, পক্ষান্তরে, বর-বিক্রয় দর্শন করিয়া, আমার মর্ম্মান্তিক যাতনার বৃদ্ধি হইল। মা! তোমার সন্তানগণ কি এই কুপ্রথা দেশ হইতে বিদূরিত করিতে পারে না? প্রকৃতিপুরুষের পরস্পর বৈধ সম্মিলন যত সহজ হয়, বিধাতা ততই পরিতুষ্ট হন; তাহাতে যে, যে ভাবেই অন্তরায় হউক না কেন, ন্যায়-দণ্ডের কঠিন শাসন হইতে, তাহার অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। আমার নিকট পুত্র ও কন্যা উভয়েই সমান। এই বিশ্বরাজ্যে, আমার খেলার জন্য, আমিই বরকন্যার মিলন করিয়া থাকি। কন্যাপণগ্রহণে যেমন পাপ, বরপণগ্রহণে তেমনই পাপ। বরের পিতা "অর্থখোর", আর কন্যার পিতা "গরুচোর" হইবেন, এটি আমার ব্যবস্থা নহে; মা! এটি তোমার অভিনব সন্তানগণের অভিনব ব্যবস্থা!

ভারতসন্তান! শিক্ষিত পুত্রের গৌরব করিও না; ধন-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইও না,—একবার দেশের দুর্দ্দশার দিকে দৃষ্টিপাত কর; একেবারে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইও না। শাস্ত্রের উপদেশ মান্য করিয়া চলিও। নিশ্চয় জানিও, যে পিতা, পুত্রের বিবাহকালে, কন্যার পিতার নিকট হইতে পীড়নপূর্ব্বক অর্থ-গ্রহণ করিবেন, তিনি সাতজন্ম পুত্রলাভে বঞ্চিত থাকিবেন, এবং কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া, তাঁহাকেও এইরূপ বিপন্ন হইতে হইবে, আর পুত্র-পণরূপে গৃহীত অর্থ, এক

সময়ে তাহাকে নিজেই শোধ করিতে হইবে।
এইরূপে প্রাপ্ত অর্থ, সম্প্রদান লব্ধ নহে, উৎপীড়ন দ্বারা গৃহীত; কন্যার পিতা, স্বেচ্ছা ও সুবিধামত যাহা দিবেন, তাহাই সম্প্রদানের সামগ্রী,—অন্যথা, ঋণদান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৮। আধুনিক সন্তান-সন্ততি।

নারায়ণ দেখিলেন, পুত্রগণ পূর্ব্বের ন্যায় আর পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান নহে। তাহারা স্বেচ্ছাচারী এবং প্রায়ই দেব-দ্বিজে ভক্তিশূন্য, অশিষ্ট ও অন্যায় পথাবলম্বী। তাহাদের প্রকৃতিতে সেরূপ নমনীয়তা ও কমনীয়তা আর দৃষ্ট হয় না। তাহারা বিলাস ও আত্মসুখপরায়ণ এবং উদ্ধত ও দুর্ব্বিনীত। অতঃপর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! ধৃতি-আদি দশবিধ ধর্ম্মের অভাবই, ইহার মূল কারণ। আজকাল অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত যুবকও ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য বলিয়া বিবেচিত হয়। হায়! যাহারা সমাজের ভবিষ্যৎ আশাস্থল ও দেশের গৌরব, সেই শিক্ষিত সন্তানগণও যদি উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি হয়, তবে আর দেশের উন্নতি কিরূপে হইবে! তাহারা লেখাপড়া শিক্ষা করে সত্য, কিন্তু প্রায়ই "আক্ষরিক বিদ্যা" Knowledge of letters ভিন্ন, তাহাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। পুত্রাপেক্ষা কন্যাই বরং অধিকতর ভক্তিমতী পরিদৃষ্টা হন।
মহাপণ্ডিত চাণক্য এদেশের অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ,
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বসে পুত্রমিত্র-বদাচরেৎ।"
পুত্রকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত লালন পালন করিবে, দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাড়না করিবে এবং ষোড়শবর্ষ হইলে, পুত্রের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে। আজকাল বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রগণ, প্রায়ই পিতামাতাকে আর ভক্তির চক্ষে দেখে না। অনেক শিক্ষিত পুত্র পিতাকে old fool আর মাতাকে গুদাম ভাড়া পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করে।
ঋষিগণ বলেন,—
"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ,-
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতা।"
পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যার বিষয় এবং পিতা সন্তুষ্ট হইলে, সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হন।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠা।
হায়! আধুনিক পুত্রগণ পিতামাতাকে সেই উচ্চাসন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত। "মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্", পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ—এভাবটি আর আধুনিক সন্তানগণের মনে স্থান পায় না। সেই পিতৃ-মাতৃভক্ত পুত্রগণ এখন কোথায় গেল? আর কি তাহাদের আবির্ভাব হইবে না!

৯। সাধারণ অন্নচিন্তা ও দুর্ভিক্ষ।

নারায়ণ দেখিলেন এ দেশে দুর্ভিক্ষ বার মাসই বিরাজমান। লবণ ভিন্ন, আর কোন দ্রব্যই সুলভ নহে। চাউলের মণ পাঁচ টাকার ন্যূন নহে। দুগ্ধ প্রতি সের তিন আনা কিম্বা চারি আনা; মৎস্য দুর্লভ; শাক শব্জিও দুষ্প্রাপ্য। এই সকল হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আর গরীব গৃহস্থ, এক্ষণে, স্বর্ণ-প্রসূ-ভারত-ভূমিতে বাস করিতে সমর্থ নহে। চারিদিকেই হাহাকার! অন্নপূর্ণাই আজ অন্নের কাঙ্গাল! ভারতবাসীর দৈন্য ও দুর্দ্দশা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে স্বতঃই এই ভাবটি মনে উদিত হয় যে, যাহারা দুবেলা আহার করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই, কালে এ হতভাগ্য দেশে বড় মানুষ বলিয়া, গণ্য হইবে! আমার প্রিয়তম পুত্র ইংরেজ, এদেশে শান্তিস্থাপন, শিক্ষা ও সুগমতার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছে, যদি দরিদ্র ভারতবাসীর অন্ন-সংস্থানের জন্য, অন্যবিধ কোন উপায় উদ্ভাবন করে, তবে, আমার কতই না আনন্দের বিষয় হয়! অন্নাভাব দূরীকৃত হইলে, ভারত সন্তানও পূর্ব্ব গৌরব লাভে সমর্থ হইতে পারে!"

১০। গ্রাম্য পুরোহিত।

নারায়ণ, গ্রাম্য পুরোহিতগণের অধঃপতন ও স্বার্থপরতা দর্শন করিয়া, বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন "হায়! দেশের এ দুর্দ্দিনে প্রাচীন আর্য্য ঋষির মহত্ত্ব, এই ব্যক্তি-নিচয়েও পরিদৃষ্ট হয় না। "সর্ব্ব কর্ম্মে করে হিত, তাঁহার নাম পুরোহিত", এক্ষণে পুরোহিতগণ, তাঁহাদের এই গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। পুরোহিতের আর তেমন আদর নাই; সমাজে ধর্ম্মহীনতাই ইহার মূল কারণ। পিতার অধম পুত্রই এই ব্যবসায় গ্রহণ করে; বুদ্ধিমান্ বালক অন্যদিকে প্রেরিত হয়। পৌরহিত্যের

দক্ষিণা অতিসামান্য,—এই হেতু, প্রায়ই ক্রিয়া-জ্ঞানহীন পুরোহিতের আবির্ভাব হইতেছে। হায়! ইহা সমাজের পক্ষে, গৌরবের বিষয় নহে। লোকে, বিলাসিতার তুষ্টি সাধনের জন্য, অকাতরে অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু তাহারা পুরোহিতগণকে ব্রতাদির উপযুক্ত ধারণা প্রদান করিতে, কাতরতা প্রকাশ করে। যদি দেশ-হিতৈষি-ব্যক্তিগণ, গ্রাম্য-পুরোহিতগণের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন, তবে সমাজের সজীবতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে। পুরোহিতগণের অভাব পূর্ণ হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত গ্রামে গ্রামে অবশ্যই বিরাজ করিবেন।"

১১। গ্রাম্য চিকিৎসক।

নারায়ণ গ্রাম্য-পুরোহিতগণের অধঃপতন দর্শনে যেরূপ দুঃখিত হইলেন, গ্রাম্য চিকিৎসকগণের দুর্দ্দশা দর্শনেও, তেমনই হতাশ হইলেন। অতঃপর, এই চিন্তাটি তাঁহার মনে উদিত হইল, "হায়! চিকিৎসা-শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন না করিয়াই— অনেকে এই ব্যবসায় গ্রহণ করেন; ইহা কোন ক্রমেই মঙ্গল-জনক নহে,—বরং নিতান্ত অনিষ্টকর; পক্ষান্তরে, শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রতিও অনেকেই দৃষ্টিহীন! যাঁহাদের অভাবে, গৃহস্থকে প্রতি মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইতে হয়, সেই পরমোপকারি-চিকিৎসকগণ উপযুক্ত প্রাপ্য লাভে বঞ্চিত হন! উঁহারা অতি সামান্য অর্থ গ্রহণে রুগ্ন লোককে সমূহের আরোগ্য বিধান করেন। স্থল বিশেষে, তাঁহাদের চিকিৎসা-নৈপুণ্যও মন্দ নয়। যাহারা সক্ষম এবং শহরে যাইয়া চিকিৎসার্থ অকাতরে অর্থ ব্যয় করে, তাঁহারাও গ্রামে অবস্থানকালে, গ্রামে চিকিৎসকগণের প্রাপ্তি বিষয়ে, কৃপণতা প্রকাশ করে। ইহাপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাঁহাদের দ্বারা পল্লীবাসী কত গরীব গৃহস্থ যে উপকৃত হয়, তাহা বলা যায় না। ভারতসন্তান! এই হিতৈষি-ব্যক্তিগণের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিলে তাঁহারা পল্লীর স্বাস্থ্য-বিধানে অধিকতর মনোযোগী হইবেন এবং গ্রামে গ্রামে যোগ্য চিকিৎসকের আবির্ভাব হইবে।

১২। বধূগণের প্রতি দৃষ্টিহীনতা।

নারায়ণ দেখিলেন, অনেক পরিবারে ধর্ম্মশীল বধূগণের প্রতি গৃহস্বামিনী দৃষ্টিহীনা। তাঁহাদের লাঞ্ছনা ও মর্ম্মপীড়ায়, তিনি অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিলেন।

অনন্তর, তিনি এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক গদাধর সরকারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া, সরকার গিন্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :— "মা! আমি বহুদূর হইতে একটি কথা ব'লতে এসেছি; তুমি ত খুব ভাল মেয়ে, তোমার সংসারও খুব ভাল; তবে মা! বউদের প্রতি তোমার দৃষ্টি নাই কেন? বেলা দুটো বেজে গেল, এখন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে চারিটি খেতে দেওনি! পরের ঝি বলে কি এত কষ্ট দিতে হয়? তোমারি নিজের ছেলে মেয়েরা দুবার তিনবার খেয়েছে, কিন্তু বউদের পেটে একবারও চারিটি কিছু পড়েনি! তোমার নূতন বউটির বয়স ত সবে তের বৎসর; অন্য দুটির বয়সও কুড়ির উপরে উঠেনি। একবার চেয়ে দেখ, লক্ষ্মীদের চাঁদমুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। মাগো! বউ হইলেই, মনে কর, ওদের সরস্বতীর মত বিদ্যাবুদ্ধি থাকবে; ওদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও আরাম বিরাম থাক্‌বে না; ওদের প্রাণে রঙ্গরস চায় না; ওদের সুখ-দুঃখ বোধ থাকবে না; কখনও ওদের অসুখ-বিসুখ হবে না। ওরা ছেকড়াগাড়ীর ঘোড়ার ন্যায় সারাদিন কেবল খাট্‌বে। এরূপ কেন মা? বউদিগকে সময়মত খেতে দিও, যত্ন কর, অসুখ-বিসুখ হলে, কাজ কত্তে দিও না,—ঔষধ খেতে দিও। ওরাও আমাদেরই মত; ওদের প্রাণেও সুখ চায়, বিশ্রাম চায়, শান্তি চায়; ওদেরও অসুখ-বিসুখ হয়, খাওয়াপরার ইচ্ছা হয় এবং ভুল চুক্ আছে। বউরা ঘরের লক্ষ্মী,—ওরা খুসী থাক্‌লে, তোমার সব বজায় থাকবে। যে ঘরের বউরা সর্ব্বদা হাসি খুসী, তথায় লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাঁধা থাকেন। বউদিগকে সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে এবং ময়লা কাপড় পরিতে দিও না; শীতে গায় কাপড় দিতে ব'ল; উহাদের সহিত সময় সময় হাস্য কৌতুক ক'র; কখনও মুখ ফুলাইয়া থেক'না। ওদের মন ও শরীর যাতে সর্ব্বদা ভাল থাকে, তার ব্যবস্থা ক'র—তাহলে তোমার গিন্নীপনা সার্থক হবে। মাগো! আর একটি কথা এই—তেলটুকু, মসলাটুকু ও কাঠখানি বেশী খরচ হয়েছে বলে, সর্ব্বদা ঝগড়া ক'র না,—বউদের দোষ দেখলে, মধুর কথায় বুঝিয়ে দিও," এই কথা বলিয়া, বৃদ্ধা অদৃশ্যা হইলেন। সরকার গিন্নী, আপন দোষ হৃদয়ঙ্গম হওয়ায়, অনুতপ্তা হইলেন, এবং ভবিষ্যতে বৃদ্ধার কথা মতই কার্য্য করিবেন, এই ভাবিতে লাগিলেন।

১৩। দেবসেবা।

নারায়ণ, দেব-সেবায় গৃহস্থগণের উদাসীন ভাব দর্শনে, ব্যথিত হইলেন। সেবার সমস্ত কার্য্যই পূজারি-ঠাকুর অথবা কোন বালবিধবার হস্তে ন্যস্ত। সেবা

সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তাঁহারাই করেন; গৃহস্বামী প্রায়ই ইহার কোন খোঁজ খবর রাখেন না। এই দুঃখজনক দৃশ্য দর্শন করিয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায়! ব্যাকুলতাবিহীন সেবা নিষ্প্রয়োজন। পাখী ছাড়িয়া দিয়া, কেবল পিঞ্জর সাজাইবার সার্থকতা কি? পূর্ব্বপুরুষগণের রীতিরক্ষার্থ, নামমাত্র সেবা, অনেকস্থলেই হয় বটে, কিন্তু আমি তাহা প্রায়ই গ্রহণ করি না। গৃহস্বামী জানেন, দেবসেবার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা ব্যয় হয়, পূজারি জানেন, প্রতিদিন পূজা করেন, কিন্তু, আমি জানি সকলই বিফল হয়। হায়! এরূপ প্রাণহীন সেবার আবশ্যকতা কি! আমি চাউল চাহিনা, কলা চাহি না—কেবল প্রাণ চাহি; আমি অর্থব্যয় চাহিনা, কেবল ব্যাকুলতা চাহি; আমি রীতি-রক্ষা চাহি না,—অন্তরের ভাব চাহি। রে ভ্রান্ত সেবক, আমাতে তন্ময় না হইলে, তোমার সেবা সম্পূর্ণরূপেই বিফল হয়।

১৪। অন্নদান ও অতিথিসেবা।

নারায়ণ দেখিলেন, অনেক সম্পন্ন লোকও অন্নদান ও অতিথি-সেবায় কাতরতা প্রকাশ করিয়া থাকে। অনন্তর এই চিন্তাটি তাঁহার মনে উদিত হইল—হায়! "অন্নদান যে এক মহাযজ্ঞ", আদৌ কাহারও এই জ্ঞান নাই! "অন্নদানা পুরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি,"—অন্নদানের তুল্য দান, কখনও ছিল না, আর হইবেও না। অন্যদিকে আবার অতিথি-সেবার প্রতিও, প্রায় সকলেই দৃষ্টিহীন। "অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে, সকল দেবতাই উপস্থিত হন এবং সমুদয় তীর্থ ও ব্রতাদির পুণ্য লাভ হয়,"—এই ভাবটি আর কাহারও মনে স্থান পায় না। জানি, দুর্ভিক্ষ চারি দিকে বিরাজমান,—কিন্তু, অন্নদান ও অতিথি সেবায় বিমুখতা, এবিষয়ে অন্যতম কারণ হইলেও, প্রকৃতকারণ বলিয়া অনুমিত হয় না; প্রকৃতপক্ষে, এই দিকে লোকের দৃষ্টিহীনতাই, ইহার অধিকতর কারণরূপে পরিলক্ষিত হয়। হায়! বিলাসিতার জন্য বার্ষিক যে অর্থের ব্যয় হয়, তাহার সিকি অর্থও যদি এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইত, তবে বহুল পরিমাণে এদেশের উপকার হইত এবং আমিও কতই না আহ্লাদিত হইতাম!

১৫। একটী প্রচলিত গুরুতর পাপ।

এক পুষ্করিণীতে কতিপয় মানবকে বড়শি দ্বারা মৎস্য ধরিতে দেখিয়া, নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায়! এটি যে একটি মহাপাপ, অনেকেই এই জ্ঞান-পরিশূন্য! এক সময়েই বিশ্বাসঘাতকতা, আর প্রলোভন, এই দুটি ঘৃণিত ভাব প্রকাশিত হয়! কোন গৃহাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে, ভোজনকালে হত্যা করা যেমন মহাপাপ, এরূপ আহূত ও প্রলুব্ধ-মৎস্য সমূহ বধ করাও তেমনই পাপ। মৎস্য ভক্ষণের জন্য এরূপ ব্যাধের বৃত্তি অবলম্বন যে, একটি নিতান্ত ঘৃণিত ও কলুষিত বিষয়, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। যদি ধর্ম্মশীল ভারতসন্তানগণ, এই নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত পন্থা বিদূরিত করিতে বদ্ধ পরিকর হয়, তবে আমার কতই না আনন্দের বিষয় হয়!

১৬। গুরুদ্বেষ ও গুরুদেবগণের অধঃপতন।

নারায়ণ দেখিলেন, সে গুরু নাই, সেরূপ শিষ্যও নাই। গুরুদ্বেষ ও গুরুগণের অধঃপতন সন্দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! গুরুগণ আমার প্রতিরূপ ভিন্ন আর কেহই নহেন; তাঁহাদের অধঃপতন যেমন মর্ম্মভেদী, শিষ্যগণের গুরুদ্বেষও আবার তেমনই দুঃখজনক।

অখণ্ডং মণ্ডলাকরং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্,
তৎপদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার এবং চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যাহার শ্রীপাদপদ্ম, আমারা যৎকর্ত্তৃক দেখিতে পাই—সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।

হায়! গুরুদ্বেষ, আর আমার প্রতি দ্বেষ, একই কথা। যিনি গুরুভক্ত, তিনি আমারও ভক্ত। প্রকৃত ভক্ত শিষ্য, গুরুর দোষদর্শনে সর্ব্বদা অন্ধ থাকিবে। "যদিও আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়",—এই ভাব দ্বারা সে সর্ব্বদা পরিচালিত হইবে। গুরু,—'নর নারায়ণ'। তিনি সাধারণ মনুষ্য নহেন। ভক্ত-শিষ্য, গুরুর উপকারার্থ, জীবন বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু হায়! এরূপ শিষ্য আজকাল আর দেখিতে পাই না। শিষ্যের আত্মা ঊর্দ্ধগামী কি অধোগামী, ইহার অনুসন্ধানের জন্যই, গুরু, আমা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শিক্ষক ও দীক্ষাগুরু, এই

আসন গ্রহণ করেন। যাহারা এই গুরুগণের প্রতি ভক্তিহীন, তাহাদের মুক্তি নাই। পক্ষান্তরে, গুরুগণও, শিষ্যগণকে সুপথে আনয়ন করিতে, যাবতীয় শক্তির প্রয়োগ করিবেন। শিক্ষা, দীক্ষা ও সংযম ব্যতীত, "গুরু হওয়ার" প্রয়াস বিফল। হায়! এক্ষণে, "গুরুগিরি" একটি ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। যিনি আপন আত্মার দোষদর্শন ও সংশোধনে সক্ষম, কেবল তিনিই পরকীয় আত্মার উন্নতিবিধানে সমর্থ। আমার আকাঙ্ক্ষা এই,—গুরুগণ আপন আপন পদের মর্য্যাদা রক্ষা করুন এবং শিষ্যগণও, মুক্তির জন্য, শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে আশ্রয় লউন। গুরুর কৃপা ভিন্ন মুক্তির আশা দুরাশা মাত্র। রে ভ্রান্ত শিষ্য! মুক্তি ইচ্ছা করিলে, গুরুদ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর এবং তৎপদে অটল ভক্তি রাখ। ভক্তকে, আমি বড়ই ভালবাসি; তাহার মুখমণ্ডল ম্লান দেখিলে, আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে; আমি তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করি; সে আমার উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকে, আমিও তাহার জন্য সতত চিন্তিত থাকি। ভগবান অপেক্ষাও ভক্ত বড়। মা! ভারত-ভূমি! আর কি তোমার সেই গুরুভক্ত সন্তানগণের আবির্ভাব হইবে না!"

১৭। বউ পোড়া।

ইতিপূর্ব্বে নারায়ণ বধূগণের শাশুড়ী-দ্বেষ দর্শন করিয়া ব্যথিত হইয়াছেন, এক্ষণে আবার স্থানে স্থানে তাহার বিপরীত ভাব দর্শন করিয়া, অধিকতর মর্ম্মাহত হইলেন। এক একটী শাশুড়ী অবলা ও অসহায়া লক্ষ্মীরূপিণী বধূর প্রতি, সামান্য কারণে, যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তাহা দর্শন করিলে, পাষাণও বিগলিত হয়। এই দৃশ্যটি দর্শন করিবার জন্য, তিনি নিমাইঠাকুরের বাড়ী অলক্ষ্যভাবে উপস্থিত হইলেন। নিমাই-ঠাকুর তাঁহার স্ত্রী কাত্যায়নীর দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া, অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র দুইটি :— যাদব ও মাধব। যাদবের বয়স বিশ, আর মাধবের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ। যাদব, সুশীলা নাম্নী এক কৃষ্ণবর্ণা কন্যা বিবাহ করেন। বিবাহের প্রথম দিনের মধ্যেই, কাত্যায়নী তাঁহার উগ্রস্বভাবের পরিচয় দেন। তিনি বধূকে ঢেঁকির উপর উঠাইলেন এবং বধূর উপর কাপড় কাচা ও বাসন মাজার ভার অতিরিক্ত মাত্রায় চাপাইলেন। বধূ নীরবে সহ্য করিল। কিছু দিন পর সুশীলা পিত্রালয়ে যাইয়া, শাশুড়ীর দয়া-মায়ার বেশ সুখ্যাতি করিল। তাহার পিতামাতা, ইহা শুনিয়া সুখী হইলেন।

ছয় মাস পর সুশীলা আবার শ্বশুরালয়ে আসিল। সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিত; বৈরাগী বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিখারীকে কখনও বিমুখ করিত না; শাশুড়ীঠাকুরাণী সাতদিনের জন্য যে তৈল, লবণ, মসল্লা ও রন্ধন-কাষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন, তাহাতে সে পাঁচ দিনের অধিক চালাইতে পারিত না; সে পিত্রালয়েও স্বামীর নিকট পত্র লিখিত; এবম্বিধ কারণে, সে শাশুড়ীর চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। শাশুড়ী তাহার জন্য ছিন্নবাসপরিধান ও শাকান্ন-ভোজন ব্যবস্থা করিলেন। কাত্যায়নী, শ্বেত পদ্মের ন্যায় শুভ্রবর্ণা হইলেও, তাঁহার অন্তঃকরণ, ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তিনি দিন দিনই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দিনই বধূকে অকথ্য ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিবর্ষণ করিতেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, অধিকন্তু, রাত্রিকালে এক নির্জ্জন ভগ্নগৃহে ফেলিয়া রখিতেন। বোধ হয়, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা ও মর্ম্মপীড়িতা বধূকে, আত্মহত্যার সুযোগ দেওয়াই, এরূপভাবে রাখার উদ্দেশ্য ছিল। সুশীলা, বালিকা হইলেও, সহিষ্ণু ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিল। সে একাকিনী সেই গৃহে শয়ন করিয়া, ঈশ্বরোপাসনা ও অশ্রুবিসর্জন পূর্ব্বক, রাত্রি-যাপন করিত। গুণধর যাদবের নিকট ইহা অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু মাতা, তাহাকে আর একটি বিবাহ করাইবেন, এই প্রলোভনে সে, ধর্ম্মপত্নীর প্রতি এতাদৃশ দুর্ব্ব্যবহার দর্শনে অন্ধ ছিল।

যাদব বিদেশে চাকুরী করিত; সে কোন কার্য্যোপলক্ষে বাটী আসিল। কাত্যায়নী তাহার নিকট মুক্ত কণ্ঠে বধূর নিন্দা করিতে লাগিলেন। সুবোধ মাধব, ইহাতে বাধা দিয়া বলিল, "বৌদিদির কোন দোষই নাই; তুমি যাহা দোষ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা দোষই নহে; আর অশান্তির সৃষ্টি করিও না।" মুখরা ও দুর্ব্বিনীতা রমণীর অসাধ্য কাজ নাই। দয়া-মায়া বল, ভালবাসা ও ভয়-ভক্তি বল, তথায় সব বিলুপ্ত হয়। পাপীয়সী মাধবকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেও কুণ্ঠিতা হইল না।

এই সময় নারায়ণ, এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক, তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, মৃদুভাবে বলিতে লাগিলেন, "মাগো বহু তপস্যার ফলে পুত্রলাভ হয়, সেই পুত্রবধূর প্রতি অকারণ এত অত্যাচার কেন? তুমি যে সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বধূর সঙ্গে ঝগড়া কর, তাহার মূলে কিছুই নাই; তবে মা! এরূপ দুর্ব্যবহার কেন? অকারণে গৃহে অশান্তি ডাকিয়া আনিও না। বধূর দোষ দেখিলে মধুর কথায় তাহার সংশোধন করিও। এক্ষণে, তোমার ইষ্ট ফিরার সময়; মনে পৃথিবীর ধূলা কাদা আর মাখিও না। কেবল হিংসা!

কেবল দ্বেষ! কেবল স্বার্থপরতা! কেবল ক্ষুদ্র দৃষ্টি! এ সব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর। যে, জিনিষের মূল্য জানে না, সে কোন প্রকারেই, তাহার অধিকারী হওয়ার যোগ্য নহে। পুত্রবধূর মূল্য না বুঝিলে, ভবিষ্যজন্মে আর কখন পুত্রলাভের যোগ্যা হইতে পারিবে না। মনে রাখিও যত্র জীব তত্র শিব; যেখানে নারী, সেখানেই গৌরী আছেন; মনে রাখিও, যে গৃহের বধূগণ সন্তুষ্ট, লক্ষ্মী তথায় সতত বিরাজ করেন।

বৎস যাদব! অসহায়া স্ত্রীকে রক্ষা করিও এবং প্রাণের সহিত ভাল বাসিও।

নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুঃ;
নাস্তি ভার্য্যা সমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে,
সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে।

এই পৃথিবীতে স্ত্রীর সমান বন্ধু নাই, স্ত্রীর সমান গতি নাই এবং ধর্ম্মলাভেও এমন সহায় আর কেহ নাই।

মনে রাখিও, "সুন্দরী বা দরী বা,"—স্ত্রী কুরূপা হইলেও, একটি মাত্র বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত। অতএব, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের বাসনা, মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও পোষণ করিও না।"

অতঃপর সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তিধারী নারায়ণ অদৃশ্য হইলেন এবং কাত্যায়নী ও যাদব উক্ত কথাগুলি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন।

১৮। মোকদ্দমা-প্রিয়তা।

নারায়ণ দেখিলেন, এ দেশের অধিকাংশ লোকই মোকদ্দমা-প্রিয় এবং প্রতি বৎসর বহু কোটী টাকা, এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। এই দুঃখজনক দৃশ্য দর্শন করিয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় রে। ক্ষমা ও স্বার্থত্যাগের অভাবই এরূপ মোকদ্দমাপ্রিয়তার একমাত্র কারণ! হায়! অনেক স্থলে পঞ্চাশ টাকা মূল্যের ভূমির জন্য, পঞ্চাশ হাজার টাকাও ব্যয় হয়! ভ্রাতৃ-কলহে ও জ্ঞাতিবিরোধে, উকিলের ফি ও আদালতের ব্যয়-বহনে, অনেক স্থলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য, আর দর্শন করিতে পারি না। মা! ভারতভূমি! এ ভাব ত তোমাতে সম্পূর্ণ অভিনব। মা! তোমার সন্তানগণের স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এক্ষণে কোথায় গেল! তাহারা এরূপ স্বার্থপরতা ও

কলহপ্রিয়তা কোথায় শিখিল? হায়! এ দেশে প্লেগ, ওলাউঠা ও বসন্তের ন্যায়, মোকদ্দমাপ্রিয়তাও একটি ব্যাধি হইয়া উঠিয়াছে! ইহার করাল কবলে যিনি নিপতিত না হন, প্রকৃতপক্ষে তিনি বড়ই ভাগ্যবান্! হায়! এ দেশে ক্ষমাসহিষ্ণুতা ও স্বার্থত্যাগ আর নাই! এই সকল গুণের অভাব-বশতঃই মানব, এই সর্ব্বনাশকর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। এক মোকদ্দমাপ্রিয়তাই, মনুষ্যকে পশুত্বের দিকে বহুল পরিমাণে প্রেরণ করে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও হিতাহিত বিচারশূন্যতা এবং অন্যায়াচরণ, অভাব ও অশান্তি প্রভৃতি যাবতীয় অনর্থ মোকদ্দমা-প্রসূত। হায়! আমি আর কত সহ্য করিব! এক্ষণে যাতনা সম্পূর্ণরূপে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে! ধর্ম্মশীল ভারতসন্তান, তোমরা দেশে দেশে "সালিসী বিচারালয়" স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হও এবং স্বার্থরক্ষার্থ, ক্রোধপরবশ বইয়া, শক্তিসত্ত্বেও কখনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিও না। যে দেশে দুর্ভিক্ষ বারমাস বিরাজমান, যে দেশে অন্নাভাব হেতু প্রতি বর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে, যে দেশে এক এক লোকের দৈনিক আয়, গড়ে দশ পয়সা মাত্র, মোকদ্দমা-প্রিয়তা কি সে দেশে সাজে? সে দেশে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন! একজন দেশহিতৈষী কবি, "আদালত" সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছেন,—তাহা আমার মনে পড়িতেছে—

আদালতের প্রতি।

আদালত, তুমি ধর্ম্মের আসন,
তবে কেন কর অধর্ম্ম পোষণ?
তোমার আমলাগণ, "ইচিং পাম" অনুক্ষণ,
তুমি বিনা কেবা ইহা করে নিবারণ?
একে মরে লোক "সুটের" জ্বালায়,
সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে, করে হায় হায়,
তায় হেরি হেন কাজে, ন্যায়, সত্য, মরে লাজে,
অধর্ম্ম-প্রভাবে ধর্ম্ম হ'ল মৃত প্রায়!
আর বঙ্গবাসি, এসনা হেথায়,
ধর্ম্মভাব যেন মনে স্থান পায়,
তা হ'লে পথিক বলে, ভাসিবে আনন্দজলে,

অভাব-অশান্তি হবে, স্বপনের প্রায়।
কবির কথাগুলি কিরূপ দুঃখপূর্ণ! আমার আকাঙক্ষা এই—তোমরা সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হও, আর কখনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিও না। দেশে শান্তি বিরাজ করুক।
অনন্তর নারায়ণ, এই উচ্ছলিত দুঃখাবেগের কথঞ্চিত্ত সম্বরণ করিয়া, ম্লানমুখে ও অধোবদনে দেবালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবগণের পুনর্ম্মিলন ও আক্ষেপ।

নারায়ণ সন্ধ্যার পর দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। নারদ ও গণেশ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক, প্রভুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে দর্শনমাত্র পদধূলি লইলেন এবং বিনীতভাবে নানাকথা বলিতে লাগিলেন। নারায়ণও তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহাদের সন্তপ্ত প্রাণে শান্তিবারি সেচন করিলেন। অতঃপর, তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৎস আমার পল্লীচিত্র দর্শন শেষ হইয়াছে। কি বলিব. দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়। এ দেশ, আর সে দেশ নহে, এ এক অভিনব দেশ! এ অভিনব দেশের অভিনব ভাব দর্শনে, আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি! মহামতি ইংরেজের ন্যায়, উদারচেতা রাজার তত্ত্বাবধানে বাস করিয়াও, ভারতসন্তানগণ, যখন মানুষ হইতেছে না, তখন তাহাদের অধঃপতনের সীমা যে কতদূর. তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন! যাহা হউক, বৎস! তোমরাও যথাশক্তি হরিনাম প্রচার করিতেছ এবং আমিও ভারতের মঙ্গল কামনায় অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছি। অনন্তর ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের ব্যবস্থা এবং আর যে সদুপায় হয়, তাহাও চিন্তা করিব। আশা করি আমাদের যত্ন একেবারে নিষ্ফল হইবে না। এক্ষণে, আমি বৈকুণ্ঠ গমনে অভিলাষী হইয়াছি;—তবে, বৈকুণ্ঠগমনকালে, আমার "প্রিয় ভক্ত" ইংরেজ রাজের প্রধান সহর "কলিকাতা" প্রভৃতি একবার দর্শন করিয়া যাইব।" নারদ ও গণেশ দুজনেই এই প্রস্তাব শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালেই যাত্রা করিবেন, এরূপ স্থির করিলেন।
অনন্তর দেবগণ শয়ন করিলেন এবং দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যালোচন করিতে করিতে, নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

দেবগণের হরপল্লীগ্রাম পরিত্যাগ।

রাত্রি প্রভাত হইল। দেবগণ উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। দেবালয়স্বামী ও পূজকগণ অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাদের পদধূলি লইলেন। নারায়ণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, "কাঁদিও না, আবার দেখা হইবে, মিলন ও বিচ্ছেদ পরস্পর অনুগামী। হরিপদে সর্ব্বদা ভক্তি রাখিও। হরিভক্তিই ইহকাল ও পরকালের সহায়; বিশেষতঃ যাহারা কর্ম্মহীন, এ সংসারে তাহাদের পক্ষে, এমন জিনিষ আর নাই। আমি সন্ন্যাসীদেরও গুরু; আজ এই গূঢ়তম কথা তোমাদিগকে বলিলাম। মনে রাখিও। "হরিবোল" "হরিবোল" "হরিবোল", আমরা চলিলাম।"

দেবগণ পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। কোথায়ও বা বায়ুবেগে গমনশীল রেলগাড়ী, কোথায়ও বা নদীবক্ষে ভাসমান জাহাজ দর্শন করিয়া তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিলেন। নারদ বলিলেন, "প্রভু, হরিভক্ত মানবগণের জন্য, মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গধাম পর্য্যন্ত, এইরূপ একটি রেলপথ প্রস্তুত করিলে, ভাল হয় না কি? নারায়ণ উত্তর করিলেন, বৎস, বহুদিন হইতেই সেই পথ প্রস্তুত আছে; কিন্তু, সেপথে যাত্রীর নিতান্ত অভাব; এক এক গাড়ীতে একটি আরোহীও দৃষ্ট হয় না। দেবভোগ্য বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত থাকে, কিন্তু, সেসব গ্রহণ করিবার লোক নাই। ষ্টেশনমাস্টারগণ নিতান্ত ভদ্র; তাঁহাদের বিরুদ্ধে এপর্য্যন্ত একটি অভিযোগও উপস্থিত হয় নাই; পরস্ত্রীর সঙ্গে তাঁহারা আপন ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করেন। আরোহী সকল গমনেচ্ছু অন্য লোকদিগকে সাদরে স্থান দিয়া থাকেন, "স্থান নাই, স্থান নাই" বলিয়া, বিরুদ্ধাচরণ করেন না। সে পথের সঙ্গে ও পথের তুলনা হয় না। গণেশ ও নারদ উভয়েই বলিলেন, প্রভু, দয়া করিয়া আমাদিগকে সেই পথ দেখাইবেন কি?" নারায়ণ বলিলেন—"তাহা অবশ্যই দেখাইব।"

তৃতীয় অধ্যায়।

সহর-চিত্র।

কলিকাতা কর্ম্মবীর ইংরেজরাজের প্রধান সহর। এশিয়া ভূখণ্ডে এমন স্থান আর নাই। দেবগণ তিন চারি দিবস পর্য্যটনের পর, একদিন প্রাতঃকালে এ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং পবিত্রসলিলা ভাগীরথীতীরস্থ ইডেন উদ্যানে

উপবেশন করিয়া, শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। নারায়ণ এই নগরের সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া বলিলেন, "বৎস, দেখ, কি রমনীয় স্থান! আহা! যে দেসে এরূপ নগর আছে, সে ত গন্ধর্ব্বের দেশ! সেখানে দুঃখ কেন! দারিদ্র্য কেন! হাহাকার কেন! সেখানে সুখ, শান্তি ধর্ম্ম ও সাচ্ছন্দ্য বিরাজ করিবে। সেখানে ভক্তি, প্রীতি, ক্ষমা ও সন্তোষ মনে জ্যোতিঃ বিকীরণ করিবে। আহা! কি মনোরম স্থান! একজন কবি এরূপ ভাবে কলিকাতা নগরীর বর্ণনা করিয়াছেন—

ইন্দ্রালয় সম, রম্য এ নগরী,
নিপুণ শিল্পীর অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ,
সুরবালা যেন, স্বর্ণ-মঞ্চোপরি,
ধরা অবতীর্ণা, ত্যজিয়ে বিমান!

গ্যাসালোক শিখা দীপ্ত এ নগরী
অমা-অহঙ্কার, বিচূর্ণ হেথায়,
নৈশ শোভা, আহা! কিবা মুগ্ধকরী,
জ্বলে কোটী মণি, যামিনীর গায়!

রমণীয় বর্ত্ম, অতি পরিসর,
গরু গাড়ী ঘোড়া, প্রয়াণের তরে,
দুই ফুটপথ, দুধারে সুন্দর,
নিরাপদে সুখে, পথিক বিচরে।

এমন সুধাম, শোভা-অভিরাম,
দেখে না থাকিলে, দেখ এসে তবে
কমলার লীলা, যথা অবিরাম,
বাণীর গৌরবে, বিমোহিত সবে!

কত সহিষ্ণুতা, উদ্যমশীলতা,
কত পরিশ্রম, কত বুদ্ধি বল,
প্রকাশিত হেথা, কত নিপুণতা,
কত বা সাহস, অদ্ভুত কৌশল!

এমন নগরী, বঙ্গ-রাজধানী,
মর্ত্ত্যলোকে যেন সুর নিকেতন,
বীরের অগ্রণী, ধন্য মহামানী,
ইংরাজের গুণ, করিছে কীর্ত্তন!

দেখ বৎস! কবির কথাগুলি ঠিক বটে। আহা! কি সুন্দর স্থান! বিধাতা, রাজাধিরাজ ইংরেজকে, ভারতের মঙ্গলের জন্যই, সুদূর ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিয়াছেন। তাহারা, দেশ বহুল পরিমাণে সুখময় ও শান্তিময় করিয়াছে বটে, কিন্তু লোকের মন উন্নত করিতে পারে নাই; মন এখনও অন্ধকারময়; তথায় হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, কপটতা ও কুটিলতা বাস করে। আশা, এইকালে ইংরেজের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, ভারতসন্তানগণ, পূর্ব্বগৌরব লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু, এক বিষম অন্তরায় উপস্থিত;—এ দেশে দুর্ভিক্ষ নামে, এক বিকট-বদন রাক্ষস আবির্ভূত হইয়া, তাহাদেব যাবতীয় শক্তি অপহরণ করিতেছে। ইহাতেও হতাশ হইবার কারণ নাই; যেহেতু, ইংরেজ অসাধ্য সাধনে সক্ষম; চেষ্টা করিলে এই দানবের বিনাশ সাধন, তাহাদের নিকট একটি অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই রাক্ষস নিহত হইলে, ভারত, রামরাজ্যের ন্যায় সুখময় স্থান হইবে।”

নারায়ণের এ সকল কথা শ্রবণ করিয়া নারদ বলিলেন, “প্রভু, বাস্তবিক এ দেশে অন্নচিন্তা এক বিষম সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। এই অন্নাভাব দূরীকৃত হইলে, ভারতসন্তান যে নবজীবন লাভ করিবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।” নারায়ণ বলিলেন, “বৎস, তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। এস, এক্ষণে আমরা স্নান করি। বৎস, হরহৃদিবিলাসিনী জাহ্নবী দর্শনে আমার মনে যে কি অপার আনন্দের উদয় হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। এস, এক্ষণে পতিতপাবনীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া পাপ-রাশি বিনাশ করি।”

গণেশ বললেন, “প্রভু, স্নানের পূর্ব্বে “গঙ্গার প্রতি” এই নামে একটি কবিতা পাঠ করিতে ইচ্ছা করি; দয়া করিয়া শুনিবেন কি?”

নারায়ণ ও নারদ উভয়েই বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলিলেন, “আচ্ছা বেশ, অগ্রে কবিতা শুনি, তার পর স্নান করিব।”

গণেশ কবিতাটি পাঠ করিতে লাগিলেন—

গঙ্গার প্রতি।

(কলিকাতার দৃশ্যমান উন্নতি লক্ষ্য করিয়া)

গঙ্গোত্তরী হ'তে, হরষিত মনে
ধরিয়ে কতই নবীন বেশ,
কলকল রবে, সত্বর-গমনে,
আইলে মা গঙ্গে! এ বঙ্গদেশ।

ত্যজি হরিদ্বার, অযোধ্যা-মিথিলা,
কাশী-কনখল, ব্যাকুল প্রাণে;
বঙ্গ-রাজধানী আসি উত্তরিলা,
পূর্ণ ইংরেজের গৌরব-গানে।

ধন্য কলিকাতা, রাজার ভবন,
প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রধান স্থান,
মনে হয় বিধি ক'রেছ গঠন,
বাড়াতে কেবল তোমারি মান।
তব তীরে যত, নগরী বিরাজে,
তোমারি মহিমা, ঘোষণা করে,
তব তীরবাসী মানব-সমাজে,
বিশিষ্ট মানব মেদিনী'পরে।

জানিনা মা গঙ্গে! তব কিবা মতি,
কখন কাহারে সদয়া হও,
কখন কাহার কর অধোগতি,
কবে কার যশ হরিয়া লও।

মুরসিদাবাদ, অযোধ্যা-বেহার,
কাশী-কন্যাকুব্জ, মনে কি পড়ে?
সে সব এখন পূর্ণ হাহাকার,
অশ্রুঝরে মাগো, সেকথা স্ম'রে।

আজ কলিকাতা, রাজ-নিকেতন,
সুরম্য ভবন, তথায় হাসে,
শশীর সুষমা, চিত্ত বিমোহন,
খ'সে প'ড়ে যেন, আনন্দে ভাসে।

বিলাস-বিপণি, অতি মনোহর,
শোভিছে, কতই করিয়া ঠাট,
কত মুগ্ধকর, সামগ্রী সুন্দর,
মিলিয়াছে যেন, রূপের হাট!

কত বা জাহাজ, কতবা তরণী
কত ভাবে ভাসে, তোমার'পরে,
তব গুণ-গীতি, দিবস-রজনী,
তাপিত পরাণ শীতল করে।

কত বা মানব, ভিক্ষাবৃত্তি করি,
দিনান্তভোজনে, যাপিছে দিন,
ফেলিছে নিঃশ্বাস, পূর্ব্বভাব স্মরি,
ভেবে ভেবে তনু, হ'তেছে ক্ষীণ!

কত দীনহীন কুটীর নিবাসী,
কুবের ভবন, জিনিয়া লয়,
কত পাপাচারী, পুণ্য-অভিলাষী,
তোমার কৃপায়, সকলি হয়!

কিন্তু মা! সদাই আশঙ্কা উপজে
এমন নগরী হইবে লয়,
নয়নের প্রীতি, ললিত পঙ্কজে,
নিদয় কীটাণু, লুকিয়ে রয়!

বাহ্য রয় শুধু, কমনীয় কায়,
অন্তরে কীটাণু, করিছে ক্ষয়,
লুপ্ত-চিহ্ন হবে, জলবিম্ব প্রায়,
খসিয়া পড়িবে, সুষমাচয়!

শুন কি, মা গঙ্গে! সাম-গান-ধ্বনি,
উঠিতে কখন, তোমার তটে,
আর কি ভকতি পদ্মরাগ-মণি,
উজলে কাহার, হৃদয়পটে?

পরমেশে প্রীতি, স্বধর্ম্মে বিশ্বাস,
সুকৃতি-সৌরভ, নাহি এক্ষণ,
হৃদিক্ষেত্রে হায়! নাহি ধর্ম্মচাষ,
পাপের পার্ব্বণে সবার মন!

ব্যাভিচারস্রোত, বহিছে নিয়ত,
মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অবাধগতি,
ধর্ম্ম, সত্য, শৌচ, যেন পদানত,
জ্যোতিঃহীন এবে, মানবমতি!

সরলতা-আদি, স্বর্গীয় ভূষণ,
কাহার হৃদয়ে, শোভা না পায়,
ভীষণ দানব, নামে প্রলোভন,
ভুলায় সকলে, সদাই হায়!

স্বার্থযক্ষ, সদা বদন-ব্যাদানে,
মানবে কেমন, গ্রাসিছে হায়!
নির্দ্দোষ-পীড়নে, ন্যায়ের বিধানে
কিম্বা দুঃখীপানে, ফিরে না চায়।
সহস্র নিরীহ গো, অশ্ব, ছাগল,
কতরূপে আহা! পীড়িত হয়,
স্বার্থপরায়ণ মানব কেবল,
আপন সুখের সন্ধান লয়!

অচিরে বহিবে প্রবল বায়,
কুসুম-শোভন রম্য নিকেতন,
বিষাদে ঝরিয়ে পড়িবে তায়।

তাই বলি মাগো, ভ্রমণের ছলে,

দয়া করি যদি, হেথায় এলে,
পবিত্র প্রবাহে, গুপ্ত কীটদলে,
কেননা সমূলে ভাসায়ে গেলে?

ধর্ম্মবলে বলী, কর অধিবাসী,
কলুষ-কীটাণু, অদৃশ্য হবে,
তবে নগরীর সেই যশোরাশি,
চিরদিন ভবে, অক্ষুণ্ণ রবে।

সকলি অনিত্য, সকলি অসার,
ধর্ম্মেতে যাহার বসতি নয়,
ধর্ম্মহীন লোক, ঘৃণিত সবার,
বিদ্যা বুদ্ধি তার ছলনাময়।

চপলার ন্যায় ক্ষণেক হাসিবে,
ক্ষণপরে হবে, তাহার লয়,
মধ্যাহ্নমিহির মেঘেতে ঘেরিবে,
পাপ-পরিণাম, এমনি হয়!

ধর্ম্মের জীবন, নিয়ত বহিবে,
বান-প্রভঞ্জনে, নাহিক ভয়,
মধুর আবেশে, হাসাবে হাসিবে,
গাইবে সতত, তোমারি জয়।

নারায়ণ বলিলেন, "বৎস! তোমার কবিতা শ্রবণে, এক সময়েই আমার মনে হর্ষ ও বিষাদের সঞ্চার হইয়াছে। কবিতাটি অতি সুন্দর, এজন্য হর্ষ, আর এমন রমণীয় স্থানেরও আভ্যন্তরিক ভাব, নিতান্ত মর্ম্মভেদী, এজন্য বিষাদ। হায়! এখানেও ভক্তি নাই! পরমেশে প্রীতি ও স্বধর্ম্মে বিশ্বাস নাই! এখানেও ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কপটতা ও কুটিলতা! এখানেও স্বার্থপরতা, পশুপীড়ন ও ধর্ম্মহীনতা! হায়! ধর্ম্ম যে ইহকাল ও পরকালের সহায় এবং ধর্ম্মই যে যশোরাশি অক্ষুণ্ণ রাখে, আদৌ, কাহারও এই জ্ঞান নাই! কলিকাতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, কলিকাতাবাসীর ধর্ম্মবলে বলীয়ান হওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক, কলিকাতার অধিবাসীগণ ধার্ম্মিক হইলে, ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সৌন্দর্য্যশালিনী নগরীর শোভা, চিরকাল অক্ষুণ্ণা থাকিবে!"

দেবর্ষি বলিলেন, "প্রভু, গণপতি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, "ধর্ম্মহীন লোকের বিদ্যা-বুদ্ধি কেবল "ছলনা" মাত্র, আর, ভক্তি, প্রীতি ও সরলতা ভিন্ন, লোকের বাহ্য শোভা শোভাই নহে।" নারায়ণ বলিলেন, "বৎস, কথাগুলি সত্যই বটে; বাস্তবিক, ব্রহ্ম-বিদ্যা, ভিন্ন বিদ্যা, বিদ্যাই নহে; যে জ্ঞানে, হরিভক্তি নাই, সে জ্ঞান, জ্ঞানই নহে; ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য মনুষ্য, মনুষ্যই নহে; যাহার মনে, ভক্তি, প্রীতি, মধুরতা ও সরলতা নাই,—তাহার রূপ রূপই নহে; যে অর্থ, জগতের হিতার্থ ব্যয়িত না হয়, সে অর্থ অর্থই নহে এবং যে জীবন, ভগবানের প্রীতিকর কার্য্যে উৎসর্গীকৃত না হয়, সে জীবন, জীবনই নহে। বৎস, ভারতের অধিকাংশ লোকই, যদি ভগবদ্ভক্ত ও হিতৈষী হইত, তবে আমার কতই না আনন্দের বিষয় হইত! এস, আমরা এক্ষণে স্নান করি।" অনন্তর, তাঁহারা গঙ্গাজলে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক "গঙ্গাস্তব" পাঠ করিতে লাগিলেন—

গঙ্গাস্তব।

দেবি সুরেশ্বরি, ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি, তরলে তরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি, বিমলে,
মম মতিরাস্তাং, তব পদকমলে।। ১।।

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত—
স্তব জলমহিমা, নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে, তব মহিমানং,
ত্রাহি কৃপাময়ি, মামজ্ঞনম্।। ২।।
হরিপাদপদ্ম-বিহারিণি গঙ্গে,
হিমবিধুমুক্তা-ধবল-তরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং,
কুরু, কৃপয়া ভবসাগরপারং।। ৩।।

তব জলমমলং, যেন নিপীতং,
পরমপদং খলু, তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে, ত্বয়ি যো ভক্তঃ,
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ।। ৪।।

পতিতোদ্ধারিণি, জাহ্নবি গঙ্গে,
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি, খলু মুনিবরকন্যে,
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে।। ৫।।

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে,
প্রণমতি যস্তাং ন পতিত শোকে।
পারাবারবিহারিণি, গঙ্গে,
মুখবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে।। ৬।।

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃ স্নাতঃ,
পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাতঃ।
নরক-নিবারিণি, জাহ্নবি গঙ্গে,
কলুষ-বিনাশিনি, মহিমোত্তুঙ্গে।। ৭।।

পরিরসদঙ্গে, পুণ্য-তরঙ্গে,
জয় জয় জাহ্নবি, করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুট-মণি-রাজিত-চরণে,
সুখদে-শুভদে, সেবকশরণে।। ৮।।

রোগং শোকং তাপং পাপং,
হর মে ভবতি, কুমতি-কলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে,
ত্বমসি গতির্ম্মম, খলু সংসারে।। ৯।।

অলকানন্দে পরমানন্দে,
কুরু ময়ি করুণাং, কাতর-বন্দ্যে!
তব তট-নিকটে যস্য নিবাসঃ,
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।। ১০।।
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ,
কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতি শ্বপচো দীনঃ
তব নহি দূরে নৃপতি-কুলীনঃ।। ১১।।

ভো ভুবনেশ্বরি, পুণ্যে ধন্যে,
দেবি দ্রবময়ি, মুনিবর-কন্যে।

গঙ্গাস্তব মিদমমলং নিত্যং,
পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্।। ১২।।

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ,
তেষাং ভবতি সদা সুখ-মুক্তিঃ।
মধুর মনোহরপজ্ ঝটিকাভিঃ,
পরমানন্দা কলিত-ললিতাভিঃ।। ১৩।।

গঙ্গা স্তোত্র মিদং ভব সারম্,
বাঞ্ছিত ফলদং বিগলিত ভাবম্।
শঙ্কর-সেবক শঙ্কর-রচিতম্,
পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্।। ১৪।।

অতঃপর, তাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিলেন এবং নগরের শোভা ও সৌধমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া রাণী-রাসমণি-স্থাপিত দেবালয়ে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন; তাঁহাদের বাসের জন্য, এক মনোরম কুঠরী নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহাদের আহার শেষ হইল; কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, তাঁহারা রমণীয় মন্দির, উদ্যান ও ভাগীরথীর শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন, বৎস, ইহা, একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এস্থানে ভগবদ্ভক্ত "শ্রীরামকৃষ্ণ" সিদ্ধ হন। গণেশ উত্তর করিলেন, "প্রভু, তবে আমার কলিকাতা আগমন সার্থক হইল,—আমি সিদ্ধপুরুষের আশ্রম দর্শন করিয়া, ধন্য হইলাম!" নারদ বলিলেন, "প্রভু, আমিও ধন্য হইলাম! এই ত সেই করুণাময়ী মা! এই ত সে পঞ্চবটী! এ স্থানে পরমহংসদেব, যেরূপ তন্ময়ভাবে মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের অসাধ্য।" নারায়ণ বলিলেন, বৎস, "রামকৃষ্ণ" বালকের ন্যায় সরল ছিলেন,—সময় সময় কাঁদিয়া বলিতেন, "মা! ওমা! আমায় বলে দে,—কোন্‌টি সুপথ, কোন্‌টি কুপথ"; তিনি কামিনী-কাঞ্চনের মায়ায় কখনও মুগ্ধ হন নাই! এরূপ সরল ভক্ত কোথায়? সরল-ভক্তিই মুক্তির কারণ! বৎস, মুক্তি চাহিলে, ঠিক এইরূপ সরল হইতে হয়। নারায়ণের কথা শ্রবণ করিয়া, নারদ ও গণেশ, "মা! মা! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন"। নারায়ণ বলিলেন, "কাঁদিও না,—স্থির হও।" তাঁহারা সুস্থ হইয়া, মায়ের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

নারায়ণও তাঁহাদের সঙ্গে গান গাইতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে আরও দশ বিশ জন লোক তাহাতে যোগ দিল। এইরূপ সুমধুর সঙ্গীতধ্বনিতে, অট্টালিকা

শোভিত সমস্ত উদ্যান মুখরিত হইয়া উঠিল।
সঙ্গীত শেষ হইল! দেবগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক, মায়ের কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া শয়ন করিলেন।
রাত্রি প্রভাত হইল। দেবগণ উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন! নারায়ণ বলিলেন, "বৎস, আমরা এস্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিব। হরিনাম প্রচারের এক নূতন পন্থা স্থির করিয়াছি,—"ভজ রাধা, রাধা শ্যাম, শ্রীরাধা গোবিন্দনাম্"—নারায়ণ মধুসূদন, নারায়ণ মধুসূদন,—প্রতি গৃহে উপস্থিত হইয়া, কেবল এই শব্দোচ্চারণ করিবে। কলিকাতার অধিকাংশ লোকই আরামপ্রিয়; তাঁহারা নাটকের গান অধিকতর ভালবাসে এবং হরিগুণ-গান শ্রবণে তত বেশী অভিলাষী নহে। তাহাদের কর্ণকুহরে পবিত্র "হরিনাম" প্রবিষ্ট হইলেই, "নাম" অতি সহজে ইহার মাহাত্ম্য-বিস্তার করিবে। তোমরা হরিনাম প্রচারার্থ এখনই বহির্গত হও।". "প্রভু, যে আজ্ঞে" এই বলিয়া নারায়ণের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহারা যাত্রা করিলেন।
অনন্তর নারায়ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন. "এক্ষণে সহর-চিত্র" দর্শনাভিপ্রায়ে আমিও একবার বহির্গত হইব; দর্শন শেষ না হইলে, আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না।" তিনি পূজক ব্রাহ্মণকে বলিয়া, সহরে বহির্গত হইলেন।

প্রথম দৃশ্য।

১। ৺রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের অতিথিশালা।
২। বিলাসিতা।
৩। চরিত্র-হীনতা।
৪। বার বনিতা পল্লী।
৫। দুর্ভাগ্য কেরাণীকুল।
৬। ভেজাল ঘৃত ও ভেজাল দুগ্ধ।
৭। কসাইখানা।
৮। কালীঘাটে ৺কালীমাতা।
৯। বিদ্যালয়।
১০। ছাত্রাবাস।
১১। বিলাসিনী বধূ।
১২। রাজ-ভক্তি।

১। ঁরাজেন্দ্রলাল মল্লিকের অতিথিশালা।

নারায়ণ, মহাত্মা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের অতিথিশালা দর্শন করিয়া, বিমুগ্ধ হইলেন। অনন্তর, এই চিন্তাটি তাঁহার মনে উদিত হইল,—আহা! রাজেন্দ্রলাল ধন্য! এরূপ মহানুষ্ঠান, এখনও এদেশে বিদ্যমান! এ দৃশ্যে আমার মনে যে কি, এক অপার আনন্দের উদয় হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না! প্রতিদিন সহস্রাধিক অতিথি ভোজন! সহরবাসী যাবতীয় অন্ধ, আতুরের একমাত্র আশ্রয়স্থল! আহা! এরূপ অন্নযজ্ঞ, এ দেশে অতি বিরল! "অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি", রাজেন্দ্র, এ বাক্যের অর্থ, বেশ বুঝিয়াছিলেন। হায়! এই কলিকাতা নগরীতে বহু ধনবান লোক আছেন বটে, কিন্তু, এবম্বিধ দ্বিতীয় আর একটি অনুষ্ঠান, এ পর্যন্ত হইল না! হায়! "অর্থের সার্থকতা কি," তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে এই জ্ঞান-পরিশূন্য! যে অর্থ, লোকের হিতার্থ ব্যয়িত না হয়, সে অর্থ, সমুদ্র-গর্ভ-সঞ্চিত রত্নরাজির ন্যায়, অসার ও অকর্ম্মণ্য পদার্থ! রাজেন্দ্রলাল, এখন স্বর্গবাসী; নন্দনকাননোপান্তে, এক সুরভি সমীর সেবিত দ্বিতল প্রাসাদে তাঁহার বাস; সুরবালাগণ তাঁহার সেবিকা; তাঁহার আত্মা, ক্রমশঃ উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর লোকে গমন করিবেন। আহা! এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাবেই এ পর্য্যন্ত, এ দেশের অস্তিত্ব রহিয়াছে। হায়! ভারতের দুআনা পরিমিত লোকও যদি এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ও অতিথি-সেবক হইত, তবে, এদেশকে কখনও আমি "অভিনব দেশ" বলিতাম না।

২। বিলাসিতা।

নারায়ণ দেখিলেন, এ দেশের অধিকাংশ লোকই বিলাস-পরায়ণ; স্ত্রী-পুরুষ, উভয় সমাজেই এই রিপুর পূর্ণ প্রভাব! অনন্তর, এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল,—হায়! বিলাসিতার প্রভাবে সাত্ত্বিকভাব একরূপ বিলুপ্ত! নিকৃষ্ট গন্ধর্ব্বভাব পূর্ণ প্রকাশিত! অধিকাংশ লোকই শারীরিক সৌন্দর্য্য-লাভে যতদূর প্রয়াসী, মানসিক উন্নতি বিধানে ততদূর প্রয়াসী নহে। অনেকেই, সুবর্ণ পিঞ্জরে বায়সের ছানা পোষার ন্যায়, সুশ্রী ও সুগন্ধময় দেহে নিতান্ত ঘৃণিত ও কলুষিত আত্মা পোষণ করে। হায়! ঋষিগণের পুণ্যভূমিতে এরূপভাব শোভা পায় না;—এদেশে আত্মার পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা লাভই মুখ্য বিষয়, আরে দেহের সৌষ্ঠব বিধান, গৌণ বলিয়া পরিগণিত। অবশ্য, স্বাস্থ্য রক্ষার

নিয়মানুসারে, শরীর পরিচ্ছন্ন রাখা সঙ্গত বটে, কিন্তু তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই, বিলাসিতার সীমায় পদার্পণ করিতে হয়। বিলাসিতায় চরিত্রহীনতা আনয়ন করে; বিলাসিতা অভাবগ্রস্ত ভারতসন্তানগণের অভাব দিন দিন আরও বৃদ্ধি করিতেছে। বিলাস-দাসের কত কি যে আবশ্যক হয় এবং তাহারা যে কত অর্থক্ষয় করে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে, স্তম্ভিত হইতে হয়! সাধারণতঃ, লোকের জুতা, জামা ও পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি থাকিলেই, ভদ্র সমাজে যাওয়ার কোন বাধা হয় না—কিন্তু হায়! জুতা, জামা, কোট, রেসমি চাদর কি আলোয়ান, মিহি বিলাতি কাপড়, সাবান, সুগন্ধি তৈল, এসেন্স, আয়না, চিরুণী, উৎকৃষ্ট ছড়ি এবং স্থলবিশেষে, সুবর্ণ ফ্রেইম যুক্ত চশমা ও সোণার বোতাম প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন না করিলে বিলাস-পরায়ণ ব্যক্তি অন্যত্র গমনে অক্ষম; আর বিলাসিনী রমণীগণেরও সুবর্ণময় বালা, অনন্ত ও হার প্রভৃতি এবং পার্শী-শাড়ি, সেমিজ, বডিস ও সুগন্ধি তৈলাদির প্রয়োজন। উদর অন্নহীন—কোশ অর্থহীন;—সেই দিকে দৃষ্টি নাই,—তথাপি, বিলাসিতার পূর্ণাহুতি চাই! হায়! ভারতসন্তানগণের উপার্জ্জিত অধিকাংশ অর্থই বিলাসিতার প্রীতি-সাধনে ব্যয়িত হয়! কি আর বলিব! "বাহিরে কোচার পত্তন, আর ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তন," এই ভাবটি সম্যক্ প্রকাশিত হয়! হায়! মা! ভারতভূমি! তোমার সন্তানগণ এরূপ অদ্ভুত উপাদানে গঠিত হইয়াছে যে, তাহার আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন! মা! তাইত বলিতেছি, এ দেশ আর সে দেশ নহে, এ এক অভিনব দেশ! এ দেশ আর ঋষিগণের লীলাস্থল নহে, তাঁহাদের কুলাঙ্গারগণের প্রেতভূমি।

৩। চরিত্রহীনতা।

নারায়ণ, লক্ষ লক্ষ লোকের চরিত্রহীনতা লক্ষ্য করিয়া, বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল,—"হায়! এই কলিকাতা নগরীতে কত লোক যে চরিত্রহীন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অধিবাসীর সংখ্যা দশ লক্ষ; বেশ্যার সংখ্যাও বিশহাজারের উপর। হায়! এ স্থানে প্রতি হাজারে সচ্চরিত্র লোকের সংখ্যা পাঁচটির অধিক হইবে না! বারবনিতাগৃহে, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর যেন হাট মিলে; কত লোক যাইতেছে, কত আসিতেছে, তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য! রাজা, জমীদার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, মুহুরী, কেরাণী, দালাল, দোকানদার, অফিসের আমলা ও মুটে মজুর

প্রভৃতি অধিকাংশই, এই পথের পথিক! হায়! ক্ষণিক সুখের জন্য অপরিণামদর্শী ও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য মনুষ্যগণ, অমূল্য চরিত্ররত্ন, অকাতরে বিক্রয় করে! সাধু পুরুষ ও সাধ্বী রমণী পৃথিবীর শোভা! তাঁহারা নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, যেরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, অধর্ম্ম-পরায়ণ ধনবান্ ব্যক্তির ভাগ্যে তাহা দুর্লভ! কপর্দ্দক-শূন্য কুটীরবাসী ও ধর্ম্ম-পরায়ণ, সামান্য কৃষকও, দুশ্চরিত্র লক্ষপতি হইতে, অধিকতর আদরণীয়। "পরিণামদর্শিতা" নামে একটি কবিতা, আমার মনে পড়িতেছে—

পরিণামদর্শিতা।

ওগো! সখি ক্ষণেকের সুখ লভিবার তরে, ভাবিয়া দেখ
সপ্তাহ ভরিয়ে, কে কাঁদিতে চায়?
কোথা বা সামান্য খেলনার দরে,
অমূল্য সময়, কাহার বিকায়?

আছে কি নির্ব্বোধ ভিখারী এমন,
রাজদণ্ডাঘাত, বাসনা যে করে,—
রাজার মুকুট করিতে বহন,
কিম্বা পরশিতে, রাজচ্ছত্র করে?

ভারত-সন্তান, ধর উপদেশ
"শান্তি-সুখ" যদি, চাও অবিবাম,
যে কোন বিষয়ে, করিবে প্রবেশ,
স্থিরভাবে চিন্ত, তার পরিণাম।

বাস্তবিক, কলুষিত চরিত্র ভারতসন্তানগণ, একেবারেই পরিণাম চিন্তা করে না; কেবল রূপের চাকচিক্যে ও বাহ্য ভাবভঙ্গিতে বিমুগ্ধ হইয়া, বারবনিতার প্রেমে আসক্ত হয়, এবং ইহকাল ও পরকালের সুখে জলাঞ্জলি দেয়! উপদংশ তাহাদের অঙ্গের ভূষণ, আর অভাব, চির সহচর হয় তাহাদের অন্তঃকরণ, দয়া-ধর্ম্ম, সত্য-সরলতা ও ভক্তি-প্রীতির স্বর্গীয় আলোক লাভে বঞ্চিত থাকে।

পশুবৎ ইন্দ্রিয়সেবা আর মদ্যপানই, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়! তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থ যেন পক্ষ বিশিষ্ট; গৃহাগত হওয়া মাত্রই, গৃহান্তরে উড়িয়া যায়। দুশ্চরিত্রতা নিবারণের জন্য, সপরিবারে বাস শ্রেয়ঃ বটে, কিন্তু হায়! মদ্যপান ও বেশ্যাবিলাসের এমনই মোহিনী শক্তি যে অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রী, রাত্রিকালে একাকিনী শয্যায় পড়িয়া থাকেন,—আর গুণধর স্বামী, বারবনিতাগৃহে রাত্রি-যাপন করেন। হায়! কি আর দেখিব,—বহু লোকের ভোজন-স্থান হোটেল, আর শয়নাগার বেশ্যালয়! হায়! "পতিব্রতার আক্ষেপ" নামে, একটি কবিতা আমার মনে পড়িতেছে :—

পতিব্রতার আক্ষেপ।

ললিত লোচন, বারিপরিপ্লুত,
অনিন্দ্য বদনে চিন্তার লাঞ্ছন,
মুক্ত কেশরাশি, ভূমে নিপতিত,
বৃশ্চিক-বেদনা, করিছে দংশন!
শয়ন-প্রকোষ্ঠে, বসিয়া সুন্দরী,
মুছিয়া অঞ্চলে, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
বলে "প্রাণেশ্বর! এস ত্বরা করি,
অধিনীরে আর, দিওনা রে ফাঁকি।

করে স্বর্ণবালা, কণ্ঠে হেমহার,
হিরণ্ময় দুল, লম্বিত করণে,
আজি হে তোমায় দিব উপহার,
সৌর-কর-রাশি-নিন্দিত-বরণে!

মদনের বাণ, অগ্নিশিখা মুখে,
বিঁধিয়াছে মোর, দুঃখের পরাণ,
কি কহিব কাকে, দহে প্রাণ দুঃখে,
"আমি ভিখারিণী," দুঃখিনী সমান।
যৌবনে যুবতী, পতির সোহাগ,
কাতর পরাণে, করে অভিলাষ,

তোমার বিরাগে, হয়েছি অবাক্,
জীবনে সুখের নাহি কোন আশ।

অবোধ অবলা, বাহ্য সুশোভনা,
ধনী রূপবান, প্রিয়পতি চায়,
না ভাবে বিভব, ছেলের খেলনা,
পতি-মন-জ্যোতিঃ পানে নাহি চায়।

হ'ক্ প্রাণপতি, সম্পদ বিহীন,
না থাক্ জগতে, বন্ধু সুসহায়,
তবু সুখ, যদি হৃদয়-পুলিন,
বিধৌত দাম্পত্য-প্রেমাম্বু-লীলায়।

ওলো কুহকিনি, বেশ্যা ভুজঙ্গিনি,
দাম্পত্য প্রণয় করিয়া ছেদন,
বিরহ-বিধুরা, স্বামি কাঙ্গালিনী,
ক'রেছ ক'জন, আমার মতন?

ওলো পিশাচিনি, সর্ব্বস্ব-উদরি,
পবিত্র-কামিনী-কুল-কলঙ্কিনি,
নিরয়বাসিনি, কিরাত-কিঙ্করি,
সাপিনি তাপিনী বারবিলাসিনী!

বড়ই আগুন, দিয়েছ জ্বালিয়ে,
হৃদয়-চুল্লীর অন্তরের তলে,
নিবিবে না তাহা, প্রলয়ের বায়ে,
যমুনা অথবা জাহ্নবীর জলে!"

কলিকাতা কত, কনকপুতুল,
এরূপ কাঁদিয়ে, যামিনী কাটায়,
কত লতা-বধূ, হয় ছিন্ন মূল,
বিদলিত তরু, প্রেম-ঝাটিকায়!

তাই বলি প্রিয়, পুরুষ সুজন,
এই নীতিকথা, শিখ এইবেলা,
অবৈধ প্রণয়ে, সঁপিয়ে জীবন,
বধিওনা প্রাণে, অবলা দুর্ব্বলা।

হায়! কেবল কলিকাতাবাসিনী কেন, বহু স্থানের বহু রমণীর এবম্বিধ আক্ষেপধ্বনি, আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে! আমি আকুল হইয়া পড়িয়াছি। ভারত-সন্তান একদিনের জন্যও চরিত্র কলুষিত করিও না। মদ্যপান ও বেশ্যা-সেবা বিষবৎ ত্যাগ কর। এই সকল পৈশাচিক কার্য্যে, তোমরা প্রমত্ত থাকিলে, ভারতের দৈন্য ও দুর্দ্দশা কিরূপে দূরীকৃত হইবে? যে দেশে, প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করে, ইন্দ্রিয়সেবায় অর্থ ক্ষয়, সে দেশে শোভা পায় না, সে দেশে সংযম, সাধুতা ও পরার্থপরতার প্রয়োজন।

৪। বারবনিতাপল্লী।

নারায়ণ, অলক্ষ্যভাবে বারবনিতাপল্লীসমূহ পরিদর্শন করিলেন। একতল, দ্বিতল ও ত্রিতলবাসিনী, সর্ব্বপ্রকার বারবনিতাই, তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। অনন্তর, এই চিন্তাপ্রবাহ তাহার মনে উদিত হইল :—হায়! এই সকল পাপীয়সী যে কি ভয়ানকরূপে অর্থশোষণ, আর সর্ব্বনাশের বীজ-বপন করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও, হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ইহাদের বাসভবন যাবতীয় পাপের আবাসভূমি! এখানে সুচিন্তা ও সদ্ভাব অর্গলরুদ্ধ; এবং দয়াধর্ম্ম, ভক্তি-প্রীতি ও সত্যসরলতা অতল-গর্ভে নিহিত! পক্ষান্তরে কপটতা ও কুটিলতা এবং পশ্বাচার ও পশুভাব পূর্ণ বিকশিত! মানব বাজারে যাইয়া, আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করে, কিন্তু হায়! এইরূপে বাজার হইতে কেবল "অর্থস্বাস্থ্যনাশ ও অনর্থসঞ্চয়েব" বীজ গ্রহণ করে! অনন্তর, "হাহাকার রূপ বৃক্ষ" ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং পরে "সর্ব্বনাশরূপ বিষাক্ত ফল" প্রসূত হয়! হায়! "ষড়রিপু" এই বাজারের রাজা; আর যত প্রমত্ত ও প্রলুব্ধ যুবক, তাহাদের ভক্ত প্রজা; এই হতভাগ্য মানব-নিচয়ই, এই বাজারে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় অথবা শমনসদনে গমন করে।

হায়! এই কলিকাতা নগরীতে বারবিলাসিনীর সংখ্যা বিশহাজারের উপর; তাহাদের মধ্যে অনেকে ধনবতী; ধন-দৌলত ও প্রাসাদের ন্যায় বাসভবন, দাসদাসী, দ্বারবান ও পাচক ব্রাহ্মণ কোন বিষয়েরই অভাব নাই; সর্ব্বাঙ্গ

কনকময় অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত! তাহারা পোষ্যকন্যা গ্রহণ করিয়া, বংশাবলী রক্ষা করে। কন্যা, বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, খড়্গের সহিত বিবাহিতা হয় এবং দেহ-বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্তা হয়! হায়! দেশের কুসন্তান ও সমাজের কলঙ্ক, নর-পিশাচ ধনবান ব্যক্তিগণ তাহাদের যাবতীয় খরচ বহন করে। হায়! কত লোক যে বেশ্যা-সেবী , তাহা গণনা করা সুকঠিন! সামান্য বেতন-ভোগী কেরাণী হইতে, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত, অনেকেই এই শ্রেণীভুক্ত! হায়! কি আর বলিব! পূজক ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্তও বেশ্যা-পরায়ণ; দেবালয়ে, দেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত অধিকাংশ মিষ্টান্ন, অনেক স্থলেই, বেশ্যালয়ে প্রেরিত হয়! দেবালয়-স্বামি, এ তত্ত্ব জান কি? হায়! এসকল দৃশ্য দর্শন করিয়া, আমি বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি! আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে! হায়! মা! তাইত বলিতেছি, এ দেশ, আর সে দেশ নহে, এ এক অভিনব দেশ; এ দেশ আর সে ঋষিগণের লীলাস্থল নহে, তাঁহাদের কুলাঙ্গারগণের প্রিয় নিকেতন! এই সকল চিন্তার পর, নারায়ণ, এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, এক প্রহর রাত্রির পর, বারবনিতা পল্লীতে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, জনতা-প্রবাহ ছুটিয়াছে; দ্বিতল ও ত্রিতল ভবনসমূহ আলোকমালায় সুশোভিত; কোন দ্বারে ব্রুহাম গাড়ী, কোথায়ও ল্যাণ্ডো, কোথায়ও বগ্‌গী, এবং কোথায়ও বা মটর গাড়ী দণ্ডায়মান! কোথায়ও হারমনিয়াম, এবং কোথায়ও বা তবলের মধুর ধ্বনির সঙ্গে বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর সঙ্গীত যেন শ্রোতৃবর্গের কর্ণে অমৃত-সেচন করিতেছে! এমন সময় বৃদ্ধারূপী নারায়ণ, এক দ্বিতল ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারবানকে সন্তুষ্ট করিয়া, উপরে উঠিলেন। দ্বিতলের কুঠরীগুলি উজ্জ্বল আলোক ও মনোরম চিত্র দ্বারা সুরঞ্জিত ছিল। বৃদ্ধাকে দর্শন মাত্র বারবনিতাগণ সমবেত হইল এবং বিস্মিতভাবে বলিতে লাগিল "আহা! এমন জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীলোক ত কোথাও দেখিনি।" বৃদ্ধা বলিলেন, মাগো, তোমরাও কম সুন্দরী নও, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন সুন্দর ফুল দেব-সেবায় লাগিল না! মাগো দেবতার সেবা-দাসী হবে কি? আমি এজন্যই এসেছি। চল, আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে চল; তোমাদিগকে রাধারাণীর দাসী করিব। মা, কেবল ইহকাল লইয়াই তোমাদের জীবন; তোমাদের কেবল ইহকালের সুখ, ইহকালের ভোগ; কেবল ইহকালের আশা, আর ইহকালের ভাষা। কিন্তু, মা! রাধারাণীর দাসী হইতে চাহিলে, পরকালের চিন্তা করিতে হয়; "ভজ রাধা রাধাশ্যাম, শ্রীরাধা-গোবিন্দনাম," কেবল এই শব্দোচ্চারণ করিবে। দেহবিক্রয় করিয়া, আর অর্থোপার্জ্জন করিও না। যে অর্থ আছে,

তাহাতেই তোমাদের জীবন বেশ চলিবে; পথে এস মা! আর কাজ নাই; অর্থ না থাকিলেও, রাধারাণীই তোমাদিগকে অন্নদান করিবেন। মা! শ্রীবৃন্দাবন স্বামীর শ্রীপদ-প্রান্তে আশ্রয় লও, ব্যাকুল হও; সরল হও; প্রার্থনা কর, যেন ভবিষ্যজন্মে আর এরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে না হয়। সাধ্বী রমণীর মনে যে আনন্দ, সে স্বর্গীয় ভাব অনুভব করিবার শক্তি, তোমাদের আছে কি? তোমরা কপট ও কুটিল; বিলাসিনী ও কুহকিনী এবং যাবতীয় জটিল রোগের জন্মভূমি! মা! কি প্রয়োজন! অর্থোপাজ্জর্নের জন্য এরূপ মায়ার জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজনীয়তা কি? চল, মা! আমার সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনধাম চল। এই কুসংসর্গ পরিত্যাগ কর। হিন্দু বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক, তদগত চিত্তে ভগবানের উপাসনায় কাল কর্ত্তন কর। মদ্য, মাংস, ও মৎস্য স্পর্শ করিলেও, মহাপাপ বিবেচনা করিবে; যথাশক্তি পরোপকার কর এবং সুচিন্তা ও সদ্ভাবে আপন আপন হৃদয় পূর্ণ কর। তবে আমি তোমাদিগকে রাধারাণীর দাসী করিতে পারিব। বিল্বমঙ্গলের "চিন্তামণি" ত তোমাদেরই মত বেশ্যা ছিলেন; তিনিও ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমলাভে বঞ্চিত হন নাই। চিন্তামণির ন্যায় সরল ও ব্যাকুল হও। "রাধাশ্যাম", অপরাধ মার্জ্জনা কর, এরূপ প্রার্থনা কর।

এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া, জনৈক বারবনিতা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "মাগো! আমরা মহাপাপিনী, জন্মমাত্র আমাদের মৃত্যু হইলে, ভাল হইত। আমাদেরও কি আবার মুক্তি আছে? আমরা নরকের কীট, নরক ভোগ করিব।" বৃদ্ধা বলিলেন, "মা, তা নয়; কঠোর উপাসনার দ্বারা, উৎকট পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। কোনও চিন্তা করিও না, মন প্রাণ ভগবানে সমর্পণ কর। আমি শ্রীবৃন্দাবন ধামে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। মাগো, আমি এক্ষণে চলিলাম।"

বারবনিতাগণ তাঁহার পদধূলি লইল এবং তাঁহাকে এক একটি টাকা "প্রণামী" দিল। বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের সুমতি হউক; তোমরা রাধারাণীর দাসী হওয়ার যোগ্যা হও"; কিন্তু তিনি টাকা গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর তাহারা সকলেই চিন্তাকুল চিত্তে স্ব স্ব কুঠরীতে প্রত্যাগমন করিয়া, শয়ন করিল; তাহাদের মদ্যপান ও অসার আমোদ-প্রমোদ বন্ধ রহিল।

এদিকে স্ত্রীমূর্ত্তিধারী নারায়ণ, অন্য বারবিলাসিনী গৃহে গমন করিলেন; তথায় দেখিলেন, চারিটি ভদ্রলোক আর চারিটি বারবনিতা, দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, দুখানা পালঙ্কোপরি বসিয়া, তাস খেলিতেছে; এক এক বারবনিতা, এক এক

পুরুষের সহযোগিনী। এই ক্রীড়া-মত্ত যুবক-যুবতীর সমক্ষে কয়েকটি মদের বোতল, আর কতিপয় পানপাত্র বিদ্যমান ছিল। বৃদ্ধা উপস্থিত হইলে একজন বারবিলাসিনী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও গো?" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "আমি তোমাদের মুখের দিকে চাই, আর তোমাদের কাজের দিকে চাই।" অন্য বারবিলাসিনী বলিল, "আচ্ছা, তবে চাও।" বৃদ্ধা পুনরায় বলিলেন, "তোমাদের খেলা কিছুকাল বন্ধ কর, আর কয়েকটি কথা বলতে চাই;" অন্য বারবনিতা উত্তর করিল, "আচ্ছা, বেশ বল।" খেলা কিছুকাল বন্ধ রহিল। এক এক ভদ্রালোকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন।

প্রথম ভদ্রলোকের প্রতি—কে! তোমাকে ত চিনি; তুমি না অমুক উকীল; এম্.এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলে; এখানে কেন বাপু? তোমার স্ত্রী যেমন রূপবতী, তেমন গুণবতী; এমন স্বামি-সর্ব্বস্বা সহধর্ম্মিণী, আজ কাল দেখিতে পাই না। এ সব ত তাঁর দাসী হওয়ার যোগ্যাও নহে। এই কি লেখাপড়া শিক্ষার পরিণাম? যাও, গৃহে যাও; এ পাপালয়ে আর কখনও আসিও না। তোমরা বেশ্যা-বিলাসে প্রমত্ত থাকিলে, এ দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা আর কে করিবে!

দ্বিতীয় ভদ্রলোকের প্রতি—ওগো! তোমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলকেই ত চিনি; তাঁহাদের জন্মগ্রহণে অমুক গ্রাম ধন্য হইয়াছে! তুমি নাকি সেই বংশের কুলাঙ্গার! জমিদারী আর রক্ষা করিতে পারিলে না; ঋণ ত পাঁচ লক্ষ টাকা হইয়া উঠিল। তোমাকে বেশ্যা-সেবা ও মদ্যপানে প্রমত্ত দেখিয়া, তোমার ধূর্ত্ত অমাত্যগণ, সম্পত্তি একরূপ "লুট" করিতেছে। যাও বাপু, বাটী যাও; তুমি সাধুপুরুষের সন্তান, এ সব পৈশাচিক কার্য্য, তোমার যোগ্য নহে। আপন স্ত্রীতেই আসক্ত থাক; কখনও অন্য স্ত্রীর মুখপানে তাকাইও না। তুমি সাধু-প্রকৃতি হইলে, ভগবানই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

তৃতীয় ভদ্রলোকের প্রতি—তুমি ত পরিচিত লোক বলিযাই মনে হইতেছে। হাঁ, ঠিক মনে পড়েছে; তুমি ত অমুক ডাক্তার। বাপু, তুমি বোধহয় কখনও স্বাস্থ্য-তত্ত্ব পড়নি! যদি তুমি ইহা পড়িয়া থাক, তবে বাপু, উপদংশ, প্রমেহ ও বাত-রোগের বীজ ক্রয় করিতে এখানে আসিয়াছ কেন? যাও এখন ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে, "মোক্তারি" কর গিয়ে।

চতুর্থ ভদ্রলোকের প্রতি—তুমি ত প্রসিদ্ধ লোক, অমুক কলেজের প্রফেসার, নাম অমুক। হায়! তোমার মত প্রবীণ লোকও যদি এ পাপ-গৃহে আগমন

করে, তবে যে তোমার যুবক ছাত্রগণ আসিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? হায়! এই কি লেখাপড়া শিক্ষার পরিণাম? শিক্ষক, আদর্শ-চরিত্র হইবেন; তোমার মত লোক কি শিক্ষক হওয়ার যোগ্য! যাহারা রক্ষক, তাহারা যদি ভক্ষক হয়, তবে এ অধঃপতিত দেশের উপায় কি? যাও বৎস, আর কখনও এ পাপ-গৃহে প্রবেশ করিও না। বিষধরের কেবল বিষদন্তে বিষ, কিন্তু জানিও, বারবনিতার সর্ব্বাঙ্গেই বিষ।

কবি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন,—

"আঘাত মধুর পাপ, কার্য্যকালে বটে,

পরিণামে পরিতাপ, অবশ্যই ঘটে"।

অতএব বৎস, পরিণাম চিন্তা কর, তাহা না হইলে, কেবল অনুতাপ ও অশ্রুবর্ষণই সার হইবে।

অনন্তর বৃদ্ধা বারবনিতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মাগো! তোমরাও সাবধান হও; এ সব আমোদ-প্রমোদ অসার; রূপ-যৌবনের ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গেই, এই সকল বঁধুর অন্তর্দ্ধান ঘটিবে: অবশেষে, কুষ্ঠ কি উপদংশ রোগগ্রস্ত হইয়া, অসহায়াবস্থায় দিন-যাপন করিবে। রাধারাণীর দাসী হবে ত শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসিনী হও; এখনও ব্রজেশ্বরী তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন।

"মাগো! আমি চলিলাম; তোমরা এখন পথে এস," এই বলিয়া, বৃদ্ধা অদৃশ্যা হইলেন।

ভদ্রলোক ও বারবনিতাগণ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়া, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং বৃদ্ধা যে নিশ্চয়ই মানবী নহেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে, স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

অতঃপর একটি মর্ম্মভেদী দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ও, স্থানে স্থানে বারবিলাসিনীগণ, পথি-পার্শ্বে দণ্ডায়মান। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; মৃদু মৃদু বারি-বর্ষণ ও বজ্রধ্বনি হইতেছিল। এই সময় তিনি এক বৃদ্ধব্রাহ্মণ বেশে, তাহাদিগকে বলিলেন, "মাগো! এই কি মাতা-পিতার আদরের ধন গৃহ-লক্ষ্মীদের পরিণাম! এই কি অসূর্য্যম্পশ্যা, স্বামীর অঙ্ক-শোভিনী রমণীর ভাগ্য!

মা গো! কুলোকের প্ররোচনায় ও প্রলোভনে, কুলে জলাঞ্জলি দিয়া, পিশাচীর ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ। মা, গৃহে যাও, শ্রীবৃন্দাবন স্বামীর আশ্রয় লও; শ্রীধাম যাওয়ার পাথেয় দিলাম," এই বলিয়া বৃদ্ধরূপী নারায়ণ,

প্রত্যেককে পঁচিশটি করিয়া টাকা দিয়া, স্থানান্তরে গমন করিলেন। বারবিলাসিনী অনুতপ্ত হইল এবং অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে স্ব স্ব কুটীরে প্রস্থান করিল।

৫। দুর্ভাগ্য কেরাণীকুল।

নারায়ণ, কেরাণীকুলের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া, পরিতপ্ত হইলেন। অনন্তর, এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল, হায়! অধিকাংশ কেরাণী বিশ হইতে ত্রিশ টাকা মাহিয়ানা পায়। এই সামান্য অর্থের জন্য, তাহারা যেরূপ লাঞ্ছিত ও অবমানিত হয়, তাহা কেবল এই ভারতেই সম্ভবে! তাহাদিগকে, দৈনিক অন্যূন আট দশ ঘণ্টা অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতে হয়। সামান্য খেলনার দরে, অমূল্য সময়-রত্ন, একরূপ বিক্রীত হয়। মা! ভারত-ভূমি! তুমি এরূপ হীনাবস্থায় উপনীত হইয়াছ যে, তোমার সন্তানগণ, এই সামান্য অর্থকেই, মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া মনে করে। হায়! একটি মর্ম্মভেদি-কবিতা, মনে পড়িল—

দুঃখের কাহিনী।

আমি সংসারে আসিলাম, কি যে করিলাম, তা ত জানি না,
কেন খাটি খুটি, সারা দিন রাতি, ভেবে তার কূল পাই না।

খাই ত কদন্ন, এত মোর দৈন্য,
তাতে সংসারের চাপে, মরি পরিতাপে,
জীবনের গতি যে কি, তা ত বুঝি না।

কেন যে আসিলাম, কি যে করিলাম, তা ত জানি না,
দুঃখের জীবন, চলিয়া গেল, কিন্তু জ্বালা, তবু গেল না।

গেল ইহকাল, গেল পরকাল, নাহি গোপনের কিছু,
অমিয় আহ্বানে, যেবা কথা কয়, যাই তার পিছু পিছু।

আমি কর্ম্মহীন, ধর্ম্ম কেন মোরে, করিবে রক্ষা?
তাই, কৃপার ভিখারী, যার তার কাছে,
সৌভাগ্যের কণা, করি ভিক্ষা।

আমার অন্ন জোটে, কপালের জোরে,
এ কথাটি কভু বলি না।
বিভু ত দয়াল বটে, তাই যাহা কিছু ঘটে,
শ্রমের বেলায়, পূর্ণ ষোল আনা, লাভের বেলায় মানা।—

মনিবের আঁখি-তারা, যদি দেখি হাসিভরা,
তবে ত সেদিন ভাবি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন,
না থাক্ গৃহেতে অন্ন, কিম্বা তাম্র মুদ্রা,
কিনিবারে দুগ্ধ, শিশু তনয়ের জন্য!

যদি প্রভু হেসে হেসে, কথা বলে, কাছে এসে,
অনাহারে অনিদ্রায়, খাটিবার জন্য,
কি বলিব হায় হায়! খেদে প্রাণ ফেটে যায়,
এ পোড়া জীবনে, তাহাও ত মানি অন্য।
কিন্তু আবার,—
প্রভুর বদনখানি, মেঘাবৃত অনুমানি,
ভাবী বিপদের কত, মনে করি শঙ্কা,
বলে বজ্রনিনাদে, আঁখি লাল করি,
"কাজের বেলায় ঘণ্টা, মাসান্তে কেবল তঙ্কা।"

অভাবের তাপে হায়! মনুষ্যত্ব ম'রে [illegible],
অপরাধী হ'য়ে যেন, থাকি জীবন্মৃত,
যত গর্ব্বিত মানবে, বর্ব্বর ভাবিয়া, দেয় গালি কত শত।

বান্ধব সকলে, অন্য পথে চলে,
কি জানি, তা'দের কাছে, চাহি যদি ভিক্ষা,
পরমেশ! পাঠায়ে আমায় দুঃখের সংসারে,
দে'ছ দয়া ক'রে, বেশ শিক্ষা।

এখন, তুমিই আমার সংসারের সার,
স্বার্থময় জগতের কেহ কিছু নয়,
রাখিও দয়াল, তব শ্রীচরণে,
দীনহীন বলিয়া করিও না ভয়।

কবিতাটি কি মর্ম্মভেদী! কি হৃদয়-বিদারক! বৎসগণ, স্ত্রী-পুত্র লইয়া কতই না কষ্ট ভোগ করে! দৈনন্দিন চাউল, দাইল, তৈল, ও মসল্লা প্রভৃতির অভাব চিন্তায়, প্রতি মুহূর্ত্তেই, তাহাদের মনে অশান্তি বিরাজ করে। অন্নপূর্ণাই অন্নের কাঙ্গাল! তাই আজ, তাহারা মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য, হাহাকার করিয়া দিনযাপন করিতেছে! আহা! কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ, স্ব স্ব কেরাণী-কুলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে, আমার কতই না আনন্দের বিষয় হয়! তাহারা যেমন পরিশ্রমী, তেমনই নিরীহ; তাহাদের প্রতি দৃষ্টিহীনতা ন্যায়-সঙ্গত নহে।

৬। ভেজাল ঘৃত ও ভেজাল দুগ্ধ।

নারায়ণ, দুগ্ধ ও ঘৃতের বিকৃতভাব দর্শন করিয়া, মর্ম্মাহত হইলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আহা! দুগ্ধ ও ঘৃত জীবন-স্বরূপ! বিধাতার সৃষ্ট ভক্ষ-দ্রব্যের মধ্যে, এমন উপকারী ও উপাদেয় সামগ্রী আর নাই! এই কারণেই গাভী, আর্য্যঋষিগণ কর্ত্তৃক উপমাতা নামে অভিহিতা হন! আহা! মায়ের কি অপার দয়া! কি অলৌকিক স্বার্থত্যাগ! মা ভক্ষণ করেন সামান্য তৃণ, কিন্তু বিতরণ করেন অমৃতময় দুগ্ধ। দেব-প্রতিম, সাধ নর-নারীর স্বভাও ঠিক এইরূপ; অন্যের পরিত্যক্ত সামান্য দ্রব্য তাহাদের ভোগ্য; কিন্তু, পৃথিবীর উপকার যাহা করেন তাহা অমূল্য! হায়! এমন অমৃতময় দুগ্ধ ও ঘৃত, পাষণ্ড ব্যবসায়ীদের হস্তে, বিষরূপে পরিণত হয়! কি ভয়ানক কথা! অর্থোপার্জ্জনের কি ঘৃণিত পন্থা! ঘৃতে, বাদাম-তিল ও চর্ব্বি প্রভৃতি আর দুগ্ধে, ময়দা ও বাতাসা মিশ্রিত জল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত হয়! ঘৃত দুর্গন্ধময় হয় এবং দুগ্ধের শুভ্র বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, স্থল বিশেষে এরূপ দুগ্ধকে 'শুভ্র সলিল' বলা যায়। হবিঃ ভিন্ন যজ্ঞ হয় না; কলিকালে, দেবভোগ্য হবির এরূপ দুর্গতি ঘটিবে বলিয়াই, বোধহয়, আর্য্যঋষিগণ বিশেষ যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন নাই। এই সকল চিন্তার পর নারায়ণ, এক জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসীবেশে, এই পাষণ্ড ব্যবসায়ীদের সমাজে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "বৎসগণ, দুগ্ধ ও ঘৃত বিকৃত করিয়া, তোমরা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছ কেন? এই স্বর্গীয় দ্রব্য নষ্ট করিতে কি তোমাদের কিছুমাত্র দুঃখ হয় না? আমি দেখিতেছি, ঘৃণিত চৌর্য্যবৃত্তি তোমাদের ব্যবসায় অধিকতর ঘৃণিত। অতএব বৎস এই অসদুপায় অর্থোপার্জ্জনের অভিলাষ পরিত্যাগ কর। একেবারে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইও না। তোমাদের ন্যায় দেশের

সর্ব্বনাশক আর কেহই নহে। তোমরা দুগ্ধে জল মিশ্রিত কর; বৎসহীন গাভী হইতে অস্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ "ফুকা দিয়া" দুগ্ধ বাহির কর; প্রকৃতপক্ষে ইহা দুগ্ধই নহে, বিষের ন্যায় অপকারী. অধিক লাভের জন্য ঘৃতে বিষাক্ত সর্পের চর্ব্বি মিশ্রিত করিতেও ত্রুটি কর না। বিকৃত দুগ্ধ পান ও বিকৃত ঘৃত ভক্ষণ করিয়া, ভারত সন্তানগণ, দিন দিন অধিকতর রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। দেখ, তোমাদের ন্যায় মহাপাপী আর কে আছে? কৃত্রিমতার প্রয়োজন কি? খাঁটি জিনিষ দাও; উপযুক্ত মূল্য লও। ইহাতে বিক্রয় অল্প হইলেও ভাল। প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী, কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না। এইরূপ ঘৃণিত উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ, উপল খণ্ডের ন্যায় অসার মনে করিও। দুগ্ধ ও ঘৃত প্রাণান্তেও বিকৃত করিও না। এ দুটি স্বর্গীয় জিনিষ, মানব বহু পূণ্য-ফলে লাভ করিয়াছে। যদি আমার বাক্যের অন্যথাচরণ কর, তবে নিশ্চয় জানিও, তোমাদের শরীরের রক্ত মাংসও এইরূপ বিকৃত হইবে এবং তোমরা বন্ধু-বান্ধবের অস্পৃশ্য হইয়া, মনের দুঃখে দিন যাপন করিবে।"

৭। কসাইখানা।

নারায়ণ, "কসাইখানা" পরিদর্শন করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। দেখিলেন, কোথাও গোবধ আর কোথায়ও বা ছাগবধ হয়। টেংরা নামক স্থানে গোবধের জন্য যে কল স্থাপিত আছে, তাহা দর্শন করিয়া, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল! অনন্তর, এই চিন্তাপ্রবাহ তাঁহার মনে উপস্থিত হইল, হায়রে কলিকাল! এই পৈশাচিক কার্য্যকলাপ তোমাতেই সম্ভব! গো মাতৃতুল্য। গোবধ আর মাতৃবধ একই কথা। এই কি মায়ের অমৃতময় দুগ্ধদানের ফল! কিম্বা প্রখর সূর্য্যকিরণে বৃষ ও বলদের ভূমিকর্ষণের পরিনাম! প্রতিদিন যে কত সহস্র গোবধ হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। গোজাতির অভাবে ভূমি উপযুক্ত পরিমাণে কর্ষিত হয় না এবং ভারতসন্তানগণও উদর-পূর্ণ করিয়া, দুগ্ধ-পান করিতে পায় না; কাজেই দুর্ভিক্ষ এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য সর্ব্বত্র বিরাজমান। মাতৃবধ আর জন্মভূমির সর্ব্বনাশ সাধনই, যাহাদের জীবনের ব্রত, তাহারাই কলির উপযুক্ত সন্তান। পক্ষান্তরে আবার ভারতভূমি, নিরীহ ছাগাদি পশুবধের মহাপাপে দিনদিনই ভারাক্রান্ত হইতেছেন। "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ" এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ আর গৃহীত হয় না। এখন কেবল মাংসলোলুপতাই, ছাগাদি পশুবধের একমাত্র কারণ বলিয়া অনুমিত হয়! অধিকাংশ মানবই

পশুভাবাপন্ন, কাজেই আমিষ-ভক্ষণে একান্ত অভিলাষী। অধিকাংশ মানবেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান, কি ভাল মন্দ বিচার নাই, কেবল উদরপূর্তিসাধনই একমাত্র লক্ষ্য। আমার প্রিয় মাড়োয়ারীগণ ধন্য; পশুক্লেশ নিবারণের জন্য তাহারা অকাতরে অর্থব্যয় করে; রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য অশ্ব ও গবাদি রক্ষার জন্য তাহারা "পিঞ্জিরা পুল" নামে যে পশুশালা স্থাপন করিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই বাক্যের অর্থ তাহারা বেশ বুঝিয়াছে, পক্ষান্তরে, তাহারা মাংসাশী মানব হইতে অধিকতর সুস্থ পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল চিন্তার পর নারায়ণ, এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীবেশ ধারণপূর্ব্বক, এক ছাগমাংস বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইলেন। কসাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, ক'সের মাংস দরকার? সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, বৎস! আমি মাংস চাহি না; তোমাকে কয়েকটা কথা বলিতে আসিয়াছি।

কসাই। আচ্ছা বলুন।

সন্ন্যাসী। কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছ কেন? প্রকৃত কথা বলিও।

কসাই। লোকদিগকে ভুলাইবার জন্য।

সন্ন্যাসী। কীরূপে ভুলাও?

কসাই। অনেক লোক মায়ের প্রসাদ খাইতে চাহেন, সেই জন্য।

সন্ন্যাসী। এই কসাইকালীর নিকট ছাগবলী দিলেই কি মায়ের প্রসাদ হয়?

কসাই। আজ্ঞে, কিছুই নয়, লোকের ভ্রম; এটি ব্যবসায়ের একটি কৌশলমাত্র।

সন্ন্যাসী। সকলকেই কি সদ্যমাংস বিক্রয় কর?

কসাই। ঠাকুর, আপনি খাবেন না, কাহাকে বলিবেনও না, তিন চারি দিবসের বাসি মাংসও, সদ্যহত ছাগরক্ত মিশ্রণে টাটকা মাংস রূপে বিক্রয় করিয়া থাকি।

সন্ন্যাসী। তুমি এ পর্য্যন্ত কতটি ছাগ হত্যা করিয়াছ?

কসাই। দশ হাজারের ন্যূন নহে।

স। দশ হাজার! সর্ব্বনাশ! অর্থের জন্য এরূপ ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছ কেন?

ক। ঠাকুর, পেটের দায়ে, সবই করিতে হয়।

স। না, তাহা নহে; ভিক্ষা করাও অধিকতর শ্রেয়ঃ!

এই মহাপাপের কার্য্য, আর করিও না। রত্নাকর দস্যুর নাম শুনিয়াছ কি?

ক। আজ্ঞে হাঁ, শুনিয়াছি।

স। সে কিরূপ লোক ছিল?

ক। সে মহাপাপী ছিল।

স। আর, তুমিও ত, তাহারই তুল্য মহাপাপী। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কেহই তোমার পাপের ভাগী হইবে না। তুমি আপন কর্ম্মফল, আপনিই ভোগ করিবে।

একটি শ্লোক আছে,

রাজপুত্র চিরঞ্জীব মা জীব মুনিপুত্রক!

জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর।

অর্থাৎ হে রাজপুত্র! তুমি চিরকাল বাঁচিয়া থাক; কারণ, তুমি যত দিন, এই পৃথিবীতে থাকিবে, তত দিনই তোমার সুখ; মরিলে, নরকে তোমার স্থান হইবে। হে মুনিপুত্র! তুমি, এখনই মর; কারণ, তোমার যত কষ্ট, ইহলোকে; পরলোকে, তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। হে সাধু! তোমার পক্ষে, বাঁচা ও মরা, উভয়ই তুল্য; কারণ, তোমার ইহকালে যেমন সুখ, পরকালেও, তেমনই সুখ। হে ব্যাধ! তুমি, বাঁচিয়াও থাকিও না, অথবা তোমার মৃত্যুও যেন না হয়; কারণ, তোমার ইহকালে যেমন কষ্ট, পরকালেও তেমনই কষ্ট। বৎস! তোমার দশা ঠিক এইরূপ; তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই গেল। অতএব বৎস, এই ঘৃণিত পন্থা, অদ্যই পরিত্যাগ কর। তাহা না হইলে, তুমি অনন্ত নরকে বাস করিবে এবং তোমার মাংসও অন্য প্রাণীর ভক্ষ্য হইবে।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, কসাইর মনে আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইল এবং সে, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য উপায়ান্তর গ্রহণ করিবে, এই চিন্তা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীরূপী নারায়ণও, এই সময়, অদৃশ্য হইলেন।

৮। কালীঘাটে কালীমাতা।

নারায়ণ, কালীঘাটে বাবা নকুলেশ্বর ও কালীমাতা দর্শনে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। বহু যাত্রী, বহু সেবক, বহু পুরোহিত, বহু দোকানদার ও ভিক্ষুক, তাঁহার নয়ন-গোচর হইল; কিন্তু হায়! আন্তরিক ব্যাকুলতা, অতি অল্প লোকেই অনুভব করিলেন। বহু দুশ্চরিত্র নর-নারীও, তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল! অনন্তর এই চিন্তা-স্রোত, তাঁহার মনে উদিত হইল, "হায়! কেবল অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন, উদরের পূর্ত্তি-সাধন, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার, অধিকাংশ লোকেরই মূলমন্ত্র! দেবালয়ের সেবক হইতে সামান্য দোকানদার পর্য্যন্ত,

সকলে এই মন্ত্রের উপাসক। যাত্রীগণ কর্ত্তৃক দেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত মিষ্টান্নের সিকি অংশও, প্রসাদরূপে তাহাদের নিকট প্রত্যর্পিত হয় না। দোকানদারগণ, দুই পয়সার দ্রব্য দ্বারা আট পয়সা গ্রহণ করে। ভিক্ষুকের দল, কলে, বলে, ছলে, অনুনয়ে, বিনয়ে, অর্থ-আদায় করিবার জন্যই ব্যস্ত! কেবল অর্থ! কেবল অর্থ! অর্থ ভিন্ন, পরমার্থের দিকে, অতি অল্প লোকেরই লক্ষ্য। যাত্রীগণও হুজুগে মত্ত; প্রকৃত মাতৃভক্ত যাত্রী অতি বিরল! দেবালয়ের সেবকগণেরও, ভক্তি অপেক্ষা, অর্থ-লোভই প্রবল। ভারত-ভূমি! আবার শুক, বেদব্যাস, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের ন্যায় পুত্রগণকে প্রসব কর না কেন মা! আবার ভক্ত ও কর্ম্মী পুত্রগণ তোমার ক্রোড়দেশে বিরাজ করুক; মা! তুমি সুখী হও, আমারও সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হউক।"

৯। বিদ্যালয়।

নারায়ণ, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষার যাবতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া, সাতিশয় আনন্দ-লাভ করিলেন। অনন্তর, এই চিন্তা-প্রবাহ, তাঁহার মনে উদিত হইল,---আহা! শিক্ষার বন্দোবস্ত কি সুন্দর! কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্প ছাত্রই ইহার মর্ম্ম-গ্রহণে সমর্থ! চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনই শিক্ষার মুখ্য বিষয়, আর, অর্থোপার্জ্জন, গৌণ বিষয় বলিয়া, পরিগণিত। ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীন ধর্ম্ম, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ ও শিল্প-বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই অধঃপতিত দেশে, অর্থকরী বিদ্যা, আর লুপ্ত অথবা সুপ্ত ধর্ম্মভাব জাগরণ, উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

রাজ-প্রাসাদে, নগরেনগরে, পল্লীতেপল্লীতে, বালক-বালিকার শিক্ষার জন্য, বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; ইহা মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু ভারতীয় নব্য নর নারী, মনুষ্যত্বের হিসাবে, কেন যে পশ্চাৎ নিপতিত, ইহা আমার বুদ্ধির অতীত! বিদ্যালয়, অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র প্রস্তুত করে, কিন্তু প্রকৃত "মানুষ" সৃষ্টি করে না কেন!

ভারতীয় বিদ্যালয়, প্রায়ই শিক্ষিত-প্রবঞ্চক, অহঙ্কারী, ব্যভিচারী, স্বার্থপর, ভক্তি-প্রীতি-সত্য ও সরলতা শূন্য, অপদার্থ জীব সৃষ্টি করে, কিন্তু স্বার্থত্যাগী, উদার-হৃদয়, সংযত ও দেব-স্বভাব মানব সৃষ্টি করে না কেন! এবম্বিধ চিন্তায় নারায়ণ নিতান্ত পরিতপ্ত হইলেন এবং ভারত-বাসীর আত্মার অধঃপতন চিন্তা করিতে করিতে, স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন।

১০। ছাত্রাবাস।

নারায়ণ, ছাত্রাবাস সমূহ অলক্ষ্য ভাবে পরিদর্শন করিলেন। বালক, যুবক ও প্রৌঢ়, সর্ব্বপ্রকার ছাত্রই, তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল; দেখিলেন, অনেক ছাত্র অমনোযোগী ও অধর্ম্ম-পরায়ণ; কেহ বা বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি; কেহ বা ধীর-স্থির ও অভিনিবেশ-সম্পন্ন; কেহ বা ঈশ্বরে ও দেব-দ্বিজে ভক্তিমান; ইহা দর্শন করিয়া, তিনি কোমল-মতি ছাত্রগণকে কতিপয় উপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন। এই অভিপ্রায় তিনি, এক জ্যোতির্ম্ময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে ছাত্রাবাস সমূহে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎসগণ! আমি তোমাদের ঠাকুরদাদা অপেক্ষাও বড়; আমার অভিজ্ঞতাও খুব বেশি। আমি তোমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে আসিয়াছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। বৎসগণ! তোমরা দেশের গৌরব; সমাজের আশাস্থল; ভারত-মাতার বড়ই দুর্দ্দিন! অধর্ম্ম, অভাব ও অশান্তি এবং মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও ব্যভিচারের প্লাবনে দেশ ডুবিয়া গেল! দেশের এই সকল আবর্জ্জনাজাল দূর করিতে, কেবল তোমরাই সক্ষম, অন্য কেহই নহে! তোমরা আর্য্যঋষির সন্তান, তাঁহাদের ভক্তি, প্রীতি ও সরলতা চিরপ্রসিদ্ধ; তাহাদের প্রদর্শিত পথের অনুবর্ত্তী হইও। রাজা, দেবতা, সাধারণ মনুষ্য নহেন; অতএব রাজাধিরাজ ইংরাজের প্রতি অটল ভক্তি রাখিও। কেবল আক্ষরিক বিদ্যাশিক্ষা করিও না, ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। ব্রহ্ম-বিদ্যা না থাকিলে বি.এ., এম.এ. পাশের প্রশংসাপত্র সকলও কেবল অর্থোপার্জ্জনের সহায় বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হয়; এক দিনের জন্যও পিতামাতার মনে, অশান্তি আনয়ন করিও না; তোমরা তাহাদের বহু যত্ন ও সাধনালব্ধ ধন। তোমাদের মুখচন্দ্র দর্শনে, তাহারা, পৃথিবীর দুঃখরাশি অম্লানবদনে সহ্য করেন। আর একটি কথা বলিতেছি, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিও; চরিত্র যেন কখনও কলুষিত না হয় এবং সর্ব্বদাই যেন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকে; সংসারে চলিতে, এমন মূল্যবান জিনিষ, আর কিছুই নাই। কখনও হুজুগে মাতিও না, আপন আপন অবস্থানুসারে চলিও। তোমরা, পিতা অথবা ভ্রাতার বহু শ্রমার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতেছ, তাহা যেন সার্থক হয়। তোমাদের মধ্যে অনেকেই গরীবের ছেলে, এ ভাবটি যেন মনে থাকে। যদি আমার কথানুসারে কার্য্য কর, তবে দেবতারা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং ভগবানও উদ্দেশ্যসাধনের সহায় হইবেন। তোমরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেও,

তোমাদের এইরূপ শান্তমূর্ত্তি, সহানুভূতি ও পরার্থপরতা যেন অক্ষুন্ন থাকে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সংসার সুখময় হউক, তোমরা মায়ের সুসন্তান হও। অনন্তর, ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণ স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। উক্ত অমূল্য উপদেশানুসারে সকলেই কার্য্য করিবে, এরূপ ভাবিতে ভাবিতে, ছাত্রগণও স্বস্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

১১। বিলাসিনী বধূ

সেন মহাশয়দের ভবনে এক বিলাসিনী বধূ আছে। নাম শোভা। শোভা, তাহার নামের সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছে। তাহার হাতে বালা ও অনন্ত, গলে হার এবং কর্ণে মাক্‌ড়ী সর্ব্বদা বিরাজ করিত। ৫ খানা দেশী সাড়ী, ১০ খানা নিত্য পরিধানের কাপড়, ২ খানা পার্শী সাড়ী, ৫টা সেমিজ, ২ বাকস সাবান, ৬ শিশি ফুলেল তৈল, ৬ শিশি এসেন্স, উৎকৃষ্ট চিরুণী ৫খানা, আয়না ছোট বড় ৪ খানা, শ্লিপার ২ জোড়া ও ৩ শিশি তরল আল্‌তা, নিত্য গৃহে না থাকিলে তাহার নিদ্রা আসিত না।
শোভার বয়স আঠার বৎসর; স্বামী রমেশচন্দ্র, এক সদাগর আফিসের কেরাণী; মাসিক একশত টাকা মাহিয়ানা পায়। সংসারে, বৃদ্ধা মাতা, আর বিধবা ভগিনী ভিন্ন অন্য লোক নাই। নারায়ণ, শোভার চরিত্র দর্শনের জন্য, এক দিবস প্রাতঃকালে এ গৃহে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, শোভা বেলা আট ঘটিকার সময়, নিদ্রা হইতে উঠিল, দাঁত মাজিল; মুখ ধুইল; আয়না দিয়া মুখ দেখিল; এক ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া, মাথায় সুগন্ধি তৈল দিল এবং চুল আঁচড়াইল; তৎপর স্নান করিতে গেল; সাবান দিয়া শরীর মাজিতে লাগিল; একখানা সাবানের অর্দ্ধাংশ ক্ষয় করিল; স্নানের পর, সেমিজ ও ফরাসডাঙ্গার সাড়ী পরিল; আবার চুল আঁচড়াইল ও আয়নায় মুখ দেখিল; মুখে ও কাপড়ে কিছু এসেন্স দিল; অতঃপর শয়ন করিয়া, বিস্কুট খাইতে খাইতে "বিদ্যা-সুন্দর" পড়িতে লাগিল।
এদিকে রমেশের মাতা ও বিধবা ভগিনী, কমলা, নিদ্রা হইতে উঠিয়া, গোবর ছড়া দিলেন, ঘর নিকাইলেন এবং রন্ধন করিতে গেলেন। কমলা, বাল-বিধবা বলিয়া, বৃদ্ধা স্বাধীনভাবে তাহাকে কাজ করিতে দিতেন না, সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে থাকিতেন।

রন্ধন-গৃহের দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেই, শোভার মাথা ধরে, অসুখ হয়; দৈবাৎ কখনও রন্ধন-কার্য্য করিতে গেলে, তাহার কষ্টের সীমা থাকে না; শরীর মার্জ্জনায় একখানা সাবান ক্ষয় হয়। এইজন্য, রমেশ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে— মা ও ভগিনীই যাবতীয় কার্য্য করিবেন; তাঁহাদের অভাবে, ঝি ও পাচিকা, সেই স্থান পূর্ণ করিবে।

রমেশ বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল; ১০ টার সময় গৃহে ফিরিল; তাড়াতাড়ি স্নান করিল; তৎপর মসূরের দাইল ও আলুসিদ্ধ সহ সরু চাউলের অন্ন ভক্ষণ করিয়া, আফিসে যাত্রা করিল। প্রতিমাসে মাহিয়ানা পাওয়া মাত্রই, রমেশকে গৃহিণীর হস্তে পঞ্চাশটি টাকা অর্পণ করিতে হয়; অবশিষ্ট পঞ্চাশ টাকা দ্বারা তাহাকে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। দীর্ঘকাল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহার শরীর দিন দিন শ্রীহীন হইতেছে।

রমেশ আফিসে যাওয়ার পর, বৃদ্ধা আসিয়া বলিলেন, "বউ মা! এক্ষণে উঠ, রান্না প্রস্তুত হইয়াছে।" বধূ উত্তর করিল, "আমার বড্ড মাথা ধরেছে; দিদিকে বল এখানে ভাত ঢেকে রাখে।" তাঁহারা তাহাই করিলেন, পরে স্নান করিতে গেলেন।

কিয়ৎকাল পর বধূ উঠিল; আহার করিল এবং থালা-বাটী কলতলায় রাখিয়া, মুখ-ধৌত করিতে লাগিল। অনন্তর শয়ন-গৃহে গমন পূর্ব্বক, পান চিবাইতে চিবাইতে, বধূ আয়নায় মুখ দেখিতে লাগিল। এই সময় নারায়ণ, এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর বেশে, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,— "বউ মা! কয়েকটি কথা বলিতে আসিয়াছি; শুনিবে কি? তোমার স্বভাব দর্শনে, যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। মা! তুমি, সংসারেব কোন কাজকর্ম্ম কর না, কেবল বেশ-বিন্যাসেই ব্যস্ত। তুমি গৃহস্থের বধূ, গৃহের লক্ষ্মী; তোমার এরূপ ভাব শোভা পায় কি? বিলাস-ভোগের জন্য, প্রতিমাসে রমেশের মাহিয়নার অর্দ্ধাংশ গ্রহণ কর; মা, ইহাতে তাহার বড় কষ্ট হয়; তোমার নিজের জন্য পাঁচ টাকা মাত্র রাখিয়া, অবশিষ্ট টাকা সংসারের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিতে দিও। রমেশ দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে, কিন্তু কোন পুষ্টিকর খাদ্য তাহার ভাগ্যে ঘটে না; ইহাতে তোমার দুঃখ-বোধ হয় না কি? এরূপ ভাবে থাকিলে সে কতদিন বাঁচিবে? তোমার শাশুড়ীর বয়স, প্রায় সত্তর বৎসর,—কমলা, বাল-বিধবা; তাঁহারা ঝি ও পাচিকার ন্যায় কার্য্য করেন। ইহাতে তুমি মহাপাপ সঞ্চয় করিতেছ। মা! এক্ষণে তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দাও। জীবন

কর্ম্মময়; কর্ম্ম না করিলে, আর জীবনের মূল্য কি? খাওয়া, পরা, পান-সাজা, আর বেশ-বিন্যাস ভিন্ন, তুমি কি কার্য্য কর বল? আলমারী ভরা ফুলেল তৈল, আর পোষাক-পরিচ্ছদের কি দরকার? শরীরের সৌষ্ঠব-সাধনাপেক্ষা, আত্মার সৌন্দর্য্য-বিধানে, অধিকতর যত্ন করিতে হয়। আত্মা—পাখী; আর শরীর—পিঞ্জর। এ দু'য়ের মধ্যে কোনটি বেশী ভাল হওয়া দরকার, বল দেখি? পাখীটি, কি পিঞ্জরটি?"

সন্ন্যাসিনীর কথা শ্রবণ করিয়া, শোভা উত্তর করিল, "মা! আমাকে এরূপ সদুপদেশ কেহ কখনও প্রদান করে নাই। বাস্তবিক, আমি নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিতেছি; আগামী কল্য হইতে আপনার উপদেশ মতই কার্য্য করিব। মাকে, দিদিকে আর গৃহস্থালির কাজ করিতে দিব না; আমি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, নিজ হস্তেই সব কাজ করিব। সুগন্ধি তৈলাদির জন্য আর এত টাকা ব্যয় করিব না। স্বামীর সুখ-দুঃখ বুঝিয়া চলিব। নারায়ণের নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করিব।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "মা! তোমার কথা শ্রবণ করিয়া আমি যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না; কথার অনুরূপ কার্য্য দেখিয়া, অধিকতর সুখী হইব।"

অনন্তর বধূ সন্ন্যাসিনীর পদধূলি লইল। তিনিও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন।

১২। রাজভক্তি।

নারায়ণ, ভারত-সন্তানগণের রাজভক্তি দর্শনে, পরমানন্দ লাভ করিলেন। ভারতের এ দুর্দ্দিনে, ইংরাজ রাজের প্রতি তাহাদের অটল ভক্তিই, বিপন্মুক্তির একমাত্র উপায়। এই ভক্তিভাব যাহাতে ভারতীয় নর-নারী হৃদয়ে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে, এই অভিপ্রায়ে, তিনি এক সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণপূর্ব্বক, কতিপয় ভারত-সন্তানকে আহ্বান করিয়া, নিম্নলিখিত নীতি-শাস্ত্রোক্ত উপদেশগুলি বলিতে লাগিলেন—বৎসগণ, মনু বলিয়াছেন;—

অরাজকেহি লোকেস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজান মসৃজৎ প্রভুঃ।।

জগৎ অবাজক হইলে, বলবানের ভয়ে সকলেই ব্যাকুল হইবে, এই নিমিত্ত,

সমুদয় চরাচর রক্ষার জন্য, প্রজাপতি রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইন্দ্রানিল-যমার্কাণা মগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্র-বিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ।।

ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এই অষ্ট দিকপালের সারভূত অংশ গ্রহণ-পূর্ব্বক, প্রজাপতি রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন!

যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা।।

রাজা, দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রাদির অংশ হইতে সৃষ্ট, এই হেতু, স্বীয় প্রভাব দ্বারা সকল প্রাণীকে অভিভূত করিতে পারেন।

সোহগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ সধর্ম্মরাট্।
সকুবেরঃ সবরুণঃ স সহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ।।

প্রতাপে রাজা, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের সমান।

বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতাহ্যেষা নর-রূপেন তিষ্ঠতি।।

বালক হইলেও, রাজাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানে, অবজ্ঞা করিবে না, কারণ, রাজা বস্তুতঃ মনুষ্য নহেন; মনুষ্যরূপে বিদ্যমান প্রধান দেবতা বিশেষ।

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন :—

জঙ্গমস্থাবরাণাঞ্চ হীশঃ স্বতপসা ভবেৎ।
ভাগভাগ্রক্ষণে দক্ষো যথেন্দ্রো নৃপতি স্তথা।।

ইন্দ্র, যে প্রকার স্বীয় তপোবলে, স্থাবর জঙ্গমের অধিপতি হইয়া, ‘‘ভাগভাক্’’ হন, রাজ্য-পালন-নিপুণ নৃপতিও, সেই প্রকার, ‘‘ভাগভাক্’’ অর্থাৎ কর-গ্রাহী হইয়া থাকেন।

বায়ুর্গন্ধস্য সদসৎ-কর্ম্মণঃ প্রেরকো নৃপঃ।
কর্ম্মপ্রবর্ত্তকোহধর্ম্মনাশক স্তমসো রবিঃ।।

বায়ু যেরূপ গন্ধের প্রেরক, নৃপও সেইরূপ সদসৎ কর্ম্মের প্রেরক; রবি, যেমন অন্ধকার দূর করিয়া, আলোকের প্রবর্ত্তক হন, রাজাও, তেমনই অধর্ম্ম নাশ পূর্ব্বক, ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন।

দুষ্কর্ম্ম-দণ্ডকো রাজা যমঃস্যাদ্ দণ্ডকৃদ্ যমঃ।
অগ্নিঃ শুচিস্তথা রাজা রক্ষার্থং সর্ব্বভাগভুক্।।

যম, যেরূপ দণ্ড-বিধান কর্ত্তা, রাজাও, সেইরূপ পাপিগণের দণ্ড-বিধান-কর্ত্তা।

অগ্নি, যেরূপ পবিত্র বলিয়া, দেবগণের ভাগভুক্, রাজাও সেইরূপ সমস্ত প্রজার রক্ষার জন্য, "ভাগভুক" অর্থাৎ স্বীয় প্রাপ্যাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পুষ্যত্যপাংরসৈঃ সর্ব্বং বরুণঃ স্বধনৈ নৃপঃ।

করৈশ্চন্দ্রোহ্লাদয়তি রাজা স্বগুণ-কর্ম্মভিঃ।।

বরুণ, যেমন জলীয় রস দ্বারা সমস্ত জগতের পুষ্টি-বিধান করেন, রাজাও তেমনই স্বকীয় ধন দ্বারা প্রজাগণকে পোষণ করিয়া থাকেন। চন্দ্র, যেরূপ স্বীয় সুস্নিগ্ধ কিরণ দ্বারা সমস্ত লোককে আহ্লাদিত করেন, রাজাও, সেইরূপ স্বীয় দয়া, দাক্ষিণ্যাদি গুণ ও পূর্ত্ত-কার্য্যাদিরূপ কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত প্রজার মনোরঞ্জন করেন।

কোশানাং রক্ষণে দক্ষঃ স্যান্নিধীনা ধনাধিপঃ।

চন্দ্রো যথা বিনা সর্ব্বৈ রংশৈ নো ভাতি ভুপতিঃ।।

কুবের যেমন রত্ন-সমূহের রক্ষণ-পটু, রাজাও তেমনই কোশ বা ধন সমূহের রক্ষণ পটু; চন্দ্র যেমন সর্ব্বাংশ ব্যতীত শোভা পান না, রাজাও তেমনই বিপুল-কোশ না হইলে শোভা পান না। শুক্রাচার্য্য আরও বলেন—

পিতা মাতা গুরু ভ্রাতা বন্ধু র্বৈ শ্রবণো যমঃ।

নিত্যং সপ্তগুণৈ রেষাং যুক্তো রাজা ন চান্যথা।।

রাজাতে, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, গুরুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ধন-পতিত্ব, রত্ন, এই সপ্তগুণ বিদ্যমান আছে। এই সপ্ত গুণ বিশিষ্ট না হইলে, রাজা কখনও প্রজা-বঞ্জক হইতে পারেন না।

গুণ-সাধনসংদক্ষঃ স্বপ্রজায়াঃ পিতা যথা।

ক্ষময়ত্যপরাধাণাং মাতা পুষ্টি-বিধায়িনী।।

পিতা, যে প্রকার নিজ সন্তানের গুণোপার্জ্জনে তৎপর, রাজাও সেইপ্রকার নিজ প্রজার গুণোপার্জ্জনে তৎপব। মাতা যেরূপ পুষ্টি-বিধায়িনী ও অপরাধ-সমূহের ক্ষময়িত্রী, রাজাও, সেইরূপ প্রজাবর্গের পোষক ও ক্ষমাশীল।

হিতোপদেষ্টা শিষ্যস্য সুবিদ্যাধ্যাপকো গুরুঃ।

স্বভাগোদ্ধারকৃদ্ ভ্রাতা, যথা-শাস্ত্রং পিতৃর্ধনাৎ।।

আচার্য্য যেরূপ শিষ্যকে সুবিদ্যাধ্যাপন ও হিতোপদেশ দান করেন, রাজাও সেইরূপ প্রজার বিদ্যাদাতা হিতোপদেষ্টা। ভ্রাতা যেরূপ, পিতার ধন হইতে নিজ ভাগ গ্রহণ করেন, রাজাও সেইরূপ, প্রজাবর্গের নিকট হইতে, স্বভাগ উদ্ধার করেন।

আত্ম স্ত্রীধন গুহ্যাণাং গোপ্তা বন্ধু স্ত মিত্রবৎ।

ধনদস্তু কুবেরঃ স্যাদ্ যমঃ স্যাচ্চ সুদণ্ডকৃৎ।।
রাজা মিত্রের ন্যায় আত্মা, স্ত্রী, ধনের ও গুহ্যবিষয় সমূহের রক্ষাকর্ত্তা; অতএব, রাজা বন্ধু। রাজা ধনদ; সুতরাং তিনি কুবের সদৃশ; রাজা, ন্যায়তঃ দণ্ডবিধান করেন, সুতরাং তিনি যম সদৃশ।
বৎসগণ, তোমাদের ইংরাজরাজাধিরাজে পূর্ব্বোক্ত পিতৃত্বাদি গুণ সমূহ বিদ্যমান আছে। অতএব, প্রকৃত অভ্যুদয়শালী এবম্বিধ ·গুণ বিশিষ্ট ইংরাজ রাজের প্রতি, সর্ব্বদা অটল ভক্তি রাখিও। যে ব্যক্তি, ঈযদ প্রজা-বৎসল রাজার অনিষ্টাকাঙক্ষা করে, সে নিশ্চয়ই জীবনে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া, পরলোকে নরকে পতিত হইবে। অতএব, বৎসগণ, রাজাকে সর্ব্বদা ভক্তি করিও, ইহাই তোমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপদেশ," এই সকল কথা বলিয়া, সন্ন্যাসি-বেশধারী নারায়ণ স্থানান্তরে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আত্ম-হত্যা।

রামরাম ঘোষ একজন সম্পন্ন লোক; তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার শুভ বিবাহ, তিনি মহাসমারোহে সম্পন্ন করিবেন, স্থির করিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শৈলবালাকে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। শৈলের শাশুড়ী পীড়িতা, এজন্য তাহার আসা হইল না। ইহাতে শৈলবালার দুঃখের সীমা রহিল না। সে দিবা-রাত্রি কাঁদিতে লাগিল, স্বামী কত প্রবোধ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার অশ্রুবর্ষণ ক্ষান্ত হইল না; সে আত্মহত্যা করিয়া শান্তি লাভ করিবে, এ ভাবনা তাহার মনে প্রবল হইল। এক দিন সন্ধ্যার পর, সে গলায় ফাঁসি দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়, নারায়ণ, এক বৃদ্ধা-স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া, ব্যজন করিতে করিতে, মৃদুভাবে বলিতে লাগিলেন, "ছি ছি! মা! একি! তুমি আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছ! তুমি গৃহের লক্ষ্মী, তোমার এই পাপ-বুদ্ধি কেন হইল! ক্ষান্ত হও মা! ব্রহ্মহত্যা কিম্বা স্ত্রী-হত্যায় যে পাপ, আত্মহত্যায় ততোধিক পাপ! তুমি শান্তিলাভের জন্য, জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, কিন্তু ইহাতে তোমার অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে।

মৃত্যুর পর, তোমার আত্মা, উন্মত্তের ন্যায়, ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইবে, কোন স্থানেই শান্তি পাইবে না। মা! তুমি অবোধ বালিকা, এরূপ কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হইও না। তুমি তোমার স্বামীকে ত সাতিশয় ভালবাস ও ভক্তি কর এবং তিনিও তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। মা! এই কি ভালবাসার পরিণাম! তুমি এইভাবে জীবন ত্যাগ করিলে, তোমার দুর্ভাগ্য স্বামী কিরূপ শোকাকুল হইবেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আর তোমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীও স্নেহময়ী, তোমাকে যাহা বলেন, সকলই তোমার মঙ্গলের জন্য; তিনিও যে কিরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন, তাহা তুমি বুঝিতে পার কি? শাশুড়ী-সেবায় পরম ধর্ম্ম। সুবালার বিবাহের আমোদ, ক্ষণিক ও তুচ্ছ; বুদ্ধি এত হালকা কেন মা! আমোদ-প্রমোদ উপভোগের যথেষ্ট সময় আছে; তাহা ঘটিবে না বলিয়াই কি জীবন-বিসর্জ্জন করিতে হয়! মা! এমন পাপকার্য্য করিতে কখনও বাসনা করিও না। মা! তুমি তোমার মাতা-পিতার বড়ই আদরের মেয়ে; তোমার আত্মহত্যার সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহারাও যে জীবন-বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবেন, এ ভাবটি, তোমার মনে স্থান পায় কি? এ সংসারে, যে যতদূর সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল, সে ততদূর সুখী। অতএব মা, মনের বল বৃদ্ধি কর এবং মর্ম্মপীড়া ভুলিয়া যাও। কোনও কারণে মনঃপীড়া উপস্থিত হইলে, তাহা ভগবানে সমর্পণ কর; দেখিবে, সেই শান্তি-দাতা, তোমার মনে, অবিলম্বে শান্তি আনয়ন করিবেন। বৃদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া, বধূ উত্তর করিল, "মা! আপনি কে? মানবী, না দেবী? এমন দয়াময়ী মা ত কখনও দেখিনি! মা! আপনি আমাকে জীবন-দান করিলেন, আপনি মহাপাপিনী; মনের দুঃখে, ইহকাল ও পরকালের সুখ-শান্তি নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম! মা! আমার মনে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আপনার কথায়, তাহা নির্ব্বাপিত হইল।

বৃদ্ধা। মা! এখন সুস্থ হইয়াছ এবং আপন দোষ বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাই আহ্লাদের বিষয়।

বধূ। মা! আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন; চিরকাল আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

বৃদ্ধা। মা! তোমাদের অভিমান বড় বেশী, এরূপ ভাব ভাল নয়। স্বামীরত্ন ও সংসারের মায়া ভুলিয়া, যে রমণী এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে, স্ত্রী-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার যোগ্যা। মা! স্ত্রী-জাতি বিশেষ গৌরবান্বিতা; তাঁহারাই শক্তি, তাঁহারাই ভক্তি; তাঁহারাই লক্ষ্মী, তাঁহারাই সরস্বতী। স্ত্রী-

জাতিই, সংসারের শোভা, নন্দন-কাননের পরম রমণীয় সুগন্ধি কুসুম! এই বিশ্ব-উদ্যানের কনক-লতা। এমন স্ত্রীকুল, কলুষিত করিও না, আপন জাতির গৌরব রক্ষা করিও। মা! প্রতিদিন, শ্রীকৃষ্ণের শতনাম, বিষ্ণুস্তব ও রাধিকা-স্তব পাঠ করিও; নবগ্রহের স্তব, আর সূর্য্যের স্তবও পাঠ করিবে। এই সকল স্তবপাঠে যে কি আশ্চর্য্য ফল-লাভ হয়, তাহা কতিপয় দিবস পরে বুঝিতে পারিবে। মনটি আবর্জ্জনায় পূর্ণ করিও না। সরল, সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হও। "ভগবন্! অপরাধ মার্জ্জনা কর", সর্ব্বদা এইরূপ প্রার্থনা করিও। মা! আমি চলিলাম; আশীর্ব্বাদ করি, গৌরীর ন্যায় স্বামি-সোহাগিনী, সুখময়ী ও শান্তিময়ী হও।

বধূ, বৃদ্ধার পদধূলি লইতে লইতে বলিল, "মা! আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন; আপনার ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিব না; দয়া করিয়া, সময় সময় দেখা দিবেন, এ পাপীয়সীর কথা, লোক সমাজে প্রকাশ করিবেন না।"

"না, মা! কাহারও নিকট বলিব না, তুমি গৃহ-আলোকরা ধন; স্বামী-গৃহ আলোকিত কর," এই বলিয়া বৃদ্ধা স্থানান্তরে গমন করিলেন। বধূ, তাহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু, তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর, নারায়ণ, অলক্ষ্যভাবে বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তিনি অন্ধ, তাঁহার স্ত্রীও বৃদ্ধা; তাঁহার পুত্র দুটি, গোপাল ও ভূপাল; উভয়েই সুবোধ ও সুশীল; বি.এ. ক্লাসে পড়িত; কনিষ্ঠ ভূপাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত পাস করিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, গোপাল অকৃতকার্য্য হওয়ায় দুঃখ ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইল; তাহার নিকট জীবন অসার ও দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে, সে অহিফেন-সেবনে প্রাণ-নাশ করিবে, এরূপ সঙ্কল্প করিল।

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, সে জীবন-নাশের চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় নারায়ণ, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, ব্যজন করিতে করিতে তাহাকে বলিলেন, "বৎস গোপাল! এ কি? তুমি না একজন ধর্ম্মপরায়ণ ছাত্র! তোমার এরূপ পাপবুদ্ধি কেন! আত্মহত্যা যে মহাপাপ, তাহা কি তুমি জান না! ছিছি! এরূপ দুর্বলতা কেন! জীবনে কত পরীক্ষা দিবে! জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবল পরীক্ষা! এই সামান্য পরীক্ষায় অপারগ হইয়াছ বলিয়া, এত দুঃখিত! কিন্তু দেখ, আমরা জীবন ভরিয়া কত যে পরীক্ষা দিলাম, তাহার সংখ্যা নাই! কিন্তু, অধিকাংশ পরীক্ষাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, তথাপি, কখনও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হই নাই, আশায় বুক বাঁধিয়া, কার্য্য

করিয়া আসিতেছি। বৎস। স্থির হও, উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে, আবার পড়িতে আরম্ভ কর; অবশ্যই তোমার শ্রম সফল হইবে। বৎস! জীবনটি সুখ-দুঃখের ক্রীড়া-ভূমি; জীবনে কখনও সূর্য্যালোক দর্শনে আনন্দ লাভ করিবে, আবার কখনও অমানিশার ঘোরান্ধকারে দিশাহারা হইবে; কখনও "হাতী" আবার কখনও "মশার" ন্যায় জীবন-যাপন করিবে। অতএব বৎস! হতাশ হইও না। বোপদেব গোস্বামীর নাম শুনিয়াছ কি? তিনি নিরেট মূর্খ ছিলেন; নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া, চতুষ্পাঠী হইতে তাড়িত হন; পরে পুনঃ পুনঃ কলসী-স্থাপনে পুষ্করিণীর ক্ষীয়মান সোপান-দর্শনে, তাঁহার মনে আশার আলোক উপস্থিত হইল; তিনি উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে পুনরধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে, দেখ, সেই বোপদেব, "মুগ্ধ-বোধ" নামক দুর্বোধ সংস্কৃত ব্যাকরণও রচনা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

দেখ, যেমন পাকস্থলী ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, সেইরূপ মনেরও একটি পরিপাক শক্তি আছে; যাহার মনের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল, সেই ক্রোধী ও অসহিষ্ণু; আর এই শক্তি যাহার প্রবল, সে যাবতীয় মর্ম্ম-পীড়া নীরবে সহ্য করে, প্রায়ই বিচলিত হয় না। অতএব বৎস! মনের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি কর।" এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, গোপাল উত্তর করিল, "ঠাকুর, আপনি নিশ্চয়ই দেবতা; আমার ন্যায় মহাপাপীর রক্ষার জন্যই, এই নিশাকালে এস্থানে আগমন করিয়াছেন। ঠাকুর! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি আর কখনও, এমন পাপ-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব না; আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন মনের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারি।" "হাঁ, অবশ্যই নারায়ণ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। বৎস! আমি চলিলাম; ঈশ্বরের প্রতি অটল ভক্তি রাখিও," এই কথা বলিয়া, নারাযণ সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। গোপাল তাঁহার পদধূলি লইল এবং "ভগবন্, অপরাধ মার্জ্জনা কর," এই চিন্তা করিতে করিতে, অনতিকাল মধ্যেই নিদ্রা দেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

তৃতীয় দৃশ্য।

ভণ্ড-ভূম্যধিকারী।

রাজা মহাদেব রায় একজন প্রসিদ্ধ লোক। তাঁহার বার্ষিক আয় পাঁচ লক্ষ টাকা। তিনি, সহৃদয় ও দেশ-হিতৈষী লোক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি সন্ধ্যা-পূজা ও জপ-তপে অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন; কলিকাতা, কাশী,

বৃন্দাবন ও পুরীধামে, অধিকাংশ সময় তাঁহার বাস; "রাধা-শ্যাম" "রাধা-গোবিন্দ," "শিব শম্ভু," বলিতে যেন তাঁহার নয়ন-যুগল অশ্রুপূর্ণ হয়; কিন্তু, বাহিরের আবরণটি যেরূপ পরিপাটী, আত্মাটি সেরূপ নয়। তিনিও ঘোর বিষয়ী, স্বার্থান্ধ ও দত্তাপহারী; তাঁহার পূর্বপুরুষ প্রদত্ত দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর, প্রায় সমস্তই বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন; ইহাতে তাঁহার বার্ষিক আয়, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই রাজ-বাটীতে একদিন মধ্যাহ্ন-কালে, নারায়ণ, এক ব্রাহ্মণ-কুমার মুখে "ত্রাহি মাং মধুসূদন" ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত আকুল হইলেন। অনন্তর, তিনি অলক্ষ্যভাবে এ বাটীতে উপস্থিত হইয়া, রাজা ও ব্রাহ্মণ-তনয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, বাটীতে সকলেই পীড়িত; তাহাদিগকে ফেলিয়া, আপনার আদেশ প্রতিপালনের জন্য আসিয়াছি।

রাজা। বেশ, ভাল করিয়াছ।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, তলব কি জন্য?

রাজা। তোমার ব্রহ্মোত্তর-জমি কত বিঘা?

ব্রাহ্মণ। পঞ্চাশ বিঘা।

রাজা। কাগজ-পত্র কিছু আছে।

ব্রাহ্মণ। না। আপনার বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারায়ণ রায়, ইহা আমাদিগকে প্রদান করেন। ইহা দ্বারাই আমাদের ভরণ-পোষণ ও বার্ষিক ক্রিয়া কর্ম্মের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

রাজা। এই ব্রাহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হইবে।

ব্রাহ্মণ। তবে আমাদের উপায়!

রাজা! উপায়, ভগবান্। এখনই 'ইস্তাফা নামা" লিখিয়া দাও। তাহা না হইলে, বিশেষ উৎপীড়ন হইবে।

রাজার কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময়, নারায়ণ, সন্ন্যাসি-বেশে রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি না একজন ধার্ম্মিক লোক বলিয়া পরিচিত! আপনি না ধর্ম্ম-সভার সভ্য! আপনি না হিন্দু সমাজের নেতা! আপনি না তীর্থ-স্থানে অধিকাংশ সময় বাস করেন! আর কেন, মহারাজ যথেষ্ট হইয়াছে! ব্রহ্মোত্তর বাজোপ্ত করিয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন, এখন প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করুন, কপটতাকে আর ধর্ম্মের্ আবরণে আচ্ছাদিত রাখিবেন না। মহারাজ, এরূপ ভাব, ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নহে; আপনার সন্ধ্যা-

পূজা সব বৃথা; জপ-তপ সব বৃথা। আপনি এখনও ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারেন নাই; আপনাপেক্ষা, আপনার একজন সামান্য প্রজাও শ্রেষ্ঠ জীব। দত্তাপহারী ব্রাহ্মণ, পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য; আপনিও পতিত ও মহাপাপী। অপহৃত দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তরের জমি সকল, অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করুন, আর এই ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিন। ঈশ্বর, দাতা; যদি তাঁহার কৃপা হয়, তবে তিনি এই ক্ষতি, অন্যোপায়ে অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। নিরীহ ও নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণগণের অভিসম্পাত গ্রহণ করিবেন না।

অনন্তর সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি ধারী নারায়ণ, স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন।

রাজা মহাদেব রায়, আপন দোষ হৃদয়ঙ্গম হওয়ায়, অনুতপ্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিবেন, এই ভাবিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

দোকানদার।

নারায়ণ অলক্ষ্যভাবে দোকানদারগণের কার্য্যকলাপ পবিদর্শন করিলেন; দেখিলেন, কোনও স্থানে ক্রেতা একসের দ্রব্য চাহিতেছে, কিন্তু দোকানদার সে স্থলে চৌদ্দ ছটাক ওজন করিয়া দিতেছে; কোথাও বা দোকানদার, বস্ত্রের ছিন্ন-অংশ গুপ্ত রাখিয়া, ক্রেতার নিকট হইতে পূর্ণ মূল্য আদায় করিতেছে; কেহ বা জলমিশ্রিত তৈল, কেহ বা জলমিশ্রিত দুগ্ধ এবং কেহ বা চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃত বিক্রয় করিতেছে; কেহ বা ক্রেতা হইতে কোন দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিতেছে। এই সকল দৃশ্যে মর্ম্মাহত হইয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! সততা ও সদ্ব্যবহারই যে ব্যবসায়ের জীবন, অতি অল্প লোকেরই এই জ্ঞান আছে। প্রবঞ্চক-জনিত লাভ অল্পকাল স্থায়ী, কিন্তু সততাজনিত লাভ অল্প হইলেও, দীর্ঘকাল স্থায়ী; এক পয়সার দ্রব্য-ক্রয়ে, বিক্রেতার উপর বিশ্বাস স্থাপিত হইলে, ক্রেতা একশত টাকা দ্রব্য ক্রয় করিতেও দ্বিধা বোধ করে না।

হায়! এদেশ যে কত যৌথ কারবারের উত্থান ও লয় হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন! "সততা" এদেশ হইতে একরূপ বিদায়-গ্রহণ করিয়াছে। অধিকাংশ লোকই, বিশ্বাস-ঘাতকতা, প্রবঞ্চনা ও স্বার্থপরতার দাস; অনেকেই অংশীদিগের মস্তক চর্ব্বন করিয়া, আত্মোদর পূর্ণ করিতে ব্যস্ত! এরূপ ভাব

জাতীয় উত্থানের প্রধান অন্তরায় এবং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। অতএব, ব্যবসায়ি ভারত-সন্তান, কখনও ব্যবসায়ে অসদুপায় অবলম্বন করিও না। অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া লাভবান হইবে, এ ভাবটি কখনও যেন মনে স্থান পায় না। নারায়ণ, এইরূপ চিন্তাকুল-চিত্তে, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবগণের পুনর্ম্মিলন ও দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ।

নারদ ও গণেশ সন্ধ্যার পর দেবালয়ে উপনীত হইয়া, ঈশ্বরোপাসনা সমাপন করিলেন; এমন সময়, নারায়ণও, তথায় উপস্থিত হইয়া, নিতান্ত কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! কি বলিব, দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়! গণপতি, কলিকাতার আভ্যন্তরিক অবস্থা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা ততোধিক মর্ম্মভেদী! ততোধিক ঘৃণিত! নারদ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভু, আপনার আদেশানুসারে, আমরা যথাসাধ্য হরিনাম প্রচার করিয়াছি, কিন্তু কোথাও, শুভ পরিবর্ত্তন অনুভব করি নাই। মানবগণ, কেবল ঐহিক সুখ-সম্ভোগেই ব্যতিব্যস্ত! ইহকালের পর, আর একটি যে "কাল" আছে, এ ভাবটি, অতি অল্প লোকের মনেই উদিত হয়! হোটেলান্ন-গ্রহণ, অভিনব প্রণালীতে কেশ-কর্ত্তন, মদ্য-পান, বিলাস, বেশ্যা-সেবা, কপটতা ও স্বার্থপরতা, অধিকাংশ লোকেরই অসারত্বের পরিচয় প্রদান করে! অধিকাংশ মানবেরই জীবন-লীলা, ভূষণ, শয়ন, আর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান-শূন্য হইয়া অর্থোপার্জ্জন, এই চতুর্ব্বিধ বিষয়েই পর্য্যবসিত হয়। যদি মানবগণ, হরিপরায়ণ ও ধর্ম্মশীল হইত, তবে, এই মনোরম স্থানের রমণীয়তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত। যাহা হউক, প্রভু, কোনও চিন্তার কারণ নাই; আমাদের সদুপদেশের শুভফল অবশ্যই ফলিবে। প্রভু, বৈকুণ্ঠে যাওয়ার পূর্ব্বে, তীর্থ-স্থান সমূহ একবার দর্শন করিবেন কি? "আচ্ছা চল", এই কথা বলিয়া, নারায়ণ নীরব রহিলেন এবং আগামী কল্য প্রাতঃকালেই যাত্রা করিবেন, স্থির করিলেন।

অনন্তর, দেবগণ, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া, শয়ন করিলেন। "এইস্থান, কালে তীর্থ-স্থান রূপে পরিণত হইবে; "রামকৃষ্ণ" ও তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দের ন্যায় সন্তান প্রসব করিয়া, ভারত ভূমি ধন্যা হইয়াছেন; তাঁহার শিষ্যগণ, জগজ্জয়ী হইবে এবং ভারতের "অভিনব-আখ্যা" তাঁহাদের দ্বারা বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইবে।" নারায়ণ, এইরূপ চিন্তা করিয়া আহ্লাদিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে দেবগণ মাকে প্রণাম করিয়া তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

তীর্থ-দর্শন।

দেবগণ, পুরী, শ্রীবৃন্দাবন, কাশী ও গয়াধাম দর্শন করিয়া, শ্রীধাম নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহারা ধর্ম্মানুরাগের অভাব-দর্শনে, নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। নাবায়ণ, নারদ ও গণেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! দেখিলে ত! তীর্থ-স্থান সমূহের দুরাচার দেখিলে ত! অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন, ব্যভিচার, প্রতারণা, কপটতা ও কুটিলতা সর্ব্বত্রই প্রবল! ধর্ম্ম-ভাব একরূপ বিলুপ্ত! অর্থই একমাত্র উপাস্য দেবতা! ধর্ম্মের আবরণে অর্থোপার্জ্জনই মুখ্য বিষয়! সরল ও তন্ময় ভক্ত, অতি বিরল! বৎস! সে দুঃখ-কাহিনী বর্ণনা করিয়া আর ফল নাই। এস, এক্ষণে ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচার করিয়া, আমাদের অভিনব ভারত-দর্শনের লীলা শেষ করি।" নারদ ও গণেশ. উভয়েই বলিলেন, "প্রভুর যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হউক। তীর্থ-স্থান সমূহের যে এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহাও ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছা বটে।"

উপসংহার।

নারদ। প্রভু, এই ত দেখিলাম! ভারতের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিলাম! হায়! কিছুই ত নাই! ভারতে আছে কেবল দৈন্য ও দুর্দ্দশা; দুঃখ ও দারিদ্র্য; দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার! ভারতে আছে, ওলাউঠা, প্লেগ, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া! ভারতে আছে, অলক্ষ্মীর পূর্ণ দৃষ্টি; অভাব ও পাপের পূর্ণ প্রভাব! এখানে মানুষ আছে, মনুষ্যত্ব নাই; মন আছে. শান্তি নাই; দেহ আছে, জীবন নাই; সমাজ আছে, ধর্ম্ম নাই; গৃহ আছে, লক্ষ্মী নাই; কেবল অধর্ম্ম, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। ভারত-সন্তান, আমাদের বীর-ভ্রাতা ইংরাজের মনুষ্যত্ব, অধ্যবসায়, কর্ম্ম-প্রিয়তা ও শ্রমশীলতার অনুকরণ না করিয়া, বরং তাহাদের মদ্যপান, আহার-বিহার ও পোষাক-পরিচ্ছদেরই অধিকতর অনুকরণ করিয়া থাকে। অনেকেই সাহেব সাজিতে ভালবাসে,—পোষাক-পরিচ্ছদে ও আহারে-বিহারে, কিন্তু অন্তরে নহে। অন্তরে সাহেব সাজিলে কি এদেশের এরূপ দুর্গতি হয়! প্রভু উপায় কি! ভারতের কল্যাণ কিরূপে হয়? প্রভু, দয়া করিয়া একটি ক্ষুদ্র অবতার গ্রহণ করুন না? এ হতভাগ্য নারদও, প্রভুর নব-মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হউক! প্রভু, আপনি ত

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্ট লোকদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন;— এ ঘোর সঙ্কটকালেও "ঋষি-মাহাত্ম্য" পুনঃ স্থাপনের জন্য, ভারতে নব-ভাবে আবির্ভূত হউন।

নারায়ণ। বৎস নারদ! এখনও অবতার গ্রহণ করিবার সময় হয় নাই। তুমি যে ভারতে "ঋষিমাহাত্ম্যের পুনরভ্যুদয়ের" জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, ইহাতে আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। ভারতবাসীর কল্যাণ-কামনায়, আমরা হরিনাম প্রচার করিলাম, বিবিধ জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিলাম; এক্ষণে আবার গৃহে গৃহে কতকগুলি ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচার করিব। আশা হয়. অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। ইংলণ্ডের কর্ম্ম, আর ভারতের ধর্ম্ম, এই দুটি ভাবের মিশ্রণে ভারত-সন্তানকে নবীন ভাবে গঠিত করা আবশ্যক। কর্ম্মের উপাসক, আমার প্রিয় পুত্র, ইংরাজের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া, তাহারা এই নব-যোগ অভ্যাস করিবে।

গণেশ। প্রভু, এ নব যুগে, ভারত-সন্তানগণের যে নব-যোগ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা কালোচিত ও প্রয়োজনীয় বটে। প্রত্যেক ভারত-সন্তানেরই, আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ইংরাজের ন্যায় কর্ম্মবীর আর, আর্য্যঋষির ন্যায় মহান হওয়া আবশ্যক।

নারায়ণ। হাঁ, ঠিক তাই বটে। এক্ষণে, নিম্নলিখিত ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচার ও শিক্ষা দ্বারা, আমরা, তাহাদের যোগারম্ভের প্রাথমিক সোপান প্রস্তুত করিব।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচার।

১। ভারত সন্তান, তোমরা প্রকৃত "মানুষ" হও। সংখ্যায় তোমরা ত্রিশকোটী হইলেও, তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প। কেবল "লাঙ্গুল-বিহীনতা" প্রকৃত মনুষ্যের লক্ষণ নহে,—প্রকৃত মনুষ্যের লক্ষণ স্বতন্ত্র।

২। সদ্ভাব, সুচিন্তা, ও দয়া-দাক্ষিণ্যে আপন-আপন হৃদয় পূর্ণ কর; সত্য-প্রিয়তা, ধর্ম্মশীলতা, ভক্তি, প্রীতি ও স্নেহ তোমাদের অন্তরে বিরাজ করুক।

৩। প্রত্যেক ভারত-সন্তানকে আপন সহোদরের ন্যায় ভালবাস; তাহাদের দোষ সংশোধন করিয়া, তাহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দাও। বিপন্ন, দুঃস্থ কি রুগ্ন ভারত-সন্তানের কোন না কোনও উপকার না করিয়া, দৈনিক অন্ন-গ্রহণ করিও না।

৪। জ্ঞানী, জ্ঞানদ্বারা, ধনী, ধনদ্বারা, বক্তা, বাক্যদ্বারা, সমাজের উন্নতি-সাধন কর; যে, যেভাবে পার, অধঃপতিত ভ্রাতৃগণকে হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লও;

ত্রিতলবাসী ক্রোড়পতিও কুটীরবাসী, দীনহীন ব্যক্তিকে, ঘৃণা না করিয়া, আপন সৌভাগ্যের ছায়ায় আশ্রয় দাও। সমগ্র ভারতকে একটি বিপুল দেহ কল্পনা করিলে, ইহার সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি সাধন প্রয়োজন।

৫। ভারত-সন্তান,—হিন্দু, মুসলমান কি খ্রীস্টান, সকলেই আপন আপন ধর্ম্মে অনুরক্ত থাক। কেহ পরকীয় ধর্ম্মের নিন্দা করিও না; সকলেই মনে করিও, সকলেরই গন্তব্যস্থান এক,—কেবল পথ বিভিন্ন। আপন আপন ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলে, সকলেই ভগবানের প্রীতি-লাভ করিতে পারে; ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ ভ্রান্তি মাত্র।

৬। ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি-সাধনে স্বস্ব শক্তি ও অর্থ-নিয়োগ কর। দেশের অর্থ-বল বৃদ্ধি পাইলে, আভ্যন্তরিক গ্লানিও বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইবে।

৭। ধনী, দেশে দেশে পুষ্করিণী খনন করিয়া, পানীয় জলের অভাব দূর কর। পান্থ-নিবাস স্থাপন করিয়া, পথিকদিগের সুবিধা কর; এবং ধর্ম্ম-গোলা স্থাপন করিয়া, দরিদ্র ভ্রাতৃগণকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে রক্ষা কর।

৮। তোমরা নিতান্ত মোকদ্দমা-প্রিয়। ইহা জাতীয় উত্থানের একটি প্রধান অন্তরায়। অতএব, দেশে দেশে সালিসি-বিচার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কর; সহসা রাজ-দ্বারে যাইয়া কোটী কোটা টাকা ব্যয় করিও না।

৯। ব্যবহারিক পঞ্চ-মকারের সেবা বিষবৎ পরিত্যাগ কর; ইহার একটি মাত্র দোষেই মনুষ্যকে পশুত্বে পরিণত করে।

১০। সকলেই অর্থকরী অথবা দেশহিতকর কোন না কোনও কার্য্যে নিযুক্ত থাক; কেহই অলসভাবে দিন-যাপন করিও না।

১১। প্রতিপল্লীতে অন্যূন বিশ জন শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র লোক লইয়া, এক একটি পল্লী-সমিতি কর। এই সমিতি আপন আপন পল্লীর দৈন্য ও দুর্দ্দশা, দুঃখ ও দারিদ্র্য এবং অসুখ ও অশান্তি দূর করিতে বদ্ধ-পরিকর হইবে। যে স্থানে ভ্রাতৃবিরোধ, গৃহ-বিবাদ, শাশুড়ী-বধূর ঝগড়া, স্ত্রী-পুরুষের বিবাদ, অভাব ও অশান্তি, সমিতি, এই সমস্ত অনর্থের মূল কারণ, সমূলে উৎপাটিত করিবে। দেশের সমস্ত লোক, এই পরিস্থিতির পৃষ্ঠ-পোষক থাকিবে।

১২। বাগ্-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন; কার্য্য চাই; বাক্য পত্র; কার্য্যই ফল; ফল-সেবনেই আত্মার তৃপ্তিলাভ হয়।

১৩। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, রাজাকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন; তোমরা সেই ধর্ম্ম নষ্ট করিও না। মহামতি ইংরাজ রাজার প্রতি অটল ভক্তি

রাখিও। প্রতিদিন ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিও। প্রাণান্তেও ধর্ম্ম নষ্ট করিও না। তোমরা ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান না হইলে, কখনও উন্নতি-লাভ করিতে পারিবে না। অন্যায় ও অধর্ম্মাচারী, জগতের নিয়মানুসারেই অধঃপতিত হয়।

এই সকল ধর্ম্ম-তত্ত্বানুসারে কার্য্য করিলে, অচিরেই, ভারতে "ঋষি-মাহাত্ম্য-পুনরভ্যুদয়ের" লক্ষণ প্রকাশ পাইবে!

দেবগণ, গৃহে গৃহে এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কোথায়ও সভা-আহ্বান, কোথায়ও বা উক্ত তত্ত্ব সম্বলিত মুদ্রিত কাগজ, সকলকে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনেক ভারত সন্তান, উক্ত ধর্ম্ম-তত্ত্বানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ, ইহা দর্শন করিয়া, পরমানন্দ লাভ করিলেন।

কতিপয় অল্পবয়স্ক সুবোধ বালক, দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আমাদিগকে, কিছু উপদেশ দিবেন কি?" গণেশ উত্তর করিলেন, "হাঁ, তোমাদিগকে এক অমূল্য সামগ্রী প্রদান করিতেছি; তোমরা, যত্ন-পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিলে, দেবতা হইতে পারিবে।"

বালকগণ। ঠাকুর, মানুষ দেবতা হয় কি ক'রে?

গণেশ। গুণ দ্বারাই মানুষ দেবতা হয়। দেখ, মানুষের মধ্যে কেহ পশু, কেহ মানুষ, কেহ দেবতা।

বালকগণ। ঠাকুর, আমাদিগকে সেই অমূল্য জিনিষ দিন, যাহাতে মানুষ দেবতা হয়!

"আচ্ছা, আমি তোমাদিগকে, সেই 'অপূর্ব্ব উপহার' প্রদান করিতেছি", এই বলিয়া, গণেশ, এক এক খণ্ড মুদ্রিত কাগজ প্রত্যেককে দান করিলেন।

অপূর্ব্ব উপহার।

অপরূপ বৃক্ষ এক, আছে স্বর্গধামে,
ধরে তায় নানাফল, ভক্তি প্রীতি নামে;
দেবতার ছেলে সব খেয়ে সেই ফল,
হ'য়েছে সুশীল শান্ত, স্বভাব-সরল।
চাহ কি তোমরা কেহ, সেই রম্য ফল,
খেলে যাহা পায় নর, দেবতার বল?
যদি কোন সুচতুর, শিশু হেথা থাক,

এ সময় যত্ন ক'রে ফল নিয়ে রাখ,
দিব আমি সেই ফল, তোমা সবাকারে,
তুষ্ট হ'য়ে লও এই, দিব্য উপহারে।
ভুলিয়ে ভবের জ্বালা, ধ্যান-মগ্ন হ'য়ে,
একদা ছিলাম যবে, নিশীথ-সময়ে,
পরম সুন্দর শিশু, মোরে দেখা দিয়ে,
রেখে গেছে ফলগুলি, এ কথা কহিয়ে :—
"শুন, শুন, মর্ত্ত্য-বাসী, শিশু-বন্ধু যত,
স্বর্গের এ ফল লও, যত পার তত;
ছিছি, ছিছি, তোমরা ত ভকতি-বিহীন,
শ্রদ্ধাহীন গুরুজনে, পাপ-পঙ্কে লীন;
সত্য হ'তে মিথ্যা কথা, বেশী ভালবাস,
পরের বিপদ দেখে, মনে মনে হাস;
কটু বই, মিষ্ট-কথা, কভু নাহি বল,
মা'র কথা না শুনিয়ে, নিজ পথে চল;
কথায় কথায় কর, ক্রোধ-অহঙ্কার,
বুঝি বা তোমরা নও, সৃষ্ট বিধাতার!
তোমাদের ব্যবহারে, ব্যথা পে'য়ে মনে,
দেবের বালক আমি এসেছি গোপনে,
লও ফল সুমধুর, অতীব যতনে,
যত পার খাও নিজে, দাও বন্ধুগণে;
এ ফলের মধুরতা, কভু কমিবে না,
এখন না খেলে না ফল, আর পাইবে না;
এখন যে খাবে ফল, পরেও সে পাবে,
মন-সুখে সেই জন জীবন কাটাবে।
লও ভক্তি, লও প্রীতি, দয়া, ক্ষমা, ধৃতি,
বিবেক, সন্তোষ আর, শ্রদ্ধা, শান্তি, স্মৃতি;
লও ফল সহিষ্ণুতা, আর কৃতজ্ঞতা,
যত পার খাও ফল, নামে সুশীতলতা
লও ফল উপাদেয়, সত্য-সরলতা,
বড় ভালবাসে ইহা, স্বর্গের দেবতা;

দেবের বালক মোরা, এই ফল খেয়ে,
উন্নত হ'য়েছি এতে, তোমাদের চেয়ে।
যদি কেহ "স্বর্গ-সুখ" পাইবারে চাও,
যত্ন ক'রে এ সময়, ফলগুলি খাও।
স্বর্গের এ ফল খে'লে, দেব-শিশু হবে,
ধরা-ধাম স্বর্গ হবে, এমন না রবে;
এক সঙ্গে মোরা সবে, তা হ'লে খেলিব;
স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যে এক, সিঁড়ি দিয়ে দিব।
মর্ত্ত্য-বাসী যত লোকে সেই সিঁড়ি দিয়ে,
লয়ে যাব দিব্য-ধামে, আদর করিয়ে;
অতএব ভ্রাতৃ-গণ, খাও এই ফল,
এ শুভ সঙ্কল্প মোর, হউক সফল।"

বালকগণ বলিল, "এটি বাস্তবিক, 'অপূর্ব্ব-উপহার'; 'ধরা-ধাম স্বর্গ হ'বে, এমন না রবে,' আমরা তদনুরূপই কার্য্য করিব।"

নারায়ণ বলিলেন, "বৎসগণ, তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক; অভিনব-ভারতের অভিনব-ভাব বিলুপ্ত দেখিয়া, আমরাও ধন্য হইব। ভারত-উদ্যানে, ফলচ্ছায়া-সমন্বিত মহাপুরুষরূপ মহা-বৃক্ষ রোপনের জন্য, আমরা ব্যাকুল হইয়াছি; ভগবান্ তোমাদিগকে, সেই মহা-তরু-রূপে পরিণত করুন।"

অনন্তর বালকগণ, দেবগণের পদ-ধূলি লইল এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ-গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিল।

শিশু-হৃদয়ে ঋষি-মাহাত্ম্যের বীজ অঙ্কুরিত দেখিয়া, দেবগণ আশ্বস্ত হইলেন এবং যে দেশের বালকগণ দেবভাবাপন্ন, সে দেশের মঙ্গল অবশ্যাম্ভাবী, ইহা চিন্তা করিতে করিতে, প্রফুল্লমনে বৈকুণ্ঠ-ধামে যাত্রা করিলেন।

সমাপ্ত।